(অপ্রকাশিত)

পদ-রত্নাবলী

[বিস্তৃত ভূমিকা, পাদ-টীকা ও চারিটি সূচী সম্বলিত

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ, কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

প্রকাশক
শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র রায় এম, এ,
সাহাজাদপুর পোঃ (পাবনা)

১৩৩৩

মূল্য ২৲ টাকা।

ভূমিকা

অপ্রকাশিত পদাবলী

বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রাচীন ও আধুনিক অনেকগুলি সংগ্রহ-গ্রন্থ এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও যে কত হাজার হাজার পদ প্রকাশিত হইতে বাকি আছে—তাহার পরিমাণ করা কঠিন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণে পদকল্পতরু প্রভৃতি কয়েকখানা সংগ্রহ-গ্রন্থ অবলম্বনে পদ-কর্ত্তাদিগের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মোটে ১৬৫ জন পদ-কর্ত্তার নাম দেখা যায়; ইহার মধ্যে দুই চারিটি নাম পুনরুক্ত হইয়াছে;—যেমন কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিরই উপাধি-বিশেষ; শেখর ও রায় শেখর একই ব্যক্তি; কিন্তু তালিকায় স্বতন্ত্র-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। তালিকার এই পুনরুক্ত নামগুলি বাদ দিলে উহাতে আন্দাজ ১৬০ জন বিভিন্ন পদ-কর্ত্তার নাম পাওয়া যাইতেছে। বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের অপ্রকাশিত বিলুপ্তপ্রায় পদাবলী সংগ্রহের জন্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত আরও ২৮ জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার প্রায় ২৫০টি অপ্রকাশিত পদ ও তদ্ভিন্ন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের ৬০।৭০০ শত অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে, ইহা অপ্রকাশিত বৈষ্ণব পদাবলীর অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত কিছু নহে; কেন না, দীনেশ বাবুর তালিকার নিঃসন্দিগ্ধ ১৬০ জন ও আমাদিগের প্রকাশিত ২৮ জন, মোট ১৮৮ জন পদ-কর্ত্তার প্রত্যেকে গড়ে ১৫০টি করিয়া পদ রচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের রচিত পদ-সমষ্টি প্রায় উনিশ হাজার হইবে। বস্তুতঃ ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যে, অন্যূন পক্ষে ৩০০।৪০০ শত পদ রচনা করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকদিগের সমবেত-চেষ্টার ফলেও আজ পর্য্যন্ত আমরা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলীতে মোটে ছয় সাত হাজার পদের অধিক প্রাপ্ত হই নাই; অতএব বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের বেশীর ভাগ পদই বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহকার, কীর্ত্তন-গায়ক ও বটতলার ছাপাখানার প্রসাদে বৈষ্ণব-পদাবলীর অল্লাংশই ধ্বংস হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের সংগৃহীত এই অপ্রকাশিত বৈষ্ণব-পদাবলী আমাদিগের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পদকল্পতরুর পাঠ-বিচার ইত্যাদি সম্বলিত যে সটীক সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, উহার পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে, স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু, এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে আরও চারি পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে ঐ অপ্রকাশিত পদাবলী হইতে ছয় শতের কিছু বেশী উত্তম উত্তম পদ নির্ব্বাচিত করিয়া সাধারণ-পাঠকদিগের উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত করা সুবিধাজনক বিবেচনা করায় "অপ্রকাশিত

পদ-রত্নাবলী" নামে এই গ্রন্থখানা সঙ্কলিত হইল। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য ইহাতে দুরূহ-বাক্যাবলীর পাদ-টীকা, বিষয়-সূচী রস-সূচী, পদ-সূচী ও অর্থ সহ সুবিস্তৃত শব্দ-সূচী সংযোজিত হইয়াছে। বাংলাভাষার দুই একখানা উৎকৃষ্ট অভিধান ইতি পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়া থাকিলেও আজ পর্য্যন্ত একখানাও প্রামাণিক পদাবলী-শব্দকোষ প্রকাশিত না হওয়ায়, পদাবলী-পাঠকদিগকে প্রতিপদেই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপরিশিষ্ট পদকল্পতরুর জন্য আমরা অনেকদিন হইতে একখানা প্রামাণিক বৃহৎ পদাবলী-শব্দকোষের সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের সেই বৃহৎ "পদাবলী-শব্দকোষ" হইতে "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের দুরূহ শব্দাবলীর অর্থ ও প্রয়োগের উল্লেখ-সম্বলিত একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ-সূচী সঙ্কলিত করিয়া এই গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হইল। সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপযোগী নহে বলিয়া, অপভ্রংশ 'তদ্ভব' শব্দ-সমূহের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাতে বিশেষ আলোচনা করা হয় নাই; তদ্রূপ গ্রন্থ মধ্যে পদাবলীরও পাঠ বিচার ও পাঠান্তর প্রদর্শন না করিয়া কেবল সমীচীন পাঠই গ্রহণ এবং প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়াছে; কেবল মাত্রা-বৃত্ত যে সকল ব্রজ-বুলির পদে শব্দের আধুনিক বর্ণ-বিন্যাসের অনুসরণ করিলে ছন্দোভঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, সেই সকল স্থলেই অগত্যা উচ্চারণ-অনুযায়ী লঘু-গুরু-বর্ণ-বিন্যাস-প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং পাঠক ব্রজ-বুলির পদে 'কামিনী' 'নলিনী' 'নাগরী' 'গৌরী' প্রভৃতি দীর্ঘ-ঈকারান্ত শব্দগুলির পরিবর্ত্তে প্রায়শঃ 'কামিনি' 'নলিনি' 'নাগরি' 'গৌরি' ইত্যাদি হ্রস্ব-ইকারান্ত প্রয়োগ ও সেইরূপ প্রচলিত-রীতি-বিরুদ্ধ অন্যান্য প্রয়োগ দেখিয়া বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইবেন না। এইরূপ অপ্রচলিত বর্ণ-বিন্যাসের শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে কোন গোলযোগ না ঘটে, সেজন্য সে গুলিকে প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দ-সূচীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ পদাবলী-শব্দকোষ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগের এই অর্থ ও প্রয়োগ-যুক্ত শব্দ-সূচী দ্বারাও পদাবলী-পাঠকদিগের অসুবিধা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারিবে আশাতেই এই শব্দ-সূচীর সঙ্কলনে যত্নের ত্রুটি করা হয় নাই।

আমরা এস্থলে "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের আকর হস্তলিপি-পুস্তকগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। প্রথমেই "পদরসসার" পুথিখানির উল্লেখ করা সঙ্গত হইবে; কারণ, কি পুথির আকার, কি বিষয়ের উৎকর্ষ ও গুরুত্ব—সকল বিষয়েই এই পুথিখানির শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত মনে হয়। আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২১শ ভাগের ১ম সংখ্যায় "নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার" শীর্ষক প্রবন্ধে এই পুথিখানির বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছি; সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, এই পুথিখানি নিমানন্দ দাস নামক পদ-কর্ত্তার দ্বারা অনুমান শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থের পদ-সংখ্যা প্রায় ২৭০০ শত। ইহাতে ১। অভিরাম ২। কাশীদাস ৩। কিশোর ৪। কুবের-আনন্দ ৫। কৃষ্ণকান্ত-তনয় ৬। কৃষ্ণানন্দ ৭। জয়চন্দ্র ৮। তরণীরমণ ৯। দীনবন্ধু ১০। নিমানন্দ ১১। নীলাম্বর ১২। বদন ১৩। বল্লবীকান্ত ১৪। বীরবাহু ১৫। ভাগবতানন্দ ১৬। মন্মথ ১৭। রাঘব ১৮। রাজচন্দ্র ১৯। রামানন্দ ২০। স্বরূপচরণ

পদরসসার

২১। হরিবংশ—এই একুশ জন অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার পদাবলী আছে; তন্মধ্যে সঙ্কলয়িতা নিমানন্দ দাসের স্বকৃত পদের সংখ্যা ১৪৬টি। আমরা নিমানন্দের মাত্র দুইটি পদ—পদ-রত্নাবলীতে উদ্ধৃত করিয়াছি। পাবনা জেলার পাতিয়াবেড়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের খুল্লপিতামহ বৃন্দাবন-ধাম হইতে এই পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, বাংলা ১২৭১ সালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামকুমার গোস্বামীর দ্বারা উহার একখণ্ড প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; তৎপরে আদর্শ পুথিখানি গৃহ-দাহে বিনষ্ট হওয়ায় এখন কেবল প্রতিলিপি পুথিখানিই বর্ত্তমান আছে। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অদ্বৈতদাস বাবাজি মহাশয় ও অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও নিমানন্দ দাসের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় নাই। নিমানন্দ একটি প্রার্থনার পদে লিখিয়াছেন—"বিষয় ছোড়ি হয় তুরিতহি আওলুঁ"; অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"নিমানন্দ দ্বিজ বংশী অনুজ
মজিল দোঁহার চিত।"

ইহ দ্বারা তিনি বৃন্দাবনের ন্যায় কোন সাধনা-স্থলীতে থাকিয়া "পদরসসার" গ্রন্থখানি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন এবং তিনি দ্বিজ-কুলোদ্ভব বংশীদাসের অগ্রজ ছিলেন, এই মাত্র জানা যাইতেছে। নিমানন্দ দাস যে, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুকে আদর্শ করিয়া তাঁহার "পদরসসার" সঙ্কলিত করেন—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কেন না, পদরসসার পুথিতে তিনি অনেকস্থলেই পদকল্পতরু হইতে উহার পদ-বিন্যাস অব্যাহত রাখিয়া পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থশেষে কেবল "পদকল্পতরু" নামের স্থলে "পদরসসার" নামটি বসাইয়া বৈষ্ণবদাসের প্রার্থনাটিও অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদকল্পতরুর অতিরিক্ত পূর্ব্বোক্ত কুড়ি জন পদ-কর্ত্তার পদাবলীর সংগ্রহ দ্বারাও নিমানন্দ দাস পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের পরবর্ত্তী এই অনুমানই সমর্থিত হয়।

'পদরসসার' পুথির পরেই কমলাকান্ত দাসের সঙ্কলিত 'পদ-রত্নাকর' পুথিখানির উল্লেখ করা আবশ্যক। এই পুথিখানি আকারে পদরসসারের ন্যায় সুবৃহৎ না হইলেও, পদামৃত-সমুদ্র, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক বৃহৎ। ইহাতে ৪৩টি তরঙ্গে মোটে ১৩৫৮টি পদ আছে। ইহার মধ্যে কমলাকান্ত দাসের স্বরচিত পদ ১২।১৩টির অধিক নহে।

পদ-রত্নাকর

রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র" গ্রন্থে মোটে ৬০০।৭০০ পদের মধ্যে, তিনি দুই শতের অধিক স্বরচিত পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন;—এরূপ স্থলে কমলাকান্ত পদ-রত্নাকর গ্রন্থে কয়েকটি মাত্র স্বরচিত পদ দিয়া, অন্যান্য পদকর্ত্তার পদদ্বারাই গ্রন্থ কলেবর পূর্ণ করিয়া যথেষ্ট সুবিবেচনায় পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কমলাকান্ত গ্রন্থ-শেষে নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন—

"প্রভু মোর কৃপা-সিন্ধু পতিতের প্রাণ-বন্ধু
কাকে দিলা গরুড়ের ভার।
পদ-রত্নাকর নাম সংগ্রহ সুখের ধাম
মূর্খ-মুখে করিলা প্রচার ॥

নিজ-পরিচয় দিতে লজ্জা ভয় হয় চিতে
অন্তরে উপজে অতি ঘৃণা।
তথাপি তেজিয়া লাজ নৃত্য করি সভা মাঝ
প্রকাশিতে প্রভুর করুণা॥
রাঢ়-দেশে অনুপাম সৎপল্লী সিউর গ্রাম
সাধু-সন্ত-মহন্তের স্থিতি।
পূর্ব্ব পক্ষ-যোজনান্তে কণ্টক-নগর-প্রান্তে
পতিত-পাবনী ভাগীরথী॥
তথি জাতি শ্রীকরণ সাধু-সেবা-পরায়ণ
পিতা ব্রজকিশোর আখ্যান।
কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত সদ্‌গুণ-আধার শান্ত
বৈষ্ণবের দাস-অভিমান।

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, কমলাকান্ত রাঢ়-দেশের সিউর গ্রামে করণবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। পদ-রত্নাকর পুথির সঙ্কলন-সম্বন্ধে কমলাকান্ত অতঃপর লিখিয়াছেন—

"যুগযুক্ত যুগল সমুদ্র শশিশাকে।
শুক্লপক্ষ সপ্তবিংশ দিবস বৈশাখে॥
সহস্র অধিক সংখ্যা দুইশত সন।
তথি পরি ত্রয়োদশ অধিক গণন॥
বর্দ্ধমানে নিজ্জনে বসিয়া নিরন্তর।
প্রাণপণে পূর্ণ কৈল পদ-রত্নাকর॥
বহু পরিশ্রমে এই পদ-রত্নচয়।
মধুকর-বৃত্তে মুঞী করিল সঞ্চয়॥"

'যুগযুক্ত' ইত্যাদি বাক্যের 'যুক্ত' শব্দটি বোধ হয় 'যুগ্য' শব্দের স্থলে অশুদ্ধ প্রয়োগ; কেন না, 'যুক্ত' শব্দের কোন অর্থ হয় না; 'যুগ্য' পাঠ ধরিলেও তদ্দ্বারা বাংলা ১২১৩ সালের সমপরিমিত ১৭১৮ শাক পাওয়া যায় না। 'যুগ্য' শব্দের 'রথাশ্ব' অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়। পুরাণে সূর্য্য রথের অশ্ব-সংখ্যা সপ্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তদনুসারে 'যুগ্য' শব্দের অর্থ ৭ ধরিলে 'যুগ যুগ্য যুগল' (২×৭×২) শব্দে ২৮ অঙ্ক পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'যুক্ত' শব্দের প্রকৃত পাঠ 'যুগ্য' বা অন্য যাহাই হউক না কেন—"সহস্র অধিক সংখ্যা দুই শত সন" ইত্যাদি পরবর্ত্তী অংশ দ্বারা "পদ-রত্নাকর" পুথিখানি যে বাঙ্গালা ১২১৩ সালে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। "পদ-রত্নাকর" পুথিখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পত্তি; উহা পরিষদের পুথি-শালায় রক্ষিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পদ-রত্নাকর

পুথিখানির খোঁজ বলিয়া দিয়া, আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই পুথিখানির উপাদেয়তার একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইহা সঙ্কলয়িতা কমলাকান্ত দাসের স্বহস্ত-লিখিত। গ্রন্থ শেষে লিখিত আছে—

"মহারাজ-অধিরাজ অবনীর ইন্দ্র।
বর্দ্ধমান-ভূমির ভূপতি তেজচন্দ্র॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ গুণের সাগর।
বুদ্ধে বৃহস্পতি কৃপাপূর্ণ কলেবর॥
তাঁর কার্য্যকারকগণের অবতংশ।
কায়স্থকুলেতে রাধানাথ বসু-বংশ॥

*　　*　　*　　*

তাঁর অনুরোধে অনবধি পরিশ্রমে।
লিখিল পুস্তক-রাজ পরম যতনে।
নবদ্বার পুরীর দ্বারের বামভাগে।
পক্ষ বসিয়াছে সমুদ্রের যাম্য-দিকে।
সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে চন্দ্রের উদয়।
শাক-সংখ্যা সঙ্কেতে কহিল সুনিশ্চয়॥
বার শত চৌদ্দ সন মার্গশীর্ষ মাসে।
বারে বৃহস্পতি ষষ্ঠবিংশতি দিবসে॥
বর্দ্ধমানে বিরলে বসিয়া নিরন্তর।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ পদ-রত্নাকর॥"

পুথি খানির আদ্যোপান্ত একই হাতের লেখা; তদ্ভিন্ন ১২১৩ সালে সঙ্কলিত পুথিখানির ১২১৪ সালেই বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান কার্য্যকারক রাধানাথ বসুর অনুরোধে একখানা প্রতিলিপি প্রস্তুত হইল এবং প্রতিলিপি-কারক সঙ্কলয়িতার ন্যায় বর্দ্ধমানে বসিয়া গ্রন্থ লেখন সম্পূর্ণ করিয়া, গ্রন্থ-শেষে কবিতায় সেই বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিয়া রাখিলেন,—ইহা দ্বারা সঙ্কলয়িতা ও প্রতিলিপিকারক যে একই ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। পদ-রত্নাকর গ্রন্থে ১। কমলাকান্ত ২। জানকীবল্লভ ৩। ধনঞ্জয় ৪। সর্ব্বানন্দ—এই চারিজন অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তার কতকগুলি পদ সহ বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের বহু অপ্রকাশিত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা কমলাকান্তের রচনাদর্শনে—তাঁহাকে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচনা হয়। পদ-রত্নাকর পুথির গৃহীত পাঠ অধিকাংশ স্থলেই সমীচীন এবং পুথিখানিতে লিপিকরের ভ্রম প্রমাদও অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়।

পদ-রত্নাবলীর অপর আকর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি-শালায় ২০১ সংখ্যক

পুথি। এই পুথিখানির কোন নাম নাই; ইহা কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল—তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। হস্তাক্ষর দর্শনে ইহা আন্দাজ একশত বৎসরের অনধিক প্রাচীন বলিয়া বিবেচনা হয়। পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহে সন্নিবেশিত হয় নাই—এইরূপ পদাবলী সংগ্রহ করাই বোধ হয় সঙ্কলয়িতার উদ্দেশ্য ছিল। এই পুথিখানির পদ-সংখ্যা প্রায় ৭০০ শত হইবে। ইহার মধ্যেও আমরা ১। গৌরাঙ্গ দাস ২। দয়াল ৩। নন্দদুলাল —— এই তিনজন অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথি

এতদ্ভিন্ন আমরা আরও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিপি-পুথি হইতে পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। এস্থলে সংক্ষেপে সেই পুথিগুলির সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। চণ্ডীদাসের ১—৮ ও ১৮—২৭ সংখ্যক পদগুলি একখানি ক্ষুদ্র একশত বৎসরের কিছু বেশী প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি পাবনার 'সুরাজ' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক পাবনার মাংক্ষী(?) গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মন্মথ বাবু এই পুথিখানির পাঠোদ্ধার করার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া ও পদগুলি পদ-রত্নাবলীতে প্রকাশিত করার অনুমতি দিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। মন্মথ বাবুর আবিষ্কৃত পুথিখানিতে কেবল চণ্ডীদাসেরই উক্ত পদগুলি উল্টাপাল্টা ভাবে সন্নিবেশিত আছে; কোনও পালার নাম নাই। ১—৮ সংখ্যক পদগুলি যে, অনুরাগের পদ ও ১৮—২৭ সংখ্যক মাথুর-বিরহের পদ হইতে স্বতন্ত্র, তাহা সহজেই বুঝা যায়; সুতরাং আমরা রসপর্য্যায় অনুসারে ঐ পদগুলিকে পৃথক্ করিয়া সাজাইয়াছি। পুথিখানিতে লেখকের নাম নাই; কিন্তু লেখার বাংলা সাল দেওয়া আছে; তাহাতেই জানা গিয়াছে পুথিখানি একশত বৎসরের কিছু অধিক প্রাচীন।

অন্যান্য হস্তলিপি পুথি

আর একখানি উল্লেখযোগ্য পুথিকে আমরা পদরত্নাবলীতে 'দোঃ পুথি' নামে অভিহিত করিয়াছি। এই পুথিখানি আমরা পাবনা জেলার রায়-দৌলতপুর গ্রামনিবাসী সুকণ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক শ্রীযুক্ত গিরারীলাল(?) অধিকারী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। পুথিখানি আরম্ভের দিকে খণ্ডিত; প্রাপ্ত অংশে দুই তিনটি শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের পরেই লোচন দাসের "ব্রজলীলা রসোদ্গার" বিষয়ক ১৭টি অতি অপূর্ব্ব ধামালীর পদে একটা সম্পূর্ণ পালা পাওয়া গিয়াছে। আমরা লোচনদাসের প্রসঙ্গে এই পদগুলির অপূর্ব্বত্বের আলোচনা করিব। অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত আর একখানি খণ্ডিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর পুথি হইতে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় পাঠান্তর প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের সম্পাদিত পদকল্পতরুর নব-সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই উপকারের জন্য আমরা অধিকারী মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই পদ-সংগ্রহের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতার পাত্র বাঁকুড়া জেলার শ্রীপাট-পুর্ণিয়া নিবাসী নিত্যানন্দ-বংশাবতংস কীর্ত্তন-পারদর্শী শ্রীযুক্ত

বনবিহারী গোস্বামী মহোদয়। তিনি আমাদের কার্য্য-স্থল সাহাজাদপুরে শিষ্যালয়ে অবস্থান-কালে আমাদিগকে নানা সময়ে নানা স্থান হইতে বৈষ্ণব-পদাবলীর নানা পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া ও আমাদিগের সহিত একান্ত অন্তরঙ্গভাবে বৈষ্ণব-পদাবলী ও রস-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া, আমাদিগকে যেরূপ অনুগৃহীত ও উপকৃত করিয়াছেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য ; আমরা চির-কাল তাঁহার নিকট এজন্য ঋণী থাকিব। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, গোবিন্দদাসের পদাবলীর 'ক' চিহ্নিত পুথি ও বাঁকুড়ার পুথি আমরা ইঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত পাবনা জেলার গাঁড়াদহ-গ্রামের নাগ বাবুদিগের গৃহস্থিত হস্তলিখিত পুথি ও সাহিত্য-পরিষদের ৪৯৬ সংখ্যক পুথি হইতেও কয়েকটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে।

পদাবলী-সংগ্রহে পদ-বিন্যাসের দুইটি প্রসিদ্ধ প্রণালী আছে। প্রথম প্রণালী 'পদকল্পতরু' ইত্যাদি গ্রন্থের ন্যায় বহু পদকর্ত্তার পদ মিশাইয়া পালার আকারে পদাবলী সজ্জিত করা। দ্বিতীয় প্রণালী গোবিন্দদাসের 'একান্ন পদ' কিম্বা রায় শেখরের 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'র ন্যায় এক এক জন পদ-কর্ত্তার পদগুলি লইয়া রস-পর্য্যায় অনুসারে স্বতন্ত্র-ভাবে সজ্জিত করা। উভয় প্রণালীতেই কতক গুলি সুবিধা ও কতক গুলি অসুবিধা আছে। কোনও প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তার অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত করিতে হইলে প্রথমেই বিবেচনা করা আবশ্যক যে, সেই অপ্রকাশিত পদ তাঁহার খাঁটি পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কিনা। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ব-প্রকাশিত নিঃসন্দিগ্ধ পদাবলীর সহিত অপ্রকাশিত পদগুলির বিশেষ তুলনা ব্যতীত কেবল ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। এইরূপ তুলনার জন্য এক এক জন পদ-কর্ত্তার অপ্রকাশিত পদগুলি একস্থানে সন্নিবেশিত করিলেই সে গুলিকে তুলনা করিয়া দেখার সুবিধা হয়। সুতরাং পদ-বিন্যাসের প্রথমোক্ত প্রণালী অনুসারে বহু পদ-কর্ত্তার পদ মিশাইয়া এক একটি পালা সাজাইলে তাহাতে পাঠক ও শ্রোতাদিগের রসাস্বাদের অধিক সুবিধা হইলেও—আমাদিগের এই সংগ্রহে পদাবলীর প্রামাণিকতা ও অকৃত্রিমতাই প্রধান বিচার্য্য বিষয় বলিয়া, আমরা অগত্যা পদ-বিন্যাসের শেষোক্ত প্রণালী অনুসারে এক এক জন পদ-কর্ত্তার পদ স্বতন্ত্র-ভাবে সজ্জিত করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছি। ইহাতে বিভিন্ন পদ-কর্ত্তার রচিত একই বিষয়ের—যেমন পূর্ব্ব-রাগের বা মানের পদগুলি গ্রন্থের নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন-ভাবে সন্নিবেশিত থাকায়, যাঁহারা পূর্ব্ব-রাগ, মান, মাথুর প্রভৃতি এক একটি রসের সমস্ত পদগুলি এক সঙ্গে পাঠ করিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য সাধারণ বিষয়-সূচীর পরে আর একটি রস-সূচী সংযোজিত হইয়াছে। সূচীতে পাঠক প্রত্যেক পালার বা রস-পর্য্যায়ের পদাবলীর সংখ্যা প্রাপ্ত হইবেন ; এবং ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সেই পদগুলি বাহির করিয়া এক সঙ্গে পাঠ করিতে পারিবেন। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত কারণে সমস্ত পদগুলিকে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট পালার আকারে সজ্জিত করার সুযোগ প্রাপ্ত না হইলেও, যেস্থলে কোন পদ-কর্ত্তার নানা-বিষয়ক পদ পাইয়াছি, সেস্থলে যথা-সম্ভব রসের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারেই পদগুলিকে

পদ-বিন্যাস

সাজাইয়া—রসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য অনেক সময়ে অনেক চল-সই পদও পদ-রত্নাবলীতে স্থান দিতে হইয়াছে।

অপ্রকাশিত পদাবলী

ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের দেশে যে সকল প্রাচীন বা আধুনিক পদাবলী-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার অধিকাংশ গ্রন্থেই অকারাদি ক্রমে পদ-সূচী প্রদত্ত না হওয়ায়, কোন্ পদগুলি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, আর কোন্ গুলি বা হয় নাই—তাহা স্থির করা নিতান্ত কঠিন হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলী, চণ্ডীদাসের পদাবলী, গৌর-পদ-তরঙ্গিণী, দেবকীনন্দন প্রেস হইতে প্রকাশিত ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি গ্রন্থগুলিতে পদ-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, পদরসসার, পদরত্নাকর, বনোয়ারীলাল গোস্বামীর সম্পাদিত কীর্ত্তনানন্দ, স্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের পদাবলী এবং স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত গোবিন্দদাস, রায় শেখর ও জগদানন্দের পদাবলী গ্রন্থগুলির পদ-সূচী না থাকায় আমরা বহু পরিশ্রমে উহা প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু পদ-রত্নমালা, কীর্ত্তন-গীত-রত্নাবলী, লীলা-গান পদ্ধতি প্রভৃতি আধুনিক কয়েকখানা পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সূচী আমরা সময়াভাবে প্রস্তুত করিতে পারি নাই; সুতরাং আমরা যে সকল পদ 'অপ্রকাশিত' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, উহার মধ্যে কোনও কোনও পদ ঐ সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু এরূপ পদের সংখ্যা বেশী হইবে না। তদ্ভিন্ন আমরা জানিয়া শুনিয়াই পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনানন্দ, গোবিন্দদাসের পদাবলী জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের পদাবলী গ্রন্থের প্রকাশিত কয়েকটি পদ "পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। মারাত্মক পাঠ-বিভ্রাটের ফলে এই পদ-গুলি নিতান্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছিল; অপ্রাপ্ত ধনের উপার্জ্জনের ন্যায়, প্রাপ্ত ধনের সংরক্ষণ ও সংস্কারসাধন একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া আমরা এই স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের প্রকাশিত পদ-গুলি বিশেষ সতর্কভাবে পরীক্ষিত হইলেও, উহাদিগের মধ্যে আমাদের বেশী পদই সম্পূর্ণ নূতন ও অপ্রকাশিত বলিয়া স্থির হইবে বুঝিতে পারায় আমাদিগের এই সংগ্রহটির বিশেষত্বের সূচনার জন্য "পদ-রত্নাবলী" নামের পূর্ব্বে "অপ্রকাশিত" বিশেষণটি সংযুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি।

বৈষ্ণব-পদাবলী স আলোচনা

পদ-কর্ত্তাদিগের ও বৈষ্ণব-পদাবলীর সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক লেখকই অনেক স্থলে সাধারণ-ভাবে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে এখনও গবেষণা করিবার বহু বিষয় রহিয়াছে; আমরা এক জীবন ধরিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষতঃ বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এ ক্ষেত্রে এখনও বহু সুপণ্ডিত ও মনীষী ব্যক্তির সমবেত চেষ্টা ও গবেষণা ব্যতীত অভীষ্ট ফল-লাভের আশা করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত, পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে

আমাদিগের দীর্ঘকাল-ব্যাপী আলোচনার ফল আমরা ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও ঢাকারিভিউ পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিয়াছি +; এবং আমাদিগের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সটীক ও সপরিশিষ্ট পদকল্পতরুর যে সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে, উহার মুদ্রাঙ্কন সম্পূর্ণ হইলে উহার ভূমিকায় ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত-আলোচনার স্থানাভাব, তবে বিষয়গুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে, এই গ্রন্থের একটা ত্রুটী থাকিয়া যাইবে বলিয়াই আমরা (১) পদকর্ত্তাগণ ও তাঁহাদিগের পদাবলী (২) পদাবলীর ভাষা (৩) পদাবলীর ছন্দ (৪) পদাবলীর রস ও অলঙ্কার (৫) পদাবলীর কবিত্ব ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনালোচিত-পূর্ব্ব কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করিব।

১। পদকর্ত্তাগণ ও তাঁহাদিগের পদাবলী

পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠতার হিসাবে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাসের স্থান সকলের উপরে। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও মিথিলায় তাঁহার পদাবলীর উপযুক্ত সমাদর ৩০।৪০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ আরম্ভ হয় নাই; ভারতীয়-ভাষা-তত্ত্ববিৎ মনীষী গ্রিয়ার্সন্ মহোদয়ই বিদ্যাপতির মিথিলা-প্রচলিত পদাবলীর সংগ্রহ ও প্রকাশ দ্বারা প্রথমে মিথিলায় বিদ্যাপতির পদাবলী-প্রচারের সূত্র-পাত করেন। বাংলায় কিন্তু প্রায় পাঁচ শত বৎসর কাল হইতেই বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্ত্তনগায়কদিগের মুখে গীত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ২৬শ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও রস-তত্ত্বের আলোচনা সংক্রান্ত যে কয়েকটি পদ আছে *, তাহাতে দেখা যায়, উক্ত কবিদ্বয় প্রথমে পরস্পরের রচিত পদ পাঠ করিয়াই পরস্পরের দর্শন-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হন এবং অবশেষে বোধ হয় গঙ্গা-তীরে তীর্থ-যাত্রা প্রসঙ্গে উভয়ের সম্মিলন ঘটে; তৎ সময়ে মিথিলার রাজা রূপ-নারায়ণও বিদ্যাপতির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে, শ্রীচৈতন্য প্রভু তরুণযৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণের পরে জননীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য যখন বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হন, তখন বৃদ্ধ আচার্য্য মহোদয় আনন্দে অধীর হইয়া অশ্রু গদ্গদ-কণ্ঠে —

বিদ্যাপতির পদাবলী

+ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫শ ভাগের ৩য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ", ১৬শ ভাগের ২য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ", ১৮শ ভাগের ২য় সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি,—'গোবিন্দদাস' ২০শ ভাগের ২য় সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি 'চণ্ডীদাস,' ২১শ ভাগের ১ম সংখ্যায় 'নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার' ২২শ ভাগের ৩য় সংখ্যায় 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' ও ২৫ ভাগের ৩য় সংখ্যায় 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' ও 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকায় ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালে প্রকাশিত, 'বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য' ও 'অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তৃগণ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

* পদকল্পতরুর পূর্ব্ব সংস্করণগুলিতে এই ঐতিহাসিক পদগুলি ভুলক্রমে ৪র্থ শাখার ২৮ পল্লবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দীনেশ বাবু মুদ্রিত গ্রন্থের ২৬শ পল্লবে ঐ পদগুলি না পাইয়া, তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের ঐতিহাসিক অংশটুকু বিলুপ্ত করায় একটা বিশেষ শক্তি আছে বলিয়া 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এখানে নিরর্থক বোধ হয়!

"কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর।
চির-দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"

বিদ্যাপতির এই প্রসিদ্ধ ভাব-সম্মিলনের পদ গাহিয়া, তাঁহার হৃদয়-দেবতার অভিনন্দন করেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সঙ্গে দিবারাত্র চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর রসাস্বাদন করিতেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর সংগ্রহ, পাঠ ও অর্থের উদ্ধারের জন্য বাঙ্গালী সম্পাদকগণ নানাসময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার তুলনা-স্থল অতীব বিরল। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা মৈথিল; এইরূপ একটি অপ্রচলিত ভাষার পদাবলী মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে বাংলা দেশে কয়েক শত বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে থাকিলে লেখক ও গায়কদিগের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহা যে অনেক পরিমাণে বিকৃত না হইয়া পারে না—ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে; এরূপ অসুবিধা-সত্ত্বেও বাংলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে—তাহা চিরকাল বাঙ্গালীর একটা বড় গৌরবের জিনিস বলিয়া গণ্য হইবে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সুবৃহৎ সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির মৈথিল-পদাবলীর প্রথম সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া গ্রিয়ার্সন্ চির-কাল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়া থাকিবেন। তাঁহার এই মতগুলি † সমীচীন নয়। মিথিলায় বিদ্যাপতির সর্ব্বশুদ্ধ ৮১টি মাত্র পদ আছে এবং তাহাতেই তাঁহার এত যশ, এই অনুমানই কিছু বিস্ময়জনক। পাঠান্তর সম্বন্ধেও তিনি কিছু অসাবধানতার সহিত মত প্রকাশিত করিয়াছেন। মৈথিল ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া ছন্দ ও ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইবার কথা, কিন্তু সেই কারণে এদেশে প্রচলিত পদগুলিকে কৃত্রিম অথবা জাল স্থির করিয়া অবহেলা করা স্বাধীনচেতা রসগ্রাহী ব্যক্তির উচিত হয় না। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি ও এদেশের সংগ্রহের কাব্যাংশে তুলনা করিয়া বিচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। যদি বিদ্যাপতি

† স্যর গ্রিয়ার্সন্ ১৮৮২ সালের Indian Antiquary পত্রে ত্রিহুত হইতে Pseudo-Vidyapati প্রবন্ধে অক্ষয় বাবুর প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ ও সারদাবাবুর সঙ্কলনে প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন—"These spurious songs of Vidyapati have been more than once collected. I have gone carefully through every poem in both these collections, and am in a position to state that not more than five or six of them altogether show even a resemblance to songs admitted up here to be the work of Vidyapati." "পরে তাঁহার মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলে ১৮৮৫ সালের Indian Antiquary পত্রে পুনরায় প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহে সন্নিবিষ্ট বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে লিখেন:—"While containing a number of hymns undoubtedly written by Vidyapati it also contains a great number certainly not written by him and the bulk is of very doubtful origin." ১৮৯৩ সালে তাঁহার মতের আরও পরিবর্ত্তন হয়; তিনি তখন লিখেন—"Vidyapati Thakur, who lived in 1400 A. C. has only left us a few songs which have come down to us through five centuries of oral transmission and which now cannot be in the form in which they were written."

দুই ব্যক্তির নাম হয়, একজন মিথিলাবাসী ও আর একজন বঙ্গবাসী, একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল, এবং যিনি আসল বিদ্যাপতি, তিনি গ্রিয়ার্সন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টি বই পদ রচনা করেন নাই, তাহা হইলে যে, বঙ্গবাসী জাল বিদ্যাপতি আসল বিদ্যাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না। এদেশে চলিত মোহর যদি মেকি হয়, আর গ্রিয়ার্সন্ যদি খাঁটি মোহর আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী।" নগেন্দ্র বাবু দ্বারভাঙ্গায় আবিষ্কৃত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে উত্তমরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা অনেক স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও—উহাদিগের অধিকাংশই বিদ্যাপতির খাঁটি রচনা। নগেন্দ্র বাবুর এই সিদ্ধান্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশেষজ্ঞ মৈথিল-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে। "মৈথিল-কোকিল বিদ্যাপতি" নামক বিদ্যাপতির পদাবলীর হিন্দী-সংস্করণের সম্পাদক ব্রজনন্দন সহায় মহাশয় গ্রিয়ার্সন্ সাহেবের সঙ্কলিত পদাবলীর ন্যায় বঙ্গদেশের প্রচলিত পদাবলীও তাঁহার গ্রন্থে সাদরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ঐ পদাবলীর ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিদ্যাপতির বঙ্গীয়-পদাবলীর প্রথম সম্পাদক স্বর্গগত জগদ্বন্ধু ভদ্র, প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহের সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বিদ্যাপতির পদাবলীর পরবর্ত্তী সম্পাদক সারদাচরণ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়দিগের সকলেই বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রকৃত পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, এজন্য ইঁহারা সকলেই আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র; কিন্তু বিদ্যাপতির বাংলা দেশে প্রচলিত পদাবলীর অকৃত্রিমতা ও কাব্যাংশে মৈথিল-পদাবলী হইতে শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করিয়া এবং বিদ্যাপতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পদাবলীর পাঠ-বিচার, সমালোচনা ও ব্যাখ্যাসম্বলিত উৎকৃষ্ট সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি তাঁহার সংস্করণে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম, গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন—তাহার তুলনা-স্থল বাংলা-সাহিত্যে বিরল—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা দুঃখের সহিত না বলিয়া পারিতেছি না যে, বিদ্যাপতির পদ, পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে তিনিও অনেকস্থলে ভ্রান্ত হইয়াছেন। প্রথমেই নগেন্দ্রবাবুর পদ-নির্ণয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঐতিহাসিক ও ভাব-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা কবিশেখর, বল্লভ, চম্পতি ও ভূপতিনাথের ভণিতা-যুক্ত শতাধিক পদ কেবল ভাষা-গতসাদৃশ্যদর্শনেই বিদ্যাপতির পদ বলিয়া স্বীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে; তথাপি বিদ্যাপতি কবিশেখর, বল্লভ, চম্পতি ও ভূপতিনাথের ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন কিনা—বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় আমরা এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বিদ্যাপতির পদাবলিতে যে বিভিন্ন নামের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। 'কবিরঞ্জন' ভণিতার যতগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে বিদ্যাপতির রচনা, তাহাতে বিশেষজ্ঞদিগের কোন মতভেদ নাই। পদ-রত্নাবলীতে আমরা বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' ভণিতাযুক্ত কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ সন্নিবেশিত করিয়াছি; তন্মধ্যে "সখা হে তোহে কহুঁ" ইত্যাদি ৩ সংখ্যক পদটী আমরা সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাসের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। পদটী একখানা প্রাচীন খাতায় লিখিত ছিল। এইরূপ 'কবিকণ্ঠহার'ও যে বিদ্যাপতির একটী উপাধি ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। 'কবিকণ্ঠহার' ভণিতাযুক্ত পদ 'কীর্ত্তনানন্দ' গ্রন্থে ও বিদ্যাপতির পদাবলীর নেপালের পুথিতে পাওয়া গিয়াছে *; তন্মধ্যে নেপালের পুথির "প্রণয়ি মনমথ করহি পাএত" ইত্যাদি পদের—

"রাএ সিবসিংহ রস অধার।
সরস কহ কবি কণ্ঠহার।"

ভণিতায় 'কবিকণ্ঠহার' নামের সহিত শিবসিংহের নামও সংযোজিত আছে। 'কবি কণ্ঠহার' উপাধি বাঙ্গালী কোন পদ কর্ত্তার ছিল বলিয়া জানা যায় নাই; পদ গুলির ভাষাও বিদ্যাপতির ভাষার সহিত সৌসাদৃশ্যযুক্ত; এই সকল কারণে 'কবিকণ্ঠহার' কবিরঞ্জনের ন্যায় বিদ্যাপতির উপাধি-বিশেষ বলিয়াই অনুমান হয়। 'কবিশেখর' ভণিতার অন্ততঃ কয়েকটী পদও যে, বিদ্যাপতির রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতির 'নব কবিশেখর' ভণিতার 'শৈশব যৌবন দরশন ভেল' ও 'সুন্দরি বেকত গুপুত নেহা' প্রসিদ্ধ পদ দুইটী পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু 'শৈশব যৌবন' ইত্যাদি পদের টীকায় লিখিয়াছেন—"কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি। তাঁহার পূর্ব্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য্য নামে মিথিলায় সংস্কৃত কবি ছিলেন, এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে নব কবিশেখর কহিত।" বস্তুতঃ 'নব কবিশেখর' নামটী কিছু দীর্ঘ বলিয়া, ছন্দের অনুরোধে উহা অনেকস্থলে শুধু 'কবিশেখর' লিখিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। নামের একাংশ গ্রহণ দ্বারা সম্পূর্ণ নামটীরই গ্রহণ হয়, এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে শুধু 'শেখর' শব্দ দ্বারাও কবিশেখর নামটী সূচিত হইতে পারে; সুতরাং বিদ্যাপতি যে 'কবিশেখর' ও শুধু 'শেখর' নামেও পদরচনা করিয়া থাকিবেন ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা 'কবিশেখর' ও 'শেখর' ভণিতা-যুক্ত বিদ্যাপতির কয়েকটি পদ পদ-রত্নাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু 'রায় শেখর' নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পদকর্ত্তাও ছিলেন। তিনি "ব্রজবুলি" পদরচনায় প্রায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই রায় শেখর স্বরচিত বাংলা ও ব্রজবুলি পদাবলী দ্বারা অষ্টকালীয় লীলা-বর্ণন-বিষয়ক "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন; তাঁহার বহু পদেও রায় শেখরের ন্যায় "কবিশেখর" "নৃপকবিশেখর" ও শুধু 'শেখর' ভণিতা দেখা যায়। আমরা শেখর-নামক কোন নৃপতি পদ-কর্ত্তার বিবরণ জ্ঞাত হই নাই। বোধ হয় শেখর কোন নৃপতির রাজকবি (Poet Laureate) থাকায়ই 'নৃপকবিশেখর' বলিয়া নিজের পরিচয়

* নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণ ১৭২, ১৭৩ ও ২৪৫ সংখ্যক পদগুলি দ্রষ্টব্য

দিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক ব্রজবুলির পদ সর্ব্বাংশে গোবিন্দদাসের এমন কি বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনার যোগ্য; সুতরাং বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কেবল ভণিতা, এমন কি বাহ্যিক রচনাগত সাদৃশ্য দেখিয়া 'কবিশেখর' ও 'শেখর' ভণিতা-যুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হইবে না। সুদীর্ঘকাল পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমরা বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী ও বঙ্গদেশের প্রচলিত তথা-কথিত ব্রজবুলি পদাবলীর মধ্যে ভাষা-গত ও ভাব-গত পার্থক্যের নির্ণায়ক দুইটি মূলসূত্র নির্দ্দিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা তাঁহার নিজের সৃষ্ট নহে,—উহা মিথিলার তৎকালীন প্রচলিত ভাষা; উহাতে সংস্কৃত 'তৎসম' শব্দ অপেক্ষা 'তদ্ভব' মৈথিল শব্দ ও মিথিলার রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ (idiom) অনেক বেশী দেখা যায়। বাঙ্গালার তথা-কথিত 'ব্রজ-বুলি' পদাবলী কোনও প্রদেশের কোনও সময়ের প্রচলিত ভাষা নহে; ইহা বিদ্যাপতির মৈথিল-রচনার অনুকরণে কিছু মৈথিলী, কিছু হিন্দী ও কিছু বাংলা শব্দের মিশ্রণে বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের দ্বারা সৃষ্ট কেতাবী ভাষা। ইহাতে 'তদ্ভব' শব্দ অপেক্ষা 'তৎসম' সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য ও রচনায় বঙ্গ-ভাষা-সুলভ সংস্কৃত-প্রবণতাই অধিক লক্ষিত হয়; মৈথিল রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ ইহাতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই তথা-কথিত ব্রজ-বুলিতে যদিও ব্যাকরণ ও ছন্দ বিষয়ে প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষাই অনুসৃত হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের মৈথিল-ভাষায় অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা হেতু মৈথিল ব্যাকরণ ও ছন্দের ব্যতিক্রম তাঁহাদিগের রচনায় বিরল নহে। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এরূপ একটা বিশেষত্ব বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রণিধান করিলে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-ভাবের সহিত উহার বিশেষত্ব সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মধুর-ভাবে ভগবানের উপাসনা বা ব্রজ গোপীর অনুগা ভাবই আমরা চৈতন্য-দেবের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সেই বিশেষত্ব বলিয়া মনে করি। ব্রজ-গোপীর ভাব যে কি—ভাগবতে তাহা বিশেষ-রূপেই বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ভগবান্‌কে অন্তরতন-রূপে পাইতে হইলে সকল উপাসককেই যে ব্রজ-গোপীর ভাবের মধ্য দিয়া, অন্ততঃ ব্রজ-গোপীর অনুগা বা সহচরীর ভাব লইয়া, সাধনা করিতে হইবে—শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত মর্ম্মজ্ঞ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক এই রস-তত্ত্ব দার্শনিক-যুক্তি সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে সেইরূপ ধারণা এ দেশে বোধ হয় কেহই করিতে পারেন নাই। সুতরাং চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কিম্বা তাঁহার প্রায় সমকালবর্ত্তী ব্রজ ভূমির কবি সুরদাস প্রভৃতির রচনায় ভক্ত-সুলভ বৈষ্ণবতার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাদিগের রচনায় সখী-সুলভ সেবা-ধর্ম্মের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে—সেরূপ কোথায়ও দেখা যায় না। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলীর এই ভাষা ও ভাব-গত বিশেষত্বের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সহিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের বর্ণনার ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলাইয়া বিচার করিলে, অনেক সন্দিগ্ধ বিষয়ের সুমীমাংসা হইতে পারে। আমরা এখানে উহার দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব।

নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে 'শেখর'-ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা—

"কাজর রুচিহর রয়নি বিশালা।
তসু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞো নিকসয় জইসন চোর।
নিশবদ পদ গতি চললিহু থোর॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গরুঅ নিতম্ব নব যৌবন ভার॥
কমলিনি মাঝ খীনি উচ কুচ জোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোরা।
নব অনুরাগিনি নব রসে ভোরা॥
অঙ্গক অভরণ বাসয় ভার।
নেপুর কিঙ্কিনি তেজল হার॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থর গতি চলু ধরি সখি শামা॥
যতনহি নিঃসরু নগর তুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥"

নগেন্দ্র বাবুর ভূমিকার ১৪॥০ পৃষ্ঠায়ও এই পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে 'সঞো', 'জইসন', 'পদ' 'উনমত' 'খীনি' 'নেপুর' ও 'শামা' শব্দের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'সঞে' 'বৈসন' 'পথ' 'উনমতি' 'খিনী' 'নূপুর' ও 'শ্যামা' পাঠ আছে। পাঠ-ভেদের বিচার এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। নগেন্দ্র বাবু এই পদটির সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন—'এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।' এই উক্তি কত দূর সত্য, তাহা স্থির করার জন্য আমাদিগের উল্লিখিত সূত্রগুলির প্রয়োগ করা যাউক। প্রথমেই ভাষা বিচার্য্য। পদটির ভাষায় যে বিদ্যাপতির পদের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে যে, 'রয়নি বিশালা' বাক্যের 'বিশালা' বিশেষণ-প্রয়োগে সংস্কৃত-প্রবণতা, বিশেষতঃ অধিকরণ-কারকের অর্থে পদকল্পতরুর 'তা পব' বা নগেন্দ্র বাবুর সংশোধিত 'তসু পর' শব্দের মৈথিল-রীতি বিরুদ্ধতা এবং ছন্দের অনুরোধে 'আরতি' 'নিতম্ব' ও 'মাঝ' শব্দগুলির গুরু-বর্ণ সমূহের লঘু-ব্যবহার পদ-কর্ত্তার মৈথিল-রচনায় অপরিপক্কতাই প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেও যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে 'শেখর অভরণ ভেল বহন্তা'—এই শেষ চরণটি দেখিলে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। পদ কর্ত্তা শেখর এখানে অভিসারিকা শ্রীরাধার সহচরী হইয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি বহন করিয়া সঙ্গে যাইতেছেন; এই সখী-সুলভ সেবা-কার্য্যের নিদর্শন চৈতন্ত প্রভুর পরবর্ত্তী

পদকর্ত্তাদিগের রচনা ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় কোথায়ও দেখা যায় না। ইহার সহিত এই পদটি রায় শেখরের স্বরচিত দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে,—এই পদটি বা ইহার ন্যায় দণ্ডাত্মিকার অন্যান্য ব্রজ-বুলির পদগুলি মিথিলার কোনও পুথিতে পাওয়া যায় নাই,—এই ঐতিহাসিক প্রমাণ যোগ করিলে, পদটি যে বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা রায় শেখরের রচিত, বিদ্যাপতির নহে,—এইরূপ অনুমানই অনিবার্য্য মনে হয় না কি? নগেন্দ্রবাবু 'শেখর' ভণিতায় যে পদটিকে বিদ্যাপতি ব্যতীত অন্য কাহারও মনে করিতে পারেন নাই, সেইরূপ বা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট আর একটি পদ দেখুন—

"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘন দামিনি ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কন্ত হমারি নিতান্ত অগুসরি
সংকেত-কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শাম নাগর একলে কৈসনে
পন্থ হেরই মোর॥
সুমরি মঝু তনু অবশ ভেল জনি
অথির থর থর কাঁপ।
ই মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু অগুসার।
কবিশেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥

(নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণ—২৯০ সংখ্যক পদ)

পদটির রচনা বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলনায় অযোগ্য নহে; কিন্তু পদটি রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীতে পাওয়া গিয়াছে। পদকল্পতরুর চারি খানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথি ও পদরসার পুথির ভণিতায় 'কবিশেখর' স্থলে 'রায় শেখর' পাঠ আছে; নগেন্দ্র বাবু ইচ্ছা করিয়া রায় শেখরকে কবিশেখর করিয়াছেন আমরা এ কথা বলি না; তবে তিনি কোনও পুথিতে 'কবিশেখর' পাঠ পাইয়া থাকিলেও, ঐ পাঠ যে স্পষ্টতঃ অশুদ্ধ—এখানে রায় শেখর ব্যতীত কবি শেখর পাঠ হইতেই পারে না, ইহা ছন্দোবিৎ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইতে

ক্লেশ পাইতে হইবে না। এই পদটির ত্রি-চরণাত্মক ধ্রুব-কলি ছাড়া প্রত্যেক কলির অযুগ্ম-চরণের প্রত্যেক ভাগে ৩+৪ করিয়া ৭টি মাত্রা আছে; 'কবিশেখর' পাঠ ধরিলে ছয় মাত্রার অধিক হয় না; সুতরাং ছন্দোভঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু 'রায় শেখর' পাঠ গ্রহণ করিলে অভীষ্ট সাত মাত্রাই পাওয়া যায়। ইহার পরে যখন দেখা যায় যে, পদটি রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীতে আছে, কিন্তু কোনও মৈথিল পুথিতে নাই, তখন ইহা রায় শেখরের রচিত বলিয়া অনুমান করাই সঙ্গত মনে হয় না কি?

আমাদিগের বর্ণিত সখীসুলভ সেবা-কার্য্য ব্যতীত আরও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে। যে জন্যই হউক, বিদ্যাপতির মৈথিল-পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের সখা সুবলের, শ্রীরাধার শাশুড়ী-ননদী জটিলা-কুটিলার অথবা শ্রীরাধার আই 'জরতী' অর্থাৎ বড়াই বুড়ীর বিশেষ কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না। এখন যদি কবিশেখর বা শেখর-ভণিতার সন্দিগ্ধ পদগুলিতে জটিলা-কুটিলা বা জরতীর প্রসঙ্গ পাই এবং ঐ পদগুলি রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলীরও অন্তর্গত হয়—তাহা হইলে সেগুলি রায় শেখরের রচিত বলিয়াই অনুমান হয় না কি? এইরূপ কতকগুলি পদও নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; কৌতূহলী পাঠক নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের ১৯৩, ২৫৫, ২৬৩ সংখ্যক পদগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন।

বিদ্যাপতির রচনার সহিত সৌসাদৃশ্য দর্শনে অনেকগুলি ভণিতা-হীন পদ বিদ্যাপতির বলিয়া নগেন্দ্র বাবু গ্রহণ করিয়াছেন। ভণিতা-হীন বে-ওয়ারিশী পদগুলি প্রায়শই যে অধিক প্রাচীন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে; এ অবস্থায় ভাষা কিম্বা ভাব-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে কোনও ভণিতা-হীন পদ যদি কোনও প্রাচীন কবির রচিত বলিয়া অনুমান হয়, তাহা হইলে সেই পদ সেই প্রাচীন কবির পদ-সংগ্রহের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা আমরা অসঙ্গত বিবেচনা করি না; কিন্তু এ স্থলে দেখা আবশ্যক যে আপাততঃ যাহা ভণিতা-হীন মনে হইতেছে, তাহাতে শ্লেষ অর্থাৎ দ্ব্যর্থক শব্দের সাহায্যে পদ-কর্ত্তার নাম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কিনা। পদাবলী-সাহিত্য 'সনাতন' ভণিতাযুক্ত কতকগুলি সংস্কৃত-পদ পাওয়া যায়; ঐ পদগুলি রূপ গোস্বামীর বিরচিত স্তব-মালার অন্তর্গত গীতাবলীর পদ বটে। সুপ্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকাসহ 'স্তব-মালা' বহরমপুর হইতে স্বর্গগত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা আছে যে, সনাতন ভণিতার সংস্কৃত পদগুলি সনাতন গোস্বামীর রচিত; কিন্তু স্তব-মালার সঙ্কলয়িতা জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, ঐ পদগুলি সমস্তই রূপ গোস্বামীর রচিত। টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন যে, রূপ গোস্বামী পদান্তে 'সনাতন' এই শ্লিষ্ট শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত কৌশলে স্বীয় অগ্রজের নাম সূচিত করিয়া অগ্রজের প্রতি নিজের ভক্তিই প্রদর্শন করিয়াছেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'বল্লভ' ভণিতা যুক্ত অনেকগুলি পদ আছে; এই পদগুলিতে 'বল্লভ' শব্দটি এরূপ কৌশলে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, তাহাতে পদ-কর্ত্তা বল্লভ ও বল্লভ অর্থাৎ নাথ শ্রীকৃষ্ণ—উভয়ই বুঝা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পদকল্পতরুর 'আজু হম পেখল কালিন্দি কূলে' (নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতির ৮৯ সংখ্যক পদ) দেখুন। দূতী

এই পদে শ্রীরাধাকে কালিন্দী-কূলে অভিসারে গমন করিবার জন্ত প্রোৎসাহিত করিয়া, অবশেষে বলিতেছেন—"বল্লভ উজ্জ্বল নিকষ সমান।
নিজ তনু পরিখ হেম দশবান ॥"

নগেন্দ্র বাবু ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"বল্লভ (মাধব) উজ্জ্বল নিকষ তুল্য; (তুমি) দশআনা (মহামূল্য) সুবর্ণ (সদৃশ) নিজ তনু পরীক্ষা কর।" পদ-কর্ত্তার ইহাই বক্তব্য যে, যেমন কৃষ্ণ-বর্ণ নিকষ-প্রস্তরে ঘর্ষণ না করিলে স্বর্ণের প্রকৃত বর্ণ-মাহাত্ম্য বুঝা যায় না, সেইরূপ উজ্জ্বল নিকষ-তুল্য নাথের অঙ্গে (অন্ত-অর্থে পদ-কর্ত্তার কৃষ্ণ-প্রস্তর তুল্য কঠিন অন্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তে) নিজের দেহ-রূপ 'দশবান' নামক বিশুদ্ধ স্বর্ণের (বিশুদ্ধির) পরীক্ষা কর। মাননীয় শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পাদিত 'ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি' গ্রন্থের ভূমিকায় বিশিষ্ট যুক্তি সহকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, 'বল্লভ' ও 'হরিবল্লভ' ভণিতার এইরূপ অধিকাংশ পদই গীত-চিন্তামণির সঙ্কলয়িতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিরচিত। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'বল্লভ' ভণিতার এইরূপ অনেকগুলি পদ আছে; উহার সকলগুলি পদই নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বল্লভ—হরিবল্লভ বা রাধাবল্লভ - যে বল্লভেরই সংক্ষেপ হউক না কেন, এই পদগুলির উপর বিদ্যাপতির কোনই দাবি-দাওয়া চলে না। পদাবলী-সাহিত্যে 'কবি বল্লভ' ভণিতার পদও পাওয়া যায়; 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' এই সুপ্রসিদ্ধ পদটি ছাড়া সেই পদগুলির সহিত বিদ্যাপতির পদের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই; অথবা বিদ্যাপতির 'কবিবল্লভ' ভণিতায় কোন মৈথিল পদও এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং 'কবিবল্লভ' শব্দটিকে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ-সমাস দ্বারা 'কবিশেখর' 'কবিকণ্ঠহার' বিশেষণ-শব্দগুলির ন্যায় বিদ্যাপতির উপাধি-বিশেষ কল্পনা করিয়া কোন ফল নাই।

বিদ্যাপতির পদ-নির্ণয়ে নগেন্দ্র বাবুর আর একটি গুরুতর ভ্রম এই যে, তিনি 'চম্পতি' নামক পদকর্ত্তার প্রায় সকলগুলি ব্রজবুলির পদই বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। চম্পতির ভণিতাযুক্ত একটি (পদকল্পতরুর ৫৩১ সংখ্যক) পদের ভণিতায় আছে—

"রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ।"

এই পদটিতেও পূর্ব্বোদ্ধৃত 'গগনে অব ঘন' ইত্যাদি পদের ন্যায় প্রত্যেক অযুগ্ম-চরণের প্রত্যেক ভাগে ৩+৪ করিয়া সাত মাত্রার ব্যবহার দেখা যায়; সুতরাং ভণিতার 'রায় চম্পতি' স্থলে 'কবি চম্পতি' বা সেইরূপ অন্য কোন পাঠ কল্পনা করা যাইতে পারে না; 'চম্পতি' শব্দটি 'কবিরঞ্জন' বা 'কবিশেখর' শব্দের ন্যায় বিদ্যাপতির উপাধি-বিশেষ মনে করায়ও কোন কারণ নাই। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সঙ্কলিত পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত-টীকায় লিখিয়াছেন যে, চম্পতি উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্রের অনৈক মহাপাত্র ও গৌরাঙ্গ প্রভুর অন্যতম ভক্ত ছিলেন। চম্পতির পদাবলী সংখ্যায় অধিক নহে; উহার মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালা-ভাষার পদও দুই চারিটি আছে। শ্রীচৈতন্য প্রভুর উৎকল-দেশীয় ভক্তের পক্ষে এইরূপ বাঙ্গলা

পদ-রচনা অসম্ভব না হইলেও মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পক্ষে তাহা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়; সুতরাং চম্পতির বাঙ্গলা পদগুলি এবং ব্রজবুলির পদের মধ্যেও কোনও পদ বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক বলিয়া বর্জ্জন করিয়া, কোনও কোনও পদ বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সমীচীন বলা যাইতে পারে না।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ চির-প্রসিদ্ধ। কদাচিৎ কোন লক্ষ্মীর বর-পুত্র সাধনা দ্বারা সরস্বতীর প্রসাদ লাভে সমর্থ হইলেও, লোকে সহজে উহাতে বিশ্বাস করিতে চাহে না; মনে করে যে, লক্ষ্মীর বর-পুত্র বোধ হয় লক্ষ্মীর কৃপা-বিতরণের জোরেই অন্যায়পূর্ব্বক সরস্বতীর মন্দির দখল করিতেছে। তাই, রাজা শ্রীহর্ষ তাঁহার সভা-কবি ধাবক অথবা বাণ-ভট্টের দ্বারা 'রত্নাবলী' নাটিকা লিখাইয়া লইয়া নিজ নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন—এরূপ একটা উপাখ্যান আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টের প্রসাদে এ দেশে চলিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় 'শিব সিংহ' ভণিতার পদগুলি বিদ্যাপতিরই রচিত, তিনি নিজের অন্নদাতাকে কবি-সম্মানে গৌরবান্বিত করার জন্যই নিজের নাম গোপন করিয়া কতকগুলি পদে 'সিংহ ভূপতি' অর্থাৎ শিব সিংহের নাম চালাইয়া গিয়াছেন, নগেন্দ্র বাবু এরূপ অনুমান করিয়া সেই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সিংহ ভূপতি ও বিদ্যাপতি অভিন্ন হইলেও, শুধু 'ভূপতি' ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে সিংহ-ভূপতির সুতরাং বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করা যে অতিরিক্ত কল্পনা-প্রিয়তার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও না হয় মানিয়া লওয়া গেল; কিন্তু নগেন্দ্র বাবু 'ভূপতিনাথ' ভণিতা-যুক্ত 'মাধব নিপট কঠিন মন তোর' ইত্যাদি (নগেন্দ্র বাবুর ৩৭৫ সংখ্যক) ও "মদন কুঞ্জ তেজি" ইত্যাদি (নগেন্দ্র বাবুর ২৫৬ সংখ্যক) পদ দুইটিকে যে কিরূপে সিংহ-ভূপতির অর্থাৎ বিদ্যাপতির পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় নাই। নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে ভ্রমবশতঃ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এরূপ পদের সংখ্যা এক শতের কম হইবে না। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভবিষ্যৎ-সম্পাদকদিগের অবধানের জন্য বিশেষ প্রাসঙ্গিক না হইলেও এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হইল।

বিদ্যাপতির পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়

বিদ্যাপতির পদ-নির্ণয় লইয়া যত গোলযোগ, তাঁহার পদাবলীর পাঠ ও অর্থ-নির্ণয় লইয়া ততোধিক গোলযোগ চলিতেছে। এ ক্ষেত্রেও অন্যান্য সম্পাদকগণ অপেক্ষা নগেন্দ্র বাবুর কৃতিত্ব অধিক। সত্য বটে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকগণের ভ্রম-প্রমাদ হইতেও অনেক শিক্ষা-লাভ করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রকৃত পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ের জন্য যে সকলের অপেক্ষা অধিক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার ফলে অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার না করিলে অকৃতজ্ঞের কার্য্য হইবে। পাণ্ডিত্যের সহিত সৌজন্য ও সংযম সম্মিলিত হইলে মণি-কাঞ্চনের যোগের ন্যায় পরম রমণীয় হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, ইদানী অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় আমাদিগের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সৌজন্য ও সংযমের

যথেষ্ট অভাবই লক্ষিত হইতেছে; নগেন্দ্র বাবু কিন্তু সম্পাদকীয় সৌজন্য ও সংযমের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকগণের কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদের তীব্র-বিদ্রূপ-পূর্ণ ভাষায় সমালোচনা করিয়া নিজের ভ্রম-প্রমাদের জন্য পরবর্ত্তী সম্পাদকগণের নিকট হইতে তদ্রূপ কর্কশ ব্যবহার পাইবার উপযুক্ত হইলেও, নগেন্দ্র বাবু কোনরূপ অসৌজন্য বা অসংযম প্রকাশ না করিয়া ধীর-ভাবে বহু স্থলেই কাব্যবিশারদ মহাশয়ের গৃহীত পাঠ ও ব্যাখ্যার ভ্রম প্রমাদ গুলির সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী বহু শতাব্দী ধরিয়া মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে প্রধানতঃ গায়কদিগের মুখে মুখে গীত এবং প্রায়শই অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লিপিকরদিগের দ্বারা লিখিত হওয়ায় বহু-পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; অনেক স্থলেই সংশোধনের উপযোগী প্রামাণিক উপকরণও পাওয়া যায় না; সুতরাং এ অবস্থায় সম্পাদকগণ যথাসাধ্য পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োগ করিলেও পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে যে বহু ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া যাইবে—ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। বস্তুতঃ এত গুলি মনীষী সম্পাদক বিদ্যাপতির পদালীর প্রকৃত পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া থাকিলেও উহাতে এখনও শতাধিক পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। এই বিষয় আলোচনার স্থল ইহা নহে। আমরা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় আমাদিগের পূর্ব্ব-প্রকাশিত "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি 'বিদ্যাপতির পদাবলী' প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণ অবলম্বনে বিদ্যাপতির এই সকল পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতির সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পদ-সূচীর অভাবে কতক না জানিয়া এবং গুরুতর পাঠ-বিভ্রাট স্থলে পদগুলির নষ্টোদ্ধার করার উদ্দেশ্যে জানিয়া শুনিয়াই আমরা কতকগুলি পূর্ব্ব-প্রকাশিত পদ আমাদিগের সংগ্রহে সন্নিবেশিত করিয়াছি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিদ্যাপতির দুইটি পদ উদ্ধৃত করিব।

নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের ৪৫৪ সংখ্যক পদটি এইরূপ—

"তুহু মান ধএলি অবিচারে।
অবে কী করব প্রতিকারে ॥২॥
তুহু এড়াওলি রতনে।
মান হৃদয় করি ধরলি জতনে ॥৪॥
মান গরুঅ কিয় ধরলি।
কামুক করুণা করনে নহি সুনলি ॥৬॥
বঞ্চিত ভৈ পহু চললা
কলিযুগ পাপ সতত তোহে কললা ॥৮॥
ন সুনলি মহাজন মুখকাঁ।
জাচত বাদ ন থাএত বনকাঁ ॥১০॥
মানিনি মান ভুজঙ্গে।
জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে ॥১২॥

সুকবি বিদ্যাপতি গাওল।
পুরুব কৃত ফল পাওল ॥১৪॥

এখন এই পদটির সহিত আমাদের পদ-রত্নাবলীর ১২ সংখ্যক পদের তুলনা করুন। উভয় পদের প্রথম পংক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুতরাং উভয় পদ যে একই পদের রূপান্তর, তাহা প্রথমে না বুঝিয়াই আমরা পদরসসারের 'তুহুঁ বাহু বাড়ায়লি রতনে' ইত্যাদি পদটিকে অপ্রকাশিত নূতন পদ বিবেচনায় পদ-রত্নাবলীতে সন্নিবেশিত করি; গ্রন্থের আরও আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত মুদ্রিত হওয়ার পরে হঠাৎ উভয় পদের সাদৃশ্য আমাদিগের লক্ষ্য হয়; তখন দেখিতে পাই যে পদ দুইটি একটি পদেরই রূপান্তর; কিন্তু কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য পাঠ-বৈষম্য আছে। আমাদিগের পদের 'কবহুঁ না শুনলি মহাজন-মুখকা। যাচক বাঘ ন খায়ত বনকা।' পংক্তির অর্থ সুস্পষ্ট বিবেচনায় আমরা উহার কোন টীকা করা আবশ্যক মনে করি নাই। নগেন্দ্র বাবু 'যাচত বাঘ' ইত্যাদি বাক্যের অসঙ্গত অর্থ ধরিয়া টীকা করিয়াছেন—"মহাজনের মুখের কথা শুনিলি না, বনের বাঘকে সাধিলে কি সে খায় না? (বিপদ ডাকিয়া আনিলে কাহার না বিপদ হয়)?" এরূপ অর্থ সম্বন্ধে ভাষা-গত আপত্তি এই যে, 'ন খায়ত' বাক্যটির 'ন' শব্দের পরে একটি 'কি' বা 'কিয়ে' শব্দ উহ্য না করিলে, অন্ততঃ পক্ষে কাকু-দ্বারা 'ন' শব্দের 'না কি?' অর্থ না করিলে এরূপ ব্যাখ্যা সংলগ্ন হয় না; 'কি' শব্দ উহ্য করা, কিম্বা কাকু দ্বারা 'না' কে 'না কি?' অর্থাৎ—'হুঁ।' অর্থ করা—উভয়ের দৃষ্টান্তই বিদ্যাপতির পদে নিতান্ত বিরল। ভাব-গত আপত্তি এই যে, মানকে বনের বাঘের সহিত উপমিত করা কষ্ট-কল্পনার বিষয়। কবির উহা অভিপ্রেত হইলে, পরের পংক্তিতেই আবার মানকে ভুজঙ্গ বলিয়া বর্ণিত করিতেন না। আলঙ্কারিক লিখিয়াছেন—'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।' সাধারণ বুদ্ধিতেও কুটিল-গতি ভুজঙ্গের সহিত মানের গতির সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়; সুতরাং বিদ্যাপতি একনিশ্বাসে মানকে ব্যাঘ্র ও ভুজঙ্গের সহিত উপমিত না করিয়া, অন্য কোন প্রসিদ্ধ অর্থেই বনের বাঘের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন—ইহাই অধিক সঙ্গত বিবেচনা হয়। আমাদিগের দেশে একটা প্রবাদ আছে,—'চারি চোখে বাঘের লাজ' অর্থাৎ যদি কেহ সাহস করিয়া বাঘের নিকটে যাইয়া উহার চোখের সহিত চোখ মিলাইয়া শব্দ করিতে পারে; তাহা হইলে বাঘেও চক্ষু-লজ্জায় খাতিরে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। নগেন্দ্র বাবুর প্রতিপাদিত অর্থে 'মহাজনের মুখের কথা শুনিলি না'—এই বাক্যের কোন সার্থকতা থাকে না। বাঘকে সাধিলে কিম্বা না সাধিলেও সে মানুষ ধরিয়া খায়—ইহা সকলেই জানে; এই তত্ত্ব শিখাইবার জন্য মহাজনের মুখের উক্তির কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাচক ব্যক্তিকে বনের বাঘেও খায় না—এই আপাত-বিরুদ্ধ তত্ত্বটিতে প্রত্যয় জন্মাইতে হইলে মহাজনের মুখের বাক্যই আবশ্যক, সুতরাং ঐ রূপ অর্থ করিলে ভাষা-গত কিম্বা ভাব-গত কোনও অসঙ্গতি থাকে না। 'যাচত' শব্দের যাচিলে অর্থ ধরিলেও—ঐরূপ অর্থ করা যাইতে পারে; কিন্তু 'প্রাণের জন্য যাচ্ঞা করা' অর্থ না ধরিয়া 'নিজকে ভক্ষণের জন্য যাচ্ঞা করা' অর্থ ধরিলেই পূর্ব্বোক্তরূপ অসঙ্গতি ঘটে।

বস্তুতঃ 'যাচত' বা 'যাচক' পাঠই যে ধরা হউক না কেন—উহার সহজ ও সঙ্গত অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি যদি বনের বাঘের নিকট যাইয়াও নিজের প্রাণ-ভিক্ষা চাহে, তাহা হইলে সেই বাঘেও তাহাকে খায় না। ধ্বনি-গম্য অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহার জীবন নষ্ট হয়, এরূপ কাজ কি তোমার করা উচিত?

এখন আর একটি পদ দেখুন। নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের 'ধনি ভেলি মানিনি সখিগণ মাঝ' এই পদটির প্রথম ছয়টি পংক্তি ও আমাদের সংগ্রহের 'ধনি ভেলি মানিনি' ইত্যাদি পদের প্রথম ছয়টি পংক্তি অভিন্ন, কিন্তু মাঝের ছয়টি পংক্তির পাঠ ও বিন্যাস স্বতন্ত্র, নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে মাঝের ছয়টি পংক্তি এইরূপ—

'অধরে মুরলি জো ধয়ল মুরারি।
কোই কবারি ধনি বাঁধি সমারি॥
জো নিজ পুর ধয়ল মুরারি।
সখি লখি অনতয় চলু বরনারি॥
হরি যব ছায়া কর ধনি পায়।
ধনি সম্ভ্রমে বইসলি কর লায়॥

অন্তিম পংক্তি-দ্বয় উভয় পদেই প্রায় অভিন্ন। নগেন্দ্র বাবু 'জো নিজ পুর' ইত্যাদি চারিটি পংক্তির টীকায় লিখিয়াছেন—

'যখন মুরারি নিজ গৃহের (পথ) ধরিল (নিজ গৃহের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হইল,) সুন্দরী নারী (রাধা) সখীকে লক্ষ্য করিয়া অন্যত্র চলিল।'

'হরি যখন ধনীর পায়ে ছায়া করিল, অর্থাৎ অবনত হইয়া তাহার চরণ ধারণ করিল, তখন ধনী কর দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিয়া সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট হইল।'

নগেন্দ্রবাবু 'কহ কবিশেখর বুঝয়ে সিয়ান। ইঙ্গিতে রস পসারল পচবান।' পংক্তি-দ্বয়ের অর্থ লিখিয়াছেন—'কবিশেখর কহে, চতুর বুঝে, পঞ্চবাণ (মদন) ইঙ্গিতে রস প্রসারিত করিল।'

এইটি মানের পদ। শ্রীরাধা মানিনী হইয়া সখীগণের মধ্যে বসিয়া আছেন; সকলের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার অনুনয়-বিনয় বা হাতে পায়ে ধরা সাজে না,— তাই, তিনি কিরূপ সুকৌশলে ইঙ্গিতে মান-ভঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন এবং চতুর চুড়ামণির উপযুক্ত-প্রণয়িনী শ্রীরাধা কিরূপে কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিতেছেন, অবশেষে মান হইতে প্রেম বলবান্ বলিয়া, কিরূপে শ্রীরাধারই পরাজয় হইল—কবি এই অপূর্ব্ব পদটিতে তাহাই বর্ণিত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক এখন পদ-রত্নাবলীর পদটি দেখুন। তাহাতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির স্থলে আছে—

'হরি শির-ছায় ধরলি ধনি-পায়।
সম্ভ্রমে বৈঠলি ধনি কর লায়॥

নিজ-নূপুর যব ধরু বনমালি।
সখি সঙ্গে অনত চলত বরনারি॥
অধরে মুরলি যব ধরু বনয়ারি।
ফোই কবরি ধনি বান্ধি সযারি।

পংক্তিগুলির শব্দার্থ পদ-রত্নাবলীর পাদটীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এস্থলে ইহাই বক্তব্য যে, সখীদিগের সাক্ষাতে মান-ভঞ্জনের জন্য শ্রীরাধার পদ-ধারণ অকর্ত্তব্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রকারান্তরে পদ-ধারণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য শ্রীরাধার পদের উপর নিজের মস্তকের ছায়াকে পাতিত করায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সেই কার্য্যকে ব্যর্থ করিয়া, মানের স্থিরতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে, নিজের হস্ত দ্বারা নিজের চরণ গ্রহণ অর্থাৎ আচ্ছাদন করিয়া সতর্ক-ভাবে বসিয়া রহিলেন। সুচতুর শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের নূপুরকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করার ছলে, অগত্যা নিজের নূপুরে হাত দিয়াই শ্রীরাধার চরণ-ধারণের উদ্দেশ্য জানাইলে, উহা নিবারণের অন্য কোন উপায় না থাকায়, 'স্থান-ত্যাগেন দুর্জ্জনং' নীতি অনুসারে শ্রীরাধা তথা হইতে দৈবাৎ প্রস্থিতা কোনও সখীর অনুগমন করার ছলে, অন্যত্র প্রস্থানে উদ্যতা হইলেন। রস-শাস্ত্রকারদিগের একটি প্রসিদ্ধ মত এই যে, অনেক সাধ্য সাধনা দ্বারাও মানভঞ্জন না হইলে, অনেক সময়েই কৃত্রিম ঔদাসীন্য প্রকাশ দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়। এই মতটি যে বেশ মানব-চরিত্র-জ্ঞানের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই বিষাদের অবস্থায় তাঁহার পক্ষে মুরলি-বাদন না করিয়া, মানিনী শ্রীরাধার অনুগমন করাই স্বাভাবিক; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা না করিয়া, অধরে মুরলি ধারণ করায় বুঝা গেল যে, তিনি শ্রীরাধার এই দুর্জ্জয় মানের আতিশয্যে মর্ম্মাহত হইয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন;—সে জন্যই শ্রীরাধা রহিবেন কি চলিয়া যাইবেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বংশী-বাদন দ্বারা চিত্তকে অন্যবিষয়ে লিপ্ত করিতে সযত্ন হইয়াছেন। প্রেমময়ী নায়িকা এ অবস্থায় প্রিয়তমের প্রেম-ইঙ্গিতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন কি? তাই শ্রীরাধার আর যাওয়া হইল না; তিনি যেন তাঁহার চির-প্রিয় বংশী-বাদনেই অন্যমনস্কা হইয়াছেন, এইরূপ ছল করিয়া, 'স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমোহি প্রিয়েষু' মহাকবির এই সদুক্তিটির চিরন্তন-সত্যতা প্রমাণিত করিয়া, নিজের কবরী খুলিয়া বাঁধিতে লাগিলেন এবং নারী-স্বভাব-সুলভ বিভ্রম-বিলাস প্রকটিত করিয়া, কৌশলে প্রসন্নতারই পরিচয় দিলেন। নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে পংক্তিগুলির ভাবানুযায়ী পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত না হওয়ায় ও 'নিজ-নূপুর' স্থলে ছন্দোভঙ্গ-দুষ্ট 'নিজ পুর' ও 'শির-ছায়' স্থলে 'যব ছায়া'—এই তাৎপর্য্য-হীন পাঠান্তর গৃহীত হওয়ায়, এই অপূর্ব্ব পদটির চমৎকারিত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আমরা এই উৎকৃষ্ট পদটির নষ্টোদ্ধার করার জন্য জানিয়া শুনিয়াই, ইহাকে পদ-রত্নাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

বিদ্যাপতির আর একটি পদের জন্যেও আমরা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করি। পদ-রত্নাবলীতে 'হমারি মন্দিরে যব আওব কান' এই প্রসিদ্ধ ভাব-সম্মিলনের পদ দ্বারা

বিদ্যাপতির পদাবলী শেষ করা হইয়াছে। পদটি অপ্রকাশিত নহে, বরং সুপ্রকাশিত; কেন না, বিদ্যাপতির প্রায় সকল সংস্করণেই পদটি পাওয়া যায়; আমরা জানিয়া শুনিয়াও যে এই পদটিকে আমাদিগের সংগ্রহে স্থান দিয়াছি, তাহার কারণ— মাথুর-বিরহের পদের পরে দুই একটি ভাব-সম্মিলনের পদ দিয়া পালা শেষ করা এ দেশের চিরন্তন প্রথা; বিরহের পরে সম্মিলনের অন্ততঃ একটা আভাস না দিলে, পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় ও বেদনা জন্মায়। প্রথমেই এইরূপ একটা প্রসিদ্ধ ও সমীচীন প্রথার ব্যতিক্রম করা আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি নাই; তাই ঐ প্রসিদ্ধ পদটির দ্বারা মাথুর-বিরহের উপসংহার করিয়াছি। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অন্যান্য পদ-কর্ত্তার পদ সংগ্রহে আমরা অনেক স্থলেই তাঁহাদিগের রচিত ভাব-সম্মিলনের পদ না পাওয়ায়, এই রীতির অনুসরণ করিতে পারি নাই। ভাব-সম্মিলন-বর্ণনায় বিদ্যাপতির তুলনা নাই; বিদ্যাপতির এই পদটিকে ভাব-সম্মিলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ গণ্য করা যায় না; তথাপি আমরা যে এই পদটি গ্রহণ করিয়াছি— তাহার কারণ বিদ্যাপতির সংস্করণগুলিতে এই পদে মোটে ১০টি পংক্তি আছে, আমরা পদ-রত্নাকর পুঁথিতে উহার অতিরিক্ত দুইটি অপূর্ব্ব পংক্তি পাইয়াছি। পংক্তি দুইটি এই—

'অপন মালতি-মাল হিয়সে উতারি।
যতনে পরায়ব কণ্ঠে হমারি॥'

বস্তুতঃ শুধু ক্রোড়ে বসাইবেন বলিলে প্রিয়তমের উল্লাস ও আদরের প্রকৃত বর্ণনা হয় না; তিনি নিজের গলার মালতী-মালা গাছি খুলিয়া লইয়া সযত্নে আমাকে পরাইয়া দিবেন—এই কথা বলিলে প্রেম ও সোহাগের চিত্রটি সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন—

'অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ॥'

একজনের গলার মালাটি খুলিয়া অন্যকে পরাইয়া দেওয়া অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্য—কিন্তু এই কার্য্যটিই যে প্রেমিক-প্রেমিকার কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-জনক তাহা কে বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিবে?

নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের 'নহি নহি বোলব যব হম নারি' পংক্তির 'নহি নহি' পাঠ ও ভাব শুদ্ধ নহে; উহার আগে আছে—

'হমর মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দবয়ান॥'

এখানে শ্রীকৃষ্ণের কোনও চুম্বন বা আলিঙ্গনের প্রয়াস বর্ণিত হয় নাই, সুতরাং শ্রীরাধা কি জন্য যে 'না, না' বলিবেন তাহা বুঝা যায় না। পদ রত্নাকরের 'লহু লহু বোলব, বাক্যের অর্থ—যখন মৃদু-ভাবে কথা বলিব। বিরহ-কৃশা, আনন্দাশ্রুবর্ষিণী, গদগদ-কণ্ঠী নায়িকার প্রিয়-সম্ভাষণের ভাব-গম্য চিত্রটি কবির 'লহু লহু বোলব'—এই একটিমাত্র কথায় চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদ-রত্নাকর পুথিখানি সঙ্কলয়িতা ও পদ-কর্ত্তা কমলা-কান্তের স্বহস্তলিখিত বলিয়া, উহার পাঠগুলি অধিকাংশ স্থলেই সমীচীন মনে হয়; আমাদিগের প্রদর্শিত এই পাঠ-বিচার দ্বারা আমাদিগের সেই উক্তিই সমর্থিত হইবে।

বসন্ত বাবুর দ্বারা চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির আবিষ্কার ও সম্পাদনের পরে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমাদিগের পূর্ব্ব-ধারণার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আনুমানিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে বীরভূম প্রদেশে চণ্ডীদাস নামে দুইজন মহাকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুইজনেই পদ-কর্ত্তা, দুইজনেই 'বড়ু' উপাধিধারী এবং দুইজনেই বাশুলীর উপাসক এইরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাসকে 'চণ্ডীদাস' ভণিতা-যুক্ত প্রচলিত পদাবলী-সমূহের রচয়িতা চণ্ডীদাস বলিয়া কোন মতেই মনে করা যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা কিম্বা ভাব-গত কোনই সাদৃশ্য নাই। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার প্রাচীনতম কবি। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' 'কাহ্নু পাদের দোহা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে, এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন বাংলা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহা বিরুদ্ধবাদিগণও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষার সহিত দুই তিন শতাব্দীর পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির ভাষার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই, ইহাও অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অজ্ঞাত নহে। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাকে চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা না বলিয়া প্রচলিত পদাবলীর ভাষাকে কিছুতেই খাঁটি ভাষা বলা যাইতে পারে না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থ খানিকে চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে কিনা এবং উহা স্বীকার করিলে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর কি গতি হইবে—এই সকল বিষয় আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৫ ভাগের ৩য় সংখ্যায় 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি; এখানে সেই সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিব না। ঐ প্রবন্ধে আলোচিত হয় নাই—এরূপ দুই চারিটি কথা বলিয়াই আমরা এখানে ক্ষান্ত হইব। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতন্য প্রভুর অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। এখন তাঁহার সময়ে চণ্ডীদাসের পদগুলি কি আকারে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা জানিতে পারিলে, উহার আন্দাজ এক শত বৎসর পূর্ব্বে সে গুলির কি অবস্থা ছিল, তাহা অনুমান করায় একটা ভিত্তি পাওয়া যায়; কেন না, দুই শত বৎসরের প্রাচীন-পুথির ভাষার নমুনা দেখিয়া অন্যূন পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের চণ্ডীদাসের ভাষার অনুমান করা সম্ভবপর নহে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথিখানির 'লেখ আলোচনা' দ্বারা লিপিতত্ত্ববিৎ রাখাল বাবু এবং ভাষাতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা বসন্ত বাবু উহাকে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬শ ভাগের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়' নামক প্রবন্ধে

রাখাল বাবুর ও বসন্ত বাবুর উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কতকগুলি সংশয় উত্থাপিত করিয়াছেন। আমরা লিপিতত্ত্ববিৎ নহি; সুতরাং লিপি-তত্ত্বের অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইব না। লিপিতত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে স্বতন্ত্র কতকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথিখানির প্রাচীনতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; এখানে তর্কস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথিখানির লিপি তত প্রাচীন নহে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই, আমরা উহার প্রাচীনতার সম্বন্ধে একটি নির্ভর-যোগ্য আনুষঙ্গিক প্রমাণের উল্লেখ করিব। দেবকীনন্দন প্রেস হইতে প্রকাশিত বহু-টীকা-পূর্ণ সুবৃহৎ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের 'এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা' ইত্যাদি ২৬ সংখ্যক শ্লোকের 'বৃহৎবৈষ্ণবতোষণী'-টীকায় শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিতদানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্য প্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহার এই উক্তি দর্শনে জানা যায়, তৎসময়ে মহাকবি চণ্ডীদাসের দান-খণ্ড নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি কাব্য এদেশে প্রচলিত ছিল। পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে দান-খণ্ড ও নৌকা-খণ্ড পালার বহু প্রাচীন পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পদ একটিও নাই। রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্কলয়িতাগণ কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের দান-খণ্ড বা নৌকা খণ্ড পালার কোনও পদ তাঁহাদিগের পদ-সংগ্রহে সন্নিবেশিত না করার কি কারণ থাকিতে পারে? প্রথমতঃ এরূপ হইতে পারে, যে কারণেই হউক চণ্ডীদাসের দান-খণ্ড ও নৌকা-খণ্ডের পদাবলী আমাদিগের দেশে বিলুপ্ত-প্রচার হইয়া পড়ায়, তাঁহারা সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, চণ্ডীদাসের উক্ত পদাবলী বিলুপ্ত-প্রচার না হইলেও, ঐ পদাবলীর ভাষা এরূপ অপ্রচলিত ও জনসাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, সঙ্কলয়িতাগণ তাহা সাধারণের উপযোগী গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে চণ্ডীদাসের দান ও নৌকা-খণ্ডের পদাবলী সন্নিবেশিত না করার এই দ্বিবিধ কারণ ব্যতীত অন্য কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থে দান-খণ্ড ও নৌকা-খণ্ডই আয়তনের দুইটি সুবিস্তৃত পালা বটে। এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের দান-খণ্ডের ও নৌকা-খণ্ডের পদাবলীর বিলুপ্ত-প্রচারতা অথবা ভাষার প্রাচীনতা হেতু দুর্ব্বোধ্যতা জন্যেই পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে সন্নিবেশিত হয় নাই, কিন্তু ঐ সকল পদাবলী এখন বিরল-প্রচার, প্রাচীন ও অপ্রচলিত-ভাষাপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি হইতে সৌভাগ্যক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয় না কি? আমরা 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, ব্রজ-বুলির দুর্গম কণ্টক-বেষ্টনের মধ্যে সযত্নে নিরুদ্ধ হওয়ায়, সুপ্রাচীন হইলেও বিদ্যাপতির পদাবলী অনেক পরিমাণে নিজের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালী চণ্ডীদাসের ভাষার সর্ব্বত্র অপ্রতিহত-গতিই ক্রমশঃ উহার সম্পূর্ণ রূপান্তর-সঙ্ঘটনের প্রধান কারণ হইয়া পড়িয়াছে। চণ্ডীদাসের এই সর্ব্বাঙ্গীন রূপান্তর বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত-হীন নহে। অন্যূন পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন কবি কৃত্তিবাসের

রচিত রামায়ণের আদি-কাণ্ডের এখন আন্দাজ তিন শত বৎসরের বেশী প্রাচীন হস্তলিপি পুথি পাওয়া যায় না। ঐ পুথি-অবলম্বনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে আদি-কাণ্ড প্রকাশিত করিয়াছেন—উহার সহিত বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের দুইটি পংক্তিরও ঐক্য দেখা যায় না। রামায়ণ-গ্রন্থ প্রধানতঃ লিপিকরদিগের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে, উহাতে যদি তিন শত বৎসরে এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে,—তাহা হইলে চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রধানতঃ গায়কদিগের মুখে মুখেই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, আন্দাজ পাঁচ শত বৎসর পরে উহার চেহারা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে। বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর একটি পংক্তিও যে চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা, এ কথা আর এখন সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না। কত সময়ে কত বিভিন্ন গায়ক ও সংশোধকের হাতে পড়িয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, বলা দুঃসাধ্য। বহু প্রাচীন পুথির তুলনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, চণ্ডীদাসের পদগুলির মধ্যে যেরূপ অসংখ্য পাঠ-ভেদ ও রূপান্তর দেখা যায়, বিদ্যাপতির বঙ্গদেশে প্রচলিত পদগুলিতেও বুঝি সেরূপ দেখা যায় না। চণ্ডীদাসের পদাবলীর রূপান্তরের ইহাও একটা অন্যতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এখন সমস্যার বিষয় এই যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বত্র একটা গঠন ও ভাবের ঐক্য ও একজন মহাকবির রচনার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; নানা সময়ে নানা জনের হাতের জিনিসে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ-সাধ্য নহে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইয়াছেন যে, মহাভারত, চণ্ডী-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থগুলির যে যুগই ধরা যাউক না কেন—প্রত্যেক যুগেই কতকগুলি কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া একের পরে অন্যে একই বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; পরবর্ত্তী কবিরা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের ভাব কিম্বা ভাষা অবিকল গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কাল-ক্রমে ইঁহাদিগের রচনা অনেকস্থলেই এরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, কোনও একখানি কাব্যের ভাষা কিম্বা ভাবের জন্য কাহার কতটুকু কৃতিত্ব ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা নির্ণয় করা সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের পক্ষেও এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্য দেবের প্রেম ধর্ম্ম প্রচারের পরে বাংলায় যে প্রেমোন্মাদনার যুগ আসিয়াছিল, উহাতে যে সকল কবি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন, এতদিন পরে কেবল সেই সৌভাগ্যবান কবিদিগের নামই আমরা জানিতে পারিতেছি; কিন্তু কত অজ্ঞাত-নামা কবি যে বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের কীর্ত্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন, কে তাহার নির্ণয় করিবে? শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রচারিত প্রেম ধর্ম্মের সহিত সহজিয়াদিগের পরকীয়া-সাধনা মিশিয়া বাংলায় যে অজ্ঞাত নামা সহজিয়া কবি-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, আমাদিগের বিশ্বাস তাঁহারাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তা চণ্ডীদাসের নামে এই পদগুলি চালাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজ-কবি চসারের কাব্যের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অপ্রচলন-জনিত দুর্বোধ্যতা হেতু উহা যখন বিরলপ্রচার হইল, কিন্তু চণ্ডীদাসের চির-প্রসিদ্ধি হেতু

তাঁহার পদাবলী শুনিবার জন্য লোকের আগ্রহ পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিল, তখন কতক প্রয়োজন ও কতক নূতন সহজিয়া রাগাত্মক-ধর্ম্ম প্রচারের আকাঙ্ক্ষা হইতেই পূর্ব্বোক্ত কবি-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই পদগুলির সৃষ্টি হইল; তৎপরে বহু পণ্ডিত ও রসজ্ঞ কীর্ত্তনিয়ার হাতে পড়িয়া ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইতে হইতে, পদগুলি বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাব-গত ঐক্য ও সর্ব্বত্র একজন মহাকবির হস্ত-চিহ্ন—আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রণিধানের জন্য এইমাত্র বলিতে চাহি যে, পদকল্পতরু গ্রন্থে চণ্ডীদাস-ভণিতার যে দুই তিন শত উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে, উহার সহিত নীলরতন বাবুর প্রকাশিত আরও প্রায় পাঁচ ছয় শত অতিরিক্ত পদাবলীর তুলনা করিলে, নিতান্ত স্থূলদর্শী ব্যক্তিও সকল পদগুলি এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ এখন 'চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত যে প্রায় নয় শত পদ আমরা পাইয়াছি, উহার মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই ত্রিবিধ পদ-কর্ত্তার রচনাই দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদিগের যুক্তিটি আপাত মনোরম হইলেও উহার দ্বারা কোন তথ্য নির্ণীত হইতে পারে না। চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা হউক বা না হউক, পদাবলী-সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস' ভণিতার অনেকগুলি পদ যে অতি শ্রেষ্ঠ, এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—তাহাতে কোন মত-ভেদ নাই। আমাদিগের সংগৃহীত 'চণ্ডীদাস' ভণিতার অপ্রকাশিত পদগুলির সমস্ত একশ্রেণীর নহে। মন্মথ বাবুর সংগৃহীত 'অনুরাগ' ও 'মাথুর-বিরহ' বিষয়ক পদগুলি প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, উহার কাছাকাছি দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে: কিন্তু পদরসসার পুঁথি হইতে উদ্ধৃত 'রাই-রাখাল' বিষয়ের পদগুলি কি বিষয়, কি বর্ণনা, যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, স্পষ্টই কোনও অপরিপক্ক পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তার তৃতীয় শ্রেণীর রচনা বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যেরূপ বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তথ্য নির্ণয়ের জন্য 'চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদগুলির ন্যায় নিকৃষ্ট পদগুলিও তুল্য প্রয়োজনীয় এবং সযত্নে আলোচ্য বটে। সুতরাং নীলরতন বাবু বহুপরিশ্রমে 'চণ্ডীদাস' ভণিতার প্রায় পাঁচ ছয় শত অপ্রকাশিত পদাবলীর সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি চির-দিন আমাদিগের কৃতজ্ঞতার-ভাজন থাকিবেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে অনেক পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি দেখা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি: অতঃপরও স্বতন্ত্র প্রবন্ধে পুনরালোচনা করার ইচ্ছা আছে।

গোবিন্দদাস

'গোবিন্দদাস' ভণিতা দিয়া যে একাধিক পদ-কর্ত্তা পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ষদগণ মধ্যে গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন পদ-কর্ত্তা ছিলেন; ইনিই প্রথমে 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করেন। পদামৃতসমুদ্র-কার রাধামোহন ঠাকুরের উক্তি অনুসারে তাঁহার সংগৃহীত 'গোবিন্দ দাস' ভণিতার পদাবলীর মধ্যে দুই চারিটি পদ মাত্র এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত

বলিয়া জানা গিয়াছে; ইহাঁর বাকি পদগুলি বোধ হয় সমস্তই সুবিখ্যাত গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমরা গোবিন্দদাস ভণিতার বহু অপ্রকাশিত পদ পাইয়াছি; উহার অনেকগুলি পদই কি ভাব, কি ভাষা—কোন বিষয়েই গোবিন্দ কবিরাজের পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পদ-রত্নাবলী গ্রন্থে আমরা এইরূপ পদগুলি সযত্নে বর্জ্জন করিয়াছি। সুমধুর ব্রজ-বুলি পদ-রচনায় গোবিন্দদাসের কৃতত্ব অতুলনীয়। বিদ্যাপতি তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও রচনার লালিত্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে ও অনুপ্রাস-শ্লেষাদি নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কার-প্রয়োগের নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনা অনেকাংশে কালিদাসের রচনার ন্যায়; আর গোবিন্দ কবিরাজের রচনা মাঘ বা শ্রীহর্ষের রচনার লক্ষণাক্রান্ত। কালিদাসের ভাবার্থ বা অলঙ্কারের গ্রন্থিমোচনের জন্য টীকাকার মল্লিনাথকে বেগ পাইতে হয় নাই; কিন্তু মাঘ ও শ্রীহর্ষের কাব্যের টীকা করিতে যাইয়া মল্লিনাথকে প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই সূক্ষ্ম অলঙ্কারের বিচার দ্বারা তাৎপর্য্যার্থ পরিস্ফুট করিতে হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রের যে সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রায় বারো আনাই গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর রস-ব্যাখ্যা-পূর্ণ। সাহিত্য-পরিষদের জন্য 'পদকল্পতরু' সম্পাদন করিতে যাইয়া আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপই করিতে হইয়াছে। এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট গোবিন্দদাসের এজন্য যেরূপ সমাদর—অন্য এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট তাঁহার সেইরূপ অনাদর ঘটিয়াছে। কিন্তু রস-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলে কেহই অন্ততঃ তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্যে মোহিত না হইয়া পারেন না। আমাদিগের দেশের রসজ্ঞ কীর্ত্তনিয়াগণ আঁখর দিয়া পদের দুরূহ ভাবগুলি শ্রোতাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া—সুকৌশলে ও অতি সুমিষ্ট-ভাবে টীকা-কারের কার্য্য সম্পন্ন করেন বলিয়া—রসজ্ঞ কীর্ত্তনিয়াগণের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিতে যেমন ভাল লাগে, তেমন বোধ হয় আর কিছু লাগে না; এজন্যই গোবিন্দদাসের পদে পালা যেরূপ জমে, অন্য কাহারও পদে সেরূপ জমে না। গোবিন্দ দাস স্ব-রচিত পদাবলীর দ্বারা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় পালা সাজাইয়া গিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। সেইরূপ করিয়া থাকিলেও আমরা এ পর্য্যন্ত তাহা পাই নাই। 'গোবিন্দদাসের পদাবলী' নামে আন্দাজ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন যে কয়েকখানা সংগ্রহ-পুঁথি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,—উহাদিগের পদ-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য, পদ-বিন্যাসের বৈষম্য ও স্থানে স্থানে রস-বিরুদ্ধতা দর্শনে ঐ গুলিকে বিভিন্ন লিপিকর-কৃত পদ-সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারি নাই। স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত সটীক 'গোবিন্দদাসের পদাবলী' এইরূপই একখানা প্রাচীন সংগ্রহ বটে। কালিদাস বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষতঃ পদাবলী-সাহিত্যে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এই সংস্করণটিতে গোবিন্দদাসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ না থাকিলেও, তাঁহার অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস বাবু এই সংগ্রহটিকে 'গোবিন্দদাসের পদাবলী—পূর্ব্ব ভাগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন; গোবিন্দদাসের অবশিষ্ট পদাবলী দ্বারা উহার শেষভাগ সঙ্কলিত করা বোধ হয় কালিদাস বাবুর বাসনা ছিল; কিন্তু তিনি স্বর্গগত হওয়ায় সেই কার্য্যটি সম্পন্ন

করিয়া যাইতে পারেন নাই। কালিদাস বাবু রায় শেখরের পদাবলী ও জগদানন্দের পদাবলীরও দুই খানা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়-গ্রন্থ-প্রচার সমিতির সম্পাদকরূপে প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথির অভাবে অগত্যা বটতলার মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বনে আমরা যখন 'পদকল্পতরু' গ্রন্থের সম্পাদন করি, তখন কালিদাস বাবুর সহিত আমাদিগের পূর্ব্বপরিচয় না থাকিলেও, নিজে উপযাচক হইয়া আমাদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া, আমাদিগকে পদকল্পতরুর 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত অতি মূল্যবান দুইখানা হস্তলিখিত পুথি প্রদান করিয়া, তিনি অসাধারণ সাহিত্যানুরাগ ও উদারতার পরিচয় দেন। সে সময়ে পদকল্পতরুর মুদ্রাঙ্কণ প্রায় শেষ হওয়ায়, আমরা ঐ সংস্করণে 'ক' ও 'খ' পুথির সাহায্যে পাঠ-সংশোধন কিম্বা প্রয়োজনীয় পাঠান্তর গুলির সন্নিবেশ করিতে না পারায়, ঐ সংস্করণটিতে অসংখ্য ত্রুটি ও অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু কালিদাস বাবুর প্রদত্ত 'ক' ও 'খ' পুথি দুই খানাতেই আমাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিল; প্রাচীন কাব্যের সম্পাদনে প্রাচীন পুথির সাহায্য যে কতটা আবশ্যক—তখন হইতেই আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান ও আলোচনা জীবনের একটা প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত আলোচনার ফল প্রকাশ করিবার বিশেষ কোন সুবিধাই ঘটে নাই। পরে সৌভাগ্যক্রমে এদিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুদৃষ্টি পতিত হওয়ায়, পরিষদের প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে বহু সংখ্যক প্রাচীন পুথির তুলনা-মূলক পাঠ বিচার, পাঠ-ভেদ ও টীকা-সম্বলিত সপরিশিষ্ট পদকল্পতরু গ্রন্থ খানি ক্রমশঃ প্রকাশিত করার সুযোগ ঘটিয়াছে; কিন্তু আজ এই আনন্দের দিনে আমাদিগের প্রাচীন পুথির আলোচনার প্রধান প্রবর্ত্তক আমাদিগের সুহৃদ্বর কালিদাস বাবুর অভাব আমাদিগকে নিতান্তই ব্যথিত করিতেছে। কালিদাস বাবু জীবিত থাকিলে পদকল্পতরুর এই অভিনব সংস্করণটি দেখিয়া তিনি কতই না আনন্দিত হইতেন! কালিদাস বাবু সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পদাবলী-সাহিত্যের সুপ্রচারের জন্য তাঁহার অসাধারণ উদ্যম ও চেষ্টা বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

গোবিন্দদাসের পদের ব্যঞ্জনার গূঢ়তা ও অলঙ্কারের জটিলতার জন্য তাঁহার পদের পাঠ ও অর্থ লইয়া যত গোলযোগ, এক বিদ্যাপতির পদ ছাড়া আর কাহারও পদ লইয়া তত গোলযোগ নাই। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে এখনও শতাধিক স্থলে পাঠের ও অর্থের গুরুতর অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়; আমরা এখানে উহার দুই চারিটি উদাহরণ দিব এরূপ স্থানও নাই। অবসর পাইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। গুরুতর পাঠ-বিভ্রাট স্থলে গোবিন্দদাসের পূর্ব্ব প্রকাশিত পদাবলীর মধ্য হইতেও আমরা কয়েকটি পদ পদ-রত্নাবলী গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সঙ্গত মনে করিয়াছি।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রায় সমসাময়িক পদ-কর্ত্তা। নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থের বর্ণনায় খেতুরীর ভগবদ্বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আমরা ইঁহাদিগকে এক সঙ্গে খেতুরীতে উপস্থিত দেখিতে পাই। কবিদিগের প্রকৃত পরিচয়

তাঁহাদিগের কাব্যে; কাব্য বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা তাঁহাদিগের জীবন-বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করি। বৈষ্ণব-কবিরা তাঁহাদিগের পদাবলীর মধ্যে তাঁহাদিগের জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগের সুস্পষ্ট চিত্র আর কিছুই হইতে পারে না; এ জন্যই আমরা বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের জীবন-বৃত্তান্তের অকিঞ্চিৎকর বাহ্যিক ঘটনা ও কাহিনীর অনুসন্ধান ও আলোচনা অপেক্ষা তাঁহাদিগের কাব্যের আলোচনাই সমধিক ফলপ্রদ বিবেচনা করি। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২২শ ভাগের ৩য় সংখ্যায় 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীর অপূর্ব্ব কবিত্ব ও প্রচলিত সংস্করণগুলিতে বহুস্থলেই পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে গুরুতর অসঙ্গতির সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি; এখানে উহার পুনরালোচনা করিব না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা গোবিন্দদাসের ন্যায় জ্ঞানদাসেরও বহু-সংখ্যক উৎকৃষ্ট ও অপ্রকাশিত পদের সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। উহার প্রায় সকলগুলিই পদ-কল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইল। গুরুতর পাঠ-বিভ্রাট স্থলে জ্ঞানদাসের দুই চারিটি পূর্ব্ব-প্রকাশিত পদও আমাদিগের সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-কল্পতরুর ১৪৬ সংখ্যক [illegible] সংখ্যক 'কমল-বরনি কুসুম কাঁতি' ইত্যাদি পদ দুইটির সহিত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সংস্করণের উক্ত পদ দুইটির তুলনা করিলেই কৌতূহলী পাঠক পাঠ-বিভ্রাটের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

জ্ঞানদাস

বলরাম দাস অথবা শুধু বলরাম—[illegible] বৈষ্ণব-সাহিত্যে এত গুলি বলরামের উল্লেখ দেখা যায় যে, উহাঁদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা বলরাম কোন্ ব্যক্তি, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জগবন্ধু বাবু গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় বহুসংখ্যক বলরামের উল্লেখ করিয়া, তন্মধ্যে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা বলরাম ও বৃন্দাবনদাসের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রাম-বাসী বলরামই পদ-কর্ত্তা ছিলেন, মত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব দাস কিন্তু পদকল্পতরুর মঙ্গলাচরণে 'কবিনৃপবংশজ ভুবনবিদিত যশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম'—বাক্যে কবিরাজ বংশজ বলরামেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা না হইলে, বৈষ্ণব দাস যে কি জন্য এ ভাবে বলরামের উল্লেখ করিবেন, তাহা বুঝা যায় না। বলরাম দাসের বহু পদই পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তক হইতে পদ সংগ্রহপূর্ব্বক চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদাবলীর ন্যায় বলরাম দাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সংস্করণের ন্যায় তাঁহার বলরাম দাসের সংস্করণেও পাঠ ও অর্থের অনেক অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। সেজন্যই আমরা পদ-কল্পতরুতে উহাঁর প্রকাশিত দুই চারিটি বলরামের পদও সংশোধন করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক পদ-কল্পতরুর 'শশিমুখি হেরলুঁ অপরূপ মেহ।' পহিলহি মোহে নিরখি কহু [illegible] 'কতহুঁ' [illegible] ইত্যাদি পদগুলি রমণীবাবুর সংস্করণের পদগুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বৈষম্য বুঝিতে পারিবেন।

বলরাম দাস

বলরাম দাস ব্রজবুলি ও বাংলা—উভয়বিধ পদ-রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার উল্লিখিত ব্রজবুলি পদগুলি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে; তথাপি বলরাম তাঁহার সরল ও মর্ম্ম-স্পর্শী বাংলা পদগুলির জন্যই অধিক বিখ্যাত। বলরামের রসোদ্গারের বাংলা পদগুলি এক রকম অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পরেই, বলরাম দাসের স্থান এসম্বন্ধে সমালোচকদিগের মধ্যে বিশেষ মত-ভেদ দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এরূপ একজন বিখ্যাত পদ-কর্ত্তার নিশ্চিত জীবন-বৃত্তান্ত আজ পর্য্যন্তও সংগৃহীত হয় নাই।

ঘনশ্যাম

পদ-কর্ত্তা ঘনশ্যাম দাস মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র। তিনি স্বীয় পিতামহের অনুকরণে অনেক সুন্দর সুন্দর ব্রজবুলি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃত 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী গ্রন্থে' তাঁহার অনেকগুলি সুন্দর ব্রজবুলি পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা অখণ্ডিত 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' এ যাবৎ দেখিতে পাই নাই; সুতরাং তাঁহার পদগুলিও ভালরূপে মিলাইয়া দেখার সুযোগ ঘটে নাই। ঘনশ্যামের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' পুঁথিখানি প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তীরও অপর নাম ঘনশ্যাম দাস। তিনি 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম' উভয় নামেই ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন। ঘনশ্যাম কবিরাজ নরহরি চক্রবর্ত্তী অপেক্ষা আন্দাজ এক-শতাব্দীর প্রাচীন পদ-কর্ত্তা। ইঁহার রচিত বাঙ্গালা পদ অদ্যাপি আমাদিগের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। নরহরি ওরফে ঘনশ্যাম বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়-বিধ পদ-রচনা করিয়া থাকিলেও তিনি তাঁহার সুললিত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক বাংলা পদাবলীর জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। একটু অবহিতভাবে আলোচনা করিলে উভয়ের পদগুলি বাছিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

লোচন দাস

'চৈতন্য-মঙ্গল' গ্রন্থের রচয়িতা লোচন দাস একজন সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা। লোচনের জীবন-বৃত্ত শ্রী গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য। তাঁহার অনেক পদেরই ভাষা, ছন্দ ও ভাবের মধ্যে এরূপ একটা অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে যে, অন্য কোন পদের সহিত সেগুলিকে তুলনা করা চলে না। লোচনের এই-জাতীয় পদগুলি 'লোচনের ধামালীর পদ' নামে প্রসিদ্ধ। লোচন দাস এই ধামালীর পদ গুলিতে ওজোগুণ-পূর্ণ সালঙ্কার সাধু-ভাষার পরিবর্ত্তে স্ত্রীজাতির সরল ও স্বাভাবিক কথ্য-ভাষার এবং পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি গুরু গম্ভীর অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের পরিবর্ত্তে চমৎকার সতেজ ও লঘু-গতি মাত্রা-বৃত্তের ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের অনেকেই আজকাল বাংলা কবিতায় এই মাত্রা-বৃত্ত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্ত্তা লোচন দাসই বাঙ্গালা মাত্র বৃত্ত ছন্দের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক। লোচন দাসের ধামালীর পদের বিস্তৃত আলোচনা ১৩২৬ সালের পৌষ মাসের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের লিখিত 'লোচন দাসের ব্রজ-লীলা-রসোদ্গার' নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। লোচন দাসের গৌরাঙ্গ-লীলা বিষয়ক অনেকগুলি ধামালীর

পদ জগবন্ধু বাবুর 'গৌর-পদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু লোচনের ব্রজ-লীলা-রসোদগারের ধামালীর পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; সুতরাং পদগুলি যে বিশেষ মূল্যবান্, তাহা বলা বাহুল্য।

রায় শেখর

পদ-কর্ত্তা রায় শেখরের সম্বন্ধে অনেক কথাই বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। রায় শেখর অতি শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তা। তিনি রায় শেখর, কবি শেখর রায়, নৃপ-কবি শেখর ও শুধু শেখর—এইরূপ বিভিন্ন ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গৌর-পদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গ-গত জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর ও রায় শেখর অভিন্ন পদ-কর্ত্তা। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশবাবুও ঐ মতই গ্রহণ করিয়াছেন। জগবন্ধু বাবু কিম্বা দীনেশ বাবু ঐ মতের পোষকতায় কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। শশিশেখর রায় শেখরের অনেক পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা; তাঁহার 'আওত পরপঙ্কক শঠ', 'তরুণারুণ নয়নাম্বুজ' 'অতি শীতল মলয়ানিল' ইত্যাদি ঝঙ্কারময় বিচিত্র পদগুলি এখন প্রায় সকল কীর্ত্তনিয়ার মুখে শোনা গেলেও পদকল্পতরুর বিরাট সংগ্রহে ঐ পদগুলি কিম্বা 'শশিশেখর' ভণিতার কোনও পদই উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু পদরত্নাকর পদরসসার প্রভৃতি পরবর্ত্তী সংগ্রহে শশিশেখরের পদ পাওয়া যায়; সুতরাং শশিশেখরকে পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস ও পদরত্নাকরের সঙ্কলয়িতা কমলাকান্তের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ আনুমানিক দেড় শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে করার কারণ দেখা যায় না। চন্দ্রশেখর নামে একাধিক পদ-কর্ত্তা ছিলেন। 'অমিয় নিমাইচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত শিশির বাবুর ন্যায় অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে গৌরাঙ্গ প্রভুর নদীয়া-লীলার অন্যতম সহচর ও তাঁহার মাতৃস্বসৃপতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যই 'চন্দ্রশেখর' নামক প্রাচীন পদ-কর্ত্তা; এই চন্দ্রশেখরের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গমন বিষয়ক কয়েকটি পদ পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপর চন্দ্রশেখর অনেক পরবর্ত্তী কবি। শশিশেখরের ন্যায় ইহারও 'কাহে তুহুঁ কলহ করি', 'মান করলি তো করলি' ইত্যাদি বিচিত্র পদগুলি পদকল্পতরুতে নাই, কিন্তু পদরত্নাকর ও পদরসসার প্রভৃতি পরবর্ত্তী সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই চন্দ্রশেখর ও পূর্ব্বোক্ত শশিশেখরের সময়-গত ও রচনা-গত সাদৃশ্য দেখিয়াই বোধ হয়, উভয়ে অভিন্ন এই মতটি সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। 'শশী' ও 'চন্দ্র' একার্থবাচক শব্দ হইলেও 'শশিশেখর' নামক কোন ব্যক্তিকে যদৃচ্ছাক্রমে কখনও 'শশিশেখর' কখনও 'চন্দ্রশেখর' নাম ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। 'শশিশেখর' ও 'চন্দ্রশেখর' একার্থক দুইটি নাম বলিয়া একটির ওরফে আর একটি নাম ব্যবহৃত হওয়াও সম্ভব-পর বোধ হয় না; সুতরাং বিশেষ-যোগ্য বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে আমরা শশিশেখর ও এই দ্বিতীয় চন্দ্রশেখরকে আনুমানিক দেড় শত বৎসর প্রাচীন দুইজন বিভিন্ন পদ-কর্ত্তা বলিয়াই মনে করি। শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর নামের সংক্ষেপ শেখর হইলেও শুধু শেখর নামের পদগুলি ইহাঁ-দিগের পদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন ও রায় শেখরের রচনার লক্ষণাক্রান্ত। রায় শেখরের স্ব-রচিত পদ-পূর্ণ 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী' গ্রন্থে রায় শেখর, কবিশেখর, কবিশেখর রায় ও

শেখর—এই কয়েকটি ভণিতার পদই পাওয়া যায়। উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি প্রণিধান করিলে রায় শেখর, শশিশেখর ও চন্দ্রশেখরদ্বয় যে, বিভিন্ন পদ-কর্ত্তা তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। রায় শেখর যে অতি শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তা এবং ব্রজবুলি ও বাংলা—উভয়-বিধ রচনায় তুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই কবিশেখর-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর

চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের সময় ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রায় শেখরের প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হইয়াছে ; সুতরাং আমরা তাঁহাদিগের রচনা সম্বন্ধেই এখানে দুই চারিটি কথা বলিব। শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর খুব উচ্চশ্রেণীর পদ-কর্ত্তা নহেন। তথাপি তাঁহাদিগের পদে ছন্দের এমন একটি বিচিত্র ঝঙ্কার ও খণ্ডিতা-নায়িকা শ্রীরাধার উক্তিতে এমন একটা বিদ্রূপের সতেজ ভঙ্গী আছে যে, পদগুলি শোনা মাত্রেই শ্রোতার চিত্তে একটা মোহের সঞ্চার হয়। এ জন্য ঐ পদগুলি কীর্ত্তনিয়াদিগের বড় প্রিয় জিনিস। 'কীর্ত্তন-গীত-রত্নাবলী' প্রভৃতি কোনও কোনও সংগ্রহ-গ্রন্থে ইঁহাদিগের কয়েকটি পদের বিচিত্র ছন্দের প্রতি সম্পাদকদিগের অনবধানতা হেতু, পদ গুলির বড়ই দুরবস্থা ঘটিয়াছে ; সে জন্যই আমরা পদ গুলিকে সংশোধিত ও পাদ-টীকায় ছন্দের বিশ্লেষণ করিয়া পদ-রত্নাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমাদিগের সংগৃহীত 'চন্দ্রশেখর' ভণিতার সকলগুলি পদই দ্বিতীয় চন্দ্রশেখরের বটে।

যদুনন্দন ও যদুনাথ

যদুনন্দন ও যদুনাথ উভয়েই প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা ; কেহ কেহ উভয়কে অভিন্ন পদ-কর্ত্তা বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। 'যদুদাস' ও 'যদু' উভয়েরই নামের সংক্ষেপ বটে, সুতরাং 'যদুদাস' ও 'যদু' ভণিতার পদগুলি যদুনন্দনের কিম্বা যদুনাথের, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 'যদুনাথ' ভণিতার সকল গুলি পদও যে, একই যদুনাথের সে বিষয়েও আমাদিগের সন্দেহ আছে। বাঁকুড়ার পুঁথির কোন কোন পদেও দুই একটি শব্দের এরূপ আধুনিক রূপ দেখা যায় যে, প্রাচীন পদ-কর্ত্তা যদুনাথের পদে তাহা থাকা সম্ভব বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে পদ-রত্নাবলীর ২৯০ সংখ্যক 'বেণু রব শুনি কাণে' ইত্যাদি পদের নিম্ন-লিখিত কলিটি দেখুন—

"সুচতুর সহচরী বুঝাইছে বেরি বেরি
চল যাব মথুরার বিকে।
গোবিন্দ গোধন লৈয়া পথ পানে আছে চাঞা
বড়াইরে আমি আনি ডেকে॥"

এখানে 'বিকে' এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন-রূপের শব্দটির সহিত নিতান্ত আধুনিক 'ডেকে' শব্দের মিল দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন পদাবলীতে আমরা 'ডেকে' স্থলে 'ডাক্যা' বা 'ডাকিয়া' রূপই দেখিতে পাই, অথচ এখানে 'ডেকে' রূপটা স্বীকার না করিলে মিল (rhyme) থাকে না। রাঢ় দেশে 'ডেকে' রূপটি কত দিন যাবৎ প্রচলিত হইয়াছে, কোন ভাষা-তত্ত্ববিৎ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলে, উহার সহিত প্রাচীন যদুনাথের সময় মিলাইয়া বিচার করা যাইতে পারে। সেই বিচারের উপযোগী উপকরণ এখন আমাদিগের হাতে নাই ;

সুতরাং এ দিকে ভবিষ্যৎ-সমালোচকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। যদুনন্দন 'গোবিন্দ-লীলামৃত' প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থের বাংলা পদ্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি খুব উচ্চ শ্রেণীর পদ-কর্ত্তা না হইলেও অনুবাদক হিসাবে তাঁহার প্রভাব বৈষ্ণব-সাহিত্যে বোধ হয় অনেক শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তার অপেক্ষা কম নহে।

শ্যামানন্দ, শ্যামচান্দ ও শ্যামদাস

শ্যামানন্দ, শ্যামচান্দ ও শ্যামদাস—একই পদ-কর্ত্তার বিভিন্ন ভণিতা কিনা, নিশ্চিত বলা কঠিন। আমাদিগের সংগৃহীত পদগুলির রচনা দর্শনে 'শ্যামদাস ভণিতার পদগুলি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও ধর্ম্ম-প্রচারক শ্যামানন্দের' রচিত বলিয়াই অনুমান হয়। 'শ্যামানন্দ' হইতে 'শ্যামচান্দ' নাম কিরূপে হইবে বুঝা যায় না; ইহা যদি লিপি-করের ভ্রম না হয়, তাহা হইলে 'শ্যামচান্দ' সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র পদ-কর্ত্তাই হইবেন। জীব গোস্বামীর ন্যায় শ্যামানন্দ যেরূপ বড় পণ্ডিত ছিলেন—সেরূপ বড় কবি ছিলেন না; জীব গোস্বামীর ন্যায় তিনিও কবিতা লিখিতে যাইয়া দার্শনিক-ঝোঁক ছাড়াইতে পারেন নাই; দৃষ্টান্তস্থলে কৌতূহলী পাঠক শ্যামানন্দের ৩০২ সংখ্যক পদের—'দেখে আন কহে আন' ইত্যাদি পংক্তিগুলি পাঠ করুন। শ্যামানন্দের যেন কবিতার মধ্যেও ন্যায়-শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ও অনুমান-খণ্ডের প্রসঙ্গ না তুলিয়া তৃপ্তি হয় নাই।

জগদানন্দ

জগদানন্দ প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা; কিন্তু কালিদাস বাবু ও তাঁহার অনুকরণে জগদ্বন্ধু বাবু জগদানন্দের পদাবলীর যে অতিমাত্রায় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা কোন মতেই উহার সমর্থন করিতে পারি না। জগদানন্দের 'নরহরি নাম অন্তরে অছু ভাবহ' ইত্যাদি যে পদটির মধ্যে সুকৌশলে 'দ্বাত্রিংশ বর্ণাত্মক তারক ব্রহ্ম নাম' অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে বলিয়া, কালিদাস বাবু উহাকে 'অস্পৃশ্চিত্র' পূর্ণ অতুলনীয় পদ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, আমাদিগের আলঙ্কারিকদিগের বিচারে উহা চিত্র-কাব্যের অন্তর্গত অতি-নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা বটে। বস্তুতঃ উহাতে চিত্র-কাব্যের উপযোগী শব্দ-বিন্যাসের কৌশল ব্যতীত উত্তম বা মধ্যম-কাব্যের উপযোগী ব্যঞ্জনা বা অর্থালঙ্কার কিছুই নাই। জগদানন্দের কোনও কোনও পদে পদ-লালিত্যের সহিত বর্ণনা ও ভাবের বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে 'অকরুণ পুন বাল অরুণ' ইত্যাদি রসালসের পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুপ্রাস ও পদ-লালিত্যই জগদানন্দের বিশেষত্ব। তাঁহার পদাবলী কালিদাস বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত পদগুলি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

জগন্নাথ

পদ-কর্ত্তা জগন্নাথ দাসের কয়েকটি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার একটি পদের ভণিতায় আছে 'অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ'। যিনি নিজকে নিজে এরূপ প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন,—তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যের নিকট হইতে আশানুরূপ প্রশংসা প্রাপ্ত হন নাই, ইহাই মনে হয়। যাহা হউক দুঃখের বিষয় আমরাও জগন্নাথের সৎকবিত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। পদ রত্নাবলীর 'জগন্নাথ' নামাঙ্কিত পদগুলি এই 'সৎকবি' জগন্নাথের বা অন্য কোন জগন্নাথের রচনা, তাহাও নিশ্চিত বলা কঠিন। পদকল্পতরুর বিরাট সংগ্রহে আমরা কোথায়ও সুবল-মিলন' পালা

দেখিতে পাই না ; পরবর্ত্তী পদ-রত্নাকর, পদরসসার প্রভৃতি সংগ্রহে 'সুবল-মিলন' পালার অনেক পদ পাওয়া যায়। পদ-রত্নাবলীতে জগন্নাথের চারিটি সুবল-মিলনের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। জগন্নাথের নৌকা-বিলাসের 'বড়াই হের দেখ চায়্যা' ইত্যাদি পদগুলি আধুনিক কার্ত্তনিয়াদিগের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় ; এই পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখীদিগের হাস্য-পরিহাসের চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। এই পরিহাস সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের বিদূষকদিগের পরিহাসের ন্যায় অনেকটা পুরাতন মামুলী ধরণের হইলেও পদ-কর্ত্তা যে বেশ রসিক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব-পদাবলীর অবিশ্রান্ত প্রেমোচ্ছ্বাস ও বিরহে পাঠক ও শ্রোতার চিত্ত অতিমাত্রায় উদ্দীপিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া, এই জাতীয় হাস্য-রসের পদ গুলিতে একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়ার অবসর পায় ; তাই উচ্চ-অঙ্গের ভাব-পূর্ণ না হইলেও এই জাতীয় পদগুলি বেশ রুচিকর মনে হয়।

নরোত্তম

নরোত্তম দাস অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য ও পদ-কর্ত্তা। তাঁহার 'প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকা' বিশেষতঃ প্রার্থনার পদাবলী ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিত্য-পাঠ্যে পরিণত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয় কর্ত্তৃক নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলীর দুইটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, পদ-রসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি পুথি হইতে আমরা তাঁহার অন্যান্য পদের সহিত চৌদ্দটি অপ্রকাশিত প্রার্থনার পদও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি ; ভরসা করি, এই পদগুলিও ভক্ত পাঠকদিগের নিকট সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইবে। নরোত্তম দাসের পদাবলীতে কবি-কল্পনার তেমন উৎকর্ষ না থাকিলেও উহাতে এমন একটা মর্ম্ম-স্পর্শী ভক্তির উচ্ছ্বাস ও প্রেম-তন্ময়তা আছে যে, শুধু কাব্যের হিসাবে সেগুলির বিচার করা সঙ্গত হইবে না। যাঁহারা ভক্ত ও সাধকের ভাব লইয়া পদাবলীর অনুশীলন করেন, নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলী তাঁহাদিগের নিকট অমূল্য। নরোত্তমের এই অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব কোনও কোনও প্রার্থনার পদে * পদ-কর্ত্তা আত্ম-বিস্মৃতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া, নিজকে প্রেমময়ী শ্রীরাধার সহিত সম্পূর্ণ মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য দেবের মধ্যেই কেবল এইরূপ প্রেম-তন্ময়তা দেখা গিয়াছে। ইহাকে কোন গোঁড়া বৈষ্ণব প্রকারান্তরে নরোত্তমের ধর্ম্ম-দ্রোহ (heresy) বলিয়া গণ্য করিবেন কিনা জানি না,—কিন্তু আমরা এই পদগুলি নরোত্তম ঠাকুরের অসাধারণ চরিত্রোৎকর্ষের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিব।

বংশীবদন

'বংশীবদন' ভণিতার পদাবলী পাঠ করিয়া একাধিক বংশীবদনের অস্তিত্বে আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রাচীন পদ-কর্ত্তা বংশীবদন শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রায় সমসাময়িক ও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য। বংশীবদনের পূর্ব্ব-রাগ ও দান-লীলার পদগুলিতে লোচনের পদের মতই একটা স্বাভাবিক ও সুন্দর কল্পনার লীলা দেখা যায়। অপর বংশীবদন বোধ হয় অনেক পরবর্ত্তী লোক ; ইনি প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের কোনও কোনও পদ আত্মসাৎ করিয়া, উহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক পদ-রত্নাবলীর 'মিলি সব সঙ্গিনী' ইত্যাদি

---

* পদ-রত্নাবলীর ৩৫১—৩৬৪ সংখ্যক পদগুলি দ্রষ্টব্য।

৩৫৯ সংখ্যক পদের সহিত পদকল্পতরুর ১১৮ সংখ্যক 'এই ত গোকুলবাসী' ইত্যাদি' বংশীবদনের পদের এবং পদ-রত্নাবলীর ৩৬১ সংখ্যক 'শুন আজু রজনিক সপনকাহিনী' পদটির সহিত বসু রামানন্দের 'তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী' ইত্যাদি পদকল্পতরুর ১৪৫ সংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ পদের তুলনা করুন; পদ-রত্নাবলীর পদ দুইটী যে পদকল্পতরুর পদের জাল—তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বংশীবদন যে অন্যের পদের বিশেষতঃ নিজের পদের এরূপ জাল করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এরূপ পদ পদ রত্নাবলী হইতে বর্জ্জিত করিলেই বোধ হয় ভাল হইত, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পদ-কর্ত্তাদিগের ব্যক্তিত্বের বিচারে তাঁহাদিগের নামাঙ্কিত উৎকৃষ্ট পদগুলির ন্যায় অপকৃষ্ট পদগুলিরও বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং তজ্জন্যই সেগুলি তুল্য-রূপে আলোচ্য বটে। বৈষ্ণব-কবিদিগের উৎকৃষ্ট পদাবলীর সংগ্রহ করিতে যাইয়াও আমরা যে এই পুরাতত্ত্বের ঝোঁক সাম্‌লাইতে পারি নাই, তজ্জন্য রসজ্ঞ পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বংশীবদনের এই জাল পদ পদরসসার পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। 'পদরসসার' পুঁথির সঙ্কলয়িতা নিমানন্দ তাঁহার একটি পদের ভণিতায় লিখিয়াছেন —

'নিমানন্দ দ্বিজ বংশী অনুজ

রসজ্ঞ দোঁহার চিত।'

ইহার সহজ তাৎপর্য্য—দ্বিজ নিমানন্দ ও তাঁহার অনুজ বংশী উভয়েই রসজ্ঞ ছিলেন। এই বংশীও নিমানন্দের ন্যায় পদ-রচনা করিতেন অনুমান করিলে, নিমানন্দ বংশীর এই পদগুলি নিজের সংগ্রহে উদ্ধৃত করিয়া সুবিচারের পরিচয় না দিলেও ভ্রাতৃ স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন এরূপ মনে করা যাইতে পারে। পদ-রত্নাবলীর সংগ্রহে 'বংশীবদন' ভণিতায় সুন্দর সুন্দর পদও আছে—সেগুলি সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা বংশীবদনেরই রচিত।

গোপাল দাস

প্রাচীন পদ-কর্ত্তা গোপালদাস 'রস-কল্প-বল্লী' গ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গোপাল দাস ব্রজবুলি ও বাংলা—উভয়বিধ রচনায়ই নিপুণ ছিলেন। আমরা তাঁহার 'রসকল্পবল্লী' প্রাপ্ত হই নাই; সুতরাং উহাতে তাঁহার কতগুলি পদ আছে, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। পদকল্পতরু ও পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী গ্রন্থে গোপাল দাসের অল্প কয়েকটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিত্বের হিসাবে গোপাল দাসের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীতে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

অনন্ত দাস

'অনন্ত' নামে একাধিক পদ কর্ত্তা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৬ ভাগের ২য় সংখ্যায় 'প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ' প্রবন্ধে 'অনন্ত রায়' 'অনন্ত দাস' ও অন্যতম প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা অনন্ত আচার্য্যের ও তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পাঠে জানা গিয়াছে, চণ্ডীদাসের নামান্তর 'অনন্ত'। মালঞ্চীর পুঁথির একটি (পদ-রত্নাবলীর ৫৪ সংখ্যক) পদের ভণিতায় আছে—'কহে চণ্ডীদাস রায়'। এই 'রায়'

শব্দটি এখানে উপাধি-বাচক হইলে—অনন্ত রায় ও প্রচলিত পদাবলীর 'চণ্ডীদাস' একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে কি? পদ-রত্নাবলীর সংগ্রহের অনেকগুলি পদই যে প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা অনন্তের রচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনন্ত বাংলা ও ব্রজবুলি—উভয়-বিধ পদরচনায়ই বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'কি হেরিনু কদম্ব-তলাতে' ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ১২৫ সংখ্যক) মর্ম্ম-স্পর্শী পদটি চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠ বাংলা পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে।

প্রেমদাস

পদ-কর্ত্তা প্রেমদাসের বিবরণ গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য। তিনি কোনও পদে 'প্রেমদাস' নামের পরিবর্ত্তে 'প্রেমক দাস' লিখায়, কেহ কেহ অনুমান করেন, 'প্রেমদাস' তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। আমরা এই যুক্তির বিশেষ সার্থকতা দেখিতে পাই না; 'প্রেমক দাস' কথার অর্থ সাধারণ-ভাবে যদি প্রেমের দাস ধরা হয়, তাহা হইলে উহার প্রতি সকল বৈষ্ণব-পদকর্ত্তারই অল্লাধিক ন্যায্য দাবি চলিতে পারে; সেরূপ দাবি যে আর কেহ করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের জানা নাই; সুতরাং অন্য দাবিদারের অভাবে আমরা এখানে প্রেমদাসকেই এক-তরফা ডিক্রী দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করি। প্রেমদাসের পদগুলি কবিত্বের হিসাবে মন্দ নহে; কিন্তু কাব্যের মধ্যে ভাবুকতার বেশী বাড়াবাড়ি করিলে,—প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-লীলার বর্ণনায় প্রেমোন্মাদের উৎকট প্রণোদনা টানিয়া আনিলে অনেক সময়েই কাব্যের সার-ভূত বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে চিত্তে বিতৃষ্ণারই উদয় হয়; দৃষ্টান্ত স্থলে প্রেমদাসের 'আজু শুনহ সখি কানুক রীত' এই অনুরাগের পদটি দেখুন। সখী শ্রীরাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের আতিশয্য বর্ণিত করিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, একদিন শ্রীরাধার নিকট হইতে একটি কুকুর নর্দ্দমার পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সেই কুকুরটির হাত দুইখানি চুম্বনান্তে নিজের মস্তকে ধারণ করিয়া, কুকুরের সৌভাগ্যের প্রশংসা ও নিজের দুর্ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমোন্মাদে যদিও

'শুনইতে রাই 'আই' করি উঠয়ে
প্রেম-জলে ভরল নয়ান।'

কিন্তু অভক্তদিগের চিত্তে ইহাতে শ্রীক্ষেত্রের পচা মহাপ্রসাদের ন্যায় রসাস্বাদন অপেক্ষা বীভৎস-রসেরই অধিক উদ্রেক করে! বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের প্রেমের আদর্শ সময়ে সময়ে কিরূপ সাধারণ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এই পদটি উহার সুন্দর উদাহরণ। এ স্থলেও পুরা-তত্ত্ববিদের ন্যায় আজব-জিনিষ (curios) সংগ্রহের ইচ্ছা আমাদিগের কাব্য-বিচার-বুদ্ধিকে পরাভূত করিয়াছে বলিয়া, আমরা কাব্য-রসজ্ঞ পাঠকদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

রামচন্দ্র

রামচন্দ্রের দুইটি অপ্রকাশিত পদ পদ-রত্নাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে। পদকল্পতরু ও গৌর-পদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থে 'রামচন্দ্র' ভণিতার মোটে পাঁচ ছয়টির অধিক পদ পাওয়া যায় না। এই পদগুলিতে কোনই বিশেষত্ব নাই। জগদ্বন্ধু বাবু কিরূপে যে প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা বংশীবদনের পৌত্র অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রামচন্দ্র গোস্বামী-কেই এই 'বিখ্যাত পদ-কর্ত্তা' রামচন্দ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারি নাই।

রামানন্দ বসু বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কুলীন-গ্রামনিবাসী 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' 'রচয়িতা গুণরাজ খান্' উপাধি-ধারী প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পৌত্র ও শ্রীচৈতন্য প্রভুর সম-সাময়িক পদ-কর্ত্তা। রামানন্দ বসুর 'তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী' ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ১৪৫ সংখ্যক) কোন কোন পদ অতি বিখ্যাত। ইঁহার অল্পসংখ্যক পদই পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি রচনার পরিমাণ অপেক্ষা উৎকর্ষই কবিত্বের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন বলিয়া, আমরা রামানন্দ বসুকে উচ্চদরের পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না।

রামানন্দ বসু

গিরিধর দাসের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। ইঁহার একটি মাত্র রাস-লীলার পদ পদ-রত্নাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে। পদটির রচনা সুন্দর। বৃন্দাবন-চন্দ্রের রাস-লীলার উৎসবে বৃন্দাবনের ভ্রমর কোকিল ময়ূর পর্য্যন্ত কিরূপ উল্লাসে যোগ দিয়াছে, গিরিধরের—

গিরিধর

'তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল
মুখর মধুকর-পাঁতিয়া।
মত্ত কোকিল মঙ্গল গাওত
নাচে শিখি-কুল মাতিয়া॥'

ইত্যাদি বর্ণনায় তাহার চিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে। এই গিরিধরের বিলুপ্তপ্রায় অন্যান্য পদগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নরহরি নামে দুইজন পদকর্ত্তা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথম নরহরি শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় সহচর বৈদ্যবংশজাত শ্রীখণ্ড-বাসী নরহরি সরকার। দ্বিতীয় নরহরি 'ভক্তিরত্নাকর' রচয়িতা আনুমানিক দুইশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থকার ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী। নরহরি সরকারের খুব বেশী সংখ্যক পদ পাওয়া যায় নাই। নরহরি চক্রবর্ত্তীর বহু পদাবলী তাঁহার সঙ্কলিত 'গীত-চন্দ্রোদয়' নামক পদ-সংগ্রহে ও স্বরচিত 'ভক্তি-রত্নাকর' ও 'গৌর-চরিত-চিন্তামণি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় নরহরির কতকগুলি পদ যে মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে পদ-রত্নাবলীর উদ্ধৃত পদগুলির কথা বলা যাইতে পারে। এই পদগুলির কোন্‌টি কোন্ নরহরির রচিত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন যে, নরহরি চক্রবর্ত্তী পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা বলিয়া, পদকল্পতরুতে নরহরি চক্রবর্ত্তীর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ আছে বলিয়া আমরা জানি না। পদ-কল্পতরুর মঙ্গলাচরণের 'জয় জয় জয় দেব দয়াময়' ইত্যাদি ১৩ সংখ্যক পদ ও 'জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময়' ইত্যাদি পদ দুইটী নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়াই আমাদিগের ধারণা হইয়াছে। ভরসা করি কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া পদাবলী-সাহিত্যের এই সমস্যাটির সুমীমাংসা করিতে চেষ্টা করিবেন।

নরহরি-দ্বয়

নরহরি চক্রবর্ত্তী অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তাঁহার 'ভক্তিরত্নাকর' পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, লিপি-কুশলতা, সহৃদয়তা ও সঙ্গীতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহৃদয় সমালোচক স্বর্গগত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়—'নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার

লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দ দাস অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাঁহার রচনায় নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।”—এইরূপ মত প্রকাশ করায়, জগদ্বন্ধু বাবু ক্ষীরোদ বাবুর ঐ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গৌর পদ-তরঙ্গিণীর ভূমিকায় নরহরির সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য লিখিয়াছেন—“ঘনশ্যাম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সিমীমায় যাইতে যোগ্য নহেন। গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দাসের কোন কোন পদের সহিত তাঁহার পদের নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও, মোটের উপর তাঁহাদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায় শেখর, লোচন দাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস ও রাধামোহন দাসও ঘনশ্যামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি।” আমরা ক্ষীরোদ বাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়ের উক্তিই কিছু সত্য ও কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের স্থান, তাহাতে মতভেদ নাই। এ অবস্থায় জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসকে প্রথম শ্রেণীর শেষ কবিদ্বয়—কিম্বা দ্বিতীয়-শ্রেণীর প্রথম কবিদ্বয় বলা হইবে, তাহা লইয়া কথার কাটাকাটি করিয়া ফল নাই। নরহরি চক্রবর্তীর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক বিশেষতঃ নদিয়া-নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচন দাসের ধামালীর পদগুলিরই মত একটা যে অনন্য-সাধারণ ও অপূর্ব্ব “নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা” আছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। (নরহরি) “দেশকালপাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন।”—জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে ক্ষীরোদ বাবুর স্বল্পাক্ষর-বর্ণিত “নর চরিত্রের স্বাভাবিকতা”ই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তীকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না। নরহরির পদে শ্রেষ্ঠ-কবিতা-সুলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ নাই বলিলেও হয়; উহা লইয়াই কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠতার বিচার করা আবশ্যক। জগদ্বন্ধু বাবু যে বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর যাহা কিছু মূল্য—ঐতিহাসিক হিসাবে, সে গুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংসা করা যায় না। রাধামোহনের সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাংলা রচনা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও—তাহাতে কবিত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত শুধু রায় শেখর, লোচন দাস ও বলরাম দাস নহে—অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসু রামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। ইহাঁদিগের সকলের রচনায়ই অল্পাধিক ব্যঞ্জনা-পূর্ণ কবি-কল্পনার (imagination) বিচিত্র লীলা দেখা যায়। নরহরির রচনায় সতর্ক অনুধাবন (keen observation) কবি কল্পনার অভাব অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং তারকনাথের ‘স্বর্ণলতা’ বঙ্কিম চন্দ্রের ‘মৃণালিনী’ ‘কপালকুণ্ডলা’ প্রভৃতি উপন্যাস হইতে নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতায় এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ হইলেও, যেমন কাব্যের সার-ভূত কবি-কল্পনা ও উহার প্রধান কার্য্য লোকোত্তর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির হিসাবে অনেক নিকৃষ্ট—নরহরির পদাবলী ও পূর্ব্বোক্ত কবিদিগের পদাবলীর তুলনায় সেইরূপ নিকৃষ্ট।

'মোহন দাস' ভণিতা-যুক্ত বহু পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধামোহন, কৃষ্ণমোহন, রামমোহন প্রভৃতি বহু মোহনান্ত নামের সংক্ষেপে 'মোহন' ভণিতাটি ব্যবহৃত হইতে পারে; সুতরাং 'মোহনদাস' পদ-কর্ত্তা যে কে—তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রাচীনকালে কৃষ্ণরাম, হরিরাম, রামরাম প্রভৃতি এত রামান্ত নামের ব্যবহার ছিল যে, 'মোহন রাম' পদ কর্ত্তার প্রকৃত নাম, না 'রামমোহন' নামই মিলের অনুরোধে 'মোহন রাম' লিখিত হইয়াছে, তাহাও বলা কঠিন। মোহনের ব্রজবুলি ও বাংলা—উভয় প্রকার পদই পাওয়া গিয়াছে; ইনি উভয় প্রকার পদ-রচনায়ই বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

মোহন দাস ও মোহন রাম

রাধাবল্লভ অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তা বলিয়া 'কীর্ত্তনানন্দ' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাস কর্ত্তৃক 'বিদ্যাপতি কবিরাজ' ইত্যাদি (পদ রত্নাবলীর ৪৪১ সংখ্যক) পদে প্রশংসিত হইয়াছেন। ইঁহার রচিত কয়েকটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে পদ-কর্ত্তা হরিবল্লভ বা বল্লভের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। 'মোহন' নামের ন্যায় 'বল্লভ' নামটিও 'হরিবল্লভ' 'রাধাবল্লভ' প্রভৃতি বহু নামেরই সংক্ষেপ হইতে পারে, সুতরাং পদ-রত্নাবলীর ৪৩৩ সংখ্যক 'বল্লভ দাস' ভণিতার পদটি যে কাহার, নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। রাধাবল্লভ ব্রজ-বুলি পদ-রচনায় বেশ পটুতা দেখাইয়াছেন।

রাধাবল্লভ ও বল্লভ

'কানাই খুটিয়া' পদ-কর্ত্তার কোন বিবরণ এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই। 'খুটিয়া' উপাধি উড়িষ্যায় জগন্নাথ-দেবের পরিচারক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; বাংলা দেশে আছে কিনা জানি না। কানাই যিনিই হউন না কেন, তাঁহার এই একটি মাত্র পদেই তিনি যে সবল বাংলা ভাষায় বেশ মর্ম্ম-স্পর্শী পদ রচনা করিতে পারিতেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। কানাই খুটিয়ার লুপ্তপ্রায় অন্যান্য পদগুলি কি সংগ্রহ করা যায় না? আমরা এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কানাই খুটিয়া

পদ-কর্ত্তা নন্দদাসের সম্বন্ধে নিশ্চিত রূপে কিছু বলা যায় না; পদকল্পতরুতে 'নন্দদাস' ভণিতার ৩টি পদ আছে। গৌর পদ-তরঙ্গিণীতে 'নন্দরাম' ভণিতার দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-রত্নাবলীর উদ্ধৃত নন্দদাসের ঝুলন-লীলার পদগুলির ভাষা ব্রজ-বুলি অপেক্ষা সুরদাস প্রভৃতির ব্যবহৃত ব্রজ-ভাষারই অধিক সাদৃশ্যযুক্ত। শিব সিংহ প্রণীত "শিবসিংহ সরোজ" নামক হিন্দী-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ও বহু গবেষণা-পূর্ণ ইতিহাসে * ব্রজ-ধামের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি নন্দদাসের বিবরণ জানা যায়। নিমানন্দ দাস বৃন্দাবনে থাকিয়া 'পদরসসার' পুথিখানি সঙ্কলিত করেন—ইহাই অনুমান হয়; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্রজধামের প্রসিদ্ধ কবি নন্দদাসের কতিপয় পদ নিজ-সংগ্রহে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব নহে। নন্দদাসের এই ব্রজ-ভাষার পদগুলি অতি সুন্দর। এই পদগুলির ভাষা সাধারণ পাঠকদিগের অনভ্যস্ত বলিয়া কিঞ্চিৎ দুরূহ বোধ হইবে; কিন্তু

নন্দদাস

* লক্ষ্ণৌ নগরীস্থ মুনসী নওল কিশোর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের পক্ষে পদগুলি যে বিশেষ মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই।

গতিগোবিন্দ

পদ-কর্ত্তা গতিগোবিন্দ সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র। ইহাঁর দুই চারিটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-রত্নাবলীর-পদটি গতিগোবিন্দের রচনা-নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

গোপীকান্ত

পদ-কর্ত্তা গোপীকান্তের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। ইহার ২।৪টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপীকান্তের "শ্রীবিদ্যাপতি কবিবর "শেখর" ইত্যাদি কবি-বন্দনার পদটির কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়াই উহা পদ-রত্নাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গৌর-সুন্দর

পদ-কর্ত্তা গৌরসুন্দর 'কীর্ত্তনানন্দ" নামক পদ সংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু 'কীর্ত্তনানন্দ' পুথি খানির খুব প্রশংসা করিয়াছেন এবং উঁহার একখানা হস্তলিপি পুথি হইতে অনেকগুলি পদ গ্রহণ করিয়াছেন। গৌরসুন্দর বোধ হয় পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন। ইহাঁর কতকগুলি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে নাই এরূপ অনেক সুন্দর সুন্দর পদ কীর্ত্তনানন্দে দেখা যায়। প্রধানতঃ পদকল্পতরুর পরিত্যক্ত পদাবলী সংগ্রহ করাই বোধ হয় গৌরসুন্দরের উদ্দেশ্য ছিল। গৌরসুন্দরের 'শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর' ইত্যাদি (পদ-রত্নাবলীর ৪৪২ সংখ্যক) পদটি পাঠ করিলে এই গৌরদাসই যে কীর্ত্তনানন্দের সংগ্রহ-কর্ত্তা, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। অনেক দিন পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর লালগোলার রাজা বাহাদুরের অর্থ-ব্যয়ে বহরমপুর হইতে 'কীর্ত্তনানন্দ' গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধনের ত্রুটিতে ঐ গ্রন্থখানিতে এতদ্ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে যে উহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে কীর্ত্তনানন্দের অধিকাংশ অভিনব পদই পদরত্নাকর, পদরসসার ও সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথি গুলির পাঠের তুলনা করিয়া আমরা কীর্ত্তনানন্দ পুথির অনেক সন্দিগ্ধ ও অশুদ্ধ পাঠের মীমাংসা করিতে পারিয়াছি। কীর্ত্তনানন্দের পূর্ব্বোক্ত সংস্করণটি অনেক দিন হইল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। উহার একটি সংশোধিত অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সালবেগ

পদকল্পতরুর 'সালবেগ' ভণিতার একটি উড়িয়া ভাষা-মিশ্রিত পদের পাঠ ও অর্থ সম্বন্ধে উড়িয়া সাহিত্যে পারদর্শী রায় যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুরের সহিত আমাদের পত্র-ব্যবহার হয়; তাহাতে উক্ত রায় বাহাদুর লিখেন, উড়িয়া ভাষায় 'দার্ঢ্য ভক্তি' নামক গ্রন্থে সালবেগের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, পাঠান-রাজের একজন মুসলমান সেনাধ্যক্ষ বলপূর্ব্বক পতি হীনা একটি হিন্দু-বিধবাকে গ্রহণ করিলে সেই সেনাধ্যক্ষের ঔরসে উক্ত বিধবার গর্ভে সালবেগের জন্ম হয়। সালবেগ পর জীবনে একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সালবেগের ২।৩টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত

হইয়াছে। পদ-রত্নাবলীর 'বায়ে সখিগণ' ইত্যাদি সালবেগের পদটির ভাষা অমিশ্র ব্রজ-বুলি। সালবেগের ন্যায় আরও কয়েক জন মুসলমান পদ কর্ত্তার পদাবলী পদকল্পতরু ইত্যাদির ন্যায় প্রাচীন পদসংগ্রহে সাদরে সন্নিবেশিত করিয়া সংগ্রহ-কারগণ যে বিশেষ প্রশংসনীয় বৈষ্ণবোচিত উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক সুলেখক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের অসাধারণ অনুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে বহু সংখ্যক অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রাচীন মুসলমান পদ-কর্ত্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার ঐ সংগ্রহ হইতে কতকগুলি অপ্রকাশিত পদ পদ-রত্নাবলীতে প্রকাশিত করার জন্য তাঁহার অনুমতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তৎ-সময়ে কয়েক মাস পর্য্যন্ত কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী থাকায় প্রার্থিত সাহায্য প্রদান করিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করায় পরে সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ইতিপূর্ব্বে 'ভারত-বর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি যে সকল পদ প্রকাশিত করিয়াছেন—তাহা হইতে আমা-দিগকে ইচ্ছা-অনুসারে পদ গ্রহণ করার জন্য অত্যাদর সহকারে পত্র লিখিয়া আমাদিগকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু তৎসময়ে পদ-রত্নাবলীর মূল গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ শেষ হওয়ায় বিশেষতঃ পূর্ব্বপ্রকাশিত পদ পদরত্নাবলীতে প্রকাশিত না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই বিবেচ-নায় নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও পদরত্নাবলীতে আরও কতিপয় মুসলমান পদ-কর্ত্তার পদাবলী সন্নিবেশিত করিতে পারি নাই। পদাবলীর পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে আব্দুল করিম সাহেব তাঁহার আবিষ্কৃত মুসলমান পদ-কর্ত্তাদিগের পদা-বলীর একটি সংস্করণ নিজেই প্রকাশিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পদ-কর্ত্তা উদ্ধবের পদাবলীর সম্বন্ধে আমরা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৬শ ভাগের ২য় সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। উদ্ধবের জীবন বৃত্তান্ত কেবল এইমাত্র জানা গিয়াছে

উদ্ধব দাস

যে, তিনি অগ্রদ্বীপ নিকটবর্ত্তী টেঞা বৈদ্যপুর নিবাসী ছিলেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা গোকুলা-নন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব দাসের বন্ধু এবং তাঁহার ন্যায় বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য্য ও পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। উদ্ধব রাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণবদাস হইতে শ্রেষ্ঠ কবি। কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দদাস প্রভৃতি ৬।৭ জন কবির পরেই উদ্ধবের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। উদ্ধব বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় প্রকার পদ-রচনায়ই বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পদ-কর্ত্তা শিবরামের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। ইহাঁর অনেক গুলি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার বাংলা ও ব্রজ-বুলি উভয় রকম পদই পাওয়া গিয়াছে। 'শিবানন্দ' ও 'শিবাই' ভণিতা যুক্ত কয়েকটি পদও পদকল্পতরুতে আছে।

শিবরাম

'শিবরাম' ও 'শিবানন্দ' বিভিন্ন পদ-কর্ত্তা বলিয়াই বিবেচনা হয়। 'শিবাই' উভয় নামেরই সংক্ষেপ হইতে পারে।

"রঘুনাথ দাস" ভণিতার ৩টি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু প্রসিদ্ধ ষট্ গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়কেই পদ-কর্ত্তা রঘুনাথ

বলিয়া স্থির করিয়াছেন। রঘুনাথ দাস সপ্তগ্রাম-বাসী কায়স্থ বংশীয় ধন-কুবের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র। কথিত আছে, গোবর্দ্ধন দাসের বার্ষিক বার লক্ষ টাকা ভূসম্পত্তির আয় ছিল। রঘুনাথ তরুণ-যৌবনে যুবতী ভার্য্যা ও অতুল ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীচৈতন্য প্রভুর অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট এবং তাঁহার একজন প্রিয় পার্ষদ ও ভক্ত ছিলেন। রঘুনাথ দাসের পিতা রাজ-তুল্য হইলেও তরুণ-যৌবনে সন্ন্যাসধারী রঘুনাথ যে নিজকে 'নৃপ রঘুনাথ' নামে পরিচিত করিয়া পদ রচনা করিবেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব মনে হয়; সুতরাং এই 'নৃপ রঘুনাথ' নিশ্চিতই অপর কোন পদকর্ত্তা হইবেন। পদ-রত্নাবলীর ৪৪৯ সংখ্যক 'নৃপ রঘুনাথ' ভণিতার পদটির ভাষ ব্রজবুলি নহে; ইহা তুলসী দাস প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দী-কবিদিগের হিন্দী-ভাষারই অনুরূপ। এই পদটি যদি রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক না হইয়া সীতা-রাম-বিষয়ক হয়, তাহা হইলে 'নৃপ রঘুনাথকা নহি সমানি॥' এই বাক্যের 'নৃপ রঘুনাথ' শব্দ দ্বারা প্রাপ্ত-রাজ্য রামচন্দ্রকেও বুঝা যাইতে পারে। 'রঘুনাথ' নামক কোনও নৃপ-পদকর্ত্তার বিবরণ জ্ঞাত না থাকায় ও ভণিতার 'নৃপ রঘুনাথক' শব্দদ্বয়ের প্রতিপাদ্য যে কি, তাহাতে সন্দেহ থাকায়, আমরা 'নৃপ রঘুনাথ'কে পদ-রত্নাবলীর অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদিগের তালিকা-ভুক্ত করি নাই।

নৃপ রঘুনাথ

পদ কর্ত্তা নটবর দাসের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। নটবরের একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-রত্নাবলীর ৪৬৮ সংখ্যক "শ্রীবিদ্যাপতি কবি-বর শেখর" ইত্যাদি বন্দনার পদটিতে কমলাকান্তদাস নটবরকে 'কবি কুল-ভূপ' বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন,—কিন্তু পদ-রত্নাকর গ্রন্থে নটবরের একটি বই পদ (পদ-রত্নাবলীর ৪১০ সংখ্যক) উদ্ধৃত করেন নাই। সম্ভবতঃ নটবর বহু পদ রচনা করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার এই দুইটি মাত্র পদে আমরা তাঁহার কবিত্বের বিশেষ কোন পরিচয় পাই নাই। নটবরের বিলুপ্তপ্রায় পদাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নটবর দাস

পদ-রত্নাবলীর ৪৫১ ও ৪৫২ সংখ্যক পদের রচয়িতা রাধামোহন 'পদামৃতসমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রাধামোহন ঠাকুর কি না, সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে; কেন না, এই পদ দুইটি পদামৃতসমুদ্র বা পদকল্পতরু গ্রন্থে সন্নিবেশিত দেখা যায় না। "রাধামোহন" নামে একাধিক পদ-কর্ত্তা থাকাও অসম্ভব নহে।

রাধামোহন

পদ-কর্ত্তা মাধব বা মাধব আচার্য্যের বিবরণ 'প্রেম-বিলাস' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। গৌর-পদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের উপক্রমণিকার ১৯৫ পৃষ্ঠায় মাধবের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। মাধব 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামে শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি সরল পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করেন। পদ-রত্নাবলীর ৪৫৩—৪৬১ সংখ্যক নৌকা-বিলাস-বিষয়ক পদগুলি আমরা মুদ্রিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' গ্রন্থে খুঁজিয়া পাই নাই। মাধব বেশ হাস্য-রস-পটু ছিলেন; তাঁহার এই পদগুলিতে ব্রজ-গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৌকা-বিলাসের হাস্য-রসোজ্জ্বল চিত্র বেশ ফুটিয়াছে।

মাধব

কৃষ্ণদাস

পদ-রত্নাবলীর ৪৬২ সংখ্যক পদের রচয়িতা 'কৃষ্ণদাস' যে কোন্ কৃষ্ণদাস, বলা দুঃসাধ্য। পদটির ভাষা ব্রজ-বুলি নহে; ইহা ব্রজ-ধামের প্রাচীন হিন্দী-ভাষা। ভণিতার—'কৃষ্ণদাসকে ব্রজ-বাস দীজে' বাক্য দ্বারা পদ-কর্ত্তা ব্রজবাসী কোন হিন্দী-কবি ছিলেন, এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে।

মোহনলাল

পদ-কর্ত্তা মোহনলালের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। ইনি বোধ হয় 'মোহন' হইতে স্বতন্ত্র পদ-কর্ত্তা এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণদাসের ন্যায় কোনও ব্রজ-বাসী পদ কর্ত্তাই হইবেন।

সুন্দর ও সুরদাস

সুন্দর কবি যে হিন্দী-কবি তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পদ-রত্নাবলীর ৪৬৪ সংখ্যক কবিতার ছন্দ ও ভাষা সম্পূর্ণ হিন্দী। সুন্দরের বিবরণ লক্ষ্ণৌ নওলকিশোর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত 'শিবসিংহ সরোজ' নামক প্রসিদ্ধ হিন্দী-সাহিত্যের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য। হিন্দুস্থানে সুরদাস প্রভৃতি অসংখ্য পদ-কর্ত্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া অসংখ্য পদ রচনা করিয়া গিয়া থাকিলেও যে জন্যই হউক, বঙ্গদেশের পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে হিন্দী-পদকর্ত্তাদিগের পদ উদ্ধৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে ও পদরসসার পুথিতে কয়েকটি হিন্দী পদ পাইয়াছি। ৪৬৪ সংখ্যক পদটিকে পদ না বলিয়া উহার ছন্দ অনুসারে 'সবৈয়া' বলাই সঙ্গত; তথাপি বাংলা পদ-সংগ্রহে দুর্লভ বলিয়া আমরা উহাকেও পদ-রত্নাবলীতে স্থান দিয়াছি।

হিন্দী পদ-কর্ত্তা সুরদাস তুলসীদাসের তুল্য সুপ্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি কৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে এত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, উহার সংখ্যা করা কঠিন। ইহাঁর অন্যূন ৮।১০ হাজার হিন্দী-পদ এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে।* সুরদাস জন্মান্ধ; ইহাঁর পিতা বাবা রামদাস মোগল-সম্রাট্ আকবরের সভায় অন্যতম প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে অনেকেই তুলসীদাসের রামায়ণ যত্নের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সুরদাসের পদাবলী অধিকাংশ বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকেরই অপরিচিত। সাহিত্যের সাহায্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা সৃষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না; সুতরাং রাজনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক সম্মিলনের ন্যায় এই সাহিত্য-সম্মিলনের যুগে বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকগণ ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যের বিশেষতঃ হিন্দী-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন—ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে হয়। আমরা এ বিষয়ে আমাদিগের স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি সনির্ব্বন্ধে আকর্ষণ করিতেছি।

অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তা

আমরা এখন পূর্ব্বোক্ত ২৮ জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এ বিষয়ের বক্তব্য শেষ করিব। 'অভিরাম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হরি-বংশ' পর্য্যন্ত ২৮ জন পদ-কর্ত্তার পদাবলী ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। ইহাঁদিগের অধিকাংশেরই জীবন-বৃত্তান্ত এ যাবৎ কিছু জানা যায় নাই। 'নিমানন্দ দাস' ও 'কমলাকান্ত দাস' পদ-কর্ত্তা-দ্বয়ের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহা 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর' পুথির প্রসঙ্গে লিখা হইয়াছে।

---

* লক্ষ্ণৌর নওল কিশোর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত 'সুর-সাগর' গ্রন্থে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে সুরদাসের পদাবলী দ্রষ্টব্য।

অজ্ঞাত পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধেই 'ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন' পত্রিকার ১৩২৩। ১৩২৪ সালের সংখ্যা গুলিতে 'অজ্ঞাত পদকর্তৃগণ' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে; সুতরাং এখানে উহার পুনরালোচনা করিব না। পদ-কর্ত্তা দীনবন্ধু দাসের সঙ্কলিত 'সংকীর্ত্তনামৃত' নামক একখানা পদ-সংগ্রহ পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় 'নারায়ণ' পত্রিকার ১৩২৬ সালের কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংকীর্ত্তনামৃত' নামক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে দীনবন্ধু দাস ও তাঁহার 'সংকীর্ত্তনামৃত' সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। 'সংকীর্ত্তনামৃত' পুথিখানি ১৬৯৩ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল; সুতরাং দীনবন্ধু যে উহার পরবর্ত্তী নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দীনবন্ধু সংস্কৃত বাংলা ও ব্রজবুলি—ত্রিবিধ পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার স্ব-রচিত ২০৭ টি পদ উক্ত 'সংকীর্ত্তনামৃত' পুথিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।* এই অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তাদিগের অনেকেই পদ-রচনায় বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই দুই একটি পদের বেশী সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ইহাঁদিগের অনেকেই যে নিমানন্দ ও দীনবন্ধু দাসের ন্যায় বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কালক্রমে ইহাঁদিগের অধিকাংশ পদই বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া অত্যল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে। এখনও রীতিমত অনুসন্ধান ও চেষ্টা করিলে, ইহাঁদিগের ও অন্যান্য অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তার বহু বিলুপ্ত-প্রায় পদাবলী সংগৃহীত হইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী পাঠকদিগের দৃষ্টি সনির্ব্বন্ধে আকর্ষণ করিতেছি।

অজ্ঞাত পদকর্ত্তা।

অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তাদিগের ভণিতা-শূন্য অনেক পদ 'পদরসসার' 'পদরত্নাকর' প্রভৃতি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পদগুলির মধ্য হইতে আমরা কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদ বাছিয়া লইয়া 'অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তা' নাম দিয়া 'পদ-রত্নাবলী' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। পদ-কর্ত্তাদিগের নাম-প্রকাশে অনিচ্ছা হেতু ভণিতা শূন্য পদ-রচনা, গায়কদিগের বিস্মৃতি, লিপিকরদিগের অনবধানতা ইত্যাদি নানা কারণেই পদাবলীর ভণিতা না থাকিতে পারে; তন্মধ্যে পদাবলীর প্রাচীনতাও ভণিতা-বিলোপের অন্যতম কারণ বটে। ভণিতা-শূন্য পদগুলির মধ্যে কয়েকটি † পদ স্পষ্টতই বিদ্যাপতির রচনার লক্ষণাক্রান্ত; নগেন্দ্রবাবু ভণিতা শূন্য এরূপ অনেকগুলি পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া, তাঁহার সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়া থাকিলেও আমরা এই পদগুলিকে অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তার পদাবলীর

---

* কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য, যথা—"আশ্চর্য্যের বিষয়, যে চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলি, দীনবন্ধু দাসের কয়েকটি পদে তাহার সুর যেন বিলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।" কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি দ্বারাও আমাদের অনুমিত "চণ্ডীদাস" ভণিতার প্রচলিত পদাবলীর কৃত্রিমতাই সমর্থিত হইতেছে।

† পদ-রত্নাবলীর ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৭ ও ৬০৭ সংখ্যক পদগুলি দ্রষ্টব্য। ৫৯৩ সংখ্যক ভণিতাশূন্য পদটির অন্ত্য-কলি-বর্জ্জিত একটি অশুদ্ধ রূপান্তর নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

অন্তর্গত করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি। ভণিতা-শূন্য পদগুলির অধিকাংশই কবিত্ব-হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট; সে জন্যই বোধ হয়, কোনও প্রসিদ্ধ কবির নামের ছাপ না থাকিলেও, সে গুলি জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া এতকাল ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। ভণিতা শূন্য পদ একরূপ বে-ওয়ারিশ মাল বলিলেও হয়; তাহা সত্ত্বেও এই পদগুলি যে অন্য কাহারও দ্বারা অধিকৃত হয় নাই ইহা লিপিকর ও গায়কদিগের সত্য-প্রিয়তারই নিদর্শন বটে।

২। পদাবলীর ভাষা।

বৈষ্ণব পদাবলী পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এত দীর্ঘকালের মধ্যে এক দেশের লেখ্য ভাষায়ও অনেক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষার উপরে পশ্চিমের মিথিলা হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত ও সুদূর উত্তরবঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে উৎকল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের কথ্য ভাষাই অল্পাধিক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সুতরাং বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষায় প্রধানতঃ মৈথিলী, মিশ্র মৈথিলী বা ব্রজবুলি ও বাংলা—এই ত্রিবিধ উপবিভাগ দেখা গেলেও ইহার প্রত্যেক উপবিভাগের মধ্যেও আবার যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। আমরা এখানে দুইটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব। নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতির সংস্করণে তিনি দ্বারভাঙ্গার পুথি, নেপালের পুথি ও বাংলার 'পদকল্পতরু' 'কীর্ত্তনানন্দ' ইত্যাদি পুথি হইতে পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাংলা পুথির পদগুলির ভাষা গায়ক ও লিপিকরদিগের দোষে বিকৃত হইয়াছে বলিয়া, তিনি নিঃসঙ্কোচে সেগুলিকে ইচ্ছানুসারে সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু তথাপি যিনি মনোযোগ সহকারে উক্ত ত্রিবিধ পুথির পদাবলী পাঠ করিবেন, তিনিই উহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। দেশজ ভাষার অনিবার্য্য প্রভাবই যে এইরূপ পার্থক্যের কারণ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর কথা ছাড়িয়া এখন বাংলা পদাবলীর কথা ধরা যাউক। বসন্ত বাবুর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থের ভাষা যে বাংলা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ উহার ভাষার সহিত পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যের বাংলা ভাষার—জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের বাংলা-ভাষার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইবে। পার্থক্যের পরিমাণ এত অধিক না হইলেও, সেইরূপ জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কবিদিগের বাংলার সহিত কমলাকান্ত নিমানন্দ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদিগের বাংলা রচনার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বাংলা প্রচলভাষা বলিয়া কালক্রমে এরূপ পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। পদাবলীর তথা-কথিত ব্রজবুলি প্রচলভাষা নহে; বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তৃগণ বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর অনুকরণে এই কেতাবী মিশ্র মৈথিলী ভাষাটির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে সকল পদ-কর্ত্তাকেই সতর্ক হইয়া, চেষ্টা করিয়া, ব্রজবুলি লিখিতে হইয়াছে; সুতরাং ব্রজবুলিতে দেশ ও কাল-জনিত বৈষম্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়; সে জন্যই ভাষার সাদৃশ্য-দর্শনে বিদ্যাপতির পদ নির্ণয় করিতে যাইয়া, নগেন্দ্রবাবুর মত বিজ্ঞ সম্পা-

সম্পাদকও ভ্রান্ত হইয়া অনূ্যন দুইশত বৎসরের পরবর্ত্তী বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা রায় শেখর, বল্লভ ও ভূপতিনাথের বহু-সংখ্যক পদ বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, দেশ ও কাল-জনিত এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, পদাবলীর ভাষাকে মোটের উপর মৈথিলী, মিশ্র মৈথিলী বা ব্রজ-বুলি ও বাঙ্গলা এই তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভারতীয়-ভাষা-তত্ত্ববিৎ মনীষী গ্রিয়ার্সন্ মহোদয় মৈথিল-ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া Maithil Christomathy নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন। মৈথিল-ভাষার বিশেষ-জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে ঐ গ্রন্থের আলোচনা একরূপ অপরিহার্য্য বলিলেও হয়।

মিশ্র মৈথিলী বা তথা-কথিত ব্রজবুলির সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। ব্রজ-লীলার বর্ণনা, 'ব্রজ-বুলি' নাম ও বাংলা অপেক্ষা হিন্দীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকেই ব্রজ-বুলিকে ব্রজ-ধামের ভাষা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সত্য বটে, বাংলাদেশের ন্যায় ব্রজ-ধামেও বিগত চারি পাঁচ শত বৎসর মধ্যে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এবং ব্রজ-ধামের প্রাচীন পদ-কর্ত্তা হরিদাস স্বামী, সুরদাস প্রভৃতির পদাবলীর সহিত বর্ত্তমান মৈথিল রচনার যে পার্থক্য দেখা যায়—বিদ্যাপতির প্রাচীন পদাবলীর সহিত ব্রজ-ধামের প্রাচীন-পদাবলীর ভাষার পার্থক্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম,—কিন্তু তাহা হইলেও ব্রজ-ধামের প্রাচীন ভাষা ও প্রাচীন মৈথিলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; বাংলার পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাদিগের মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজ-বুলির সহিত ঐ পার্থক্য আরও স্পষ্টতর বটে। সুতরাং শুধু 'ব্রজ-বুলি' কাল্পনিক নামটির জোরে বাংলার ব্রজ-বুলি কোন মতেই ব্রজ-ধামের প্রাচীন বা আধুনিক ভাষা বলিয়া দাবি করিতে পারে না।

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ৩য় সংস্করণের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বৃজ্জি" নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা—ব্রজবুলি বঙ্গসাহিত্যের বহু পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে।" দীনেশবাবু তাঁহার এই অভিনব সিদ্ধান্তের সমর্থক কোনও যুক্তির অবতারণা করেন নাই। তিনিই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—"ব্রজ-বুলি মৈথিল ভাষা ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি।" † দীনেশ বাবু তাঁহার এই উক্তি দুইটির মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন বুঝিতে পারি না। "বৃজ্জি' নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা' কথাটির কি তাৎপর্য্য হইতে পারে, একটু আলোচনা করা যাউক। বুদ্ধদেবের সময়ের পালি-সাহিত্যে বিহার প্রদেশের পরাক্রান্ত ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় 'বৃজ্জি' জাতির প্রসঙ্গ দেখা যায়। এই 'বৃজ্জি' জাতির বাস-স্থল মিথিলায় ছিল—তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া

† দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য "৩য় সংস্করণ, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

হইলেও বৃজ্জি-জাতির তৎকালীন ভাষা ও বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার মধ্যে * অন্যূন দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান দেখা যায়। মিথিলায় এখন 'বৃজ্জি' নামে কোন জাতি বা তাঁহাদের 'বৃজ্জি' ভাষার নাম-গন্ধও নাই; এ অবস্থায় অন্যূন দুই হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী বিদ্যাপতির পদাবলীর মৈথিল ভাষাকে ও তৎপরবর্ত্তী বাংলার ব্রজ-বুলিকে 'বৃজ্জি'-ভাষা বলিয়া অভিহিত করার কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। 'বৃজ্জি' জাতির ভাষা দুই হাজার বৎসর ধরিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে বিদ্যাপতির ভাষায় পরিণত হইয়াছে—ইহাই যদি দীনেশ বাবুর বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা দুই হাজার কি আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন পালিসাহিত্য ব্যতীত এখন বৃজ্জি-জাতির স্বতন্ত্র কোন ভাষার নমুনা দেখিতে পাই না। বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে প্রাচীন বৃজ্জি-জাতির ভাষা অনেকটা পালির মতই ছিল, এরূপ অনুমান করিলে বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষা পালি কিম্বা তৎপরবর্ত্তী প্রাকৃত-ভাষার আন্দাজ ৫০।৬০ পুরুষ পরবর্ত্তী বংশধর—এরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু শুধু নাম-সাদৃশ্যে বৃজ্জি-জাতিকে কিম্বা কাল্পনিক বৃজ্জি-ভাষাকে টানিয়া আনার কোন তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। হিন্দুস্থান-বাসীরা 'ব্রজ-বুলি' শব্দটিকে—'বৃজ-বুলি' উচ্চারণ করেন; ইহার সহিত 'বৃজ্জি' জাতির বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বৃজ্জি-ভাষার কোনই সংস্রব নাই; সুতরাং দীনেশ বাবুর উক্তিটিতে প্রত্ন-তত্ত্বের বাহ্যিক আবরণ থাকিলেও উহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন-যোগ্য নহে।

৩। পদাবলীর ছন্দ।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রধানতঃ তিন রকম ছন্দ দেখা যায়: (১) মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ (২) অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ (৩) মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত-মিশ্রিত ছন্দ। মাত্রা-বৃত্ত ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা ধর্ত্তব্য নহে; অক্ষরের লঘু-গুরু মাত্রা ও যতির নিয়মই ধর্ত্তব্য। অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ কবিতার চরণগুলির অক্ষর-সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত-মিশ্রিত ছন্দে কোন স্থলে বর্ণের লঘু-গুরু মাত্রা ও কোন স্থলে বর্ণের সংখ্যা—উভয় প্রণালীই অনুসৃত হয়।

শুদ্ধ মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ কেবল বিদ্যাপতির মৈথিল ও বাংলার তথা-কথিত ব্রজবুলি পদাবলীতেই দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দঃ-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মাত্রা-বৃত্তে প্রত্যেক গুরু-বর্ণ দ্বিমাত্রাত্মক ও প্রত্যেক লঘু-বর্ণ এক মাত্রাত্মক গণ্য করা হইলেও, প্রাকৃতের ন্যায় মৈথিলী ও ব্রজ-বুলিতে বর্ণের লঘু-গুরু বিচার সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখা যায়। সংস্কৃত 'আ' 'ঈ' 'ঊ' 'এ' 'ঐ' 'ও' 'ঔ' 'অং' 'অঃ' ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ সর্ব্বদাই গুরু,

* বিদ্যাপতি স্বরচিত 'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থের প্রথম পল্লবে লিখিয়াছেন—'দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্ঠা। তে তৈসন জম্পও অবহট্ঠা॥' অর্থাৎ দেশী বাক্য সকলেরই মিষ্ট লাগে; তাই তাদৃশ 'অবহট্ঠ' ভাষা বলিতেছি। নগেন্দ্রবাবু স্বীয় সংস্করণের মূল সূত্র (motto) রূপে বিদ্যাপতির এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া 'অবহট্ঠ' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'ভাষ'—মিথিলা ভাষা'। আমাদের মনে হয় 'অবহট্ঠ' শব্দটি সংস্কৃত 'অপভ্রষ্ট' শব্দের অপভ্রংশ। যাহা ঠিক প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নহে—তাহাই অপভ্রংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিন্দী, মৈথিলী, বাংলা প্রভৃতি সকল অপভ্রংশ ভাষাকেই এই হিসাবে 'অবহট্ঠ' বলা যাইতে পারে।

কিন্তু মৈথিলী ও ব্রজ-বুলিতে উহারা প্রয়োজন অনুসারে কোথায়ও গুরু এবং কোথায়ও লঘু রূপে ব্যবহৃত হয়। 'ঈ' ও 'ঊ' বর্ণ দুইটি যেখানে লঘু-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে উহাদিগের পরিবর্ত্তে 'ই' ও 'উ' অক্ষর ব্যবহার করাই সঙ্গত; মৈথিল পুথিতে সেইরূপই আছে; অনেক বাংলা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেও আমরা সেইরূপ উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস দেখিতে পাই; কিন্তু মুদ্রিত বাংলা পদাবলী গ্রন্থে বাংলার প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বত্র উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস রক্ষিত হয় না। বাংলার পদাবলী-সম্পাদকদিগের মধ্যে নগেন্দ্র বাবুই প্রথমে তাঁহার সংস্করণে উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস রক্ষা করিয়া ও উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাপতির কোনও কোনও মৈথিল পদে বর্ণের লঘু-গুরু ব্যবহারের স্বাধীনতা এত অধিক দৃষ্ট হয় যে, উহার ছন্দকে মাত্রা-বৃত্ত না বলিয়া অক্ষর-বৃত্ত বলিলেই যেন অধিক সঙ্গত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের ৬২ সংখ্যক পদটির প্রথম তিনটি কলি দেখুন—

সামর সুন্দর এঁ বাটে আএল
তেঁ মোরি লাগিল আখী।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সবে সখীজন সাখী ॥ ২ ।
কহই মো সখি কহই মো
কতএ তাহেরি বাসা।
দুহুঁ দুগুন এড়ি মঞে আবও
পুনু দরশন আসা ॥ ৪ ।
কি মোরা জীবনে কি মোরা যৌবনে
কি মোরা চতুরপনে।
মদন-বানে মুরুছলি অছঞো
সহঞো জীব অপনে ॥ ৬ ।"

এই কলিগুলি মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দের লঘু গুরু মাত্রা ও যতি রক্ষা করিয়া পড়া অসম্ভব; বর্ণ-গুলির লঘু-গুরু বিচার না করিয়া যদি বাংলা লঘু ত্রিপদীর ন্যায় পড়া যায় তাহা হইলে, দুই তিনটি স্থল ব্যতীত আর কোথায়ও বাধে না। 'সাজি', ২য় 'মো' ও 'বানে' শব্দগুলি যথাক্রমে 'সা-আ জি', মো-ও-য়' ও 'বা-আ-নে' এবং 'আবও' ও 'অছঞো' স্থলে 'আও' ও 'অছোঁ' উচ্চারণ করিলেই অক্ষর ও যতি-শুদ্ধ বাংলা লঘু-ত্রিপদী ছন্দ হয়। আমরা নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে এইরূপ আরও কয়েকটি পদ পাইয়াছি, যাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের ধারণা হইয়াছে যে, বিদ্যাপতির সময়টি প্রাচীন মাত্রা-ছন্দ ও আধুনিক অক্ষর-ছন্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ; কাজেই তাঁহার রচনায় ছন্দের উভয়বিধ প্রণালী ও উভয়ের মিশ্রণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাংলার তথা-কথিত ব্রজ-বুলির কৃত্রিমতা ও সমধিক সংস্কৃত-প্রবণতা হেতু, উহার পদাবলীতে কিন্তু এরূপ স্বাধীনতা

দেখা যায় না। বাংলা ব্রজ-বুলির পদে মাত্রার লঘু-গুরু-নির্ণয়ে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা বিদ্যাপতির এই-জাতীয় পদের স্বাধীনতার ন্যায় ইচ্ছা-কৃত নহে, উহা বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের অপ্রণিধান বা অনভিজ্ঞতারই ফল। ইহার প্রমাণ এই যে, বাংলার ব্রজ-বুলি পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ—সেই গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতির রচনায় প্রায় কোথায়ও গুরুতর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। তবে মৈথিলীর ন্যায় তাঁহাদিগের ব্রজ-বুলি রচনায়ও 'আ' 'ঈ' 'ঊ' 'এ' 'ঐ' প্রভৃতি সংস্কৃত মাত্রা-ছন্দের গুরু-বর্ণ গুলি প্রয়োজন অনুসারেই কচিৎ লঘু-রূপেও গণ্য করা হইয়া থাকে। কোন্ স্থলে ঐ অক্ষরগুলি লঘু ও কোন্ স্থলে গুরু পাঠ করিতে হইবে—সে সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা অসম্ভব। এখানে বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া উহাদের বিশেষত্ব দেখাইতে যাওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান করিলে, মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের মধ্যে ষোড়শ মাত্রার 'মাত্রা-চতুষ্পদী' বা চৌপই', অযুগ্ম-চরণে দ্বাদশ-মাত্রা ও যুগ্ম-চরণে ষোড়শ-মাত্রার বিষম-চতুষ্পদী, অটাইশ মাত্রার ত্রিপদী. ৩+৪+৩+৪+৩+৪+৪ করিয়া ২৫ মাত্রার মিশ্র-ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ ও বাংলা অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের মধ্যে চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, আট-অক্ষরী ও একাদশাক্ষরী একাবলী, ছাব্বিশ-অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদী, কুড়ি-অক্ষরী লঘু ত্রিপদী, ধামালীর পদের ষোল মাত্রার ত্রিপদী ও আরও নানা প্রকার ছন্দ দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবিরা বিচিত্র ও সুললিত এত বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, নূতন ও বিচিত্র ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া, আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের গর্ব্ব করিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে গুরু-গম্ভীর ওজোগুণ-ভূয়িষ্ঠ রচনার উপযোগী অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন ও সুনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে, বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ শক্তি-বৃদ্ধি ও সমুন্নত নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার 'মেঘনাদ-বধ' 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রভৃতি কালক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের যে অচিন্তিত উন্নতি-সাধন করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার নাম বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

৪। পদাবলীর রস ও অলঙ্কার

এই স্বাধীনতার যুগে কবিরা আর অলঙ্কার-শাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না; তাই রস ও অলঙ্কারের বিচার এখন অনেক পরিমাণেই অনাবশ্যক ও শুধু পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের বিচার্য্য রস ও অলঙ্কারের সম্বন্ধে কেবল জ্ঞানাভাব নহে,—অনেক স্থলে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণাই এই অশ্রদ্ধার প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয়। নব্য শিক্ষিতদিগের অনেকেই মনে করেন যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা অসীম ও অনন্ত মানব-হৃদয়ের সমস্ত রস ও ভাব গুলিকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি নব-রসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, নূতন নূতন রস ও ভাব-বিকাশের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কাব্যের অলঙ্কারের দিকে

অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়া প্রকৃত কাব্য-রসের বিচারে অজ্ঞতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে; তথাপি যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রস ও অলঙ্কার-প্রয়োগে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারই অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রণিধানের জন্য বলিতে চাহি যে, যদিও কবির কাব্য-রচনা কোনও অলঙ্কার-শাস্ত্রের অপেক্ষা রাখে না,—কিন্তু ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল সুকুমার শিল্প-কলার সৃষ্টির ন্যায় কবির কাব্যও হেয় কিম্বা উপাদেয় তাহা নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে। সুকুমার শিল্প-কলায় নীতির বিচার আদৌ আবশ্যক কিনা,—বিংশ শতাব্দীর এই জটিল প্রশ্নটি উত্থাপিত করিয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা বর্দ্ধিত করিব না; প্রত্যক্ষ-বাদীর স্বীকৃত সুখ বা আনন্দকে মাপকাঠি ধরিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে—পূর্ব্বোক্ত শিল্পকলা-সম্ভূত সকল সুখের আস্বাদন সমান উৎকৃষ্ট, চিরস্থায়ী ও পরিণামসুখকর নহে। ঐ সুখাস্বাদনগুলির পরস্পর তুলনা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের আলোচনা করিয়া, কতকগুলি রসাস্বাদনকে উৎকৃষ্ট, চিরস্থায়ী ও পরিণাম-সুখকর বলিয়া উপাদেয় বা বাঞ্ছনীয় এবং কতকগুলি রসাস্বাদনকে নিকৃষ্ট, ক্ষণ-স্থায়ী ও পরিণামদুঃখকর বলিয়া হেয় বা বর্জ্জনীয় মনে না করিয়া থাকা, বিচার-বুদ্ধি-সমন্বিত মানবের পক্ষে অসম্ভব। এই স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির অনুশীলন হইতেই শিল্প-সমালোচনার ন্যায় প্রণালী-বদ্ধ কাব্য-সমালোচনার উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতীয়-আর্য্য-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংস্কৃত অলঙ্কার ও রস-শাস্ত্র। কাব্যানুশীলন অনেক সময়ে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার সহায় হইয়া থাকে দেখিয়া প্রাচীন-কালে ভারতীয় ধর্ম্মানুশাসনে—'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' অর্থাৎ কাব্যালাপ করিবে না—এইরূপ একটা কঠোর বিধি প্রণীত হইয়াছিল, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র ঐরূপ বিধির একদেশ-দর্শিতা লক্ষ্য করিয়া-উহা কেবল অসৎ-কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সৎকাব্য সম্বন্ধে নহে—এই সমীচীন সত্যের ঘোষণা দ্বারা প্রথমেই কাব্য সৃষ্টির একটা প্রবল প্রতিবন্ধকতার মূলোৎপাটন করিয়াছিল। আমাদিগের অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সহিত প্রতীচ্য সমালোচক শ্রেষ্ঠ ম্যাথু আর্ণল্ডের—"Poetry is a criticism of life" অর্থাৎ কাব্য মানব-জীবনের সমালোচনা—এই মতটির মূলতঃ কোন পার্থক্য দেখা যায় না; সুতরাং আমরা যদি এই মূল-সূত্রটি ধরিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর রস ও কবিত্বের বিচার করি, তাহা হইলে বোধ হয় উহা লইয়া কাহারও বিশেষ আপত্তির কারণ থাকিবে না। পদাবলীর রস ও অলঙ্কারের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা—রস ও অলঙ্কার বলিতে কি বুঝেন সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

অসীম ও অনন্ত মানব-হৃদয়ের ভাব-সমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা অতি কঠিন কাজ। এই শ্রেণী-বিভাগ সকল সময়ে সুসাধ্য বা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও, সকল শাস্ত্রেই তত্ত্বালোচনার জন্য শ্রেণী-বিভাগ একান্ত আবশ্যক, আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা সেজন্যই অনুরাগ, হাস্য, শোক প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থায়ী ভাবগুলিকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি মোটামুটি নয়টি রসে বিভক্ত করিয়া, অন্যান্য অপ্রধান ও অস্থায়ী ভাবগুলির মধ্যে কতক গুলিকে

অনুভাব ও কতক গুলিকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল এই শ্রেণী বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সকল কাব্য-রসের মূলে কি ভাব বা রস আছে, নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায় তাহারও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে 'বিস্ময়' (admiration) বা চমৎকারিত্বই এই সমস্ত কাব্য-রসের প্রাণ। সুতরাং চমৎকারিত্ব বজায় রাখিয়া এবং সৎকাব্যের পূর্ব্বোক্ত সনাতন লক্ষণ অতিক্রম না করিয়া যে যত অভিনব ভাব বা রসের সৃষ্টি করুন না কেন—তাহাতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন বাধা নাই।

অলঙ্কার সম্বন্ধেও আমাদিগের আলঙ্কারিকদিগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, অলঙ্কার কাব্যের প্রাণ নহে; 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রাণ। কোনও রচনায় কোনও অলঙ্কার না থাকিয়া যদি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা থাকে—তাহা হইলেও উহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্তু ব্যঞ্জনা-হীন অলঙ্কার-পূর্ণ কাব্যকে কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যাইতে পারে না। বড় জোর উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলা যাইতে পারে। আর 'পরখি পেলুঁ পুরুখ-উত্তম পুরুখ পাহন-জাতি' ইত্যাদির ন্যায় কেবল শব্দ চিত্রময় রচনা নিকৃষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য।

কাব্যের রস একটি চমৎকার জিনিস;—উহাকে প্রকাশ করিতে হইলে স্ব-বাচক শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না; উহার বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারি-ভাব বর্ণিত করিয়া—সেই সকল ভাবের সঙ্কেত অর্থাৎ ব্যঞ্জনা দ্বারাই উহাকে পরিস্ফুট করিতে হয়। মনে করুন—দম্পতির প্রেম বা আদি-রসকে রচনায় পরিস্ফুট করিতে হইবে। এখানে 'আহা কি দাম্পত্য প্রেম!' 'আহা কি দাম্পত্য প্রেম!' বাক্যটির শত-সহস্র বার আবৃত্তি করিলেও উহা দ্বারা আদি-রসের বিন্দুমাত্রও আস্বাদন পাওয়া যাইবে না; কিন্তু যদি 'প্রেম' শব্দটির ঘুণাক্ষরে উল্লেখ না করিয়াও বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলা যায়--

'যব হরি হেরল রাই-মুখ ওর।
তৈখনে ছলছল লোচন-জোর॥
যব পহু কহলহি লহু-লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ॥
যব হরি ধরলহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে চরচর তনু পরকাশ॥
যব পহু পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পুরল দুহুঁ অঙ্গ॥" (পদ-রত্নাবলী ১৪ সংখ্যক পদ)

তাহা হইলেই অশ্রু, পুলক ও গদ্গদ বাক্য প্রভৃতি মানান্ত-মিলনের অনুভাবগুলির ব্যঞ্জনার সাহায্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সকল রসই এইরূপ একমাত্র ব্যঞ্জনা-গম্য বলিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকই রসকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রসের কথা বলিতে গেলেই রসাভাসের কথা আসে। যাহা মার্জ্জিত-রুচি সুসভ্য ব্যক্তির চিত্তে অরুচির উৎপাদন করে,—আলঙ্কারিকেরা

সেই রূপ রসকেই রসাভাস বলিয়া অভিহিত এবং পরকীয় নায়ক কিম্বা পরকীয়া নায়িকার প্রেম-বর্ণনা এবং পশু পক্ষী প্রভৃতির দাম্পত্য প্রেমের বর্ণনাকে রসাভাসের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ইহার বেশী আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সাধারণ বিচারে যাহা রসাভাস অর্থাৎ প্রকারান্তরে বর্জ্জনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রকার ও আলঙ্কারিকেরা উহাকেই পরম-সমাদরে গ্রহণ করিয়া, উহার উপরই বৈষ্ণব রস-তত্ত্ব ও বৈষ্ণব কাব্য সাহিত্যের বিরাট সৌধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; কেন না, স্বকীয়া-বাদ ও পরকীয়া-বাদ লইয়া যত বিচার বিতর্কই চলুক না কেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, পরকীয়া ব্রজাঙ্গনারা ইহ-কাল ও পর-কালের সকল চিন্তা, সকল ভয় পরিত্যাগ করিয়া, উপপতি-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুধু প্রেমের জন্য যে প্রেম করিয়াছেন,—ভাগবতকারের মতে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রেম আর কিছু হইতে পারে না। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ জীব গোস্বামী তাহার 'ষট্ সন্দর্ভ' গ্রন্থে ব্রজাঙ্গনার এই সর্ব্ববাধা-নির্ম্মুক্ত সম্পূর্ণ-স্বাধীন প্রেমকে মুক্তি হইতেও সুদুর্ল্লভ পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারদিগের এই আপাত-বিরুদ্ধ জটিল রস তত্ত্বের উপপত্তি প্রদর্শন কিম্বা উহার বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। যদি সমাজ-দ্রোহ বা দুর্নীতির পরিপোষক বলিয়া গুরুতর আপত্তি না থাকিত, তাহা হইলে, সর্ব্ব-স্বার্থ-বিবর্জ্জিত এই শুধু প্রেমের জন্য প্রেম যে অতি শ্রেষ্ঠ, ইহা বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। বৈষ্ণব দার্শনিক ও রসশাস্ত্রকারেরা নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-লীলায় এরূপ প্রেম যে একান্ত অপরিহার্য্য এবং উহাতে যে, সমাজ দ্রোহ বা দুর্নীতির আশঙ্কা বা অবসর নাই—তাহা প্রমাণিত করিতে যাইয়া যথেষ্ট চিন্তাশীলতা ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহাদিগের সেই সিদ্ধান্ত সর্ব্ব-বাদি-সম্মত কিম্বা সকলের প্রীতিকর হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার উপযুক্ত। তাঁহারা ব্রজ-লীলার পরকীয়া-রসে আকণ্ঠ-নিমগ্ন হইলেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলায় যে প্রেম সম্ভব হইয়াছিল, তাহা আর কোথায়ও হয় নাই, হইবে না,—হইতেও পারে না; হইলে, তাহা সমাজ-দ্রোহ ও দুর্নীতির পোষক হওয়ায়, উহার উপাদেয়তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলার রসাস্বাদন প্রেমিক-সাধকের আকাঙ্ক্ষনীয় হইলেও উহা চির-কাল ধ্যান-প্রাপ্যই রহিবে—সেই প্রেম-লীলা কদাপি কাহারও কার্য্যতঃ অনুকরণীয় হইবে না। বস্তুতঃ জগৎ হইতে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ, বাসনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া কবি-কল্পনার চরম-সৃষ্টি সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম-প্রেমের সাম্রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রজ-গোপীর প্রেম কোথায়ও অবিকল ভাবে অনুকরণীয় নহে, ইহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। আধুনিক বস্তু-তান্ত্রিক (Realistic) উপন্যাসকারদিগের উদ্দাম কল্পনাও যে, পরকীয়া-প্রেমকে সমাজ-দ্রোহ ও দুর্নীতি বর্জ্জিত করিয়া চিত্রিত করিতে পারে নাই—ইহা দ্বারাই রস-শাস্ত্রকারদিগের উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইতেছে।

জগতের সমস্ত রস-রচনার মধ্যে দম্পতি-প্রেমের ন্যায়, বৈষ্ণব-পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রেম প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও উহাতে সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অবান্তর রসেরও অভাব নাই; বস্তুতঃ প্রেমের বর্ণনায় বৈষ্ণব-পদাবলী যেমন অতুলনীয়,—বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়ও উহা সেইরূপ অতুলনীয় বটে। আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর রস-বৈচিত্র ও অলঙ্কার-বৈচিত্রের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের দীর্ঘ ভূমিকাটিকে সুদীর্ঘতর করিব না; সহৃদয় পাঠক পদ-রত্নাবলীর মধ্যেও রস-বৈচিত্র্য ও অলঙ্কার-বৈচিত্র্যের অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণ প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা বিশেষ-ভাবে বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীর প্রণীত 'উজ্জ্বল-নীল-মণি' নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস-গ্রন্থ খানির অনুশীলন একান্ত আবশ্যক! এই গ্রন্থ খানি প্রাচীন রীতি-অনুসারে সূত্রের ন্যায় গভীর-অর্থ-পূর্ণ কারিকার আকারে লিখিত হওয়ায়, জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর দার্শনিক-বিচার-পূর্ণ দুরূহ সুবিস্তৃত টীকার সাহায্য ব্যতীত সর্ব্বত্র মূলের তাৎপর্য্য-গ্রহ হয় না; সুতরাং উৎকৃষ্ট হইলেও দুরূহ ও বহুবিস্তৃত বলিয়া, 'উজ্জ্বল-নীল-মণি' গ্রন্থ খানি সাধারণ পাঠকের মোটেই উপযোগী নহে। সর্ব্ব-সাধারণের উপযোগী রস-গ্রন্থের মধ্যে ভানুদত্তের বিরচিত 'রস-মঞ্জরী' গ্রন্থ খানি অতি উপাদেয়। ইহা একাধারে অলঙ্কার ও অপূর্ব্ব কাব্য। ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের রস-মঞ্জরীর ছায়া অবলম্বনে রস-মঞ্জরী রচনা করিয়া থাকিলেও উহার সহিত কিম্বা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর সহিত ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। ইহা আকারেও ভারতচন্দ্র বা পীতাম্বরের রস-মঞ্জরী হইতে প্রায় চতুর্গুণ বড়। কাশীর সংস্কৃত কলেজ হইতে সুপ্রসিদ্ধ নাগেশ ভট্ট ও অনন্ত পণ্ডিতের অপূর্ব্ব টীকা সহ—সংস্কৃত রস-মঞ্জরী গ্রন্থখানির একটি সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত এদেশে রস-মঞ্জরী গ্রন্থ খানির বঙ্গাক্ষরে কোন সংস্করণ বা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সাধারণ পাঠকের উপযোগী এরূপ গ্রন্থ আর নাই বলিয়া, আমরা উহার সুবিস্তৃত সূচী, ভূমিকা, ব্যাখ্যা ও পদ্যানুবাদ সম্বলিত একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছি। পদ-রত্নাবলীর শব্দ সূচীতে সন্নিবিষ্ট রস-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির লক্ষণ আমাদিগের সেই পদ্যানুবাদ হইতেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 'উজ্জ্বল নীল-মণি' গ্রন্থ খানির আলোচনা যাঁহাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, আমাদিগের এই 'রস-মঞ্জরী' পাঠ করিলেও তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইবে।

৫। পদাবলীর কবিত্ব ও বিশেষত্ব।

কাব্যের প্রকৃতি অনুসারেই উহার কবিত্বের বিচার করিতে হয়। পাঠ্য বা শ্রব্য-কাব্য ও দৃশ্য-কাব্য—আমাদের আলঙ্কারিকেরা প্রধানতঃ কাব্যের এই দুইটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। পাঠ্য বা শ্রব্য কাব্যের আবার মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষ-কাব্য প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ এবং

ইত্যাদি শ্রেণী-বিভাগ যে যুক্তি-যুক্ত ও সুসঙ্গত তাহা বলা যায় না। যাহা রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব প্রভৃতির ন্যায় মহাকাব্য নহে, এবং আর্য্যা-সপ্তশতী প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন-শ্লোকাত্মক কোষ-কাব্য নহে, তাহাই খণ্ড-কাব্য—ইহা বলিলে খণ্ড কাব্যের প্রকৃত লক্ষণ বলা হয় না। মেঘদূত বা গীত-গোবিন্দের বিশুদ্ধ শ্রেণী-নির্দ্দেশ করিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী-বিভাগের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য হয়। এই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে মেঘদূতকে খণ্ড-কাব্য ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। প্রতীচ্য সমালোচকগণ যাহাকে বর্ণনাত্মক কাব্য (Descriptive poem) ও গীতি-কাব্য (Lyric poem) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মেঘদূত একাধারে সেইরূপ বর্ণনাত্মক গীতি-কাব্য ; কিন্তু শুধু খণ্ড-কাব্য বলিলে মেঘদূতের এই বিশেষত্বটি বুঝা যায় না। সেইরূপ 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যং' ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া দ্বাদশসর্গাত্মক গীত-গোবিন্দকে মহাকাব্য বলিলে—উহার প্রকৃত শ্রেণী-নির্দ্দেশ হয় না। গীত-গোবিন্দে যেভাবে অধিকাংশ স্থলে নায়ক-নায়িকার প্রত্যক্ষ (direct) উক্তি—গীতের সাহায্যে ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে উহাকে মহাকাব্য না বলিয়া—গীতি-নাট্য বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থখানির সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। উহাকে মহাকাব্য বা খণ্ড কাব্য না বলিয়া গীতি-নাট্য বলিলেই উহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। বৈষ্ণব-পদাবলী সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত ; কিন্তু পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে বৈষ্ণব-পদাবলী যেরূপ নায়ক-নায়িকার ও সখা-সখীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রধান পালার আকারে সজ্জিত হইয়াছে এবং কীর্ত্তনিয়ারা অনেক সময়েই যেভাবে কীর্ত্তনের পালাগুলি গান করিয়া থাকেন, তাহাতে—ঐ পালাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য (opera) বলাই সঙ্গত বোধ হয়। অনেক মনীষী সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় দৃশ্য-কাব্য-গুলির অভিনয়ে দৃশ্য-পট ইত্যাদি নাটকীয় উপকরণের বাহুল্য দূরে থাকুক, নিতান্ত অভাবই লক্ষিত হইত। তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতীচ্য ভূমির দৃশ্য-কাব্যেও দৃশ্য-পট ইত্যাদির বাহুল্য ছিল না। সুতরাং গীত-গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের ন্যায় বৈষ্ণব পদাবলীর পালা গুলিতে দৃশ্য-পটাদির অব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

বাংলা সাহিত্যে চির কালই গীতি-কবিতার প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু সেজন্য চির কালই যে এই গীতি কবিতার প্রকৃতি একরূপ আছে, ইহা বলা যায় না। প্রতীচ্য কাব্য-সমালোচকগণ কবিতার ভাষা ও ভাব-গত প্রকৃতির আলোচনা করিয়া উহাকে প্রাচীন-কবিতা (Classical poetry) ও নব্য-কবিতা (Romantic poetry) এই দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাব-সংযম ও শব্দ-চিত্রে রেখা-পাতের সুস্পষ্টতা প্রাচীন-কবিতার বিশেষত্ব ; সেইরূপ ভাবোচ্ছ্বাস ও শব্দ-চিত্রে রেখা-পাতের বৈচিত্র্য নব্য-কবিতার বিশেষত্ব। এই দুইটি শ্রেণী-বিভাগ নির্দ্দোষ বলা যায় না ; কারণ, অনেক সময়েই দেখা যায় যে, আলোচ্য কবিতায় প্রাচীন-কবিতার ও নব্য-কবিতার উল্লিখিত বিশেষত্ব অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। এরূপ স্থলে আলোচ্য কবিতার উক্ত দ্বিবিধ বিশেষত্বের তারতম্যের আলোচনা করা ব্যতীত উহাকে কোনও শ্রেণীরই অন্তর্গত করা যায় না। বাংলার গীতি-কবিতার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির আলোচনা-প্রসঙ্গে

আমরা 'রস-মঞ্জরী' গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং মেঘদূত ও গীত-গোবিন্দের কতিপয় কবিতার সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ ও হিন্দী রস-রচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের 'বিহারী সতসঈ' কাব্যের কতিপয় দোহার সহিত তুলনা করিয়া, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে গীতি-কাব্যের সেই ভাব-সংযমাত্মক প্রাচীন ধারা অব্যাহত ছিল, প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে সেই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত করিব না। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, বৈষ্ণব-পদাবলী উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত ও উহার ভাষা ও ভাব-গত প্রকৃতি অনুসারে প্রাচীন কবিতার শ্রেণীভুক্ত হইলেও, সকল পদ-কর্ত্তার রচনায় এই বিশেষত্ব সমান পরিমাণে লক্ষিত হয় না। শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর কবিগণ ব্যতীত কেহই প্রাচীন কবিতার লক্ষণাক্রান্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রণয়ন করিতে পারেন নাই। অক্ষম কবির হাতে ভাব-সংযম ও রেখা-পাতের অল্পতা অনেক সময়েই রচনার ভাব-দারিদ্র্য ও চিত্রের নগণ্যতার কারণ হইয়া পড়ে। সার্দ্ধ-শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের রচনায় কোথায়ও যে ঐরূপ অক্ষমতা পরিস্ফুট হয় নাই, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, এরূপ শত শত পদ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে কি শব্দ-লালিত্য, কি ছন্দের ঝঙ্কার, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, যেদিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সেরূপ কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন, বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কমই আছে।

আমরা বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা-গত ও রস-গত বিশেষত্বের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি; এখানে ভাব-গত প্রধান দুই একটি বিশেষত্বের আলোচনা করিয়া আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

কাব্য অনেক স্থলেই নীতি বা ধর্ম্ম-প্রচারের সহায় হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি প্রধানতঃ নীতি বা ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন কাব্য প্রণীত হইলে উহা কাব্য-শিল্পের উৎকর্ষ অপেক্ষা অপকর্ষেরই কারণ হইয়া পড়ে—ইহা কাব্য সমালোচকদিগের একটি সমীচীন সিদ্ধান্ত বটে। অধিকাংশ পদকর্ত্তাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় পদাবলী রচনা করিয়াছেন;—এ অবস্থায় তাঁহারা সেগুলিতে বৈষ্ণব-মত-বাদ অনাবশ্যকরূপে উত্থাপিত ও পল্লবিত করিয়া কাব্য-রসাস্বাদনে যে ব্যাঘাত উৎপাদন করেন নাই—ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় হইলেও পদাবলী-পাঠক সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তারা প্রধানতঃ কাব্য রচনার জন্য পদাবলী রচনা করেন নাই; সেগুলি তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। এ অবস্থায় পদাবলী-রচনা করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি—এই মূলীভূত তত্ত্বটি তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাবলীর পাঠকও এই তত্ত্বটি বিস্মৃত হইবেন না। এই মূল তত্ত্বটি স্মরণ রাখিলে, যাহা সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের দৃষ্টান্তে আপাততঃ অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত মনে হইবে—শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরা-প্রকৃতির পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত বলিয়া বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্ত-স্থলে নায়কের বহু-বল্লভতা কিম্বা নায়িকার তজ্জন্য দৌত্যকার্য্য—এই দুইটি অবস্থার আলোচনা করা যাউক। কোনও কাব্যের

প্রধান নায়ক সর্ব্বতোভাবে নিজের উপযুক্ত একটি প্রণয়িনী লাভ করা সত্বেও অন্যান্য বহু নায়িকার প্রতি আসক্ত হইয়া অবসর ক্রমে উহাদিগের সহিত সংগত হইলে এবং তাহার সেই প্রণয়িনীটি নিজে দূতী সাজিয়া তাহার ঐ কার্য্যের সহায়তা করিলে, উহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও রস-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলায় পরম-পুরুষ নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ও পরা-প্রকৃতি নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার ঐরূপ কার্য্য যে কেবল স্বাভাবিক ও সঙ্গত—তাহা নহে; উহা তাঁহাদিগের প্রেম-লীলার অনন্য-সাধারণ উৎকর্ষেরই পরিচায়ক বটে। বৈষ্ণব-কবিগণ কাব্য-শিল্পকে বাঁচাইয়া তাঁহাদিগের কাব্যে যেরূপ সুকৌশলে প্রাকৃত ও অতি-প্রাকৃতের সম্মিলন-রূপ এই অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চির-কাল কবি ও কাব্য-সমালোচকদিগের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকিবে।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-গত আর একটি বিশেষত্ব—সেগুলির অতুলনীয় আন্তরিকতা, গভীরতা ও মর্ম্ম-স্পর্শিতা। কোনও প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য লেখকের একটি সুগভীর চিন্তা-প্রসূত সদুক্তি এই যে, যাহা মানুষের হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা সহজেই মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। বস্তুতঃ যে কথাটি আমাদিগের আন্তরিক—উহা কিছুতেই গভীর ও মর্ম্ম-স্পর্শী না হইয়া পারে না। বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলী তাঁহাদিগের কবি-কল্পনার জিনিস নহে; সেগুলি তাঁহাদিগের অতি গভীর ও আন্তরিক প্রাণের জিনিস; সুতরাং সেগুলি যে আমাদিগের একান্ত মর্ম্ম-স্পর্শী হইবে, তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? বস্তুতঃ পদ-কর্ত্তা দিগের রচনার এই অসাধারণ বিশেষত্বের জন্যই উহাতে এরূপ একটা অতুলনীয় সরলতা ও তন্ময়তা আছে, যাহা কেবল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনায়ই দেখা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, উচ্চ-শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও শিল্পের যাহা কিছু উপাদেয় তাহার উপরই শিক্ষিত ভারতবাসীর সাদর দৃষ্টি পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের মস্তক-স্থানীয় বাঙ্গালীরা ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেরূপ কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়া থাকুক না কেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কৃতিত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পরিমাণের বিচারে না হউক, অন্ততঃ গুণের বিচারেও বৈষ্ণব-পদাবলী যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে বোধ হয় মতভেদ নাই। আজ পর্য্যন্ত আমরা বেশীর ভাগে যেরূপ পল্লব-গ্রাহি-ভাবে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি,—তাহাতে সৌখিন সাহিত্য-চর্চ্চার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও—উহা দ্বারা প্রকৃত সাহিত্য-সাধনার পথ উন্মুক্ত হয় নাই। বৈষ্ণব-পদাবলীর শত শত সন্দিগ্ধ পদ, পাঠ ও অর্থ আজিও অনির্ণীত রহিয়াছে। উহার সুমীমাংসার জন্য ভাষা-তত্ত্ববিৎ বহুসংখ্যক মনীষী ব্যক্তির সমবেত গবেষণা এখনও একান্ত আবশ্যক। তার পর, যাহাতে আমাদিগের দেশের অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকগণ অনায়াসে ও স্বল্প-ব্যয়ে বৈষ্ণব কবিদিগের উৎকৃষ্ট পদাবলীর রসাস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশুদ্ধ পাঠ ও টীকাদি সম্বলিত সুলভ সংক্ষিপ্ত সংস্করণসমূহ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তার পর, কেবল আমাদিগের স্বদেশবাসীদিগকে বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদন করাইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না—দেব-নাগর অক্ষরে বৈষ্ণব-পদাবলীর বিশেষতঃ প্রাচীন হিন্দীর সহিত সৌসাদৃশ্যপূর্ণ

ব্রজবুলি-পদাবলীর প্রচার করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী ভ্রাতৃগণকে আমাদিগের বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদের অংশী করিতে হইবে। তার পর, ব্যবসার উদ্দেশ্যেই হউক কিম্বা গৌরবের উদ্দেশ্যেই হউক—উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-পদাবলীর উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া, ইংরেজীর সাহায্যে সে গুলিকে বিশ্ব-সাহিত্যের মেলায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। বিদ্যাপতির কতকগুলি মৈথিল-পদাবলী উৎকৃষ্ট ইংরেজী গদ্য-অনুবাদ সহ দেব-নাগর অক্ষরে প্রকাশিত করিয়া * এ ক্ষেত্রেও মনীষী স্যর গ্রিয়ার্সনই আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন; আমরা কিন্তু এমনই অকর্ম্মা যে আজ পর্য্যন্তও সেই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, এ বিষয়ে আমাদিগের সুশিক্ষিত ভ্রাতৃ-বর্গের সুদৃষ্টি সত্বরই আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহাদিগের যত্নে অদূর ভবিষ্যতেই কেবল সমগ্র ভারতে নহে,—সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা-খণ্ডে পর্য্যন্ত—আমাদিগের বাংলার বৈষ্ণব-কবিদিগের যশঃ-প্রভা বিকীর্ণ হইবে।

---

* গ্রিয়ার্সন্ সাহেবের সম্পাদিত An Introduction to the Maithili Language of North Behar containing a Grammar Christomathy & Vocabulary নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সূচী-পত্র

পদ-সূচী

রস-সূচী

মাথুর-বিরহ :—

স্বপ্ন-সম্মিলন :—

ভাবোল্লাস :—

ভাব সম্মিলন :—

মাথুর-বিরহান্তে মিলন (সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ)

স্বাধীন-ভর্তৃকা :—

যুগল রূপ :—

আত্ম-নিবেদন :—

প্রার্থনা :—

অপ্রকাশিত

পদ-রত্নাবলী

বিদ্যাপতি

[শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ]

(১)

তিরোথা ধানশ্রী।

কাহে লাগি সজনি দরশন ভেল।
বর কি আপন জিউ পর-হাথে দেল॥
এত রস-আদর গেও দরশাই।
যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন যাই॥
না জানিয়ে কিয়ে করু মোহন চোর।
হেরইতে চিত হরি লে গেও মোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারি।
পেখলুঁ তুয়া লাগি আকুল মুরারি॥ ১॥

১—পদরত্নাকর

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ]

বালা ধানশ্রী।

(২)

চাচর চিকুর কুসুম ভরি লেল।
জনু অন্ধিয়ারে উড়ু উগি গেল॥
তাহে অধিক মুখ-মণ্ডল গোরা।
পুনমিক চন্দ কিয়ে কয়ল উজোরা॥
তড়িত-লতা সম তছু তনু দেখলি।
জনু দশ দীশে দৈবে নীহলি *॥
মঝু মনে মনমথ রাখলি গোরি।
বিছুরিতে চাহি নহি হোয়ে বিছোরি॥
দেখলুঁ কামিনি কহন ন যায়।
পুন দরশন লাগি রচহ উপায়॥
বয়ন উজোর তহি নয়ন সনন্দা।
নীল নলিনি দউ পুজল চন্দা॥
পীন পয়োধর রোচি উজোরি।
শ্রীফল-ফলিনী কনক-মুঞ্জোরি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কানুক সহায়।
যো গুণবন্ত সো পুন পায়॥

২—পদরসসার ও পদরত্নাকর

(৩)

বরাড়ী।

সখা হে তোহে কহুঁ আজুক ভাখি।
সিনানক বেরি যৈছে হাম পেখলুঁ
কি কহব নহ মুখ লাখি॥
যমুনা-কিনারে সোই রামা।

---

* 'জনু' ইত্যাদি—যেন দৈবাৎ (অন্ধকারে) দশ দিক (আলোকিত) দেখিলাম।

সিনায়ত গোরি হাম রহু বহু দূর
কটাখে নেহারত হামা ॥
হেরইতে মঝু জিউ তুল ধুঁড়নে গেও
মুরতি রহল তঁহি থাড়ি।
তিরি-জগ ভরমি উপমা নহি পাইয়
পুন জিউ মুরতে সঞ্চারি * ॥
তৈখনে দেখলুঁ সমাধল সিনান
চলব করত অনুমানি।
অপরশ-বিরহ সহই নহি পারই
আগু তরঙ্গিত পানি † ॥
তনু সঞে মিলি গেও সজল নিলাম্বর
বিন্দু বিন্দু ঝরু বারি।
রোয়ত শাটী [illegible] তেজব
পহিরব [illegible] ॥
তাকর [illegible] দোন
[illegible]।
আপন [illegible] শেখর
কহ [illegible]
[illegible]

কি রসে মিরাঅতি সো বর নাগর
অনুখণ তোহারি ধেয়ান।
রমণি-শিরোমণি [illegible]
কথি লাগি সাধসি মান ॥
কত কত নাগরি গোরি আরাধই
যো পদ করইতে লাভ।
সো [illegible] আকুল তুয়া লাগি সুন্দরি
কী ফল কঠিন সভাব ॥
আপন পিতাম্বর হেরি চমকিত-মন
তোহারি ভরসে দেই কোর।
বিদ্যাপতি কহ শুন দেবি মাধবি
রাখাব রাই ইহ বোল ॥

সমার

[illegible] ॥
[illegible]।

[শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী]

ধানশী।

(৪)

ভাবিনি শুন কিছু করি অবধান।
রাধা-নাম কহই বর পঞ্ছিক
শুনইতে আকুল কান ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ [illegible] মান।
তুয়া [illegible] প্রেম নিদান ॥
খনে খনে রাই [illegible] ছোড়য়ে নিশাস।
মুন্দল নয়ন ন করে পরকাস ॥
চৌদিগে উছলি উছলি পড়ু লোর।
অন্তর-বেদন কো কহু ওর ॥
লাখ কলাবতি আছে উহ ঠাম।
সপনে হ কাহুক ন করয়ে নাম ॥
এক তুয়া তুয়া করি তেজয়ে পরাণ।
বড়কা প্রেম বড়হি এক জান ॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেম অগেয়ান।
তনু সঞে পরবশ করত পরাণ ॥

৫—পদরসসার ও পদরত্নাকর

* 'হেরইতে' ইত্যাদি—(তাহা) দেখিয়া আমার প্রাণ সাদৃশ্য খুঁজিতে গেল, (আমার) দেহ তথায় (পড়িয়া) রহিল। ত্রিজগৎ ভ্রমিয়া (সুন্দরীর) উপমা না পাইয়া প্রাণ পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিল।

† 'অপরশ' ইত্যাদি—অস্পর্শ জনিত বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, জল অগ্রে তরঙ্গিত হইতেছে, অর্থাৎ তরঙ্গ-রূপে অগ্রসর হইয়া নায়িকার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে।

লোহিত লোচন পঙ্কজ-ভাঁতি।
মদন বয়ানে অধর করু কাঁতি॥
ভণহু বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তাহি চলত যাঁহা বৈঠে বর-নারি॥

৯—পদরসসার

(১০)

তিরোথা ধানশ্রী।

কাহে এত কহ হরি তুহুঁ হাম এক।
এত দিনে সে সব ভেল পরতেক॥
লোরে খসল যত অঞ্জন মোর।
সে সব অধরে লাগি রহু তোর॥
তুহারি অধরে সে দশন-খত দেল।
হমারি হৃদয়ে শাল রহি গেল॥
অতয়ে সে তুহুঁ হাম একই পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ ইথে নহি আন॥

১০—পদরসসার ও পদরত্নাকর

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি :—

(১১)

সুহই।

না করি দোখ না বলি অনুচিত।
গমনকি গৌণ নিশাপতি-ভীত॥
ধনি মোহে করহ সপ্রাত।
তুয়া কুচ হেম-ঘট হার ভুজঙ্গম
তাহি উপরে দেও হাত॥ ধ্রু॥
তুয়া বিনু আন রমণি যদি ছোয়।
এহি ভুজঙ্গমে দংশব মোয়॥
ভুজ-যুগ পাশ সঘনে দেহ হার।
পয়ধর-পাথর বুকে দেহ ভার॥
গলে গলে বান্ধই রাখহ চিত।
ভণহু বিদ্যাপতি এহি ত উচিত॥

১১—পদরসসার

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি :—

(১২)

ধানশ্রী।

তুহুঁ বাহু বাঢ়ায়লি রতনে।
মান ধরলি করি যতনে॥
মান গুরুয়া কাহে ধয়লি।
কানুক করুণা নাহি শুনলি॥
বঞ্চিত হোই পহু চলনা।
কলি-পাপ মাহ তুহু খলনা।
কবহুঁ না শুনলি মহাজন-মুখকা।
যাচক বাঘ ন খায়ত বনকা॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥

১২—পদরসসার

শ্রীরাধার উক্তি :—

(১৩)

ধানশ্রী।

সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম-বাণী॥
যাই বৈঠবি তুহুঁ শ্যাম করি বামা।
ইঙ্গিতে জানায়বি মঝু পরণামা॥
বাত কহবি পুন আনন ফেরি।
চন্দ্রাবলি-নাথ কহবি বেরি বেরি॥
মিনতি করবি হুতি ন ধরবি পায়।
মান-গরব ধন জনি মিটি যায়॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি চতুর সুজান।
মান রাখবি পুন আনবি কান॥

১৩—পদরসসার

[মানান্তে মিলন]

(১৪)

সুহই।

যব হরি হেরল রাই-মুখ-ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন-জোর॥

যব পহু কহলহি লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ॥
যব হরি ধয়লহি অঞ্চল-পাশ।
তৈখনে চরচর তনু পরকাশ॥
যব পহু পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পুরল দুহুঁ অঙ্গ॥
পূরল মনমথ মদন-উদেশ।
কহে কবিশেখর পিরিতি বিশেষ॥

১৪—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য]

(১৫)

ধানশ্রী *

"এ ধনি এক নিবেদন তোয়।
কনক-শম্ভু এক ভেখ বিলোকন
দোসর দেখায়বি মোয়॥
কর-পল্লবে হম ইহ হর পূজব
খোলহ নীল-নিচোল।
পাণিক তলে হম কপোল বজাওব
করতালি তুহুঁ কর বোল॥"
"শুন ব্রজবল্লভ ইথে কিয়ে সম্ভব
সহজই জাতি অহীর।
আদি বিশেশর দেব পুরন্দর
কৈছে পরশবি উহ শীর॥"
"দেব বিশেশর আদি পুরুষবর
আকুল জন নাহি জান।"
নিবেদয়ে পুন পুন কহে কবিরঞ্জন
দেহ আলিঙ্গন দান॥

১৫—সা-প ২০১ সং পুথি

* এই পদের ১ম, ২য় ও ৪র্থ কলি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এবং ৩য় কলিটি শ্রীরাধার প্রত্যুক্তি।

[অহেতুক মান]

(১৬)

ধানশ্রী।

হার-উর মরকত-মুকুরক জোতি।
তাহি পেখলি ধনি অপন মুরতি॥
গরুয় দুখ কিছু কুরত ন বোল।
বৈঠলি সুধামুখি পাণি কপোল॥
চর চর চরকত নয়নক লোর।
নখ দই লীখত ধরণিক ওর॥
কহ কবিরঞ্জন দৈবক রীত।
সাজল মনমথ দৈবহি কীত॥

১৬—সা-প ২০১ সং পুথি

(১৭)

ধানশ্রী।

ধনি ভেলি মানিনি সখিগণ মাঝ।
অনুনয় করইতে উপজয়ে লাজ॥
পিরিতিক আরতি বিরতি না সহই।
ইঙ্গিত ভঙ্গিয়ে দুহুঁ সব কহই *॥
রাই সুচেতনি কানু সিয়ান।
মনহি সমাধল মন-অভিমান॥ ধ্রু॥
হরি শির-ছায় ধরলি ধনি-পায়।
সম্ভ্রমে বৈঠলি ধনি কর লায় †॥

* 'পিরিতিক' ইত্যাদি—প্রেমের আর্তি অর্থাৎ উৎকণ্ঠা (প্রেমের) বিরাম সহিতে পারে না; (তাই উভয়ে ইঙ্গিতের কৌশলে সকল (ভাব) প্রকাশ করিতেছে।

† 'হরি' ইত্যাদি—(চরণে প্রণাম জানাইবার উদ্দেশ্যে) হরি শ্রীরাধার চরণে (নিজের) মস্তক-ছায়া পাতিত করিলেন; (প্রণাম অগ্রাহ্য করা হইল—ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যে) শ্রীরাধা সসম্ভ্রমে (নিজের চরণ) হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া বসিলেন

মধু-মাসে যব মাধব আওব
বিরহ-বেদন যায় ॥ ধ্রু ॥
অনঙ্গ যে ছিল অঙ্গ ভই গেল
ধনু শর করি হাথ।
নাহ নিরদয় ভাজি পলাওল
চঢ়ল হমারি মাথ * ॥
যে কুলে বিরহ ভসম করল
তিসর-লোচন-আগি।
পুন হরি-কুলে জনম লভিল
হমারি বধক লাগি ॥
ভণে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
আকুল ন কর চিত।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবি সহিত ॥
২৩—পদরত্নাকর

(২৪)

মল্লার।

সজনি ছোড়লুঁ জীবন-আশা।
দারুণ বরিখা জিউ ভেল অন্তর
নাহ রহল দূর-দেশা ॥ ধ্রু ॥
বাদর দরদর নহি দিন অবসর
গরগর গরজই রাতি।
অনিল অধীর থীর নহে অন্তর
দমকত দামিনি-পাঁতি ॥
ঘন ঘন ডাহুকি ডহ ডহ ডাকই
চাতক পিউ পিউ বোল।
নাচত মত্ত শিখণ্ডক মণ্ডল
নিশি-দিশি দাদুরি-রোল ॥

* 'নাহ' ইত্যাদি—নির্দয় নাথ (অনঙ্গের ভয়ে) ভাগিয়া পলায়ন করিল; (তাই অনঙ্গ) আমার মাথায় চড়িল অর্থাৎ আমাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া ফেলিল।

কোন কলাবতি কঠিন-হৃদয় অতি
পিয়া বিনে রাখব প্রাণ।
বিদ্যাপতি কহ ধনি উতপত নহ
তুরিতহিঁ মীলব কান ॥
২৪—পদরত্নাকর

(২৫)

ধানশ্রী।

আর কত আশ দেই ধরব হিয়া।
যৌবন-কালে বিদেশে রহু পিয়া ॥
সো যব আগে নিয়ড়ে মঝু আছলা।
মনে কিছু ভাল মন্দ হম নহি গণলা ॥
অব সো সবহু পরিচয় ভেল।
কানু নিঠুর মুঝে পরিহরি গেল ॥
অব মদনানলে দগধে শরীর।
শীতল শশধর ভেল মিহির ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বিনদিনি।
নিয়ড়ে মিলব অব শ্যাম গুণমণি ॥
২৫—পদরত্নাকর

(২৬)

সুহই।

সখি হে বৈরি ভেল মোর নিন্দ।
মদন-খর-শরে দেহ জরজর
ছাড়ি চলল গোবিন্দ ॥
যে পথে গেল মোর প্রাণ-বল্লভ
সে পথ বলিহারি যাও।
চাঁপা নাগেশর কি ফুল ফুটল
কোকিল ঘন করে রাও ॥
এ কুলে গঙ্গা ও কুলে যমুনা
মাঝে চন্দন কোক।
যে কানুর গুণে হিয়া জরজর
সে কানু সে দিল শোক ॥

ভণে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
মনে না করিহ রোখ।
রাজা শিবসিংহ রূপ নরায়ণ
যাহাঁ গুণ তাহাঁ দোখ॥

২৬—পদরত্নাকর

(২৭)

কামোদ।

কতহু যাতনা মোহে দেওসি মদনা।
হম হর নহ ভও যুবতি-জনা॥
শিরে জটাভার নহে কুসুমক শ্রেণী।
ফণিপতি নহ ইহ চিকুরক বেণী॥
ভসম না হয়ে ইহ মলয়জ চন্দনা।
বাঘ-ছাল নহ ইহ নেতক বসনা॥
বিদ্যাপতি কহ অরে হর-ঐরি।
বুঝিয়া হানহ শব নহোঁ ত্রিপুরারি॥

২৭—পদরত্নাকর

[মাথুর দূতীসংবাদ]

(২৮)

কামোদ।

শুনহ একু অব- ধান মাধব
গহনে পড়ু ধনি-জীব রে।
গুরুয়া বিরহে সে বিকল শশিমুখি
লখই জনু দিন-দীপ রে॥ধ্রু॥
ধরণি ধামিনি ধূলি ধূসর
ধনি না সম্বর চীর রে।
মাহ শাওন বরিখে যৈছন
ঐছন নয়নক নীর রে॥
(খর) শ্বাস-ভরে কুচ- কুম্ভ উপর
চীর থির নহি থেহ রে।
(জনু) পবনে কম্পিত কনক-ভূধর
শিখরে শারদ মেহ রে॥
শুনহ নাগর বিরহ-সাগর
পার কর এক বার রে।
কুসুম-শর-শরে দেহ জরজর
মুরছি পড়ু বর-নার রে॥
কুমুদিনী-দল কিরণে তাপিত
ঐছে ঝামর দেহ রে।
ভরমে বিথধর হার তেজল
জিবনে পড়ল সন্দেহ রে॥
এতহুঁ সখিগণ সিঁচই চন্দন
গরল সম উঠে ভীত রে।
কো কহে সাধক কো কহে বাধক
শেখর কহ বিপরীত রে॥

২৮—পদরত্নাকর

(২৯)

সুহই।

হিম হিমকর পেখি কাঁপয়ে ঘনঘন
অনুখণ ঝরয়ে নয়ান।
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি লুঠই
সখি-বোধে ন পাতয়ে কাণ॥
মাধব পেখলুঁ তৈছন রাই।
সবিষম খর-শরে অঙ্গ ভেল জর জর
কহইতে কো পাতিয়াই॥ ধ্রু॥
বিগলিত কেশ শ্বাস বহে খরতর
না রহে নীবি নিবন্ধ।
কম্বু-কন্ধর ধরই ন পারই
টুটল পঞ্জর-বন্ধ॥
নব কিশলয়ে রচি শয়নে শুতায়ই
অধিক ভেল জনু আগি।
কিয়ে ঘর বাহির পড়য়ে নিরন্তর
অহ নিশি খেপয়ে জাগি॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি শুনহ রসিক-বর
তুরিতে মিলহ ধনি-পাশে।
সকল সখীগণ হেরত বিনদিনি
দশমি দশা পরকাশে॥

২৯—পদরত্নাকর

(৩০)

ধানশ্রী।

কি কহব মাধব পামর লোল।
পাথব ভাসল তল গেও শোল ॥ধ্রু॥
তেজল চম্পক পনস রসাল।
রোপল শীমলি জিবন্তি মন্দার ॥
গুণবতি পরিহরি কুলবতি সঙ্গ।
হীর হিরণ্য তেজি রাঙ্গহি রঙ্গ ॥
পণ্ডিত গুণিজনে দুখ অপার।
অছয়ে পরম সুখে মূঢ় গঙার ॥
দুরজন মান সুজন তাহে হীন।
চোর উজোরল সাধু মলীন ॥
বিদ্যাপতি কহ বিনি অনুবন্ধ।
শুনইতে সব গুণিজনে রহু ধন্দ ॥

৩০—পদরত্নাকর

(৩১)

করুণা শ্রীরাগ।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
কাহার উপমা দিব পিরিতি সমান ॥ধ্রু॥
খিতি-রেণু গণি যদি গগনক তারা।
ছুয় করে সিঁচি যদি সিন্ধুক বারা ॥
অচল চলয়ে যদি চিত্র কহে বাত।
কমল ফুটয়ে যদি গিরিবর-মাথ ॥
দাবানল শীতল হিমগিরি তাপ।
বিথ ধরু শশধর সুধা ধরু সাপ ॥
পুরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদীত।
তভু বিপরিত নহে সুজন-পিরীত ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে ন যুয়ায় ॥

৬১—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার প্রতি দূতীর সান্ত্বনা]

(৩২)

ধানশ্রী।

সুন্দরি বিদগধ সুপুরুখ সোই
কানুক হৃদয় সকল হাম জানলুঁ
তিলেক ন বিসরই তোই ॥ ধ্রু ॥
ওহি দিবস হমে মথুরা সমাগম
পহুহি দরশন ভেল।
তুহারি কুশল হরি পুছই বেরি বেরি
লোরে লোচন ভরি গেল ॥
পীত বসনে লোচন-যুগ মোছই
তুয়া বিনু আন ন হেরি।
উর পর পাণি হানি খিতি লুঠই
কুকরি রোয়ে কত বেরি ॥
তুয়া বিনে রাতি দিবস নহি জানত
অতয়ে বুঝলুঁ অনুমানে।
তুহে বিসরব ধনি কবহুঁ ন বোলবি
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥

৩২—পদরসসার

[শ্রীরাধার ভাব-সম্মিলন]

(৩৩)

ধানশ্রী।

হমারি মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চন্দ-বয়ান ॥
লহু লহু বোলব যব হম নারি।
অধিক পিরিতি তব করব মুরারি ॥
করে ধরি পিয়া মোরে বৈসারব কোর।
চির দিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর ॥
অপন মালতি-মাল হিয়সেঁ উতারি।
যতনে পরায়ব কণ্ঠে হমারি ॥

করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রস-আবেশে হম মুঁদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুয়া পিরিতিক হম যাঙ বলিহারি॥

৩৩—পদরত্নাকর

চণ্ডীদাস

[অনুরাগ]

(১)

ধানশ্রী।

বেলা অবসানে সখীর সহিতে
গেলুঁ যমুনার জলে।
নয়ান-হিলোলে কি রূপ দেখিলুঁ
পরাণ চঞ্চল হৈলে॥
সই এ কথা কহিব কারে।
সাপিনী দংশিলে বিষেতে ছাইলে
তনু জরজর করে॥
আপনার দুখ আপনা-অন্তরে
কেবা পরতীত যায়।
শাশুড়ী ননদী যদি কথা কহে
গরল লাগে হিয়ায়॥
অঙ্গের অঙ্গিনী সঙ্গের সঙ্গিনা
সুখ দুখ সেহি জানে।
চণ্ডীদাসে কহে দুখ-জ্বালা যত
না যাবে কালিয়া বিনে॥

৩৪—প্রাঃ পুথি

(২)

সিন্ধুড়া।

কালিয়া-বরণ আঁখিতে গরল
চাহিল যাহার পানে।
সেহি সে জানিল নিকটে মরণ
প্রাণ হানে পাঁচ-বাণে॥
সই আর কিছু নাহি ভায়।
শয়ান ভোজন সকল ছাড়িয়া
কদম-তলে মন ধায়॥
বসন ভূষণ অঙ্গের অভরণ
তাতে কিছু নাহি কাজ।
উনমত হৈয়া রতন মাগিব
তেজি কুল-ভয় লাজ॥
অপযশ-কথা লোকে যে কহিবে
তাহা কিছু নাহি মানে।
চণ্ডীদাসে কহে তাহার পরাণে
হানিল কালিয়া-বাণে॥

৩৫—প্রাঃ পুথি

(৩)

সুহই।

সেহি যে কালিয়া বলিয়া বলিয়া
সদায়ে ঝুরিছে আঁখি।
কি করি কি হয় নাহিক নিশ্চয়
শুন গো বিশখা সখি॥
সই মরম কহিলুঁ তোরে।
গরল ভখিয়া ছাড়িব পরাণ
মন যে এমন করে॥
যখন আমার সঙ্গে দেখা না আছিল
আমি ত তারে না জানি।

চিত্র পট করিয়া বিশথা
তুমি যে দেখাল্যা আনি ॥
যাহার লাগিয়া তনু জর জর
দেখিতে করিয়ে আশ।
অতি অবিলম্বে তাহারে পাইবা
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

৩৬—প্রাঃ পুথি

(৪)
সুহই।

কাঞ্চন-বরণ দেহের গঠন
তাহারে করিলুঁ কালা।
সে পর-পুরুষ লাগি করি আশ
হয়্যা কুলবতী বালা ॥
সই কি আর বলিব তোরে।
পিরিতি করিয়া মরিনুঁ ঝুরিয়া
আনলে বেড়িল মোরে ॥
মন যে পামর কাঁদে নিরন্তর
কালা কানু লাগি দুখে।
কে আছে এমন করে নিবারণ
আনিয়া মিলাবে মোরে ॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আনন্দে
শুন অদভুত কথা।
সে বঁধু নাগর তোমা ছাড়া নহে
অন্তরে না ভাব বেথা ॥

৩৭—প্রাঃ পুথি

(৫)
শ্রীরাগ

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
আর না বলিব মুখে।
শ্যামের সঙ্গে পিরিতি করিয়া
জনম গোঙানু দুখে ॥
সখি এ বড়ি মরম জ্বালা।
আমি ত অবোলা কুলবতী বালা
তিন তার সঙ্গে গেল ॥
আগে না জানিয়া পাছে না গণিয়া
পিরিতি মনের সাধে।
মনের ভরমে রতন হারালুঁ
বিধি সে লাগিল বাদে ॥
পতি গুরুজন বোলে কুবচন
ঘরে মন নাহি বাঁধে।
চণ্ডীদাস কহে বিরহে আকুল
ঠেকিলা কালিয়া ফাঁদে ॥

৩৮—প্রাঃ পুথি

৬)
শ্রীরাগ।

এ তিন আখর নাম যাহার
আপনা বলিবে যে।
চাতকী হইয়া চাহিয়া চাহিয়া
পরাণ হারাবে সে ॥
সই পিরিতি জানিবে যারা।
পরাণ পুতলী হইবে পাগলী
অশ্রু নয়ানে ধারা ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধে যেমতি হইল
বিধিরে বলিব কি।
কানুর পিরিতে ঠেকিয়া রহিলা
শুন গো রাজার ঝি ॥
কুলের খাখার না কৈলুঁ বিচার
শুনলি বচন মোর।
চণ্ডীদাস কহে পিরিতি রতন
যাহার নাহিক ওর ॥

৩৯—প্রাঃ পুথি

(৭)
সিন্ধুড়া।

মনের দুখেতে বারটি আখর
সদাই ভাবয়ে চিত।
নিঠুর সঙ্গে পিরিতি করিয়া
না বুঝি তাহার রীত ॥

সই আর না বলিও মোরে।
শয়নে সপনে পাসরিতে নারি
বান্ধ্যাছে প্রেমের ডোরে॥
এমন না জানি নবীন পিরিতে
মোরে হবে পরমাদ।
হেন গুণনিধি আমারে বঞ্চিয়া
পুরিল বিধির সাধ॥
পিরিতি-বেয়াধি দ্বিগুণ বাড়িল
না জানি আপন হিত।
চণ্ডীদাস কহে বেকত না কর
ধৈরজ ধরাও চিত॥

৪০—প্রাঃ পুথি

(৮)

গৃহেতে বসিয়া মনেরে কহিলুঁ
আর না বলিব কালা।
তবহুঁ পরাণে আন নাহি জানে
কানু হৈল জপ মালা॥
সই আর না বলিস মোরে।
কালিয়া-বরণ মনেতে পড়িলে
সে বড়ি প্রমাদ করে॥
কালিয়া কাজল নয়ানে পরিতে
মোর মনে নাহি লয়ে।
কালিয়া-বরণে পরাণ পাগলি
না জানি আর কি হয়ে॥
যমুনার জল গাগরী ভরিতে
দেখিলুঁ কালিয়া-চাঁদ।
চণ্ডীদাসে কহে রহিতে নারিবা
অতবে কালার ফাঁদ॥

৪১—প্রাঃ পুথি

[রাই-রাখাল]

(৯)

ধানশী।

দেখি নটবর ধনী গৃহেতে আইলা।
গোষ্ঠের ভাবের কথা মনেতে পড়িলা॥ধ্রু॥
তবে বিনোদিনী লইয়া সঙ্গিনী
আপন মন্দিরে গিয়া।
ললিতা বিশাখা তারা দিল দেখা
আনে সভে ডাক দিয়া॥
বোলে বিনোদিনী শুনলো সঙ্গিনী
বচন রাখ গো তোরা।
সব সখী লয়্যা রাখাল সাজায়্যা
বৃন্দাবনে যাব মোরা॥
ছিদাম সুদাম কেহ হব দাম
সুবলাদি যত সখা।
দেখি বৃন্দাবনে নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা॥
যত সখীগণে আনয়ে তখনে
যতনে করয়ে সাজ।
যে জন যেমন সাজয়ে তেমন
আপন অঙ্গন মাঝ॥
কারো রাঙ্গা ধটী তাহে বেড়া কটি
ঝুলিছে পাটের ডুরি।
করে নিরীক্ষণ মাথয়ে চন্দন
যেই সে যেমন গোরি॥
বাশুলি-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতি কুল।
অ'জুকার বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে তুল॥

৪২—পদরসসার

(১০)

ধানশী

সুচিত্রায় ছিদাম করিয়া বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি

প্রিয় বিশাখারে করে সুবল কিশোর।
বসুদাম চম্পকলতা সুচান্দ অধর॥
যোগমায়া পূর্ণমাসী সাক্ষাত আনিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনে মাগিয়া॥
বলরামের হৈল শিঙ্গা বলে রাই-কানু।
আমার না হৈল ভালো কোথায় পাইব বেণু॥
শিঙ্গা বেণু মুরলীহ বাজায় রাখাল।
বাঁশীটি নহিলে কেনে ফিরিবেক পাল॥
চণ্ডীদাসেতে বোলে হৈলে বনমালী।
সলিলে আনিয়া পদ্ম করহ মুরলী॥

৪৩—পদরসসার

(১১)

ধানশী।

সুচিত্রা-ছিদাম তখন পহু পাঠাইল।
নবীন কুঁড়ির পদ্ম পহু আনি দিল॥
মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র বানাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাথে ফুক দিয়া।
সুন্দর বাঁশীর ধ্বনি সুস্বর উঠিল।
বৃকভানু-পুর হৈতে ধেনু আনাইল।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখী গিয়া।
নবীন নবীন বচ্ছ আনিল বাছিয়া॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ কানু হৈল রাই।
বিপিনে বিনোদ-শোভা দেখিবারে যাই॥

৪৪—পদরসসার

(১২)

ধানশী।

রাখালে রাখালে দেই হৈ হৈ রব।
মাধব-মন্দিরে যাই উতরিল সব॥
ক্ষীর ননী দধি ছানা ধড়াতে বান্ধিয়া
খাইবার তরে রাই লইল মাগিয়া॥
যত সখীগণ সব হইল রাখাল।
শ্রীহরি বলিয়া সভে চালাইল পাল॥
শিঙ্গা-বেণু-কলরব গগনে উঠিল।
যমুনার তটে কৃষ্ণ বলি উতরিল॥
গোকুলের মধ্যে মোরা গাভীর রাখাল।
আচম্বিতে শিঙ্গা বেণু বাহিরাইল পাল॥
সুবলে ডাকিয়া তখন কহিছে কানাই।
হেন শিঙ্গা বেণু হে কখন শুনি নাই॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ পরমাদ হৈল।
আচম্বিতে বনে আইজ রাখাল আইল॥

৪৫—পদরসসার

(১৩)

ভাটিয়ারি।

সারি সারি পাল পিছেতে রাখাল
সকলে সাজিয়া যায়।
যমুনার তীরে ফিরিয়া ফিরিয়া
দেখে নটবর-রায়॥
এ কি আচম্বিতে দেখি বিপরীতে
গোকুল মজিল পারা।
এত দিন বাস ঘুচিল সে আশ
না দেখি এমন ধারা॥
এক শিঙ্গা মাতে বলাইর হাতে
আমার আছয়ে বাঁশী।
এই দুই বিনে না শুনি কখনে
কোথা হৈতে বাজে বাঁশী॥
জয়-কলরব ঘন ঘন রব
দেখি বিপরীত পারা।
চণ্ডীদাস কহে রোহিণী-নন্দন
ভয়েতে হইল ভোরা॥

৪৬—পদরসসার

(১৪)

শ্রীরাগ।

বলরামের নিজ ধেনু বাছিয়া লইল।
ছিদাম বোলেন তবে মুঞি যাইতে হৈল॥
বসুদাম বোলে ভাই শুন রে রাখাল।
ধেনু রাখ এক ভাই ঘরে যাই চল॥

শ্রীমতীর রাখাল ধায় যমুনার তীরে।
সুবলের সহিতে কানু যায় ধীরে ধীরে ॥
শ্রীমতীর বলরাম ঘুরায় পাচনি।
ঘন ঘন গগনে গরজে শিঙ্গা-ধ্বনি ॥
চণ্ডীদাস কহে তখন শুনহ কানাই।
ঠেকিলে দারুণ বনে যেতে পাবে নাই ॥

৪৭—পদরসসার

(১৫)

শ্রীরাগ।

কিবা নাম কোথায় থাকো কাহার রাখাল।
কাহার নন্দন তুমি রাখো কার পাল ॥
নব বৃন্দাবনে থাকো না মান দোহাই।
আমার সাক্ষাত দিয়া কেন যাও নাই ॥
আপনার মান রাখো নহে যাও ফিরি।
তোমার গৌরব আমি ভেদিতে হ পারি ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন আমার বচন।
তোমার লাগিয়া ফিরি গহন কানন ॥

৪৮—পদরসসার

(১৬)

শ্রীরাগ।

যতহু মনের কথা সকল কহিল।
যতেক মনের সাধ সকল পূরাইল ॥
ললিতা কহয়ে ধনি শুনহ বচনে।
রখালের বেশে ধনি দাঁড়াও শ্যামের বামে ॥
শুনিয়া ললিতার কথা হরষিত হিয়া।
শ্যামের বামে দাঁড়াইলা ত্রিভঙ্গ হৈয়া ॥
যত সখীগণ হেরে আনন্দ-অন্তর।
চণ্ডীদাস কহে হেন সুখের সায়র ॥

৪৯—পদরসসার

[শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন]

(১৭)

দেশাগ।

বঁধু তিন না বাসিও তুমি।
পতি গুরুজন এ ঘর-করণ
সকল ছাড়্যাছি আমি ॥ ধ্রু ॥
আবাল হইতে আন নাহি চিতে
ও পদ কর্যাছি সার।
তুমি মোর ধন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার ॥
তোমার লাগিয়া চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে।
পথ পানে চাই দেখিতে না পাই
লোকে আস্থা দেখে পাছে ॥
ঘরে গুরুজন বোলে কুবচন
যেন দংশে কাল-সাপ
চণ্ডীদাসে কহে পিরিতি করিয়া
বড়ই পাইলা তাপ ॥

৫০—পদরসসার

[মাথুর বিরহ]

(১৮)

শ্রীরাগ।

বিরলে বসিয়া সখীর সহিতে
কহিতে রসের কথা।
প্রাণের বল্লভ মথুরা যাইবে
শুনি পাইলাম বেথা ॥
অনুখণ মন করে উচাটন
কেবা পরতীত তায়।
ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে দেখিতে
পরাণ ফাটিয়া যায়।
রজনি দিবসে মনের আনল
কি হৈল দারুণ বেথা।

লোক-চরচায় করি যত ভয়
কাহারে কহিব কথা ॥
বিষম পাথারে আনল সংসারে
আকুল হইল চীত।
চণ্ডীদাসে কহে এমন না কর
শেষে হবে বিপরীত ॥
৫১—প্রাঃ পুথি

(১৯)

শ্রীরাগ।

সই কি আর বলিস মোরে।
রসিক-শেখর ছাড়িয়া যাইবে
কি মতে রহিব ঘরে ॥
কাহারে কহিব মনের বেদনা
পরাণ জুড়াবে কিসে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলু
তনু জরজর বিষে ॥
কে আছে এমন বুঝিবে মরম
জানিবে আপন হিত।
সে বঁধু লাগিয়া পরাণ ঝুরয়ে
মলিন হইল চিত ॥
পিরিতি লাগিয়া মরিবা ঝুরিয়া
শরীর করিবা কালা।
চণ্ডীদাসে কহে শুন গো যুবতি
বাড়িবে বিষম জ্বালা ॥
৫২—প্রাঃ পুথি

(২০)

শ্রীরাগ।

কুলবতী হৈয়া পিরিতি করিলুঁ
যারে পাইবার আশে।
সে বঁধু নাগর আমারে ছাড়িল
হারাইলুঁ করম-দোষে ॥
বিধি কি আর বলিব তোরে।
রসিক নাগর পরাণ-দুল্লভ
পুন কি মিলিবে মোরে ॥
আমি ত অবোলা কুলবতী বালা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
এমন নাগর রসিক-শেখর
কেবা মিলাইবে আনি ॥
যাহার কারণে আমার পরাণে
আর কিছু নাহি ভায়।
অনেক যতনে পাইবা নাগর
কহে চণ্ডীদাস রায় ॥
৫৩—প্রাঃ পুথি

(২১)

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুখের কাহিনী
কহিতে নাহিক ঠাই।
খির সব দধি করি নানাবিধি
বঁধুরে না দিলুঁ তাই ॥
সই এ কি অকাজ কৈলুঁ।
বঁধুর পিরিতি- শরে দিবা রাতি
অনল আগুনে রৈলুঁ ॥
খেণে খেণে মন করে আনচান
বিষম কুসুম-শরে।
কাহারে কহিব কে আছে বান্ধব
পরাণ যেমন করে ॥
কহে চণ্ডীদাস কর বিশোয়াস
শুন গো রাজার ঝি।
বিধির বিপাকে আপন পর হয়ে
পরেরে বলিবে কি ॥
৫৪—প্রাঃ পুথি

(২২)

শ্রীরাগ।

কোকিলার মুখে শুনিতে পাইলুঁ
বঁধুর মনের কথা।

মথুরা-নাগরী   পায়্যা নিল হরি
পুন না আসিবে এথা ॥
সই পিরিতি জানিবে যারা।
কুল যে যাইবে   পরাণ হারাবে
জিয়ন্তে হইবে মরা ॥
আমি ত অবোলা   কুলবতী বালা
না বুঝি আপন হিত।
বঁধুর পিরিতি-   শরে দিবা রাতি
সদা হিয়া চমকিত ॥
একে ত যৌবন   পরের অধীন
আপনা বুঝিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে   শুন গো সুন্দরি
পিরিতি হইল বৈরি ॥

৫৫—প্রাঃ পুথি

(২৩)

শ্রীরাগ

অঙ্গ-অভরণ   হস্তের কঙ্কণ
গলার গজমতি-হার।
চিন্তার আবেশে   তনু শুখাইল
সেহ লাগয়ে ভার ॥
সখি এ দুখ কহিব কারে।
যতনে যে জন   পিরিতি গঢ়িল
সেই সে বুঝিতে পারে
পরের মন-দুখ   পরে নাহি জানে
শুনি করে উপহাস।
আপনা বলিয়া   পিরিতি করিলুঁ
জাতি কুল হৈল নাশ ॥
কহে চণ্ডীদাসে   বিরহ দেখিয়া
শুন গো রাজার ঝি।
রাধা রাধা বলি   বংশীটি বাজায়
বিচ্ছেদে ঠেকাছ কি ॥

৫৬—প্রাঃ পুথি

(২৪)

শ্রীরাগ।

কালিয়া বরণ   ঝিরমির যার
অন্তরে বাহিরে কালা।
কোন বা বিদগধ   খেণেতে দেখিলুঁ
আমারে বাড়িল জ্বালা ॥
সই দগধে হিয়ার মাঝে।
আমার অন্তর   দহে কলেবর
কান্দিতে নারি গো লাজে ॥
নগর মাঝারে   লোকে বোলে মোরে
ঐ আইল শ্যামের রাই।
সহজে কলঙ্ক   জগত ভরিল
তারে দেখিতে না পাই ॥
শাশুড়ী ননদী   কানু-পরিবাদী
দিনে নাহি বোলে আর।
চণ্ডীদাসে বোলে   কালিয়া-রতন
তোমারি গলার হার ॥

৫৭—প্রাঃ পুথি

(২৫)

সুহই।

গোকুল-নগরে   কেবা কিনা করে
আরে রে মথুরা-বাসি।
পিরিতি-মরম   কেবা নাহি জানে
আমরা হৈলাম দুষী ॥
সই কহিতে বিদরে হিয়া।
ঘরে গুরুজন   বোলে কুবচন
কানু রহিল মথুরা ॥
চোরের রমণী   চিত্তের আনলে
ফুকারি কান্দিতে নারে।
সখীর ভিতরে   প্রাণ জরজর
সেই দশা হৈল মোরে ॥

গরল ভখিয়া মরিয়া যাইব
নিশ্চয়ে বলিলুঁ তোরে।
চণ্ডীদাসে কহে এমতি করিলে
লোকে অপযশ করে॥

৫৮—প্রাঃ পুথি

[স্বপ্ন-সম্মিলন]

(২৬)

বিভাষ।

ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ কলেবর
আবেশ হইল চিত।
নীল-অম্বর পড়িয়া শুইলুঁ
নয়ানে আইল নিঁদ॥
সখি হে শুন লো সপন-কথা।
নাগর আইল আমার মন্দিরে
ঘুচিল মনের বেথা॥
তাহার কারণে আমার পরাণে
যত পাইয়াছি দুখ।
তাপ জ্বালা যত সব পাসরিলুঁ
দেখিয়া সে চাঁদ-মুখ॥
সেই যে নাগর আমারে তুরিতে
বসিল মন্দিরে মোর।
চণ্ডীদাসে কহে স্বপ্নে পাল্যা নাগর
তোমার পিরিতের জোর॥

৫৯—প্রাঃ পুথি

(২৭)

বিভাষ।

নীল-উৎপল বরণ বঁধুর
ভালে বিরাজিত শশী।
হাসির হিলনে বঙ্কিম চাহনি
অন্তরে রহল পশি॥
সখি হে ঠেকিলুঁ প্রেমের ভোরে।
রতন-পালঙ্কে বসিল নাগর
আমারে লইয়া কোরে॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গেতে লেপন
করিলুঁ শয়ান দান।
ভুজ-লতা দিয়া তুরিতে বেড়ল
শীতল করল প্রাণ॥
বয়ান উপর বয়ান রাখল
খণ্ডিল মনের দুখ।
চণ্ডীদাসে কহে প্রাণ জুড়াইল
পাইল নাগর সুখ॥

৬০—প্রাঃ পুথি

গোবিন্দদাস

[শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ]

(১)

তুড়ী।

সজল জলদ অঙ্গ মনোহর
ছটায়ে চাহিল মোহে।
ঈষত হাসিয়া মদন আকুতি
অরুণ-নয়ানে কহে॥
আজু কি পেখলুঁ বিনোদ নাগর
কেলি-কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসিল আনন্দ জলে॥
গোল-মাল দিয়া কুন্তল টানিয়া
মউর-পুচ্ছের ছান্দে।

রঙ্গিম জাদ বিথারল পীঠ।
চকিতহি মঝু মন লাগল দীঠ॥
ঐছে সুকেশিনী হম নাহি পেখি।
চীত-মুরতি হিয়ে রহলহি লেখি *॥
পদ-নখ-অঙ্গুলি যাবক-শোভা।
দশ ভই চান্দ অরুণ বহু-লোভা †॥
সো পদ-কমল হৃদয় করি লেব।
গোবিন্দদাস যব অনুমতি দেব॥

৬৪—পদরসসার ও পদরত্নাকর

[শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতী]

দূতীর সহিত শ্রীরাধার উক্তি প্রত্যুক্তি ‡

(৫)

ধানশী

"না করি শিরে দেও হাত।
অন্তর জরজর দিগুণ উতাপই
শুনইতে কানুক বাত॥ ধ্রু"
"পহিলে নয়ন মন চুঙ্ক গমন ধনি
তৈসব চীত পরাণ।

* * * * * * *

"পিরিতি পরম দারুণ অব জানলু
পরশিলে বিঘটিত অঙ্গ।
ও তিন আখর মনে জনি রাখসি
সপনে করসি জনি সঙ্গ।"
"বিরহ-বিথানলে জ্বলত কলেবর
সঘনে লুঠই মহি-পঙ্ক।
তুহুঁ রমণী-মণি তোহে চড়য়ে ধনি
কানু-বধ বিপুল কলঙ্ক
সব সখি মেলি কতহুঁ আশোয়াসলি
বেদন কোই না জান।"
গোবিন্দদাস কহ তুহারি পরশ পণ
নহে কৈছে রহত পরাণ॥

৬৫—

(৬)

ধানশী।

নন্দ-নন্দন রাজ-ভূখণ
নয়ন-সুখময় শেজ।
কি খণে তুয়া সনে লেহ করল যে
সে সব দূরহি তেজ॥
শুন বৃষভানু নন্দিনি রাই।
অবলা-মণ্ডলে কিরিতি রাখলি
ভাল মতি সে বিথাই॥ধ্রু॥
যে তুহুঁ তাকর বিরস আনন
হেরি মুরছিত ভেল।
কৈছে পাসরলি বচন ঐছন
নিদয় অন্তর-কেল
তুয়াবি নাগর ধূলি-ধূসর
সে নহে লাগই তোয়।
বাম-করতলে বদন লম্বিত
ধরণি লিখি লিখি রোয়॥
যে জন দুর্জন- বেদন নহি জানে
তাকর অন্তর জান।
(রায়) রাম-চন্দর বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

৬৬—পদরসসার

[শ্রীরাধার আপ্ত-দূতী]

(৭)

গান্ধার।

নয়নক কোণে না হেরি নিজ নাহ।
জলধর হেরি সজল-দিঠি চাহ॥

---

* 'চীত' ইত্যাদি—চিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে লিখিত অর্থাৎ অঙ্কিত হইয়া রহিল।

† 'দশ' ইত্যাদি—পদের নখ ও অলক্তক-রঞ্জিত অঙ্গুলির শোভা দেখিয়া বহু লোভে দুর্দ চন্দ্র ও সূর্য্য দশ দশটি হইল।

‡ এই পদের ১ম ও ৩য় কলি শ্রীরাধার উক্তি, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম কলি দূতীর প্রত্যুক্তি।

না উঠই স্বামি-শয়ন-পরিযঙ্ক।
বিলুঠই লোরে নয়ন মহি পঙ্ক॥
মাধব তুয়া প্রেম কহন না যায়।
অবিচল কুলবতি তুয়া গুণ গায়॥ ধ্রু॥
গৃহপতি-নাম শুনি চমকিত গাত।
তুয়া গুণ-গণ শুনি শ্রুতি অবগাত।
গুরুজন-বচন শ্রবণে নাহি শুনই।
বংশি-নিসান অমিয় সম মানই॥
তুয়া ভানে শ্যামর সখি করু কোর।
নিশি-দিশি না তেজই নীল-নিচোল॥
কত কত ঐছন মন-অভিলাস।
কত এ নিবেদব গোবিন্দ দাস॥

৬৭—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-দৌত্য]

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

(৮)

সুহই

সহজে অনঙ্গ- ভুজঙ্গমে দংশল
মঝু মন মলয় সমীরে।
তুয়া শীতল দিঠি- কমলে জুড়ায়ত
কাজর-গরল অথীরে॥
হরি হরি তোহে কি দেওব বাধে।
যাঁহা যাঁহা জিবইতে ধায়ে তপত-জন
তাঁহা তাঁহা বিহি করু বাদে॥ ধ্রু॥
ভাগে পড়ল কুচ- তুহিন-ধরাধরে
মুরুছত তেঁ পুন জীব।
তাহেঁ পয়ে উজোর হার-ভুজগ-বর
বেণি-ভুজঙ্গিনি পীব॥
অধর সুধা-কণ শ্বাস-সমীরণ
দশন-কিরণ মণি-রাজ।
জীবন রাখইতে মণি-মন্ত্র-মহৌষধি
গোবিন্দ দাস কহ কাজ॥

৬৮—পদরসসার

(৯)

ধানশী।

তুয়া মুখ-চন্দ-কোটি জিনি শোভিত
লোভিত কানু-চকোর।
ও মুখ-কমলে চপল মন বাউল
তাহে কি ভ্রমর অলি ভোর॥
সুন্দরি উপেখবি দারুণ লাজ।
মনমথ-মন্ত্র পঢ়ায়বি নিরজনে
ইথে বিহি মিলায়ল কাজ॥ ধ্রু॥
গিরিবর-তুঙ্গ-রঙ্গে তুহুঁ অভিসার
মদন-গেহ দরশাব।
যাঁহা মনমথ-ধব রহত নিরন্তর
মলয়ানিল-গণ ধাব॥
বদনক চীর থীর কর সুন্দরি!
হৃদি উদঘাটহ বাণ।
দুহুঁক হৃদয় অব এক করি জোড়ব
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

৬৯—পদরসসার

[শ্রীরাধার স্বয়ং-দৌত্য]

শ্রীরাধার উক্তি :—

(১০)

কামোদ।

পাপ-চকোর চন্দ বলি ধাবই
মধুকর কমলিনি-ভানে॥
আঁচরে ঝাপি বদন তেঞি পুছত
তোহে পর-পুরুখক ঠানে *॥

* 'তোহে' ইত্যাদি—তুমি পর-পুরুষ অর্থাৎ সকল-সন্দেহ নিবারণে সমর্থ শ্রেষ্ঠ পুরুষ : (ব্যঙ্গার্থে) কাম-সন্তাপ-নিবারণ-ক্ষম উপপতি।

মাধব মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
কী ফল জগ-মন   মনমথ বিন্ধয়ে
কাহাঁ পুন তাকর গেহ
বিন্ধয়ে বহু মন   কি করয়ে সো পুন
কৈছে কুসুম-শর-জালা।
কৈছে জুড়ায়ত   একহি ন জানিয়ে
জনি কহ মুগধিনি বালা + ॥
সহচরি মেলি   হাসি মুখ মোড়ই
উতর না দেওই কোই।
গোবিন্দদাস   মোহে উপদেশল
অতয়ে পুছউ তোই ॥

১০—পদরসসার

(১১)

বরাড়ী।

কাহাঁ কুমুদিনি কাঁহা   উয়ল হিমকর
কাহঁ কমলিনি কাহাঁ সূর।
বাট ঘটিত কর-   পরশন দরশন
পরিবাদহি জগ পূর *
মাধব দেখ তুহুঁ শ্যামর মেহ।
দূর সঞে গরজি   গরজি দরশাওত
ঐছন মোর-সিনেহ ✝ ॥ ধ্রু ॥
জগ মাহ ভ্রমর-   পিরিতি বড় মানিয়ে
যো পরিমল-রসে ভোর।
ঘন-কণ্টকময়   কেতকি-মধু পিবি
ফিরি ফিরি রহত অগোর ॥

+ (আমাকে) বোকা মেয়ে বলিও না।

* 'বাট'-ইত্যাদি—(কুমুদিনীর সহিত চন্দ্রের ও কমলিনীর সহিত সূর্য্যের) পথ ঘটিত কিরণ-স্পর্শে (অপর অর্থে হস্ত-স্পর্শে) ও দর্শনে (গুপ্ত-প্রণয়ের) অখ্যাতিতে জগৎ পূর্ণ হইল।

✝ 'ঐছন' ইত্যাদি—ময়ূরের স্নেহও ঐরূপ অর্থাৎ সেও দূর হইতে ডাকিয়া ডাকিয়াই প্রেম জানায়।

বিদগধ-আগে   মুগধ-কুল-কামিনি
বচন-রচন নহি জান।
গোবিন্দ দাস কহ   ধনি বিরমহ জনি
আন কহত হয়ে আন ✝ ॥

১১—পদরসসার ও গো-প ক পুঁথি

(১২)

ধানশী।

কানু কথা শুনি গদগদ-ভাষ।
মৌলতি সহচরি রাইক পাশ ॥
কহতহিঁ সহচরি শুন বর-গোরি।
তুয়া লাগি হালত নন্দ-কিশোর ॥
তুয়া রূপ নিরখই তরু দেই কোর।
হেরইতে গলতহিঁ লোচন লোর ॥
যব নহি সুন্দরি করবি পয়াণ।
তব জিউ তেজব নাগর কান ॥
সহই ন পারই মদন হুতাশ।
চামর ঢুলায়ত গোবিন্দ দাস ॥

১২—পদরসসার

(১৩)

ধানশী

সজনি কাহে মিনতি করু মোহে।
হম নহি জানিয়ে প্রেম কি লেহে ॥
কৈছন কানু নয়নে নহি হেরি।
শুনইতে অন্তর কাঁপয়ে মোরি ॥
উহতর সঙ্গ কৈছে হম যাব।
হম গোঙারি নহি জানিয়ে ভাব ॥
সহচরি কহতহি সুন্দরি নারি।
তুয়া লাগি আকুল রসিক মুরারি ॥
কোকিল-কলরব শুন যব কাণে।
চমকি উঠত বহু হরল গেয়ানে ॥

✝ 'ধনি' ইত্যাদি—হে ধনি। বিরত হও—যেন এক বলিতে আর না হয়

এতহুঁ শুনল যব সহচরি-বোল।
হরি-অভিসার চলু রঙ্গিণি ভোর॥
গোবিন্দদাস কহয়ে রস-সার।
সহচরি কুঞ্জে কয়ল অভিসার॥

৭৩ – পদরসসার

(১৪)

ধানশী।

নব-অনুরাগে চলল বর-নারি।
গুরুজন-গৌরব দূরহি ডারি॥
সখি সঞে পূছত প্রেমকি বাত।
পুরুখক কবহুঁ ন লাগয়ে গাত॥
এ ধনি তোহে কহিয়ে উপদেশ।
কানু সঞে ন করবি বচন বিশেষ॥ ধ্রু॥
বদনে বদনে জনি করইবি মেলি।
কর পরশিতে কর দেয়বি ঠেলি॥
পহিল মিলন রহু অবনত মাথ।
গোবিন্দদাস তুহুঁ করি লেহ সাথ॥

৭৪—পদরসসার

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি :—

(১৫)

শ্রীগান্ধার।

লেহ তুলহ কুল-রামা।
উর বিনু শেজ পরশ নাহি দেয়বি
তব তুহুঁ বিদগধ-নামা॥ ধ্রু॥
গুরুজন-নয়ন চৌকি ঘন দশ দিশ
অহনিশি রহত অগোর।
সো সব বারি আনি তোহে সোঁপলু
যশ অপযশ অব তোর॥
সখিগণ-জীবন ধনি সরবস ধন
তনু জনু নব-নবনীত।
তুহুঁ গিরিবর-ধর এ অতি কাতর
ইথে লাগি চমকয়ে চীত॥
সখিগণ মাঝে বিদিত তুয়া গুণ-গণ
পুন জনি কর পরকাশ।
সখি কর-তালি তরল দেই হাসব
কহতহি গোবিন্দদাস॥

৭৫—প্রাঃ পুথি

[সংক্ষিপ্ত সংম্ভোগ]

কেদার।

(১৬)

আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধা-কানু।
আধ-কপালে শশী আধ-ভালে ভানু॥
আধ-গলে গজ-মোতি আধ বন-মালা।
আধ নব গৌর-তনু আধ চিকণ-কালা॥
আধ-অঙ্গে পীত বাস আধ নীল সাড়ি।
আধ-ভুজে বলয়া আধ-ভুজে নীল চুড়ি॥
আধ-অঙ্গে হিলাহিলি ঘেরাঘেরি বাহু।
গোবিন্দ কহে চান্দ গরাসল রাহু॥

৭৬—পদরসসার

(১৭)

কেদার।

দেখ সখি রাধা-মাধব-সঙ্গ।
দুহুঁ দুহুঁ মীলনে আনন্দ বাঢ়ল
দুহুঁ-মনে উদিত অনঙ্গ॥ ধ্রু॥
দুহুঁ-কর পরশিতে পুলকিত দুহুঁ তনু
দুহুঁ দুহুঁ আধ-আধ বোল।
রাই-কানু-আলিঙ্গন নীলমণি-কাঞ্চন
হেরইতে লোচন ভোর॥
কিঙ্কিণি নূপুর বলয় মণি-ভূষণ
মঞ্জির-ধনি উতরোল।
আবেশে অবশ তনু ভেল ইথে আকুল
জলধরে বিজুরি উজোর॥

ঘন ঘন চুম্বনে দুহুঁ-মুখ দরশনে
মন্দ-মধুর মৃদু হাস।
শ্যাম-তমাল কনক-লতা বেঢ়ল
নীছনি গোবিন্দ দাস॥
৭৭—পদরসসার

(১৮)

শ্রীরাগ

দুহুঁ মুখ দরশি বিহসি দুহুঁ লোচন
শাঙন বরিখত নীর।
আকুল হৃদয় হৃদয় দুহুঁ জোরত
দুহুঁ জন এক-শরীর॥
সজনি না বুঝল মরমক ভাব।
দুহুঁ দুহুঁ-সরবস রস-ভরে পরবশ
নিরসল কিয়ে পরথাব॥ ধ্রু॥
নিজ-কর-কমলে চিবুক দুহুঁ পরশই
কহইতে না স্ফুরই বাণি।
দাবিদ রজন যতনে জনু সম্বরু
সতত হৃদয়ে ধরু পাণি॥
চরণ-কমল দুহুঁ নিজ কর-পল্লবে
পরশি সতত ধরু আশ।
কবহি দূর দূর অনুমানই
উনমত চিত-অভিলাষ॥
দরশন পরশ সরস দুহুঁ মানই
দুহুঁ রস-সায়র ভান।
কিয়ে দারুণ কিয়ে ডুর-অবগাহন
গেলহি সো ভেল আন॥
দুহুঁক বিলাস কলা-রস হেরইতে
অনঙ্গ তেজই অভিমান।
গোবিন্দ দাস ভণ দুহুঁ রস-ধারণ
পাপ-রজনি অবসান॥
৮—পদরসসার

[দিবাভিসার]

(১৯)

তুড়ী

দিনমণি-কিরণ- মলিন মুখ মণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেল।
কোমল চরণ তপত পথ-বালুক
আতপ-দহন সম ভেল॥
হেরইতে শ্যামর-চন্দ।
কোরে অগোরি গোরি-মুখ মোছত
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ ধ্রু
কপূর তাম্বুল অধরহি দেয়ল
চন্দন লেপই অঙ্গ।
শ্যামর-অঙ্গ- পরশে নব নাগরি
বাঢ়ল প্রেম তরঙ্গ॥
কুঞ্জ-কুটির ঘর শেজ মনোহর
মধুকর শ্রুতিধর ভাষে।
গোরি শ্যাম দুহুঁ করতহি কুতূহলি
কহতহি গোবিন্দ দাসে॥
৭৯—পদরসসার

[নিশাভিসার]

(২০)

কামোদ।

শ্যাম-অভিসারে চললি সুন্দরি ধনি
নব নব রঙ্গিণি সাথে।
বাম-শ্রবণ-মূলে শতদল পঙ্কজ
কাম-জয় ফুল ধনু হাথে॥ ধ্রু
ভালহি সিন্দুর ভানু-কিরণ জনু
তঁহি চারু চন্দন-বিন্দু
মুখ হেরি লাজসে সায়রে লুকায়ল
দিনে দিনে খিণ ভেল ইন্দু॥

করি-রদ-বিরচিত   চারু ভূষণ করে
মদন জিনিয়া ধনি সাজ।
চরণহি নূপুর   মুখর মনোহর
রতি-জয়-বাজন বাজ॥
ললিতাদি সখি মিলি   মঙ্গল-হুলাহুলি
শ্যাম-দরশ-রস-আশে।
দোহেঁ দোহাঁ হেরইতে   দুহুঁ-চিত পুলকিত
বলিহারি গোবিন্দ দাসে॥

৮০—পদরসসার

[বাসক-সজ্জা]

(২১)

ধানশী।

কনক-মুকুরে আপন মুখ হেরি।
সহচরি আগে কহই বেরি বেরি॥
রিঝায়ব নাগর করি অনুমান।
বিলসব কুঞ্জে আজু কুসুম-শয়ান॥
উচ-কুচ হেরই নয়ন সুরঙ্গ।
উর পর লেপব চন্দন-পঙ্ক॥
আরব কন্ত পুরব অভিলাস।
পুন পুন নিবেদয়ে গোবিন্দদাস॥

৮১—পদরসসার

সখীর উক্তি ঃ—

(২২)

কামোদ।

রমণি-সমাজে   তুহারি গুণ ঘোষই
তুহুঁ ধনি মোহিনি বালা।
জগজন-মোহন   মোহন করলি যে
সাজলি যৌবন-ডালা॥
সজনি অপরূপ বাসর-পসার।
বাসর-গেহ আজু   লেহ বঢ়ায়ই
পূজবি নন্দ-কুমার॥ ধ্রু॥
ঘন পুন জঘন   আসন নিরমাওল
হিয় মাহ শেজ বিছাই।
সরসহি চন্দনে   কমল যে সঙ্কুল
নাগর শ্যাম অবগাই॥
পরিমলে লুবধ   ভ্রমর জনি ধাওত
ঐছন আকুল কান।
অধরক মধু পানে   অবহি মাতায়বি
গোবিন্দ দাস ভালে জান॥

৮২—পদরসসার

(২৩)

গান্ধার।

সজনী কএছ পয়াণ।
পহু মিলব তুয়া কাণ॥
অনুকূল হোয়ে বিধাতা।
তবহি জিয়ব ধনি রাধা॥
শেজ সফল তুহুঁ জান।
যেহি খণে করব শয়ান॥
যৌবন মন-অভিলাস।
পূরব সুরত-বিলাস॥
আনন্দ-লোরে ভরু আঁখি।
পুলকে পূরব তনু সাখি॥
গোবিন্দদাস অনুতাপে।
ধনি জনি করয়ে বিলাপে॥

৮৩—পদরসসার

(২৪)

কেদার।

কুঞ্জে কুসুম হেরি পহু নেহারই
সহচরি মেলি আনন্দে।
নিশি-দিশি রতন-প্রদিপ কত জারত
ঝলমল করতহি ছন্দে॥

সুন্দরি সেজ বিছায়লি রঙ্গে।
আয়ব মদন-বিনদ রস-গাহক
বিলসব বিনদিনি সঙ্গে॥ ধ্রু॥
মৃগমদ চন্দন তনু পরিলেপব
গন্ধ-মহোৎসব কুঞ্জে।
কোকিল ভ্রমর মনোহর গাওই
মুরছিত রতি-পতি-পুঞ্জে॥
কাতর-নয়নে সম্ভাষই সহচরি
কাহে বিলমায়ত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত-মুরলি নিসান॥

৮৪—পদরসসার

[উৎকণ্ঠিতা]

(২৫)

মঙ্গল গুর্জ্জরী।

সঙ্কেত লাগি রজনি হম জাগবি
সহচরি-গণ করি সঙ্গ।
না জানিয়ে কাহে আজু বিঘটিত ভোয়ল
আন-আন রস-রঙ্গ॥
সজনী নিশিক অবধি বহি গেল।
হরি পরিণাহ বাহু পর সাজল
মোহে দেই দারুণ শেল॥ ধ্রু॥
গুণ-মণি গুণহি লুবধ মন বান্ধল
বিপরিত সুরত-বিলাস।
উচ-কুচ-কঙ্কক বান্ধি হিয়া ঝাঁপল
দেই বাহু-যুগ-পাশ॥
দূতিক হাতে পাঁতি লিখি পঠয়লি
কিসলয় কাজর-লোরে।
গোবিন্দদাস-পহু আজু না আওল
কি পাই রহল হরি ভোরে॥

৮৫—পদরসসার

দূতীর উক্তি :—

(২৬)

ধানশী।

পরিজন-সকল মন্দির তেজি গেলহি
চান্দ গহন দিন লাগি।
একলি মন্দিরে রহ বর-নাগরি
নিন্দ-ভরে যামিনি জাগি॥
বিদগধ মাধব রসিক সুজান।
রাইক পিরিতি বিনতি নহি জানসি
অবিলম্বে করহ পয়াণ॥ ধ্রু॥
মঙ্গল-কলস ঠাম ঠাম পূরল
চুত-পল্লব ধক তায়।
সহচরি মেলি রঙ্গ রস কৌতুক
আনন্দে ওর না পায়॥
অভরণ বসন অঙ্গে সব শোহন
হেরইতে রতি-পতি ভুলে।
গোবিন্দদাস কহই বর-নাগরি
নিতি তুহে ভেল অনুকূলে॥

৮৬—পদরসসার

[বিপ্রলব্ধা]

দূতীর উক্তি :—

(২৭)

গান্ধার।

রজনি উজোরল চান্দে।
হেরি হেরি ধনি কান্দে॥
পরভৃত লহু লহু নাদ।
শুনইতে বড় পরমাদ॥
বিদগধ রসিক মুরারি।
কাহে আগোয়াসলি নারি॥

ছটপট ধরণি শয়ান।
কত সহ অবলা-পরাণ ॥
নিমিখ কলপ করি মান।
গোবিন্দদাস সব জান ॥

৮৭—পদরসসার

(২৮)

ধানশী।

হরিণি নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির *
তুহারি পরশ-সুখ-সাধে।
গুরুজন পরিজন পাপ পহরিগণ
কুঞ্জ-গমন করু বাধে ॥
মাধব কত পরবোধব রাই।
কনয় পুতলি তনু ঝামরি ভেলি জনু
প্রেম-ধূম অবগাই ॥ ধ্রু ॥
বিগলিত কবরি সম্বরি নহি বান্ধই
ধরণি লোটায়ই রোই।
পরবশ দেহ লেহ-রস-লালসে
জীবন সোপল তোই ॥
লাখ আশোয়াস লখই নহি পারিয়ে
বহুত কি নহ নিশোয়াস।
তুহারি নাম-গুণ শুনি তনু পুলকই
কি কহব গোবিন্দ দাস ॥

৮৮—পদরসসার

শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

(২৯)

ধানশী।

মন্দির তেজি কানন মাহ পৈঠলু
কানু-বচন প্রতিআশে।
অভরণ বসন যে অঙ্গে চড়াওলু
তাম্বুল কপূর-সুবাসে ॥
সজনী সো মঝু বিপরিত ভেল।
কানু রহল দূরে অনরথ আসি দ্বারে
মনমথ দরশন দেল ॥ ধ্রু ॥
ফুলশরে জরজর সকল কলেবর
কাতর মহি গড়ি যায়।
পরভৃত-বোলে ডোলে সব অন্তর
উঠি বসি রজনি পোহায় ॥
শীতল চন্দ গরল সম লাগয়ে
মলয়জ-পবন হুতাশ।
লোচন-নীর থীর নহি বান্ধই
কান্দই গোবিন্দ দাস ॥

৮৯—পদরসসার

[খণ্ডিতা]

(৩০)

বিভাষ।

রজনি-প্রভাতে উঠিয়া নাগর
তেজল নাগরী-পাশ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন যুগল
মুখে মৃদু মৃদু হাস ॥
কপাল উপরে সিন্দুরের বিন্দু
অধরে কাজর দেখি।
হিয়ার মাঝারে অলক তিলক
নখ-চিহ্ন তাহে সাখী ॥
হিয়ায় ঢুলিছে বিনা-সূত মালা
যুবতি দিয়াছে সাধে।
এ সব ভূষণ অঙ্গেতে করিয়া
ভেটিতে চলিছে রাধে ॥
দেখিতে দেখিতে বিনোদ নাগর
মিলল রাইর পাশ।
দেখিয়া জ্বলিছে পরাণ পুড়িছে
কহয়ে গোবিন্দ দাস ॥

৯০—পদরসসার

* ইহা পদকল্পতরুর 'হরিণ-নয়নি তেজি নিজ মন্দির' ইত্যাদি ৩১৯ সংখ্যক পদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ।

শ্রীরাধার উক্তি :—

(৩১)

ভূপালী।

প্রতি-অঙ্গে রতি চিহ্ন আঁখি ঢুলু ঢুল।
খসিল কেশ-বেশ মালতি বকুল॥
চল চল মাধব তোহে পরণাম।
গোঙাই সকল নিশি আয়লি বিহান॥ধ্রু॥
হাম রহল জাগি নিশি একসরিয়া।
চাতুরি না কর চল শঠবরিয়া॥
চল চল মাধব চল পুনবার।
দগধ শরীর দগধ কত আর॥
চল চল মাধব চল নিজ বাস।
অতয়ে নিবেদল গোবিন্দ দাস॥

৯১—পদরসসার

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

(৩২)

ভূপালী।

(রসময়ি) না কর পরের বোলে
ইহা পরতিত।
না হয় করহ শাস্তি যে হয় উচিত॥
অন্তর আসিব বলি শুনি ব্রজরাজ।
রোখে রাখল মুঝে মন্দির মাঝ॥
আমার দ্বিগুণ দুখ তোমার লাগিয়া।
অতয়ে অরুণ আঁখি রজনি জাগিয়া॥
না জানিয়া না শুনিয়া বোল পরিবাদ।
আপনার মনে জানি নাহি অপরাধ॥
শপথি করিয়া বলি কর অবধান।
সপনে হ তোমা বিনে নাহি জানি আন॥
নয়ন অরুণ কোপে কাঁপে থর-তনু।
কুটিল ভুরুর ভয়ে ভাঁজে ফুল-ধনু॥
মিনতি করিয়া বলি বিনোদিনীর পায়।
অনুগত জনে উপেখিতে না যুয়ায়॥
সমুখ সহিতে নারি বিমুখ তোমার।
হাসিয়া সম্ভাষ গোবিন্দ দাসে আর॥

৯২—পদরসসার

(৩৩)

তুড়ী।

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আস।
এমতি নিলাজ হাসি সেই খানে হাস॥
বিজহ বিজহ বন্ধু আইলা কোন কাজে।
সেই সে রমণী ধনি তোমাকে সে সাজে॥
মল্লিকা মালতি যূথি নাগেশ্বর গাঁথি।
আসিবা আসিবা বলি পোহাইলুঁ রাতি॥
রজনি বঞ্চিয়া আইলা জ্বালাইতে আগুন।
বিহানে আইলা পোড়া-ঘায়ে দিতে লুন।
যাহাঁ বসি আছ তাহাঁ তুলি ফেলি মাটি।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া-ঝাটি॥
যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সুখ।
তাহার লাবণ্য-জলে ধোও গিয়া মুখ॥
হেট-মাথে রহে নাগর নয়নে বহে লোর।
গোবিন্দদাস কহে কি কহব ওর॥

৯৩—পদরসসার

(৩৪)

ভূপালী।

তেড়ছ-নয়নে ধনি হেরই বাঁমে।
তহি নহি দেখল নাগর শ্যামে॥
চমকি উঠই তব চৌদিশে হেরি।
সখি-গণ-আড়ে নেহারত গোরি॥
যব নহি দেখল নাগর কান।
দুরহি দূরে গেও রোখ সঞে মান॥
তবহি করই ধনি কত অনুবন্ধ।
হিয় পর জাগল সো মুখ-চন্দ॥

সখিরে পুছই তব কাঁহা মঝু নাহ।
কহইতে বাঢ়য়ে বিরহক দাহ॥
গোবিন্দদাস কহ কৈছন মান।
অবিচারে কাহে উপেখলি কান॥

৯৪—পদরসসার

[কলহান্তরিতা]

(৩৫)

ধানশী।

সজল নয়নে রজনি জাগি।
সেবলুঁ চরণ হৃদয়ে লাগি॥
দারুণ মদন দুখ সে দেল।
মুরছি চেতন-রতন নেল॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ সে জান।
যৈছন সেবলুঁ নাগর কান॥ ধ্রু॥
খলক বচন-রচন চাই।
নিঠুর হৃদয় ভৈগেলুঁ তাই॥
তুহুঁ সে যতেক কহলি হীতে।
অহিত-অহিত কয়লি চীতে॥
অতয়ে সে ধিক জিবন মানি।
বিজনে আওলু মরণ জানি॥
কাম-সায়রে মরব হামে।
বেকত-বেকত জপত নামে॥
যৈছন পাওব সে পদ রাতা।
তৈছন যতনে সেবব ধাতা॥
ঐছন পুরব মন-উলাস।
শুনি বিলপই গোবিন্দ দাস॥

৯৫—পদরসসার ও সা প ২০১ পুথি

সখীর উক্তি :—

(৩৬)

ধানশী।

যব তোহে যতনে কহলুঁ বেরি বেরি।
রোখে রাতুল দিঠি রহু মুখে হেরি॥
পায়লি সরবস তুহুঁ করি মান।
বিনি দোখে উপেখলি নাগর কান॥
অমিয়-বিরিখ তুহুঁ না চিনলি রাই।
পরিহরি পিয়ুষ পিয়লি বিখ তাই॥
বিহি চির-পুণ্যে পরশ আনি দেল।
হেলে রতন-মণি চরণহি ঠেল॥
দোসরি কহলিহ করকশ ভাষ।
কৈছে মিলায়ব গোবিন্দ দাস॥

৮৬—পদরসসার

(৩৭)

সুহই

সুন্দরি ঐছে বিদগধ মন লেই।
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
সখিগণে অপযশ দেই॥ ধ্রু॥
সহচরি মেলি চরণ ধরি সাধলুঁ
রহলি যৌবন-মদে মাতি।
কুটিল নেহারি গারি মুখে দেয়লি
পুন দগধলি নিজ সাথি॥
হম তুয়া লাগি আগি যদি পৈঠব
তবহু নহব অব হীতে।
হৃদয় বিদারি তোহে দরশায়ব
তবহু নহব পরতীতে॥
অলখিতে উপেখলি রসবতি আপন
সহচরি-বচন উপেখি।
গোবিন্দদাস কহ নিজ নীকটে রহ
রাখব অনুজন দেখি॥

৯৭—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে অভিসার]

(৩৮)

কামোদ।

অন্তরে উথলল প্রেম-তরঙ্গ।
গোই রোই চলু দোতিক সঙ্গ॥

অগুসরি ধরতহি দোতিক পাণি।
মঝু লাগি যতনে কহবি দউ বাণি॥
ধনি যদি রোখে সহবি নিজ গায়।
ইথে লাগি তুহারি ধরত হম পায়॥
এত কহি নাহ দোতি দুহুঁ মেল।
কুঞ্জ-নিয়ড়ে আসি উপনিত ভেল॥
নাগর অঙ্গ-গন্ধ ধনি তহি পাই।
তৃষিত চাতকি জনু চৌদিগে চাই॥
তৈখনে সমুখে আয়ল বর কান।
নাহ হেরি ধনি বাঢ়ল মান॥
গোবিন্দদাস কহ কি কহব হাম।
আপনে ভাঙ্গহ মানিনি-মান॥

৯৮—পদরসসার

[মান-শিক্ষা]

সখীর উক্তি :—

(৩৯)

সুহই।

তুর সঞে নয়নে নয়নে জনি হেরবি
নিয়ড়ে রহবি শির নাই
পরশিতে তরসি করহি কর বারবি
যতনে রোখ নিরমাই॥
সুন্দরি অতয়ে শিখাওলু তোয়।
বিনহি মান-ধনে কিয়ে বহু বল্লভ
কবহুঁ আপন-বশ হোয়॥ধ্রু॥
পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহু হাস।
কহইতে মিনতি শুনই নহি শুনবি
কহবি আনহি আন ভাষ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠি-পঙ্কজে
পুজবি সো মুখ-চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ যাক ধৈরজ রহ
তাক সে এত পরবন্ধ॥

৯৯—পদরত্নাকর

শ্রীরাধার প্রত্যুক্তি :—

(৪০)

সুহই।

বারত নয়ন লোরে পরিপূরিত
তৈখনে সো মুখ চাহ।
দেয়ত ঘুঁঘুট পলটি পুন আওত
মান কৈছে নিরবাহ *॥
সজনী হরি সঞে সো করু মান।
যে গুণবতি ধনি ধৈরজ-কাঞ্চনে
বান্ধল হৃদয়-পষাণ॥ধ্রু॥
গুণি গুণি দোখ রোখ যব মানিয়ে
তৈখনে উপজয়ে হাস।
কহইতে কঠিন বচন যব সাঁচিয়ে
নিকসয়ে মধুরিম ভাষ॥
চলইতে অনত চরণ ফিরি আওত
বিছুরত মনে রহু জাগি।
নিন্দহুঁ সপনে আন নহি হেরিয়ে
গোবিন্দদাস কহ ভাগি॥

১০০—গো-প ক পুঁথি ও পদরত্নাকর

[মান]

(৪১)

সুহই।

উপেখল রাই জানি বর-নাগর
মান-দুখে করল পয়াণ।
ছিয়ে ছিয়ে নিলজ পরাণ নহি রাখব
মনহি করল অনুমান॥

* 'বারত' ইত্যাদি—নিবারিলে নয়ন অশ্রুজলে পূর্ণ হয়,—তখনই (শ্রীকৃষ্ণের) সেই মুখের পানে চাহে; ঘোমটা (টানিয়া) দিলে পুনরায় (নয়নাশ্রু) ফিরিয়া আসে—(এ অবস্থায়) মান কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে?

হেনই সময়ে সব সহচরি-মণ্ডলি
ধাই আয়ল তুহু পাশ।
রহ রহ কাহে বিমুখ ভই যায়ব
হম সব পুরায়ব আশ॥
শুন শুন ব্রজ-যুবরাজ।
তুহুঁ লম্পটপন কবহুঁ ন ছোড়বি
দগধবি রমণি-সমাজ॥
তুহারি চরণ ধরি সাধলুঁ কত বেরি
বৈরিক সঙ্গ তুহুঁ ছোড়।
চন্দ্রাবলি-মুখ-সুধা পয়ে মাতলি
বচন না শুনলি মোর॥
উৎকট শপথি করহ সখি-মণ্ডলি
পুন হেন না করবি আর।
রাই হমারি তুহে অনুকুল হোয়ব
এ থির বচন কহি সার॥
পুন যাই পদ তল ধরি কত সাধহ
হম সব কহব বুঝাই।
তৈখনে দন্দক বন্ধ সব মীটব
গোবিন্দদাস রস গাই॥
১০১—বাঁকুড়ার হস্তলিখিত পুথি

(৪২)

ধানশী

নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই
তবহুঁ সদয় নহ রাই
আকুল চিত-মন ছল ছল লোচন
কাতরে সখি-মুখ চাই॥
ললিতা ললিত-বচনে কত বোলই
শুন বৃখভানু কুঙারি।
কোন পরাণে তুহুঁ নাহ উপেখলি
কারণ বুঝই ন পারি॥
বিশথা কহত নহত ইহ সমুচিত
সো বহু-বল্লভ কান।
ফিরি সব যায়ব খোঁজি ন পায়ব
দগধবি হমার পরাণ॥
তুঙ্গ ভঙ্গি করি কহতহি বেরি বেরি
হম সব নহি তুয়া কাজে।
হীত কহিতে যদি অনহিত মানসি
ঘরে বসি করহ বিরাজে॥
চিত্রা চতুরি মধুর করি বোলই
মানে রহলি তুহুঁ মাতি।
তোহারি নাহ চরণে পড়ি কান্দই
হেরইতে বিদরয়ে ছাতি॥
সুদেবি সমুখে আসি বলে মোরা
তুয়া দাসি
শুন রাই কর অবধান।
খেম অপরাধ পাদ ধরি সাধহ
তেজ ধনি দারুণ মান॥
সবহু সখী মিলি করই পুটাঞ্জলি
কর পদ ধরি কত সাধে।
সখি-গণ লাখ বচন তহি বোলই
তবহু না মানই রাধে॥
মন-অনুরাগে ভরল বর-নাগর
রোই রোই চলি যাই।
আকুল নাগর অন্তর গরগর
গোবিন্দদাস রস গাই॥
১০২—বাঁকুড়ার হস্ত লিখিত পুথি

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দূতীর উক্তি :—

(৪৩)

বালা ধানশী

সজল পঙ্কজ-দল পদুমিনি আলী।
পরশিতে তরসি চমকে বনমালী॥

সো তনু ছটফটি হেরি হিয়-সাধে।
লেপইতে চন্দনে লাখ হয়ে বাধে॥
শুন শুন সুন্দরি পড়লিহু চরণে।
না জানি কি হয়ে তুয়া বিরহক বেদনে॥
তিলে কত মুরছি পড়য়ে পহু ভোর।
অনুখণ গলয়ে নয়নে বহু লোর॥
ফুকরি ফুকরি ঘন রোয়ই শ্যাম।
ঘরঘর শবদে লেই তুয়া নাম॥
তাহে বেঢ়ি রোয়ই প্রিয় সখি-গণ।
বুঝি আওলুঁ হম তুহারি সদন॥
তুহুঁ মানিনি অতি করসি উদাস।
কিয়ে সমুঝায়ব গোবিন্দদাস॥

১০৩—পদরত্নাকর

(৪৪)

ধানশী।

দূতিক বাণি শুনি ধনি উলসিত
ডুবই মদন-তরঙ্গে।
মুচুকাই হাসি কহই তহি গদগদ
"তুহুঁ সব জানসি রঙ্গে॥
সো বর-নাগর শ্যাম।
বিদগধ রসিক-শিরোমণি-মুকুটহি
ঐছন নহ তছু কাম॥ধ্রু॥
ভেটবি শ্যাম-ধাম রণ-পণ্ডিত
তুহে কি শিখাওব নীতে।
রতি-বিপরীত-রীত যদি দেখবি
সমুঝবি আপন চীতে॥"
"চল চল দূতি আগে তুহুঁ অনুসর
কুঞ্জহি কানুক পাশ।"
করই শিঙ্গার চলহ বর নাগরি
ভণতহিঁ গোবিন্দদাস॥

১০৪—পদরত্নাকর

(৪৫)

ধানশী।

যব ধনি কানু কয়ল তহি কোর।
নব মেঘ দেখি জনু চাতক জোর॥
রসবতি রসিক শিরোমণি রায়।
মনরথ-সিধি বিধি পূরল তায়॥
নাগর-চিতে পুন আরতি বিলাস।
অনুমতি-অন্তরে ধনি মৃদু হাস॥
লীলা-লাবণি আনন্দ-দান।
রসিক-শিরোমণি আনন্দ-সিনান॥
দুহুঁ রসে ভুলল দুহুঁ করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি আনন্দে ভোর॥

১০৫—পদরত্নাকর

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তিঃ—

(৪৬)

ধানশী।

মাধব এক নিবেদন তোয়।
মান-বিরহ-জরে তুহে অতি দগধল
মাফ করব সব মোয়॥ধ্রু॥
তুহু যদি লাখ গোপি সঙ্গে বিহরসি
পায়সি বহুত আনন্দ।
সো মুঝে কোটি কোটি সুখ-সম্পদ
তিল-আধ না ভাবিয়ে মন্দ॥
অকপটে এক বাত মুঝে কহবি তু
না করবি চীতক ভীত।
চন্দ্রাবলি তুহে কওহু সমাদরে
কৈছন প্রেম পিরীত॥
সো যদি তুহারি গীম প্রেম ভুজ দেই
বান্ধি রাখত পুন গেহ।
গোবিন্দদাস কহে তাকর পদ-তলে
দাসি করই মুঝে লেহ॥

১০৬—বাঁকুড়ায় হস্তলিখিত পুথি

[অনুরাগ]

(৪৭)

সুহই।

যে দিগে পসারি আঁখি দেখি শ্যামময়।
কুলবতী-বরত ধৈরজ নাহি রয়॥
কত না যতনে যদি মুদি দুটি আঁখি।
নবীন ত্রিভঙ্গ-রূপ হিয়া মাঝে দেখি।
কি হৈল অন্তরে সই কি হৈল অন্তরে।
আজি হৈতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে॥
নিরবধি শ্যাম নাম জপিছে রসনা।
এতদিনে অযতনে পূরিল বাসনা॥
প্রাণের অধিক কান জানিনু নিশ্চয়।
গোবিন্দ দাসেতে কয় দড়াইলে হয়॥

১০৭ —পদরসসার

[রসোদ্গার]

(৪৮)

কালি যে পেখলুঁ কালিম-সাজ।
গুরুজন-আগে সখীগণ মাঝ॥
এ সখি হেরি রহল মোহে ধন্দ।
সো শামরি কিয়ে শামর-চন্দ॥ ধ্রু॥
কোন কলাবতি শামর কাঁতি।
মিলল রাই সঞে করি কত ভাঁতি॥
অরুণ পটাম্বরে ঝাঁপলি অঙ্গ।
বুঝই না পারিয়ে বচন-বিভঙ্গ॥
কাজর-উজর দিঠি অতি বঙ্ক।
শ্রুতি অবতংসয়ে রুচির তাটঙ্ক॥
সুন্দর সিন্দুর সিথহি উজোর।
হেরইতে চীত চোরায়লি মোর॥
গোবিন্দ দাস কহই সতি গোরি।
চাঁদ-সুধা বিনু ভুলে কি চকোরি॥

১০৮—গো-প ক পুথি

[অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা নায়িকা]

(৪৯)

বিভাষ। *

এ ধনি জনি কহ কানুক সন্দেশ।
বেকত তুহারি মুখ কহই সবহুঁ দুখ
কী ফল বচন বিশেষ॥ ধ্রু॥
সো ষটপদ সম সবহুঁ কুসুমে রম
হম তাহে এহেন গঙারি।
জানি তিহ্নিক সুধি আরতি পঠাওলুঁ
তো হেন প্রাণ-পিয়ারি॥
এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংশল
লোরে কাজর ঝরি গেল।
জানলু পন্থ- ছরম জলে ধোয়ল
অলক তিলক দুরে গেল॥
নীপ-নিকুঞ্জ কণ্টক হিয়ে লাগল
ঝামর ভেলহি জোতি।
গোবিন্দ দাস ভণ আন করিতে আন
বিহি সঞে কিয়ে নহি হোতি॥

১০৯—গো-প ক পুথি ও পদরত্নাকর

[দান-লীলা]

শ্রীরাধার উক্তি :—

(৫০)

ভাটিয়ারি।

গোঠে গেল বিনোদিয়া সকালে গোধন লৈয়া
দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিসান।
গুরুজনা আঙ্গিনাতে না পারিলাম বাহাইতে
না হেরিলাম সে চান্দ-বয়ান॥
কোন পথে গেল শ্যাম-রায়।
যে মোর করিছে প্রাণ মন করে উচাটন
চান্দ মুখ দেখিলে জুড়ায়॥ ধ্রু॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগান্তে সমাগতা দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি।

যশোমতী নন্দ ঘোষ তাহারে কি দিব দোষ
গোকুলে গোধন হৈল কাল।
আমা সভার প্রাণ-ধন গোকুল-জীবন-ধন
গোঠে গেল মদন-গোপাল॥
চল যাই সেই পথে পসরা করিয়া মাথে
যেখানে আছয়ে শ্যাম-রায়।
আহা মরি ননি জিনি সুকোমল তনুখানি
গোবিন্দ দাস বলিহারি যায়॥

১১০—বাঁকুড়ার হস্তলিখিত পুথি

(৫১)

সুহই।

হোর কি দেখি গো বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে॥
শ্যাম চান্দের উপরে ধবল চান্দের কলা
তাহার উপরে শোভে তিমিরের মালা॥
তাহার উপরে কিবা ইন্দ্র-ধনু সাজে।
এমন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে॥
ইন্দ্র-ধনু জিনিয়া সে ভুরু ধনু-ছনা।
গোবিন্দ দাসের মন করে ছটপটা॥

১১১—বাঁকুড়ার হস্তলিখিত পুথি

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার উক্তি প্রত্যুক্তিঃ—

(৫২)

সুহই।

"বিনোদিনী না কর চাতুরীপনা।
ছাড়িয়া আমারে ভিয়ার মাঝারে
লইয়া যাইছ সোনা॥ ধ্রু॥
নিবেদন করি শুন লো সুন্দরি
সহজে তোমরা ধনি।
দধি দুগ্ধ দেখি দান বিলাইয়া
তবে সে মহিমা জানি॥"
"গোয়ালা-ধরম রাখিতে গোধন
ফিরহ গহন বনে।
পথে লাগি পায়্যা পর নারী লয়্যা
সাধ করিয়াছ মনে॥"
নাগর-নাগরী রসের চাতুরী
শুনি সখীগণ হাসে।
অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে
কহয়ে গোবিন্দ দাসে॥

১১২—পদরসসার

[নৌকা-বিলাস]

(৫৩)

ধানশী।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে কত খেলত
খেলত নটবর রাজ।
ভোর মনোরঙ্গে চলল বিপিন-পথে
ছোড়ি শিশু-সঙ্গহি মাঝ॥
চতুর-শিরোমণি কান।
হেরি যমুনা-জল মনসিজ মাতল
পূরল মুরলি-নিসান॥
সুন্দর তরণি খানি প্রবাল মুকুতা-মণি
মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি।
সারি সারি যোড়ে গুড়া রতন-কাঞ্চনে মোড়া
কেরয়ালে বাজত কিঙ্কিণি॥
তপন-তনয়া তীরে তরণী লইয়া ফিরে
বিদগধ নাগর-রাজ।
গোবিন্দ দাস কহে নৌকায় বসি রহে
কেরয়ালের ঘুঙ্গুর বাজ॥

১১৩—বাঁকুড়ার হস্তলিখিত পুথি

[রাস-লীলা]

(৫৪)

ধানশী।

কি যে শুনি সুধাময় মুরলীর রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ-অভরণ।
কেহ পরে নিজ আধ নয়নে অঞ্জন॥
স্তন্দন ছড়িয়া কেহ কাননেতে ধায়।
পয়-পানে শিশু ছাড়ি সেহ গোপী যায়॥

এক গোপীরে পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেহি রামা॥
গোবিন্দ দাস কহে কি দিব উপমা॥

১১৪—পদরসসার

[রসালস]

(৫৫)

বিভাষ।

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।
পাখীগণে কহে সম্বোধিয়া॥
হের দেখ নিশি বহি গেল।
দশ দিশ অরুণিত ভেল॥
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাইছে শ্রীরাধা-শ্যামেরে॥
বৃন্দা দেবীর আদেশ পাইয়া।
রাই-শ্যামে কহে সম্বোধিয়া॥
ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন॥
সুবদনি কর অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান॥
জাগো জাগো যুগল-কিশোর।
অরুণ কিরণ হেরি ঘোর॥
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।
আর তো রহিতে না যুয়ায়॥
সখীগণ শুনি চমকিত।
গোবিন্দদাস-চিত ভীত॥

১১৫—পদরসসার

(৫৬)

বিভাষ।

জাগি শ্যাম-কোরে বৈঠলি নারি।
ঘুম-আবেশে কভু চমকি উঠয়ে ধনি
পুন ঘুমত পুন সারি॥ ধ্রু॥

চান্দ মলিন মুখ- চান্দ নেহারই
ঘামে মুদিত দেখি আঁখি।
বিপুল পয়োধর হেরি কমলবর
বিকসল নিজ নিজ সাখি॥
জনু অলি কঞ্জে দৈবে নিশি বঞ্চল
চঞ্চল গমনক সাধে॥
উঠত চাহি হেরি পুন মুখ-শশি
কিরণহি নিরগম বাধে॥ *
অঙ্গ মোড়ি কভু জিম্ভত সুন্দরি
চুটকত অঙ্গ-বিভোরি।
গোবিন্দদাস দাস তহি কহতহি
করহি নিবারত গোরি॥

১১৬—পদরত্নাকর

[জল-কেলি]

(৫৭)

ধানশী।

সখিগণ মেলি যে করল পয়াণ।
কৌতুকে কেলি-কুণ্ডে অবগান॥
জল মাহ পৈঠল সখিগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমব করল জল-কেলি॥
বিথুরল কুন্তল জরজর অঙ্গ।
গাহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখিগণ বেঢ়ল নাগর-চন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ॥

১১৭—পদরত্নাকর

(৫৮)

ধানশী।

কেলি-অবশেষে ও বর-নাহ।
সখি সঙ্গে কেলি-কুণ্ডে অবগাহ॥

---

* 'জনু' ইত্যাদি—(ঘুমে মুদ্রিত চক্ষুর আঘূর্ণিত তারা দেখিয়া বোধ হইতেছে ; যেন পদ্মের মাঝে ভ্রমর দৈবাৎ (আবদ্ধ হইয়া) রাত্রি যাপন করিল—(এখন) গমনের আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে (কিন্তু) (নায়িকার) মুখ-চন্দ্র কিরণদ্বারা (পদ্মকে মুদ্রিত রাখিয়া) তাহার নির্গমের বাধা দিতেছে।

তাহাঁ বিরচল অপরূপ জল-কেলি।
সখিগণ সঙ্গে নাগরি একু-মেলি ॥ধ্রু॥
দৌরথে যৈছে যুঝত দউ বীর।
তৈছন সিঞ্চত দুহুঁক শরীর ॥
গোবিন্দদাস পহু কুণ্ডক ঠাহ।
অবসরে রাই কর জল-অতিবাহ ॥

১১৮—পদরত্নাকর

[পাশক-ক্রীড়া]

(৫৯)

কামোদ মল্লার।

ভানু-নন্দিনি নন্দ-নন্দন
রতন-মন্দির মাহ রে।
কেলি-কুণ্ডক তীর শোভিত
কলপতরু-দ্রুম-ছাহ রে ॥
নীপ তরুবর পল্লব কুল-ভরে
পরশি রহু সব নীর রে।
ফুল্ল মালতি- কমল-মাধুরি
বহই মন্দ সমীর রে ॥
গায়ত অলি-কুল সারি শুক পিক
সতত নাচত মোর রে।
রাই কানু দুহুঁ দ্যূত খেলত
হার রাখত হোর রে ॥ধ্রু॥
চৌদিগে বেঢ়ল সবহুঁ সখিগণ
বসন ভূষণ সাজ রে।
যৈছে জলধরে উদিত সুধাকর
শোভিত উডুগণ মাঝ রে।
রাই যব ধরি জিতল নাগর
পঞ্চদশ ডাকে দান রে।
কতহুঁ রতি-পতি উদিত তৈ গেল
হেরি আকুল কান রে ॥
শ্যাম চঞ্চল চুম্ব করইতে
করহি বারত গোরি রে।
রোখে লোচন- কমল কানু-মন-
ভৃঙ্গ কয়লহি চোরি রে ॥
রাই জীতল হঠহি মাধব
ধয়ল রাইক হার রে।
রোখে ধনি পুন হার ধরইতে
টুটল দুহুঁ কর মাল রে ॥
মদন-কলহে দুহুঁক ভঙ্গিম
হেরি সখিগণ হাস রে।
পুনহি খেলহ মাল ধরি কহ
গাওত গোবিন্দদাস রে ॥

১১৯—পদরত্নাকর

[উত্তর-গোষ্ঠ]

(৬০)

গৌরী।

গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে।
যৈছন কমল নেহারয়ে দিনকর
ঐছন ব্রজ বধু রঙ্গে ॥ধ্রু॥
বেলি-অবসান হেরি যদু-নন্দন
বেণু পুরিতে ধেনু ফীরে।
গহন-গুহা গিরি কাননে যত ধেনু
মীলল যামুন-তীরে ॥
চুয়া চন্দন গন্ধ-চতুঃসম
হেম-কলস দুহু পাশে।
ধুপ দীপ সখি মঙ্গল গাওত
শ্যাম-দরশ-রস-আশে ॥
বনমালি-গলে বন-মাল বিরাজিত
তাহে নব ধাতু প্রকাশ।
কুঞ্চিত অলক ভাল পরি মীলিত
বলিহারি গোবিন্দদাস ॥

১২০—পদরত্নাকর

[মাথুর-বিরহ]

(৬১)

বরাড়ী।

হরি নাকি যাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুল-বাস জীবনে কি আর আশ
বধ-ভাগী হইল অক্রূর ॥ধ্রু॥

ছাড়িব গোকুল-চন্দ পরাণে মরিব নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দেবে অনুমান করি সবে
সভার আগে মরিবেক রাধা ॥
আর না শুনিব বেণু আর না দেখিব কানু
আর না করিব নাসবেশ।
এমন বেথিত থাকে কানুবে বুঝায়্যা রাখে
বিধি বিনে নাহি উপদেশ ॥
মথুরা নাগরী যত তারা কৈল পরব্রত
বরজ-রমণী যে অনাথ।
গোবিন্দদাস কহ হৃদয়ে এ দুখ সহ
অবশ্য মিলিবে প্রাণ নাথ ॥
১২১—পদরসসার

(৬২)

সুহই

সজনী মধুপুর চলব মুরারি।
এ হেন ধরম পিরার কোন শিখায়ল
তেজিতে অবলা ব্রজ নারি ॥ধ্রু॥
তখন আপন করি এবে ছোড়ি যায়ব
এতেক করব জানি কান।
রসে গরগর তনু কৈছনে যায়ব
মদন পংরি সমাধান ॥
এ মহা বন্ধন কৈছনে কাটব
চলইতে নাহিক বাট।
মহি শীকলি তাহে প্রেম কুলুপ গো
লাগি বৈছে পিরিতি-কপাট ॥
কলি-মন-মোহন জননি সহোদর
তাকর সবহু বিছুর।
এতহি কহিতে যব রজনি পোহায়ব
গোবিন্দদাস কহ ক্ষ র ॥
১১২—পদরসসার

(৬৩)

বরাড়ী।

কতহু যতন করি প্রেম বঢ়াইলুঁ
প্রেম-পরশমণি কান।
সো গুণ-নিধি পহু আনহি দেশে রহু
অব নহি যাত পরাণ ॥
সজনী হরি কিয়ে দারুণ ভেল।
ধাতা কুটিল ঐছে সুখ-সম্পদে
বিপদ-লাখ করি দেল ॥ধ্রু॥
হেরইতে নিমিখ বৈরি করি মানিয়ে
কোরে বিচ্ছেদ করু ভোরে।
লহু লহু বচনে মান করি সাধই
সো অব বিছুরল মোরে ॥
সোঙরিতে যাকর ঐছে পিরিতি-রস
কঠিন খীণ মঝু দেহা।
সো সুপুরুখ-বর কৈছে দূর ভেল
গুণি গুণি সো সব লেহা ॥
তাকর পাশে হমারি ইহ দুরদশা
বৈছে না হোয়ে পরকাস।
শুনইতে কান প্রাণ জনি তেজয়ে
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥
১ ৩—পদরসসার ও পদরত্নাকর।

(৬৪)

ধানশী।

কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল।
ধাই যে সহচরি কোর পর নেল ॥
থরতর বহতহি চাহা হুতাশ।
কোই নলিন-দলে করত বতাস।
ঘন ঘন কাঁপই খীণ নিশাস।
সখিগণ অন্তরে পায়ল তরাস ॥
রাই-জিয়াইতে করু আশোয়াস।
শ্যাম বুঝাইতে চলু গোবিন্দ দাস ॥
১২৪—পদরসসার।

(৬৫)

ধানশী।

ধনি কেনে মুদল নয়ান।
দশনহি দশন লাগি অচেতন
মুরছিত হরল গেয়ান॥ ধ্রু॥
সরস সুন্দর বদন মণ্ডল
হেরি ঝিরি ঘন রোয়।
কণ্ঠ ঘর ঘর বসনা জর জর
নিরব ভেলহি সোয়॥
হেরি বিধু-মুখ নয়ন-নীমিখ
পলকে ভেল বিভঙ্গ।
জিবন সংশয় রাই-কিসলয়
কালিম-বরণ শ্রী-অঙ্গ॥
ললিতা আদি সখি নিঝুরে ঝোরয়ে
আর কি জীবন সাধা।
কি সুখ কারণ এ তনু ধারণ
প্রাণ ছোড়বি রাধা॥
হেরি বিপরিত ললিতা শুনায়ত
শ্যাম-নাম বিজ মন্ত্র।
শ্রবণ-যুগ ভেদি হৃদয়ে পৈঠল
চেতন রাধিকা-অন্ত॥
কাহাঁ গুণধাম শ্যাম মধু প্রাণ
অচিরে মিলে মঝু পাশ।
রাধা-বল্লভ আনিতে দুল্লর্ভ
সাজল গোবিন্দ দাস॥

১২৫—পদরসসার।

(৬৬)

ধানশী।

তৈখনে সাজল সখি দুই-চারি।
তুরিতহি ভেটল রসিক মুরারি॥
দুহুঁকে পুছঙ্ক ব্রজ-কুশল কি বাত।
কৈছন নন্দ যশোমতি মাত॥
কৈছনে কাননে চরতহি ধেনু
কৈছনে সখাগণ পুরতহি বেণু॥
কৈছনে আছয়ে ব্রজ-কুল-নারি।
কৈছনে আছয়ে কিশরি কুমারি॥
কৈছনে যমুনা উথলই নীর।
কৈছনে সারি শুক বোলতহি ধীর॥
এহ সব পুছইতে গদগদ ভাষ।
মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দ দাস॥

১২৬—পদরসসার

(৬৭)

ধানশী।

শুন মাধব, তুহুঁ সে রহলি মধু-পুর।
ব্রজ-কুল আকুল দো-কুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর॥
যশমতি নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সঘনে উঠিতে নাহি পারে।
সখাগণ ধেনু- বেণু নাহি পুরত
বিছুরল নগর বজারে॥
কুসুম তেজি অলি ভূতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক মউরি না নাচত
কোকিল না করু তহি গান॥
বিরহিনি-বিরহ যে কি কহব মাধব
দশ দিশে বিরহ-হুতাশ।
সোই যমুনা-জল অনল-অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

১২৭—পদরসসার।

[স্বপ্ন-সম্মিলন]

শ্রীরাধার উক্তি :—

(৬৮)

ধানশী।

সজনী আজু নিজ মন্দির মাঝ
শূতি সপনে হরি উর পর পেখলুঁ
শ্যাম সুনাগর-রাজ॥ ধ্রু॥

পর-পরিহাস হাস-অবলোকনে
ঘন পরিরম্ভণ দেল।
হাম অভাগিনি জাগি মুখ হেরইতে
পুন দরশন নাহি ভেল॥
উঠি চমকিত তহিঁ চৌদিশে হেরলুঁ
পড়লহু মনমথ-ফান্দে।
কনক-কলস দউ কুচ-যুগ হেরলুঁ
না হেরলু সো মুখ চান্দে॥

এতহু লাজ-কাজ অব বৈভব
আন ঘরে কভু পাছে হোই।
মদন-দহন-শরে অন্তর দগধই
জিবইতে না জিয়াই কোই॥
গোবিন্দ দাস কহ মৌনে ধনি অব রহ
আনে কিছু না করিহ ভান।
আজু অনঙ্গ-ডরে তুয়া নিজ মন্দিরে
স্বরূপে মীলব কান॥

১২৮—পদরসসার।

জ্ঞানদাস

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব রাগ]

(১)

ভাটিয়ারী।

কুঞ্চিত অলক-উপরে অলি-মণ্ডল
মল্লিকা-মালতি-মালে।
চূড়া চিকণ চারু শিখি-চন্দ্রক
শোভিত আধ-কপালে॥
সজনী বড়ই কঠিন বর-কান।
কুটিল কটাখে লাখ লাখ কুলবতি
তেজল কুল-অভিমান॥ ধ্রু॥
মরকত-মঞ্জু-মুকুর মুখ মণ্ডল
কাম-কমান ভুরু-ভঙ্গী।
চন্দন তিলক ভাল-পর রাজিত
যাহে দেখি চান্দ কলঙ্কী॥

পীত-পতনি মণি-ভূখণ ঝলমলি
উরে দোলত বন-মাল।
জ্ঞানদাস কহে ও রূপ পেখলু
বিজুরী তরুণ তমাল॥

১২৯—পদরসসার।

(২)

সিন্ধুড়া।

শারদ-অমল-ইন্দু মুখ সুন্দর
তনু ঘন শ্যামর-কাঁতি।
নয়ন কমল অলি ভুরু যুগ ভঙ্গিম
লাগি রহল মধু-মাতি॥
সজনী হেরলু নাগর নন্দ-কিশোর।
ভঙ্গিম অলসে অলপ অবলোকন
তরুণী-চিত ভেল ভোর॥ধ্রু॥

চন্দ্রক-চারু চূড়ে বনি বন-মাল

মণ্ডিত মধুকর পাঁতি।

চন্দন-চাঁদ অলক আধ ঝাঁপল

হেরি নব-ইন্দুক ভাঁতি॥

হিয়ে মণি-হার শ্রবণে মণি-কুণ্ডল

সহজই সুমুরতি সেহ।

জ্ঞানদাস কহ ও রূপ হেরইতে

কো ধনি ধরু নিজ দেহ॥

১৩০—পদরসসার

(৩)

সিন্ধুড়া।

শিরে শিখি পঙ্খা সঙ্গে নব মালতি

মধুকর তহি কত রঙ্গে।

মনমথ মাথ হাথ দেই কান্দই

হেরইতে ত্রাণু বিভঙ্গে।

সজনী অপরূপ নিরমিল ধাতা।

বয়স কিশোর ওর নহি লাবণি

দরশে পরশ-সুখ-দাতা * ॥ ধ্রু

কেশ-বিনাস সরস মধুর ধ্বনি

কত আদর দিঠি বঙ্কে।

চন্দন-চন্দ কলা-কুল-কৌশল

তেঁ নহ শশি নিকলঙ্কে॥

শ্রুতি মণি কুণ্ডল-কিরণ মনোহর

মণি-ভূষণ প্রতি-অঙ্গে।

জ্ঞানদাস কহ কৈছে ধরব দেহ

হেরইতে তরুণ বিভঙ্গে॥

১৩১—পদরসসার

(৪)

সিন্ধুড়া।

বরিহা-গুঞ্জা- মালতি-রঞ্জিত

কুন্তল-বন্ধ সুভাঁতি।

মৃগমদ-বিরচিত তিলক বিরাজিত

কাজরে উজর কাঁতি॥

দেখ সখি সুন্দর শ্যাম ত্রিভঙ্গ।

মধুর অধর পর মুরলী-বর ধর

রাধা-রতি-রস-রঙ্গ॥ ধ্রু॥

মলয়জ কুঙ্কুম অঙ্গ বিলেপন

মণিময় হার সুকণ্ঠ।

রস-ভরে অরুণ দৃগঞ্চল মন্থর

কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড॥

পীতাম্বর-ধর কটি পর কিঙ্কিণি

উরে দোলত বন-মাল।

রহতহি সঘন নীপ অবলম্বন

জ্ঞানদাস-মন চির-কাল॥

১৩২—পদরসসার

(৫)

গৌরী।

অতি সুমধুর মধুর ঠাম

কুটিল কেশ কুন্তল-দাম

মউর-পঙ্খ শোহনি।

ভাল-উপরে চঁদন-বিন্দু

অমল শরদ-পুণিম-ইন্দু

ভুবন-মরম-মোহনি॥

আজু পেখলুঁ তরণি-তীর

মদন-মোহন গতি-সুধীর

মুরলি-গীত কে ধরু চীত

আনন্দে উলটি বহত নীর॥ ধ্রু॥

---

* 'দরশে' ইত্যাদি—(এমন রূপ-লাবণ্য যে) দর্শনেই অঙ্গ-স্পর্শের সুখ প্রদান করে। তুলনা করুন,—

"অপরশে দেই পরশ-সুখ সম্পদ

শ্যামর সহজ সভাবে।"

জ্ঞানদাস; ৭ সং পদ।

কম্বু-কণ্ঠে কনক-মাল
গজ-মোতিম গাঁথি প্রবাল
বিবিধ রতন সাজনি।
প্রাত-কমল নয়ন-জোর
মাঝে মধুপ রহ অগোর
রমণি-রমণ চাহনি ॥
উচ উর পর কুসুম দাম
রূপ নিরুপম পুঞ্জল কাম
কটি পিত-পট কাছনি।
ভুবন-বিচিত্র এ অঙ্গ-ঠাম
বিধিক অবধি ও নিরমাণ
জ্ঞানদাস যাও নীছনি ॥

১৩৩—পদরসসার

(৬)

ধানশী।

নীলমণি-অঁকুর-মকুর নব আভা।
তাহে কি বলিব শ্যাম-শশি-মুখের শোভা ॥
চান্দ হেন বলি যদি বলিতে লাজাই।
উহ কলঙ্কিত ইথে কলঙ্ক না পাই ॥
অতি অপরূপ কালিন্দী-নীপ-তলে।
হিয়ায় হিলোলে নব রঙ্গ-ফুল মালে ॥ধ্রু॥
চূড়ায়ে বরিহা নব-মল্লিকা বকুলে।
গাঁথিয়া ভাঁতিয়া তথি মুকুতার মালে ॥
অলি মধু পীয়ে বসিয়া থরে থরে।
আজু পুণ্যে পরাণ লইয়া আইলুঁ ঘরে ॥
অঙ্গের তরঙ্গে রঙ্গে কত কত কাম।
আঁখির পলকে থাকি অনেক সন্ধান ॥
রূপের অবধি বৈদগধী অপরূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ ॥

১৩৪—পদরসসার

(৭)

গৌরী।

রূপ দেখি আঁখি নাহি নেউটই
মন অনুগত নিজ-লাভে।
অপরশে দেই পরশ সুখ-সম্পদ
শ্যামর সহজ সভাবে + ॥
সখি হে মুরতি পিরিতি-সুখ-দাতা।
প্রতি অঙ্গ অখিল- অনঙ্গ-সুখ সায়র
নায়র নিরমিল ধাতা ॥ধ্রু॥
লীলা লাবণি অবনি অলঙ্কৃত
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে কত কুল কামিনি
শুতল মন-নিজ-শয়নে ॥
অলখিতে অন্তরে অন্তর অপহরু
বিছুরণ না হয়ে সপনে।
জ্ঞানদাস কহে তব কৈছন হয়ে
তনু-তনু যব হব মিলনে ॥

১৩৫—পদরসসার

(৮)

সিন্দুড়া।

কুন্দে কুন্দিল দেহ বিদগধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণ-নিধি ॥
চূড়ায়ে চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা ॥
সখি কি আর কি আর অনুবাদে।
মো পুনি পড়িয়া গেলুঁ ও নয়ন-ফাঁদে ॥ধ্রু॥
আবেশে অবশ গা চলে যা না চলে।
পাষাণ মিলায়্যা যায় ও মধুর বোলে ॥

+ 'অপরশে' ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক (আনন্দ-জনক) স্বভাব দ্বারা অস্পর্শেও (অর্থাৎ দর্শন মাত্রেই) স্পর্শের বিপুল আনন্দ প্রদান করেন। তুলনা করুন,—
'দরশে পরশ-সুখ-দাতা'
জ্ঞানদাস ;—১৩১ সং পদ

নীল-মণি হেন গা মুকুতা গাঁথনি।
আই আই মরি যাও রূপের নিছনি ॥
কালা-পাটে গলে কালা-কাঁঠিতে প্রবাল।
তমাল-শ্যামল ঘুতে নব-গুঞ্জা-মাল ॥
নাসা-মূলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃষভানু-সুতা ॥

১৩৬—সা-প ২০১ সং পুথি

(৯)

বসন্ত।

প্রতি-অঙ্গে মণি মুকুতা খিচনি
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরছা পায় ॥
সজনি ল সই না জানি কি হৈল
আধ-নয়নে চাঞা।
প্রিয়-সখী-বোল চিত উতরোল
দেখিলুঁ আপনা খাঞা ॥
হিয়ার ভিতরে টানিয়া টানিয়া
কাতারে পরাণ কাটে।
* * * *
* * * ॥
চন্দন-তিলক আধ ঝাপিয়া
বিনোদ চুড়াটি বান্ধে।
জ্ঞানদাস কহে ভালই সে তারে
সদাই পরাণ কান্দে ॥

১৩৭—সা-প ২০১ সং পুথি

(১০)

তুড়ী।

একে কালা-বরণ চিকণ তাহে লেপিয়া
মলয়জ মৃগমদ কুঙ্কুমে।
অঙ্গের সৌরভে কত মধুকর উড়ে তায়
লাজিয়াছে কাঞ্চন নিক্রমে ॥
দেখিলুঁ দেখিলুঁ সই যত মনে অনুভই
কহিতে কহিল নয় বোলে।
প্রতি-অঙ্গ রসময় পিরিতির আলয়
ভালে তাহে জগ-জন ভোলে ॥ ধ্রু ॥
একে সে রসিক-রাজ আরে অভরণ সাজ
কুন্তলে কুসুম কত পাঁতিয়া।
আবেশে অবশ-গায় চলে আধ আধ পায়
থেণে রহে অতি রসে মাতিয়া ॥
পিয়ার আরতি যত অপাঙ্গে ইঙ্গিতে কত
কেমন কেমন উঠে চিতে।
আরে সে লাবণ্য-লীলা বাতাসে দরবে শিলা
জ্ঞানদাস কহয়ে পিরিতে ॥

১৩৮—সা-প ২০১ সং পুথি

(১১)

তুড়ী।

অভিনব কিশোর বয়স রস আন।
আন বেশ ধরু আন বনান ॥
নয়নক অঞ্চলে আন সন্ধান।
সব-বৈদগধী-গুর সমান ॥
বিহি বড় সুচতুর ঐছন রঙ্গ।
সোঁপলুঁ নিজ তনু সাখি অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
সুচতুর শ্যাম বচন রুচি আন।
চমকহি চমকয়ে কত ফুল-বাণ ॥
চল চল যৌবন চলনিহু আন।
আন ত্রিভঙ্গিম রহনিহু আন ॥
সুঠাম গীমকি ভঙ্গিম আন।
সুমধুর মুরলিক তান সুতান ॥
হেরইতে লোচনে হরল গেয়ান।
জ্ঞানদাস-মনে রহল ধেয়ান ॥

১৩৯—সা-প ২০১ সং পুথি

(১২)

সিন্দুড়া।

বেশ বনাওনি কেশের সাজনি
কিবা সে তিলক দেল।
নয়ন-কোণের বাণ বরিখণে
অঙ্গ জরজর ভেল॥
সই বড় বিনোদিয়া সে।
অধর-মিলনিয়া মন্দ হাসি খানি
মরমে লাগিয়াছে॥ ধ্রু॥
রসের ভরে না ধরে অঙ্গ
চলিতে না চলে পা।
শিরিষ-কুসুম- অধিক কোমল
কানড়-কুসুম গা
ও রূপ-লাবণ্যে কে ধরে পরাণ
ও না মনোহর ছান্দে।
জ্ঞানদাস কহে বিনি পরিচয়ে
দেখিয়া কেবা না কান্দে॥

১৪০—সা-প ২০১ সং পুথি

(১৩)

সিন্ধুড়া।

লোচন-অঞ্চলে চিত চোরালি
রূপে চোরায়ল আঁখি।
যৌবন-তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল
পরাণ রহিল সাখি॥
সই কি না সে নাগর কালা।
মরম জানিল ধরম কহিল
জাতি কুল শীল গেলা॥ ধ্রু॥
চলিতে চাহনি গিম-দোলায়নি
হাসনি ভাষণি লীলা।
ও অঙ্গ-পরশে পবন করি সে
পরশে পরশ-শিলা *॥

* 'ও অঙ্গ' ইত্যাদি—পবন (শ্রীকৃষ্ণের) সেই (পরমানন্দ-জনক) অঙ্গ স্পর্শ করিয়া (যেন) পরশ-পাথর স্পর্শ করে অর্থাৎ পরশ-পাথরের স্পর্শে যেরূপ লোহাও সোনা হয় সেইরূপ সাধারণ পবনও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-স্পর্শে কি এক অনির্বচনীয় মহিমা ধারণ করে।

একে সে আকার রসের বিহার
আরে অভরণ সাজে।
জ্ঞানদাস কহে ও রূপ দেখিলে
কে ধরে কাল-বিয়াজে॥

১৪১—সা-প ২০১ সং পুথি

(১৪)

শ্রীরাগ।

একে সে মুরতি তার পিরিতি-রসের সার
আঁখি-আড়ে চায় বা না চায়।
মধুর মুরলী-স্বরে তরুণী-পরাণ হরে
না চাহিলে যৌবন যাচায়॥
কালিন্দী-কূলে তরু-মূলে উড়ে পাত বাস।
কাল-পারা তারে বলি গোয়াল-কুলের কালি
আজু দেখি লাগিল তরাস॥ধ্রু॥
ভালে সে কুটিল কেশ মল্লিকা-মালতী-বেশ
মধুকরী সঙ্গে মধুকর।
চন্দনের বিন্দু তাতে উপমা করিতে চিতে
হারাইলুঁ যত বুদ্ধি-বল॥
হিয়ায় হিলোলে কত নব-চম্পক-মাল
আর কহিতে নাহি জানি।
জ্ঞানদাস কহে যেহ বোল সেহ হয়ে
ভালে ঝুরে রাধা ঠাকুরাণী॥

১৪২—সা-প ২০১ সং পুথি

(১৫)

সুহই।

সহজহি রূপ কলা-গুণে আগর
নাগর বিদগধ-রাজে
হেরইতে লোর- ঘোর দিঠি পেখলুঁ
শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সখি হে কি মোহে মোহন কেল।
শ্যামর-বরণ তনু কিশোর কুসুম-ধনু
অলখিতে অন্তরে গেল॥ধ্রু॥

কিয়ে মুখ-চন্দ্র কলা-রস-লহরী
লাবণি কে বহু ওরে।
লীলা-জলধি মাঝে মন ডুবল
তনু মন নহ পুন জোরে ॥
গুরুজন-গৌরব লাজ না রহ চিত
চিন্তা না করব আনে।
জ্ঞানদাস কহে কুল-শীল না রহে
ঐছন বুঝি পরিণামে ॥

১৪৩—সা-প ২০১ সং পুথি

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি :—

(১৬)

সুহই।

চলইতে থকিত চকিত রহু কান।
হাসি নেহারল তুহারি বয়ান ॥
চৌদিগে হেরি কহল কিছু থোর ॥
ধরণি না সম্বরে ও রস-ওর ॥
এ সখি এ সখি নিবেদলু তোর।
অকপটে কহবি না বঞ্চবি মোর ॥ধ্রু॥
তুহুঁ বর-নারি চতুর বর-নাহ।
অনুভবে জানি আছয়ে নিরবাহ ॥
তুয়া সঞে পিরিতি কি রস আন ঠাম।
কো ধনি গুণতে পূজয়ে নিতি কাম ॥
শ্রবণে নয়নে ধনি রহল সমাধি।
ধক ধক অন্তরে উপজে বিয়াধি ॥
এত জানি যব হয়ে পরসাদ।
জ্ঞানদাস কহ নহ পরমাদ ॥

১৪৪—সা-প ২০১ সং পুথি

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

(১৭)

ধানশী।

সরস সিনান সমাপই সুন্দরি
মন্দিরে চলু সখি সাথ।
নিরজন জানি কানু তহিঁ উপনিত
সহচর সুবল সাঙ্গাত ॥
দেখ রি মোহন গোকুল-চন্দ।
রাধা রসবতি রসিক-শিরোমণি
নব পরিচয় অনুবন্ধ ॥ ধ্রু ॥
সহচরি-পাশে হাসি হরি পুছত
স্বরূপে কহবি বর-রামা।
রমণি-সমাজে গজ-বর-গামিনি
এ ধনি কে অনুপামা ॥ ধ্রু ॥
সরস সম্বাদ সম্বাদই সহচরি
কনয় দাম রুচি গোরি।
মাঝহিঁ মাঝ বিরাজই ও ধনি
বৃষভানু রাজ-কিশোরি ॥
শুনইতে নাম প্রেমে পরিপূরল
মাধব অমিয়া-সিনান।
জ্ঞানদাস কহে আর কিয়ে বিছুরয়ে
নিশি-দিশি ধবল ধেয়ান।

১৪৫—সা-প ২০১ সং পুথি

(১৮)

ধানশী।

খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরি মাঝ ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হসত ন হসত মুখ মুচুকাই ॥
এ সখি এ সখি দেখলুঁ নারি।
হেরইতে হরখ রহল যুগ চারি ॥ ধ্রু ॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয় উভারি ॥
মনমথ-মন্ত্রি অগোরল বাট।
থকিতে চকিতে পড়ু কত রস-নাট ॥
কিয়ে ধনি ধাতা নিরমিল তাই।
জগ মাহ উপমা কবহুঁ ন পাই ॥
পরথে পুছলুঁ হম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান ॥

১৪৬—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার আপ্ত-দূতী]

(১৯)

কামোদ।

নিজ ঘর মাঝহি বৈঠলি সুন্দরি
দিনকর তুফরক ঠানে।
যব হম পুছলুঁ পিরিতি সম্ভাষণ
প্রেম-জলে ভরল নয়ানে॥
মাধব বড় অনুরাগিণি রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
ন মানই গুরুজন-বাধা॥ ধ্রু॥
ভাবে ভরল তনু পুলকহিঁ কম্পিত
পুন পুন শামরি গোরি।
পুন পুছইতে পুন দীগ নেহারত
ভূমে শুতল কত বেরি॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়ল
কোরে ধয়ল তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমুঝহ
কো ইহ করবহিঁ আনে॥

১৪৭—পদরত্নাকর

[সখী-শিক্ষা]

(২০)

সুহই।

পহিলহিঁ দরশনে সোঁপবি সেবা।
পুছইতে কুশল উতর নহি দেবা॥
শুন শুন সজনী তু বড়ি সিয়ানি।
কহবি ন কহবি রাধব নিজ মানি॥
সহজই সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝই করবি চতুরাই॥
যব চিতে বুঝবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে কহবি হৃদয়ে জনি লাগ॥
জানিয়ে তুহু বড় বিদগধ নারি।
সঙ্কেত জানায়বি আঁখর চারি *॥
সো দিন অবধি রহব পতিআশে।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয় পিয়াসে॥

১৪৮—সা-প ২০১ সং পুঁথি

[শ্রীরাধার কুঞ্জে অভিসার]

(২১)

মল্লার।

কমল-বয়নি কুসুম-কাঁতি।
মুকুতা-নিকর দশন-পাঁতি॥
নাসা তিল-মৃদু-কুসুম তূল।
কাজরে মাজল দিঠি-দুকূল॥
চঞ্চলি হরিণ-নয়নি রাই।
ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥
অরুণ-অধরে হসন-ইন্দু।
চিবুকে মধুর শামর-বিন্দু॥
উচ কুচ যুগ কনয়-গিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিক-ছিরি॥
পবন-তরল বসন মেলি।
দামিনি বেঢ়লি চাঁদনি বেলি॥
বিদ্রুম-সারি রসময় সাজ।
রবি সিনায়ত তটিনি মাঝ॥
বোম লতাবলি ভুজগি ভান।
নাভি-সরবরে করু পয়াণ॥
কেশরি-সোসরি মাঝরি অঙ্গ।
ত্রিবলি যৌবন-জল তরঙ্গ॥
মদন-বিমান-চাক নিতম্ব।
উলট-কদলি উরু-আরম্ভ॥
বেণিয়ে বান্ধল বেনন জাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥

* "সঙ্কেত" ইত্যাদি—চারিটি অক্ষর অর্থাৎ "বৃন্দাবন" সঙ্কেত স্থান—ইহা সঙ্কেতে অর্থাৎ চারিটি আঙ্গুল দেখাইয়া জানাইবে। এ স্থলে 'সঙ্কেত' শব্দটি দ্ব্যর্থক।

কটির উপরে কিঙ্কিণি-নাদ।
রতন-মঞ্জির করু বিবাদ ॥
চরণ-কমল-শীতল-ছায়।
জ্ঞানদাস-মন জুড়ায় তায় ॥

১৪৯—পদরত্নাকর

(২২)

কল্যাণ।

বনি আই বৃষভানু-তনি।
চরণ-কমল চন্দ অরুণ বিরাজিত
মঞ্জির রঞ্জিত মধুর-ধনি ॥
বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণি
সাজনি শ্যাম-দরশ-রস-লোভে।
কোই রবাব মুরজ সর-মণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাথপর শোভে ॥
গতি অতি মন্থর নব-যৌবন-ভর
অসিত-বসন মণি-কিঙ্কিণি বোল।
গজ-অরি-মাঝরি উপরে কনয়-গিরি
বীচহি সুরধনি মুকুতা হিলোল ॥
রবি-মণ্ডল হরি কুণ্ডল ঝলমলি
সুন্দর সিন্দুর ভালি রে ভালে।
জ্ঞানদাস কহ মাতল অলিকুল
বেঢ়ল কবরিক মালতি মালে ॥

১৫০—সা-প ২০১ সং পুথি

[সংক্ষিপ্ত সংম্ভোগ—নবোঢ়া]

(২৩)

ধানশী।

ছুতিয়াক চান্দ সবহুঁ নতি কেরই
পুণিম-সময়ে পরভাব।
ঐছন প্রেম-রস ক বুঝি পরশ কত
পর এ কত এ সুখ পাব ॥
এ হরি এ হরি কি বলিয়ে পারি।
তুহুঁ মত-কুঞ্জর কমলিনি নারি ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি রাতি শীতে যদি অতিশয়
বরিখয়ে লাখ তুষার।
তাপে উতাপিত তিরপিত নহে খিতি
যব নহে জলধর-ধার ॥
কনক-শিলিপ জনু শারি শরণ বিনু (?)
ঐছন রসবতি-লেহ।
জ্ঞানদাস কহ বুঝই ন বুঝহ
এ মোহে বড়ই সন্দেহ ॥

১৫১—সা-প ২০১ সং পুথি

(২৪)

ধানশী।

যব কানু নিকটে যাই কিছু বোলি।
লাজে কমল-মুখি রহু মুখ মোড়ি ॥
আরতি নাহ বিনয় বেরি বেরি।
ধনি মুখ-চাঁদে আধ আঁচল দেলি ॥
রাধা কানুক পহিল আলাপ।
মনমথ মাঝে মন্ত্র করু জাপ ॥ ধ্রু ॥
বাহু পসারল গোকুল-নাহ।
আছইতে আশ ন করে নিরবাহ ॥
ভুখিল মনোরথ ন পুরয়ে আশ।
চান্দ-কলা নহে তিমির বিনাশ ॥
পরশিতে চিবুক নয়ন ভেল রঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে উলসিত অঙ্গ ॥

১৫২—সা-প ২০১ সং পুথি

(২৫)

ভূপালী।

পহিলহিঁ হাথ কঠিন ধর লাওল
শুভদিন শুভ খণ চাই।
তাত-জনমে যত বুধি শুধি সব গেল
লাভকে মূল হারাই ॥
জানল পিরিতিক আঁখর তিন।
পঠইতে শুনইতে জনম অবধি যায়ে
না বুঝিয়ে রাতি কি দিন ॥ ধ্রু ॥

ধরম-করম সব দূরে তেয়াগলুঁ
উপজল পাপ-বিয়াধি।
জ্ঞানদাস কহ তবহুঁ সফল হয়ে
পাইলে শ্যাম গুণ-নিধি॥

১৫৩—সা-প ২০১ সং পুথি

(২৬)

শ্রীরাগ।

প্রেম পরাণ একু ঠামে।
কেহ না করে বোল কানুক বামে॥
নাহক অন্তর জানি।
অতয়ে করল অনুমানি॥
সজনী কে জানে উপায়ে।
পবশিলে পলটি ন যায়॥ ধ্রু॥
ঐছন দুহুঁক সুসঙ্গ।
(জনু) চাঁদ কয়ল মৃগ অঙ্ক।
অন্তরে জানিয়ে তিলেক।
ছায়া তনু জনু এক॥
পিরিতিক জীউ অধীন।
যৈছে জলে রহ মীন॥
জ্ঞানদাস রস-ভোগ।
মিলনহি যোগহি যোগ॥

১৫৪—সা-প ২০১ সং পুথি

(২৭)

ধানশী।

অনত যে মাধব অনত যে রাই।
ধনি-মুখ বঙ্কিম ওর ন পাই॥
ঐছে সময় হম মন্দিরে গেল।
হিয়ে জনু বাজল নিরদয় শেল॥
শুন শুন রে সখি কানুক চরীত।
শুনি অব তে নব ঐছে পিরীত (?)॥ ধ্রু॥
পিয়া অনুযোগল যৈছন আছ।
রাই পরবোধল উনহিক পাছ।
করযোড়ে হাসি বিনয় যব কান।
রাই নিশসি উঠে সজল-নয়ান॥
দুহুঁ-মন জানি সোঁপলুঁ দুহুঁ-হাতে।
দুরদিন কীয়ে ভেল পরভাতে॥
রোখল মনমথ তব দিন জানি।
জ্ঞানদাস কহ বুঝব সয়ানি॥

১৫৫—সা-প ২০১ সং পুথি

[অনুরাগ]

(২৮)

সুহই।

সই বল মোরে করিব কি।
পরাণ পিরিতির নিছনি দি॥
গুরু গরবিত যতেক গঞ্জে।
মণি জলে যেন তিমির-পুঞ্জে॥
কালার পিরিতে এ তনু বান্ধা।
টুটিলে না টুটে বিষম ধান্দা॥
যে কথা কহিলুঁ রাখিহ মনে।
যে জানে সে জানে না জানে আনে॥
আরো যত আছে মনের কথা।
কহিলে না ঘুচে চিতের বেথা॥
জ্ঞানদাস কহে কি ভেল ভান।
এ কালা শ্যাম ত্রিজগত-আন॥

১৫৬—সা-প ২০১ সং পুথি

(২৯)

শ্রীরাগ।

লোক-অনুরাগ ঘরের সোহাগ
পতির আরতি নাশি।
সজনি ল শ্যাম কি জানি করিলে
এ সব ঝগড় বাসি॥
প্রাণ-সই না জানি কি জানি হৈল।
রাতি দিন নাই সদাই ধেয়াই
মরমে সমাধি রৈল॥ ধ্রু॥

দেখিতে শুনিতে শ্রবণে নয়নে
আর না দেখি না শুনি।
এত পরমাদ নাহি অবসাদ
আন না জানে পরাণি ॥
সে রূপ সে গুণ সে মৃদু বচন
অমিয়া-নিঝর ঝরে।
জ্ঞানদাস বোলে মরমে লাগিলে
কে জানি রহিবে ঘরে ॥
১৫৭—সা-প ২০১ সং পুথি

(৩০)

সুহই।

পহিলহি প্রেমক সায়রে ডুবলু
অব বুঝলু পরিণামে।
মাণিক জানি পরশে চিত পরশল
অব বিঘটল কোন ঠামে ॥
সজনী তুহু জনি বিছুরসি মোয়।
নাহ-সুহাগে আছল জগ-বল্লভ
অব হেরি পুছই না কোই ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি অনুসর মালতি মধুকর
পুণ্যে পরশ কেহু পায়।
অহো নিরগুণি ধনি কুসুম-নাম ধরু
সে মোরি চরণে লুটায় ॥
সময় বসন্ত বদরি-তরু জীবই
ঐছন গতি মতি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ শুনইতে হিয়া দহ
কোন এতহু দুখ দেল ॥
১৫৮—সা-প ২০১ সং পুথি

(৩১)

যবহু আছল নব নেহা।
অভিন আছল দুহু দেহা ॥
অব ভেল প্রেম পুরাণে।
তিলে তুল না করে গেয়ানে
মনোরথ আছিল শেষ।
দরশন অবহু সন্দেশ ॥
(সজনি) অব কি কহব দুরদিনে।
অভিমানে না রহে পরাণে ॥
দুহু কুল দূরে নিবারি।
না বুঝলু পাছ বিচারি ॥
সুর-তরু-ফল ভেল আন।
হেম-মণি ধরু আন বান ॥
জ্ঞানদাস না বুঝল রীতি।
ভালজন ঐছন পিরীতি ॥
১৫৯—সা-প ২০১ সং পুথি

(৩২)

ধানশী।

হম কুলবতি কুল-কণ্টক ভেল।
কাতিক-রাতি দীপ জনু দেল * ॥
গুরু-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন-শোভা।
এক যে কয়ল কিছু নাহিক লোভা ॥
সজনী ঐছন হয়ে জনি কাহ।
সোই পুরুখ-মণি সব মুখে গাহিনি
অতয়ে সোঁপলু তনু তাহ ॥ ধ্রু ॥
মনহিক সাধ আধ নহি পূরল
ভুললহি পর-অনুরোধে।
পুণিমক চাঁদ আধ জনু উদয়ে
রাহু কয়ল উনমাদে ॥
রূপ দেখি গুণ শুনি এত যে জানি
কানু সঞে প্রেম বাঢ়াই।
জ্ঞানদাস কহ মরম না জানহ
কৈছনে প্রেম বাঢ়াই ॥
১৬০—সা প ২০১ সং পুথি

* 'কাতিক' ইত্যাদি—কার্ত্তিকের রাত্রে আকাশে প্রদীপ দিলে যেমন উহা বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আমিও সেইরূপ লোকের চক্ষে একটা দেখিবার জিনিস হইয়াছি।

(৩৩)

ধানশী।

অহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।
আপনা খাইয়া পিরিতি করিলুঁ
রহিতে নারিলুঁ ঘরে॥ ধ্রু॥
কাম-সাগরে কামনা করিয়া
সাধিব মনের সাধা।
আপনি হইব নন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব মথুরা-পুরে।
আমার বিচ্ছেদে তাপিনী হইয়া
রহিতে নারিবা ঘরে॥
নতুবা যাইব যমুনার জলে
বঞ্চিব কদম্ব-তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব
যখন যাইবা জলে॥
মুরছা হইয়া পড়িয়া রহিবা
সহজে কুলের বালা।
জ্ঞানদাস বোলে যে বোল সে হয়
পিরিতি বিষম জ্বালা॥

১৬১—সা-প ২০১ সং পুথি

(৩৪)

সিন্ধুড়া।

সজনী নিকরুণ হৃদয় তাহারি।
অব ঘর যাইতে ঠাম নহি পাইয়ে
পরিজন পাড়য়ে গারি॥ ধ্রু॥
কৌতুকে দুহুঁ কুল- কমল তেয়াগলুঁ
সো পদ-পঙ্কজ-আশে।
পাউথক মীন দীন যৈছে লাগল
না গুণল মরণ-তরাসে *॥

গগনক চান্দ পাণি তলে বারলুঁ
সাগরে নগর-বেভার।
অমিয়া ঘট ভরি হাথ পসারলুঁ
বাঢ়ল গরলক ধার॥
সুর তরু-তলে হম জনম গোঙায়ব
ঐছন চিতে ছিল ভান।
জ্ঞানদাস কহ সো দিন দূর গয়ো
কঠিন ভেল অব কান॥

১৬২—সা-প ২০১ সং পুথি

(৩৫)

সিন্ধুড়া।

তিলেকে তেয়াগিলুঁ পতি খুর-ধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরম-বিচার॥
অবলা অখল-জাতি ভুলে পর-বোলে।
রসের আবেশে দীপ নিভাইল সাঁঝ-বেলে॥
সজনী নিবেদিলুঁ তোরে।
কলঙ্ক রহিল মোর গোকুল-নগরে॥ ধ্রু॥
যে লোকের লাগি কৈলুঁ কুলের বঞ্চনা।
কত না সহিব আর গুরুর গঞ্জনা॥
যার লাগি তেজিলুঁ সকল গৃহ-সুখ।
না জানি কি জানি এবে সে জন বিমুখ॥
দুখের উপরে দুখ পরিজন-বোল।
সতীর সমাজে ডাঁড়াইতে হৈলুঁ চোর॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
সুখ-পরাভব দুখ সহনে না যায়॥

১৬৩—সা-প ২০১ সং পুথি

(৩৬)

সুহই।

তুমি কিনা জান সই যত পরমাদ।
কি ঘরে বাহিরে লোকে বলে পরিবাদ॥
তভু সে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি দিল কি বুদ্ধি বা করি॥

* 'পাউথক' ইত্যাদি—বর্ষার নূতন জলের মাছ যেমন নেই উজাইতে আরম্ভ করিল—মরণের ভয় করিল না।

কি খেণে দেখিলুঁ সই বিদগধ-রায়।
পাষাণের রেখ যেন মিটিলে না যায়॥
গুরুজন যত বোলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কিনা হয় একুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোকে করে উপহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ॥
পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরিতি বুকে রহিছে তেমনি॥
সোঙরিতে সব গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভাবে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াস্ত না পায়॥

১৬৪—পদরত্নাকর

(৩৭)

ভাটিয়ারী।

একে পাসরিতে নারি বন্ধুব পিরিতি।
কি ঘর বাহিরে লোকে বলে দিবা-রাতি॥
অন্তরে বাহিরে চিতে অবিরত জাগে।
না জানি কি জানি তাহে এত অনুরাগে॥
বড় পরমাদ সই বড় পরমাদ।
শয়নে সপনে মনে নাহি অবসাদ॥ ধ্রু
দেখিলে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কবে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে কাণে সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম-কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহ-কাজ করিতে সব আলুয়ায় দেহ।
জ্ঞানদাস কহে সে বিষম শ্যাম-লেহ॥

১৬৫—পদরত্নাকর।

(৩৮)

সুহই।

তুমি সব জান কানুব পিরিতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন
তাহারে সোঁপিয়াছি॥
সই কি আর কুল-বিচারে।
প্রাণ-বন্ধু বিনে তিলেক না জীব
কি মোর সোদর পরে॥ ধ্রু
সে রূপ সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিলুঁ হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে মন
তুলিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
আগুনি ভেজাই ঘরে॥

১৬৬—পদরত্নাকর

(৩৯)

তুড়ী।

কালার পিরিতি সই তোমারে সে বলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলি॥
কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরমের বেথা।
যত যত পিরিতি করয়ে পিয়া মোরে।
আঁখরেতে লিখা আছে হিয়ার মাঝারে॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে মুখে মুখে।
এ বড় বিষম শেল ফুটি আছে বুকে॥
মনের যে দুখ মোর মনেতে রহিল।
ফুটল শ্যামের শেল বাহির নহিল॥
নিচয় মরিব সখি তারে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া॥

১৬৭—পদরত্নাকর

[মান]

(৪০)

ভূপালী।

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি।
কহিতে আওলুঁ যে বিপরীতি॥

কত পরকারে মিনতি করি।
সদয় নহিল চলহ হরি ॥
তোমা আগে করি কহিয়ে যে।
আপন কাণেতে শুনিবে সে ॥
শুনিয়া গমন করল তাই।
জ্ঞান সঞে হরি মিলল রাই ॥

১৬৮—পদরত্নাকর

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

(৪১)

ধানশী।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয় ॥
তুহারি পিরিতি মোর জীবন হোয় ॥
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তথি লাগি কেলি-কদম্ব করি বাস ॥
রজনি দিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন ॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
সপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া ॥
তোমার অধর-রস-পানে মোর আশ।
কবজ লিখিয়া লহ মুঞি তুয়া দাস।
মনমথ-কোটি-মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জিয়াও * ॥

১৬৯—পদরত্নাকর

(৪২)

কল্যাণ।

ঢর ঢর কষিল-কাঞ্চন তনু গোরি।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন-হিলোরি ॥
বয়ন শরদ-সুধানিধি নিকলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক ॥
কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিব হেন উপমা তোমার ॥ধ্রু॥
কুটিল কবরী বেঢ়ি কুসুমক জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি পরমাদ ॥
নাসিকার আগে গজ-মুকুতা হিলোরে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান-কাজরে ॥
উন্নত উরজ কিবা কনক-মহেশ।
মুঠিতে ধারণ হয় তুয়া মাঝ-দেশ ॥
উলট-কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহু জিয়ে ঐ অবলম্ব ॥

১৭০—পদরত্নাকর

(৪৩)

বিভাষ।

কত না লাবণ্যে সাজাইয়া অঙ্গ
বিধি নিরমিল তোরে।
একটি বচন অমিয়া-সেচন
শুনিতে হৃদয় ভোলে ॥
(রাধে ল) নিজ-মরম তোহে কই।
তোমা বিনু আর কারো নই ॥ ধ্রু ॥
পরাণ-পুতলী রসের ওর।
ঘর-সরবস সম্পদ মোর ॥
কনক-কমল-কুসুম দেহ।
জীবনে জড়িত তোমার লেহ ॥
নিন্দে চিয়াইয়া চৌদিগে চাই।
লাবণি বয়ানে বলিয়ে রাই ॥
জ্ঞানদাস চিতে এ অনুমান।
রাধা কানু দোহে একু-পরাণ ॥

১৭১—সা-প ২০১ সং পুথি

(৪৪)

বিভাষ।

ভুবনে আছয়ে যত বৈদগধি-সারে।
উপরে কনয়া-কাঁতি অমিয়া অন্তরে ॥

---

* 'সরস' ইত্যাদি বাক্যের ব্যঞ্জনা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণ রাধার অনুরাগ-যুক্ত স্পর্শ অর্থাৎ আলিঙ্গনের ভিখারী—তিনি রস-হীন পরশ-পাথরও চাহেন না।

প্রতি-অঙ্গে পড়ে কত রসের হিলোলি।
পরশিতে চিতে করোঁ পায়ের অঙ্গুলি॥
সিথের সিন্দুর দেখি দিন-মণি ঝুরে।
এত রূপ-গুণ যার সে কেনে নিঠুরে॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কতয়ে বিনতি।
কানু কাতর রাই বান্ধহ পিরিতি॥

১৭২—সা প ২০১ সং পুথি

(৪৫)

কেদার।

নহির বিমুখ রাই নহির বিমুখ।
অনুগত-জনেরে না দিহ এত দুখ॥
তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরতিত চোর॥
প্রতি-অঙ্গে অনুখণ রঙ্গ-সুধানিধি।
না জানি কি লাগি পরসন্ন নহে বিধি॥
অলপ অধিক-সঙ্গে হয় বহু-মূল।
কাঞ্চন সঙ্গে কাচ মরকত-তুল॥
এত অনুনয় করি আমি নিজ-জনা।
দুরদিন হয় যদি চান্দে হরে কণা॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি॥
বিধি নিরমিল তোহে পিরিতি-পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন॥

১৭৩—সা-প ২০১ সং পুথি

(৪৬)

বিভাস।

রতন-মঞ্জরী কিবা কনক-পুতলি।
সাধে সুধার সাঁচে বিহি নিরমলি॥
তাহে ভূষণ কত রস পরসঙ্গ।
মানে মলিন দেখি মনমথ ভঙ্গ॥
গোরি নায়রি না পরিখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥ ধ্রু॥
যজ্ঞ দান জপ তপ সব তুমি মোর।
মোহন-মুরলী আর বয়ানের বোল *।
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
তোমার পরশে মোর চির-জীবী তনু।
অতি-অন্ধকারে যেন প্রকাশিত ভানু॥
তুমি দুখ তুমি সুখ তুমি গুণ রূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ॥

১৭৪—সা-প ২০১ সং পুথি

দূতীর উক্তি :—

(৪৭)

ধানশী।

বিরহে আকুল গোকুল-পতি আ
রতি-পতি বিপরিত চীতে।
তুয়া রসে বিলপই ধরণি আলিঙ্গই
রৌদ্রে বিকম্পিত শীতে॥
সখি হে ধনি তুয়া রসবতি-নাম।
অপন সুহাগ ভাগ করি মানসি
কানুক ইহ পরিণাম॥ ধ্রু॥
দিবসে অশেষ গতি বুঝই ন পারই
রজনি গোঙায়ই জাগি।
জীউ-অধিক যেহ পীত পটাম্বর
অব মনে মানয়ে আগি॥
তরু-তলে তরু-তলে ভ্রমই নিরন্তর
তুয়া পথ বিপথ নেহারি।
জ্ঞানদাস কহ অতয়ে নিবেদন
এ দুখ সহই না পারি॥

১৭৫—সা-প ২০১ সং পুথি

* 'মোহন' ইত্যাদি—তোমার মুখের কথা আমার মোহন-মুরলী অর্থাৎ মধুর মুরলী-ধ্বনির ন্যায় তোমার মুখের কথা আমার চিত্ত বিমোহিত করে।

(৪৮)

শ্রীরাগ।

তুয়া নাম জপইতে কনক-মাল কর
পীতাঞ্চল উবে লাই।
পুলক-বিভোর কোরে ধরি হেরইতে
পরবোধ তাহে না পাই।
সখি হে ভালে তুহুঁ রসবতি রাই।
তুয়া অনুরাগে পরাগে পূরিত-তনু
রহত তুহারি পথ চাই ॥ ধ্রু ॥
গোরোচন আনি পাণি- তলে মেটল
তুহারি মুরতি পুন রচই।
সমতি না পাই রাই বলি রোয়ত
নয়ন-লোরে তনু সিঁচই॥
উঠত উঠত খেণে কহই আন মনে
কে কহু সে সব রীত।
জ্ঞানদাস কহ বুঝিয়ে না পারয়ে
কৈছন তুহারি পিরীত ॥

১৭৬—সা-প ২০১ সং পুথি

(৪৯)

ধরাণী।

আঁচরে মুখ-শশি গোই ঘন রোয়সি
কহইতে কহন না সর।
সো গিরিবর-ধর অনত চলল যব
তছু মীলন বহু দূর ॥
সখি হে কো ঐছন মতি কেল।
সো কাতর অতি তাহে তুহু বিরকতি
অতয়ে বিমুখ ভই গেল ॥ ধ্রু ॥
নিজগণ-বচন শ্রবণে নহি শুনলি
না বুঝি কয়লি তুহুঁ রোখে।
সে সব বাকি সাথি মোহে মীলল
অতয়ে পাওসি এত দুখে ॥
সো বহু-বল্লভ জগজন-দুর্লভ
তেজলি নিজ মন-সাধে।
জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ
কাহে বাঢ়ায়সি খেদে ॥

১৭৭—পদরত্নাকর

[মানান্তে মিলন]

(৫০)

ভূপালী।

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদগদ বোল ॥
নয়নে বহয়ে ঘন আনন্দ-লোর।
পদ-আধ চলে রাই সখী করি কোর ॥
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে রাই রসের তরঙ্গ ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই।
প্রেম-ধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই ॥

১৭৮—পদরত্নাকর

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি :—

(৫১)

তিরোখিয়া ধানশী।

তুহারি রসিকপন বৈদগধি ভাষ।
যুবতি-নিকর মাহ ভেল পরকাশ ॥
মান দহনে ধনি দহে অবিরাম।
তাহে তেজি কৈছে আওলি তুহুঁ শ্যাম ॥
বিরহ-দহন যদি সহই না পারি।
অভিমানে প্রাণ তেজই বর-নারি ॥
ধিক ধিক মাধব তুহারি পিরীত।
তিরি বধ-পাতকে নাহি তুয়া ভীত ॥
জ্ঞানদাস কহে চল অবিলম্বে ॥
ধনি দেখবি যব না কর বিলম্বে ॥

১৭৯—পদরত্নাকর

শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জে মিলন :—

(৫২)

কেদার।

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত-নিকুঞ্জহি
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোর।
নয়ন-নয়ন বাণে আকুল দুহুঁ-তনু
ধনি লেই কোরে অগোর॥
দেখ সখি রাধা-মাধব-প্রেম।
অধরে অধর মেলি ঘন ঘন চুম্বই
যৈছন দারিদ-হেম॥ ধ্রু॥
কুচ কর-পরশনে আকুল মাধব
ভুজে ভুজে বন্ধন কেল।
থীর বিজুরি তনু জলদে ঝাঁপি রহু
ঐছন অপরূপ ভেল॥
নারি পুরুখ দুহু লখই না পারই
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দুহুঁ জন
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥

১৮০—পদরত্নাকর

বলরাম দাস

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(১)

রস-ভরে মন্থর লহু লহু চাহনি
কি দিঠি-ঢুলাওনি-ভাতি।
গরল মাখি হিয়ে শেল কি হানল
জরজর করু দিন-রাতি॥
সজনী ইথে লাগি কান্দয়ে পরাণ।
কত কত জনম- কলপ-ফলে মীলল
দিঠি ভরি না হেরলুঁ কান॥ ধ্রু॥
কত যে অমিয়া প্রতি- বচনে উগারই
কুলবতি-মোহন-মন্ত্র।
সো হিয় লাগি রজনি-দিন জারই
উহি উহি জিউ করু অন্ত॥
নিশি-দিশি সোঙরি সোঙরি চিত আকুল
ও গতি আধ-আধ পায়।
হঠ করি মরমে মরমে মঝু পৈঠল
কহ সখি কোন উপায়
কিবা দেই চন্দন- তিলক বনাওল
সো ভেল হৃদয়ক ফাঁদ।
বলরাম দাস কহ অব আব না বহ
কুলজা-কুল-মরিজাদ॥

১৮১—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার আপ্ত-দূতী]

(২)

গান্ধার।

অতি অগেয়ানী কুলের কামিনী
সহজে আকুল-হিয়া।
আঁখির ঠারে পাগল করিলে
কি জানি কি মন্ত্র দিয়া॥
শ্যাম বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
কুল বৌহাড়ীরে ঘর ছাড়াইলে
কি হবে তোমার লাভ॥ ধ্রু॥

কিসের রঙ্গে এত না ভঙ্গে
অঙ্গ দেখাইয়া হাঁট।
কথার ছলে ভিতরে পশিয়া
পাঁজরে পাঁজরে কাট॥
সদাই হাস লাজ না বাস
না বুঝি তোমার কাজ।
তব এই রীতে যত কুলবতীর
কুলেতে পাড়িলে বাজ॥
জাতিকুল শীল সব মজাইলে
মরুক কুলের নারী।
বলরাম বোলে দারুণ চিত
তভু পাসরিতে নারি॥

১৮২—সা প ২০১ সং পুথি

[শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতী]

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি :—

(৩)

ধানশী।

বিরহ-বেয়াধি- বেয়াকুল সো পহু
বরজল ধৈরজ লাজ।
বাসর যামিনি বিলপি গোঙায়ই
বসি বসি বিপিনক মাঝ॥
বিধুমুখি বেদন কি কহব আজ।
বিষম-বিশিখ-শর বরিখণে জরজর
বিকল বরজ-যুবরাজ॥ ধ্রু॥
বহু বৈদগধি বিবিধ-গুণ-চাতুরি
বিছুরল সবহুঁ মুরারি।
বরিখক ঠামে বোল তোহে পাবই
বাউর ভেল বন-মালি॥

বেশ-বিলাস বিশেখহি বিরচল
বিরমল ভোজন পান।
বোলইতে বদনে বচন নহি নিকসই
বলরাম কি কহব জান॥

১৮৩—সা প২০১ সং পুথি

(৪)

ধানশী।

চন্দন পরশি চমকি ঘন উঠই
চান্দক কিরণে উজোর।
চারি পহর নিশি বিলপি গোঙায়ই
বিরহক নাহিক ওর॥
চারু চিকণ ঘন তনু-রুচি জারল
চণ্ড বিরহে জনু আগি॥ ধ্রু॥ +
চামর-রুচির চিকুর গড়ি যাওত
চির-থণে না বহে বাণি।
চতুর-শিরোমণি চেতন তেজল
চীত-পুতলি সম মানি॥
চেতইতে তবহুঁ নয়ন উনমীলই
চম্পক দামক নামে।
চাহি চাপি হিয় পুনহি মুরছি রহু
চরণে কি কহু বলরামে॥

১৮৪—সা-প ২০১ সং পুথি

(৫)

ধানশী।

কমল-কুবলয় কুমুদ-কিসলয়
কতহুঁ শেজ রি লাগি।
কতহু বিধি করি করু কুসুম-তর
কুসুমে জারল আগি॥
কি কহু কামিনি কঠিন বেদন
কোন কহইতে পার।
কুলিশ তুয় নেহ কতহি তনু দহ
কানু কি জীবই আর॥

* 'বরিখক' ইত্যাদি—তোমাকে বলার জন্য কথা বৎসরের নিকট পাইতেছে অর্থাৎ দীর্ঘকালের চেষ্টায় তাহার মুখে সংবাদের কথা ফুটিতেছে। তুলনা করুন,—'চির-থণে না বহে বাণি' বলরাম দাস (৪) সং পদ।

+ ধুয়ার লুপ্ত চরণটি বোধ হয় এইরূপ ছিল যথা "সুন্দরি মাধব তোহে অনুরাগি।"

কত হি যুবতী কান্দ উনমতি
কোরে হরি করি নেল।
কেশ ন বান্ধই কাতর বিলপই
লোরে করদম কেল ॥
কোই করে ধরি কোই মুখ হেরি
কোই করু অশোয়াসে।
কাঁপ থরহরি নয়ন মুদি হরি
কি কহু বলরাম দাসে ॥

১৮৫—সা-প ২০১ সং পুথি

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি ঃ—

(৬)

ধানশী।

শশিমুখি হেরলু অপরূপ মেহ।*
শ্যামর সুন্দর রসময়-দেহ ॥
শুনি তছু কাহিনি করুণ নেহারি।
ঘন ঘন চমকি রহলি সিতকারি ॥
কি কহব মাধব তুয়া পুণ ভাগি।
জানলু রাই তোহে অনুরাগি ॥
পুন হাম কহলু তড়িত তহি হেরি।
পীতাম্বর জনু পহিরলি ঘেরি ॥
পুন ধনি ঝাঁপই পুলকিত গাত।
ছল বল লোরে রহলি নত-মাথ ॥
সলিল ধার জনু মোতিম পাঁতি।
শুনি ধনি দীঘ নিশসি তনু-ভাতি ॥
বলরাম মনহি বিচারণ কেল।
প্রেম-লখিমি-মুরতি মতি ভেল ॥

১৮৬—কীর্ত্তনানন্দ ও পদরত্নাকর

(৭)

বরাড়ী।

পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস।
পুন ধনি তেজলি দীঘ নিশাস ॥
ছলে হম কহল তুয়া পরসঙ্গ।
থোড়ি মোড়ি মুখ ঝাঁপলি অঙ্গ ॥
পরিখত যব হম মাগত মেলানি।†
গাঁথল হার উঘারল আনি ॥
নায়ক-নীলমণি লেই উঘারি।
শির পর থাপলি সো বর-নারি ॥
সো পুন হার তরল করি গাঁথ।
যতনহি পহিরলি লেই মঝু হাথ ॥
তরল নয়ানি রহলি শির নাই।
বলরাম কহ পহু কহত বুঝাই।

১৮৭—কীর্ত্তনানন্দ ও পদরত্নাকর

[শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জে মিলন]

(৮)

শ্রীরাগ।

দুহুঁ নব-যৌবন নব নব প্রেম।
সজল জলদ কানু রাই কাঁচা হেম ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দোহারি আনন্দ।
কানু মুখ পঙ্কজ রাই মুখ চন্দ ॥
কত রস আমোদে নব নব রঙ্গ।
চল চল লোচন পুলকল অঙ্গ ॥

---

* 'শশিমুখি' ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণের দূতী শ্রীরাধার নিকটে যাইয়া তাঁহার প্রেম-পরীক্ষার জন্যে কৌশলে শ্যামল-সুন্দর মেঘ,—উহার অঙ্গে পীতাম্বরের ন্যায় তড়িৎ ও মুক্তা-পাতির ন্যায় জল-ধারার বর্ণনা করায়, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হেতু শ্রীরাধা শীৎকার, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুরাগ-চিহ্ন প্রকাশ করায় দূতী সেই কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যক্ত করিতেছে।

† 'পরিখত' ইত্যাদি—(প্রেম) পরীক্ষা করিতে যখন আমি বিদায় চাহিতেছি, তখন শ্রীরাধা) গ্রথিত রত্ন হার আনিয়া খুলিয়া ফেলিল, (উহা হইতে) নায়ক অর্থাৎ হারের মধ্যমণি নীলমণিটি খুলিয়া লইল (এবং) সুন্দরী উহাকে মস্তকের উপর স্থাপিত করিল। (আমি শ্রীরাধার মনের ভাব বুঝিয়া) সেই (খোলা) হারটি পুনরায় একটু ফাঁক-ফাঁক করিয়া গাঁথিলাম ; (শ্রীরাধা) উহা আমার হাত হইতে লইয়া যত্নপূর্ব্বক পরিল। (রত্ন হার খুলিয়া ফেলিয়া উহার মধ্য-মণি নীল-রত্নটি গ্রহণ করিয়া শিরে ধারণ ও দূতীর বিলম্ব-সম্পাদন করায় শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সভক্তি প্রেম ও দূতীর নিকট কৃষ্ণের কাহিনী শুনিয়া অতৃপ্তি প্রকাশ পাইতেছে)।

মন্দ পবন বহে রসময় কুঞ্জ।
কুসুমিত কাননে মধুকর গুঞ্জ ॥
কত সুখ কেলি-কলপ-তরু-মূল।
রতন-সিংহাসনে কালিন্দি-কূল ॥
চৌদিগে রঙ্গিণি সঙ্গিনি ধায়।
বলরাম দাস হেরি আনন্দে গায় ॥

১৮৮—সা-প ২০১ সং পুথি

[রূপোল্লাস]

(৯)

ভাটিয়ারি।

মুখ দেখিতে বুক বিদরে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভাবিলে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
সই কি জানি কদম্ব তলে।
দেখিয়া ও রূপ কুলে তিলাঞ্জলি
যাইতে যমুনা-জলে ॥ ধ্রু ॥
বঙ্কিম নয়নে ভঙ্গিম চাহনি
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সই জানিলু নিশ্চয়
মজিল কুলের নারী ॥
চাচর চুলে ফুলের কাছনি
সাজনি মউর-পাখে।
বলরাম বলে কোন কামিনী
কুলের ধরম রাখে ॥

১৮৯—পদরসসার

[অনুরাগ]

(১০)

করুণা।

কিনা রূপ কিবা বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ-চিতে পাসরিতে নারি।
কিবা যশ অপযশ কিবা মোর গৃহ বাস
এক-তিল না দেখিলে মরি ॥
সই কত দিনে পুরিবেক সাধ।
সাধিমু সকল সিধি পরসন্ন হবে বিধি
তার সনে হবে পরিবাদ ॥ধ্রু॥
কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ান-কোণে চায়।
জাতি কুল জীবন এ রূপ যৌবন
নিছিয়া পেলিলুঁ তার পায়।
নিশি-দিশি অনুখণ অনিমিখ-নয়ন
থাকিলুঁ ও চাঁদ-মুখ চাঞা।
এই দড়াইলুঁ মনে প্রবেশ করিব বনে
কানু-গুন গলায় গাঁথিয়া ॥
এ কুল ওকুল খাঞা মুঞি গেলুঁ আপন নিঞা
মোরে কেনে করহ যতন।
বলরাম দাসে বলে ছাড়িব কাহার ডরে
সেই মোর পরাণের ধন ॥

১৯০—পদরত্নাকর

(১১)

করুণা।

সভে বলে সুজন-পিরিতি যেন হেম।
বিষম হইল মোরে কালিয়ার প্রেম ॥
এ ঘর-বসতি মোরে লাগে যেন শেলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলি ॥ধ্রু॥
যতেক পিরিতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে ॥
হাসিয়া পাঁজর-কাটা যে বল্যাছে বাণী।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুণের খনি ॥
নিরবধি বুকে থুঞা চাহি চোখে-চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে ॥
বলরাম দাস বলে না ভাব সুন্দরি।
শ্যামসুন্দরের প্রেম সুধার লহরী ॥

১৯১—পদরত্নাকর

[রসালস]

(১২)

রামকেলি।

চীর নিরখি চম- কই ঘন পুলকিত
কাজরে কাঁপই কান।
হেরইতে সিন্দুর লোরে সিনাওল
কি করব বেশ-বনান॥
সখি হে সো অব মঝু মন ঝুর।
নিরতহি গোরি নাহ ভেল ঐছন
না জানি কি হোত বিদুর॥ধ্রু॥
কাঁচলি-নামহি ধৈরজ তেজল
মনহি গহিন উনমাদ।
উচ-কুচ-কোরক পরশি বনাওত
কীয়ে করব পরমাদ॥
কিয়ে বিহি রাই- প্রেম দেই নিরমিল
রসময় নাগর কান।
কনক-মঞ্জরি রতি- মঞ্জরি রোয়ত
রোয়ব কব বলরাম॥

১৯২—পদরত্নাকর

[মাথুর-বিরহ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি :—

(১৩)

সিন্ধুড়া।

অসিত-পক্ষের শশী যেন দিনে দেখি।
শ্রাবণের ধারা যেন ঝরে দুই আঁখি॥
ধরণী শয়নে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
উঠিতে বসিতে নারে কাঁপে কলেবর॥
কোকিলের গান যেন কুলিশ সমান।
জৈমিনি জৈমিনি বলি মুন্দে দু নয়ান॥
ফুকরি কান্দিতে তার নাহিক শকতি।
তোমা বিনে জীবন-সংশয় রসবতী॥
বলরাম বলে যদি দেখিবে রাধারে।
অবিলম্বে আগুসার কর ব্রজ-পুরে॥

১৯৩—পদরত্নাকর

(১৪)

ধানশী।

কতহুঁ বেরি বেরি শেজ বিরচই
সরস-সরসিজ-পাঁতি
শিতল বীজনে সলিল সেচনে
কত না পোহায়ব রাতি॥
কতহুঁ চন্দন করব লেপন
তভু না জুড়ায়ই অঙ্গ।
উঠই পুন পুন তেজ দারুণ
হৃদয় মদন তরঙ্গ॥
শুন শুন নিদয় নীঠুর চীত।
তো সনে নেহ করি থোয়লি সুন্দরি
প্রাণ দেই পরাচীত॥ধ্রু॥
খণহি অঙ্গনে খণহি সে সদনে
খণহি সহচরি-কোরে।
কুরল কবরী লুঠই সুন্দরি
কতহুঁ নদি বহ লোরে॥
কতহুঁ সখিগণ বেঢ়ি রোদন
কি ভেল বলি উর তাড়ি।
কুন্তল তোড়ই বসন ফোড়ই
বিহিক দেওই গারি॥
ধরণি-উপরে নিচল কলেবর
পড়ই আছয়ে ভোরি।
কাহে না কহ শাস না বহ
নিমিখ তেজলি গোরি॥
কোই লুঠই কোই ছুটই
প্রাণ-প্রিয় সখি ভাখি।
কহই বলরাম ধবল-কালিম
বদন দেওবি সাখি॥

১৯৪—পদরত্নাকর ও পদরসসার

ঘনশ্যাম দাস

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(১)

নট রাগ।

আজু হম যাইতে যমুনা একান্ত।
একলি নেহারি অগোরল পন্থ॥
চৌ দিশে সচকিত পুন পুন হেরি।
ঈষত হাসি পুছই বেরি বেরি॥
কর পরশিতে মঝু করু অনুবন্ধ।
শপতি করাওল করি কত ছন্দ॥
কুল-অবলা হম সো যুবরাজ।
নিরজনে তা সঞে হঠ নহি সাজ॥
পেখলুঁ হম যব সঙ্কট ভেল।
লোচন-ইঙ্গিতে অনুমতি কেল॥
এ সখি অব কিয়ে করব বিধান।
আজু পুন মন্দিরে আওব কান॥
কহ ঘনশ্যাম দাস সখি গোই।
সতি-অনুমতি কভু অসতি ন হোই॥

১৯৫—পদরত্নাকর।

(২)

ধানশী।

দুর-অবগাহ পয়োনিধি-ভাঁতি।
যৌবন-জল তাহে শামর-কাঁতি॥
দেখ সখি না বুঝিয়ে দৈবক রীত।
তহিঁ ডারল মঝু নিরমল চীত॥ ধ্রু॥
ধৈরজ-আদি সকল গুণ মেলি।
নিশি-দিশি বসি যাহা করতহি কেলি॥
সো সব গুণ অব আকুল হোই।
চরণ লাগি পুন রোয়ই মোই *॥

না বুঝি এতহুঁ যো নিজ-ঘর খোই।
রহইতে শকতি অবধি করু কোই §॥
কিয়ে নিজ পর কিয়ে হীত অহীত।
বিপতি-সময়ে করু সব বিপরীত।
ধৈরজ পদ-অবলম্বন কেল।
মন্দিরে চলইতে সঙ্কট ভেল॥
কহ ঘনশ্যামর দাস উচীত।
বান্ধি লেহ তুহুঁ শ্যামর-চীত॥

১৯৬—পদরত্নাকর।

[শ্রীরাধার আপ্ত-দূতী]

(৩)

ধানশী।

সখিগণ সঞে নাহি হাস সম্ভাষ।
অমুখন ধরণি শয়নে অভিলাষ॥
এ হরি যব ধরি পেখলি তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥ ধ্রু।
নয়ন-কমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া শেজে কিনা জানি গায়॥
তহি যব প্রিয়-সখি আওত কোই।
চরণে লিখই মহি নিশবদ হোই॥
যতনে পুছিয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোই উতরোল॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয়-অভিলাষ।
না বুঝি কহ ঘনশ্যামর দাস॥

১৯৭—পদরত্নাকর।

* 'সো' ইত্যাদি—(আমার) সেই সকল (ধৈর্য্য প্রভৃতি) গুণ এখন অস্থির হইয়া চরণে লগ্ন হইয়া অর্থাৎ আমার গতি-শক্তি স্তম্ভিত করিয়া আমাকে (বিপদাপন্ন করিয়া) কাঁদাইতেছে।

§ 'না বুঝি' ইত্যাদি—(ধৈর্য্য প্রভৃতি) যে নিজের ঘর (নিজে) নষ্ট করে—এতটা বুঝি নাই। শক্তি থাকিতে কে শেষ করে? (অর্থাৎ ভাল কাজই হউক কি মন্দ কাজই হউক, কেহই শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।)

[শ্রীরাধার অভিসার]

সখীর উক্তি :—

(৪)

কেদার।

সহজহি মন্থর গতি জিতি কুঞ্জর
আর তাহে ঘন-অন্ধিয়ার।
প্রতিপদ নিরখি নিরখি তহি হোয়ব
চলইতে চরণ-সঞ্চার॥
সুন্দরি সমুচিত রচহ শিঙ্গার।
কানু-সম্ভাষণে শুভ-খণ মানিয়ে
পহিল রজনি-অভিসার॥ ধ্রু॥
নীল-রতনগণ- নিরমিত ভূষণ
পহিরহ নীলিম বাস।
মৃগমদে ভরু কুচ- কনয়-কলস যাঁহা
শ্যামর-হৃদয় উলাস॥
গুপত বেকত কর কিঙ্কিণি নূপুর
এ দুহুঁ রহু মঝু পাশ।
কেলি-নিকুঞ্জ নিকটে পহিরায়ব
কহ ঘনশ্যামর দাস॥

১৯৮—পদরত্নাকর।

(৫)

কামোদ।

তুয়া মুখ-কমল দূর সঞে হেরইতে
হরি-লোচন-অলি-জোর।
বিছুরল চপল চরিত সব তৈখনে
মাতি রহল তহিঁ ভোর॥
সুন্দরি মঝু মনে হোত সন্দেহ।
কথি লাগি চঞ্চল তুয়া লোচন-অলি
কথিহুঁ না বান্ধই থেহ॥ ধ্রু॥
খণে নিজ চরণ- কমল অবলম্বই
খণে সচকিত নিজ গাত।
খণে খণে কামুক বদন-সরোরুহে
অলখিতে আওত যাত॥

কিয়ে রস-মাধুরি পরিখণ-চাতুরি
কিয়ে পীবই নহি জান।
কহ ঘনশ্যাম দাস সখি সমুঝহ
মনহি মনহি অনুমান॥

১৯৯—পদরত্নাকর ও সা-প ২০১ পুথি

[রসোদগার]

সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

(৬)

ধানশী।

শুন শুন শুন পুন আজুক রঙ্গ।
তুয়া সখি অঙ্গ- ভঙ্গ সঞে আওল
সঙ্গহি পহিল অনঙ্গ॥ ধ্রু॥
মধুর অলাপন শুনইতে সো পুন
নটন-ঘটন করু মোয়।
শুনি নূপুর-ধ্বনি শর বরিখয়ে ঘন
বিছুরল উনমত হোয়॥
শর সঞে কুসুম- শরাসন ডারল
কিঙ্কিণি-রব যব ভেল।
নিজ-বৈভব তব হরখি দরখি সব
মদন মুগধ ভই গেল॥
হম পুন কোন কি করি কাহাঁ আছিয়ে
অনুভবি ওর না পাই।
কহ ঘনশ্যাম দাস জগ-মানস-
মোহন-মোহিনি রাই॥

২০০—পদরত্নাকর ও সা-প ২০১ পুথি

[বাসক-সজ্জা]

দূতীর উক্তি :—

(৭)

ধানশী।

কুসুম-শয়ান সাজি পুন নিন্দই
পুন সাজই কত বেরি।
আভরণ তেজি তবহি পুন পহিরই
নিজ-তনু পুন পুন হেরি॥

মাধব আজু পুন কিয়ে তুহুঁ কেলি।
সো ধৈরজ-মতি তুহারি সমাগতি
লাগি উমতি-মতি ভেলি ॥ ধ্রু ॥
পুন পুন কহই যতন করি রচইতে
মৃগমদ সঞে ঘনসার।
আগরু-বলিত ললিত তনু-লেপন
তুহারি মিলন-উপচার ॥
উজর দীপ উজারই পুন পুন
কহত ভরমময় ভায়।
হৃদয়-উলাস হাসি দরশায়ই
কহ ঘনশ্যামর দাস ॥

২০১—পদরত্নাকর

[উৎকণ্ঠিতা]

শ্রীরাধার উক্তি :—

(৮)

বরাড়ী।

আজুক মিলন-সময়-নিরবন্ধ।
সোই কয়ল করি কত পরবন্ধ ॥
করে কর পরশি আপন-শিরে রাখি।
শপতি করাওল মনমথ সাখি ॥
বিছুরল মোহে তবহুঁ যব কান।
জানলুঁ বিঘটল বিহিক বিধান ॥ ধ্রু ॥
উয়ল চান্দ নহি আওল নাহ।
কামিনি কৈছে সহয়ে ইহ দাহ ॥
আরে অবলা পর মদন দুরন্ত।
বেকত জনাহ ধরু নহ দন্ত ॥
থীর-সন্ধান ফিরয়ে চৌ-পাশ।
ঝাঁপি পড়ল অরু করল গরাস ॥
কহ ঘনশ্যাম দাস তব ওত।
সুপুরুথ-সিংহ দরশ যব হোত ॥

২০২—সা-প ২০১ পুথি ও পদরসসার

(৯)

ধানশী।

কুসুম-শেজ ভেল শর-পরিষঙ্ক।
বজর-নিপাতন মধুকর-ঝঙ্ক ॥
গাঁথলুঁ পদুমিনি ভেল ভুজঙ্গ।
গরল উগারল মলয়জ-পঙ্ক ॥
হরি হরি কোই নহত অনুকূল।
পাওলুঁ হরি সঞে প্রেমক মূল ॥ ধ্রু ॥
কি করব কাহে কহব পুন এহ।
যাওব কাহাঁ নহি পাইয়ে থেহ ॥
দোসর দৈব বুঝিয়ে অনুমান।
অতনু এ তনু রুচি কতই বিধান ॥
কৈছন জীউ রহত ইহ দেহ।
নাশক ভেল মঝু বাসক-গেহ ॥
হরি রহু কোন কলাবতি-পাশ।
আওব কহ ঘনশ্যামর দাস ॥

২০৩—পদরত্নাকর

[মান]

(১০)

শ্রীরাগ।

তপন-তনয়া-তট নিকট-নীপ-মূলে
মীলল যুগোল-কিশোর।
থীর বিজুরি কিয়ে নব-ঘনে বেড়ল
নিল-মণি-কাঞ্চন-জোর ॥
সজনী রাধা রমণ দুহুঁ মেলি।
দুহুঁ-তনু-দরপণে দুহুঁ দুহুঁা হেরইতে
উয়ল রভস-রস-কেলি ॥ ধ্রু ॥
শ্যাম-তনু-পরশ- লুবধ ভেল বিধুমুখি
ইঙ্গিতে শশি-মুখ চাই।
কামুক প্রতি-তনু নিরখই সুন্দরি
জানি সখি রহল ছাপাই ॥

শ্যাম-তনু হেরইতে প্রতিবিম্ব দেখই
তা সঞে করত বিলাস।
শঙ্কিত হোই ধনি পুনবার না হেরই
কহ ঘনশ্যামর দাস॥

২০৪—গাড়াদহের পুথি

(১১)

ধানশী।

শ্যাম-তনু-মুকুরে হেরি নিজ প্রতি-তনু
ধনি ভেল অবনত-মাথ।
ছলছল-নয়নে পীঠ দেই বৈঠল
কোপে ভরল সব গাত॥
সজনী দেখ দেখ শঠ গুরু-কাজ।
সমুখে হমারি আন সঞে বিলসয়ে
ধিক মঝু ধৈরজ লাজ॥ ধ্রু॥
টীটক বয়ন কভু হম নহি হেরব
এত কহি মানে বিভোর।
চমকিত নাহ করত কত কাকুতি
তবহু ন পায়ল উতোর॥
চাতুর নাগর মনহিঁ বিচারল
প্রেম-বিচ্ছেদ ভেল জানি।
পুন পুন অকারণ করতহি অপমান
পৈঠব যমুনাক পানি॥
চলু বর-নাগর অন্তর গর গর
আন-কুঞ্জে উপনীত।
তহিঁ এক সহচরি কানু-বদন হেরি
পুছত কাহে ভেলি ভীত॥
ছল ছল-নয়নে চকিত ধন হেবসি
তেজসি দীঘ নিশাস।
সহচরি-মুখ হেরি আকুল সো হরি
কহতহি গদগদ ভাষ॥
বিনু অপরাধে রাই মোহে তেজল
কিয়ে মঝু করম-অভাগি।
না বিচারি দোষ গুণ করতহি অপমান
পরাণ রাখব কথি লাগি॥
এত শুনি সহচরি কানু-প্রবোধ করি
চলতহি রাইক পাশে।
হেরি কমল-মুখি বিমুখ ভই বৈঠলি
কহ ঘনশ্যামর দাসে॥

২০৫—গাড়াদহের পুথি

[রাস]

(১২)

কেদার।

অধর সুধা-কণ-মিলিত সমীরণ
ভরি নব রন্ধ্র সুযন্ত্র।
মনসিজ-তন্ত্র বিচার-বিশারদ
গাওত মনসিজ-মন্ত্র॥
অপরূপ নট-বর-রাজ।
পরিসর শশধর রতন-বেদি পর
মদন-মনোহর সাজ॥ ধ্রু॥
কল-পদ সমুখি নাম সঞে নিজ নিজ
পরিহরি কুল-ভয়-লাজ।
হেরি সুলম্পট রতি-রণ-প্রতিভট
বেঢ়ল যুবতি-সমাজ॥
কেহ ভুজ-পাশ পসারল পীঠহিঁ
কেহ কুচ-গিরি দরশায়।
ভুরু-যুগ-কাম-কমান ধুনায়ত
জোরি বিষম-শর তায়॥
ঈষত-হাস সুধা-রসে মাতল
বিছুরল নিজ পর-ভান।
কহ ঘনশ্যাম দাস মিলি সব সঞে
নাচত নাগর কান॥

২০৬—সা-প ২০১ পুথি ও পদরত্নাকর

[মাথুর-বিরহ]

সখীর উক্তি :—

(১৩)

তুড়ী ;

কনয়া-গঠিত ঘটিত-মণি-মোতিম
খচিত-হীর-চৌখম্ব ।
হরি-লোচন-পথ আনি ধয়ল রথ
বাজি সাজি অবলম্ব ॥
দেখ সখি এ পুন নহত অকূর ।
জানলুঁ নিচয় গোপ-বধু-সংশয়-
সময়-মুরতিময় কূর * ।। ধ্রু ॥
চাহত নাহ অনত দিঠি অঞ্চলে
রাই-বয়নে অনুকূল ।
কর-তলে হৃদয় ঝাঁপি দরশাওল
প্রেম-মহীরুহ মূল † ॥
অবুধ গোপ-গণ পূরয়ে ঘন ঘন
চৌ-দিশে বেণু-নিসান ।
কহ ঘনশ্যাম দাস পরবাসহিঁ
চলুঁ মথুরা-পুর কান ॥

২০৭—পদরত্নাকর ও সা-প ২০১ পুথি

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি :—

(১৪)

কামোদ মল্লার ।

ডাকে ডাহুকি ঝনন ঝনন হ
ঝিঁঝি ঝমকত ঝাঁঝিয়া ।
ডিণ্ডিমারত মণ্ডুকী-রব
মোর নাটক সাজিয়া ॥
ঘনন ঘননহ গহন দুরগহ
গগনে ঘন ঘন গর্জ্জিয়া ।
আবে রতি-পতি মত্ত গজ পর
বিরহিনী-গণ তর্জ্জিয়া ॥ ধ্রু ॥
হানে তনু-মন পলক পলকন
ঝলকে দামিনি-পাঁতিয়া ।
(খর) ধার খড়গ উঘারি ঝাকত
বীর-রস-ভর মাতিয়া ।
(অরু) বিন্দু নহি পর জীউ সংহর
অসম-শর বরখন্তিয়া ।
নন্দ-নন্দন চরণে ভণ ঘন-
শ্যাম দাস নমন্তিয়া ॥

২০৮—সা-প ২০১ পুথি ও পদরত্নাকর

(১৫)

সুহই ।

লোচন-লোর ওর নহি ঢরকই
রাধা-পদ তলে গেল ।
জল সঞে আধ উয়ল কিয়ে সররুহ •
বন্ধু মনে ঐছন ভেল ॥
মাধব কি কহব সো পরসঙ্গ ।
সহচরি মেলি কোরে করি রোয়ই
হেরি অবশ প্রতি-অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
উচ-কুচ-উপরে রহই মুখ-মণ্ডল
সো এক অপরুপ-ভাঁতি ।
জনু কনয়া-গিরি-শিখরে শশধর
প্রাতর ধূসর-কাঁতি ॥
বীজন-পবনে বিথুরি অলকাবলি
বিচলই পুন পুন বেরি ।
বিকচ কমল সঞে নব-অলিকুল কিয়ে
উছলই কোরক হেরি ॥

* 'দেখ' ইত্যাদি—সখি। দেখ এই ব্যক্তি অক্রূর নহে ; নিশ্চিত জানিলাম (এই) ক্রূর (ব্যক্তি) গোপাঙ্গনাদিগের মূর্ত্তিমান্ সঙ্কটকাল বটে।

† 'চাহত' ইত্যাদি—নাথ (শ্রীকৃষ্ণ) অন্যদিকে শ্রীরাধার বদনে অনুকূল নয়ন প্রান্তে চাহিতেছেন (এবং) কর-তল দ্বারা হৃদয় আচ্ছাদন করিয়া (হৃদয়-স্থিত) প্রেম-বৃক্ষের মূল প্রদর্শন করিলেন।

ঐছে দশা পর যাক কলেবর
হেরইতেঁ ঐছন ভান।
কহে ঘনশ্যাম দাস তছু কৈছন
তুহারি মিলনে নহি জান॥

২০৯—সা-প ২০১ পুথি ও পদরত্নাকর

(১৬)

সুহই

তুয়া উপহার কয়ল যব সুন্দরি
তনু মন দুহুঁ একু-মেলি।
তৈখনে যত ছিল নিরমল কুল শিল
সবহুঁ শ্যামময় ভেলি॥
শুন মাধব ইথে কিয়ে দোখব তোয়।
জগতে অসিত-সিত কবহুঁ ন হোয়ত
সিত-গুণ নিজ-গুণ খোয় * ॥ ধ্রু ॥
জগ মাহা সুজন সোই যছু অন্তর
বাহির সঞে ন'হি ভেদ।
শুনইতে যৈছন হেরি না তৈছন
ইহ এক মরমক খেদ।
অব তুহে চিহ্ন খীণ ভেল এত-দিনে
লোচন-শ্রবণ-বিরোধ।
কহ ঘনশ্যাম দাস হত-চীতহিঁ
তবহিঁ নাহি পরবোধ॥

২১০—পদরত্নাকর

শ্রীরাধার প্রতি দূতীর উক্তি :—

(১৭)

সুহই।

হিয়ে বিরহানল জ্বলত নিরন্তর
লখই না পারই কোই।
জনু বড়বানল জলনিধি-অন্তর
বাহিরে বেকত ন হোই॥
সজনী কো কহু কানু সতন্ত্র।
তুয়া গুণ-গান গুপত অবলম্বন
সোই সতত জপ মন্ত্র॥ ধ্রু ॥
তুহারি সম্বাদ শুনল যব তৈখনে
ধৈরজ ভেল উদাস।
দীঘ নিশাস নয়ন-জল ছল ছল
গদ গদ রোধল ভাষ॥
নখর-শিখরে মহি লেখি বুঝায়ল
কহইতে ন'হি অছু ঠাম।
মরমক বেদন মরমে সমাপই
সো ঘনশ্যামর-নাম॥

২১১—সা-প ২০১ পুথি ও পদরত্নাকর

[ভাবোল্লাস]

সখীর উক্তি :—

(১৮)

কামোদ।

শ্যামর-গুণ গহ   নিমু নহি জগ মাহ
বিহিক বিশদ নিরমাণ।
রতি-পতি-বৈরি-   কণ্ঠে যব অনুখণ
ফুরয়ে তোহে কিয়ে আন॥
শুন শুন শুন বৃষভানু-কিশোরি।
সো পুন তুহারি বশ   অতয়ে বিমল যশ
জগ-জনে কেবল তোরি॥ ধ্রু ॥
সুরত-রতন-খনি   কত কত সুরমণি
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
তুহারি মিলন যাহাঁ   সোই নিকুঞ্জ মাহা
পন্থ নেহারত তোরি॥
তছু কর-বিরচিত   হার সফল কর
পহিরহ নিরমল বাস।
চান্দনি রাতি   চন্দনে তনু লেপহ
কহ ঘনশ্যামর দাস॥

২১২—সা-প ২০১ পুথি ও পদরত্নাকর

* 'শুন' ইত্যাদি—হে মাধব। (শ্রীরাধার নির্ম্মল অর্থাৎ শুভ্র কুল-শীল ইত্যাদি যে শ্যামময় (অপর অর্থে কৃষ্ণ-বর্ণ) হইয়াছে) ইহাতে তোমাকে কি দোষ দিব ? জগতে শ্বেত ও কৃষ্ণ (একত্র) কখনও থাকিতে পারে না,—(থাকিলে) শ্বেত-বর্ণ (কৃষ্ণ-বর্ণে) নিজের শ্বেতত্ব হারায়।

লোচন দাস

[শ্রীগৌরচন্দ্র]

নদিয়া-নাগরীর উক্তি :—

(১)

গান্ধার।

ঢর ঢর কাঁচা- সোণার বরণ
আউলাই পড়িছে গায়।
হেরি কুলবতী রসের পাথারে
সাঁতারে না পায় থায়॥
সখি গৌরাঙ্গ নাগর দেখ।
সুঘড় বিধাতা রসের মুরতি
নিরমিল পরতেখ॥ ধ্রু॥
বুক পরিসর চন্দনে ত মাখা
ভাঙ্গিল মানিনী-মান।
আলিঙ্গন-আশে চিত বেয়াকুল
সদাই ঝুরিছে প্রাণ॥
জিনি পাঁচ-বাণ নয়ন-সন্ধান
চাহনি পরাণ-কাড়া।
ভাঙর ভঙ্গিম কুলবতী-কুল-
বরত-ধরম-ছাড়া॥
চাচর কেশের বেশ কি বর্ণিব
গ্রীবার ভঙ্গিমা কত।
লোচন দাসের হিয়া বেয়াকুল
আকুল যুবতী-শত॥

২১৩—পদরসসার

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(২)

শ্রীরাগ।

জলদ-বরণ এক যুবা।
যুবতীর জাতি-কুল-ডুবা॥
দেখ্যা আইলাম যমুনার ঘাটে।
রূপে কোটি-মদন না আঁটে॥
হিয়া জরজর অনুরাগে।
তা বিনু ঝকড় সব লাগে॥
দিয়া জাতি-কুলের বিদায়।
শরণ লইলুঁ রাঙ্গা-পায়॥
জলধর কুসুম-অতসী।
লোচন বলে দেখ্‌তে ভালবাসি॥

২১৪—পদরসসার ও সা প ২০১ পুথি

(৩)

বরাড়ী।

রূপে রহল আঁখি লাগি।
হিয়ায় ভরল প্রেম-আগি॥
শ্রবণ হরিয়া নিল বংশী।
মন মনমথ-অহি দংশি॥
শ্যাম দু-আঁখর মন্তর।
জপে কাঁপে বহু অন্তর॥
তোহে নিবেদও শুন সজনি।
রাই জারল শ্যাম-আগুনি॥
না কহিতে কহে বদন।
ধনি সুবদনী কহে লোচন॥

২১৫—সা-প ২০১ পুথি

(৪)

ধানশী।

হেম-বরণি কনক-চাঁপা।
বিধি দিছে রূপ আঁজল-মাপা॥
তুহুঁ গোরি ধনি সে কাল-অঙ্গ।
তুহুঁ তাহে ভালে মিলব সঙ্গ॥
এ নব-যৌবন না করি নটো।
অবিলম্বে শ্যাম-নাগরে ভেটো॥

মিনতি করিয়া লোচন কয়।
তুমি গেলে শ্যামের পরাণ রয়॥

২১৬—পদরসসার

(ব্রজ-লীলা রসোদ্গার)

(৫)

শ্রীরাগ।

"ঠারে-ঠোরে তারে-তোরে
দেখিলাম নয়ানে।
কিসের কথা কৈতেছিলি
নন্দের পোয়ের সনে॥
যুবা মায়্যা পথে পায়্যা
মধ্যে কিসের কথা।
হেন বুঝি দাদার আমার
হেট্ট করিবি মাথা॥"
"কিসের তর্জ্জন কিসের গর্জ্জন
কিসের হেট্ট-মাথা
কখন কৈতেছিলাম নন্দের
পোয়ের সনে কথা॥
নন্দের পোয়ের সনে কথা
কৈতেছিলাম যদি।
তখন কেনে ধরিস নাই লো
খুবড়া গরবা-গুণী॥
আপ্‌নি যেমন পরকে তেমন
শতেক-ভাতারি।
হাতে-নোথে ধরি আর
সিন্ধ্-মুখে চুরি॥"
লোচন দাসের মনের আশ
পুরল এত দিনে।
মরে না কেন ছার-কপালী
দেখ্যা শ্যামের সনে॥

২১৭—দৌঃ পুথি

(৬)

তথা রাগ।

"আই আই লাজের কথা
জাতি-কুল-নাশা বাণী।
সব বিড়াল্‌নী বোলে রাধা
শ্যাম-সোহাগিনী॥
ঝাড়া কাপড় পরি যদি
বোলে দো-চারিণী।
সব বিড়াল্‌নী সতা সতী
আমি ভালে জানি॥
একই নগরে ঘর
কৃষ্ণ খেলার সাথী।
সেই পিরিতে নাগর কানাই
আইসে নিতি-নিতি॥"
লোচন বোলে আগো দিদি
ভয় করিছ কারে।
ভুবন যাহার বশ
বশ কর্যাছ তারে॥

২১৮—দৌঃ পুথি

(৭)

তথা রাগ।

"শিশু-কালের ভালোবাসা
তোমরা বল কি।
কিসের লাগ্যা ডর করিব
বাপের ঘরের ঝি॥
তোমরাও তো কও কথা
হৈয়া কুল-নারী।
আমার সাথে দেখি লোকে
করে ঠারা-ঠারি॥
চাউটা-নাউটা কত কথা
কয় কত ঠাক্রি।
এমন কভু দেখি নাই
শুন আগো মাই॥

সব যুবতী মেলি মোরা
গিয়াছিলাম জলে।
চৌখের মাথা খায়্যা কেবা
বৈলা দিল ঘরে॥"
লোচন বোলে ডর কি হেইলো
নোত রাখ্যাছে কেটা।
কাকে সতী রাখ্যাছে সে
নন্দ ঘোষের বেটা॥
২১৯—দৌঃ পুথি

(৮)

তথা রাগ।

"বিষম হইল বড় শ্যাম-বন্ধুর লেঠা।
লোড় করিতে ননদ-মাগী দেয় সেই খোঁটা॥
কালি বিকাল- বেলায় আমরা
যাইতেছিলাম জলে।
ঠেকরা মার্যা কলসী কাড়্যা
রাখ্‌ল লৈয়া ঘরে॥
বড় ভয় কর্যা আর
না বারাল্যাম নাছে।
মন মুরছি বসিয়া যে
রহিলাম এক-পাশে॥
দণ্ড-চারি বেলা থাকৃতে
আইল তার ভাই।
কত কথা কৈলে তার
লেখা-জোখা নাই॥
কি কৈলাম কোথা দেখলে
কেবা দিলে বল্যা।"
লোচন বোলে আগো দিদি
সে চৌখ ছয়-রথ খাল্যা॥
২২০—দৌঃ পুথি

(৯)

তথা রাগ।

"যে ক্লেশ পথে কেউ নাই সাথে
গিয়াছিলাম জলে।
হেন বেলাতে বিনোদ কালা
কদম্বের তলে॥
আঁখি ঠার্যা ডাকে যদি
গেলাম তার কাছে।
কত কথা কৈল বন্ধু
কৈতে নারি লাজে॥
বন্ধুর সনে কথা আমি
কৈছি হাস্যা হাস্যা।
হেন বেলাতে ননদ-মাগী
দেখিলেক আস্যা॥
কেমন কর্যা ঘরকে যাব
ডর লাগ্যাছে বড়।"
লোচন বোলে আগো দিদি
বুক করো গা দড়॥
২২১—দৌঃ পুথি

(১০)

তথা রাগ।

"শুন গো তাহার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
দেখা হৈল কদম্বের তলে।
বিবিধ ফুলের মালা যতনে গাঁথিয়া কালা
পরাইতে চাহে মোর গলে॥
আমি মরি ঐ দুখে ভয় নাহি তার বুকে
সাত পাঁচ সখী ছিল সাথে।
চাতুরী করিয়া চার বসনে করিলাম আড়
ডর হৈল পাছে কেহ দেখে॥
না জানে আপন পর সকল বাসয়ে ঘর
কারো পানে ফিরিয়া না চায়।
আমারে দেখিয়া হাস্যা বাহু পসারিয়া আস্যা
মুখে মুখ দিয়া চুমা খায়॥
গলাতে বসন ধরে কত না মিনতি করে
কথা না কহিলাম আমি লাজে।"
লোচন বোলে গেল কুল গোকুল হৈল উলথুল
আর কি চাতুরী ধনি সাজে॥
২২২—দৌঃ পুথি

(১১)

তথা রাগ।

গোধুলি- সময় আছে
ঝিকিমিকি-বেলা।
হাস্তা হাস্তা ঘর সন্ধাইল
বিনোদ নাগর কালা॥
একলা আমি বস্তা আছি
কেহ নাহি ঘরে।
গা দুর্ দুর্ করে মোর
ননদিনীর ডরে॥
হেন সময় আকস্মাত
আইল মোর পতি।
অঙ্গ-ছটায় ঘর ঝল-মল
লুকাইব কতি॥
"কেও কেও হেইগো হেইগো"
কৈল দারুণ শোর
"সাঁজের বেলা কোথা হৈতে
আইল দারুণ চোর॥"
লোচন বোলে আগো দিদি
তুমি যেমন ঠেটা।
তেমতি ডিঙ্গর বটে
নন্দঘোষের বেটা॥

২২৩—দোঃ পুথি

(১২)

তথা রাগ।

"শুন শুন ওগো সই
দণ্ড দুই-চাইর রাইতে।
দাদা ঘর নাই—গেলাম
বউয়ের কাছে শুইতে॥
প্রদীপ লৈয়া ঘর ঢুকিলাম
(সুধাইলাম) তোর কোলে কে।
ঢাক করিয়া বোলে তোমার
দাদা আস্তাছে॥
দাদা আমার শুইয়া আছে
আমি মরি ডাক্যা।
বুকের ভিতর কর্যা রাখ্ছে
বসন দিয়া ঢাক্যা॥
বসন খুল্যা দেখ্লাম যদি
নন্দের ঘরের কানু।
ধরব বল্তে দৌড়ায়্যা পলায়
কাড়্যা রাখ্যাছি বেণু।"
লোচন দাসের মনের আশা
পূরল এত-দিনে।
রাধার প্রেম বেক্ত হৈল
নন্দের পোয়ের সনে॥

২২৪—দোঃ পুথি

(১৩)

তথা রাগ।

"আর না গোকুলে রবো শুন গো যশোদা।
আমার বৌয়ের কলঙ্ক রটালে তোমার বেটা॥
লোড় করিতে বাড়ীকে যায়
কাহুকে না মানে।
পাথর-বুকে ঘর ঢুকে গো
ভয় নাহি তার মনে॥
বৌকে আমার কৈল সেই
কুলের খাখারি।
ঘাটে মাঠে বোলে লোকে
আর সইতে নারি।
তোর বেটার সনে মোর
কিবা ছিল বাদ।
ঘুচাইলে গোকুলের বাস
পূরল মনের সাধ॥"
"বলিলে তো হয় না হেই গো
দেও সাবুদ কর্যা।"
লোচন বোলে আমি জানি
লোত রাখ্যাছি কাড়্যা॥

২২৫—দোঃ পুথি

(১৪)

তথা রাগ।

"ছি ছি আগো মৈলাম লাজে
তুই করলি কি।
কলঙ্ক রাখিলি কুলে
হৈয়া রাজার ঝি॥
কুলবতী হৈয়া তোর
ভয় নাহি মনে।
নন্দের বেটা ডিঙ্গর বটে
তা তো সভাই জানে॥
পুরুষ পরশ—তারে
কেবা দিবে দোষ।
তোর তো গোকুলের মাঝে
হৈল অপযশ॥
পর-পুরুষ বল্যা তোর
মনে নাহিক ডর।
সাঁঝ-রাইতে কেমন কর্যা
ঢুকায়্যাছিলে ঘর॥
এত করি শিখাইলাম তোর
ননদ আছে পিছা।"
লোচন বোলে কি করিবে
সব কথাই মিছা॥

২২৬—দৌঃ পুথি

(১৫)

তথা রাগ।

"বন্ধু সে রসিক বটে
নহে তো চতুর।
মুরলীতে করি গান
জানাইল গোকুল॥
একই নগরে বসি
আমি রাজার ঝী!
কেবা কি বলিতে পারে
যোগ্যতা বা কী॥
আশে-পাশে বলিমু লোকে
বোলে মুখে মুখে।
কাহারে কহিব সই
মৈলাম মন-দুখে॥
তোমরাও তো জান হেইগো
বিষম আমার ঘর।
পরের রমণী বল্যা
নাহি তার ডর॥
ঘাটে মাঠে লৈয়া নাম
বাড়াইল জ্বালা।"
লোচন বোলে বোধ কি তার
রাখাল গোয়ালা॥

২২৭—দৌঃ পুথি

(১৬)

তথা রাগ।

"না যাইয় আমানের বাড়ী
খাও রে আমার মাথা।
রাধা গোয়ালিনীর সাথে
না কহিয় কথা॥
কালি বিহানে আস্যাছিল
আমানের মা বুড়ী।
আমার সাক্ষাতে কত
দিলে গালা-গালি॥
তর্জ্জন গর্জ্জন কর্যা
কত কথা বলে।
হেট্-মাথে রহিলাম আমি
বাক্য নাহি চলে॥"
লোচন বোলে কথা শুন্যা
লাগে চমৎকার।
চিরায়্যা ননী খাওাতে নারি
দুধের ছাওাল॥

২২৮—দৌঃ পুথি

(১৭)

তথা রাগ ।

"শুন গো মা যশোমতি
কই নাই তোর ডরে ।
জোর করা বেণু কাড়্যা
রাখছে লৈয়া ঘরে ॥
মিথ্যা কর্য্যা বৈলা মাগী
ফেসাদ দিয়াছে ।
আমি উহার ঘর ঢুক্যাছি
ইসাদ আছে কে ॥
সাঁজের বেলা ঘরকে আস্ছি
চরাইয়া ধেনু ।
একলা পায়্যা পথের মাঝে
কাড়্যা নিলে বেণু ॥
দোষ খাইট নাই পথে
বেণু নিলে কাড়্যা ।
কেমন কর্য্যা লোচন সাক্ষী
দিলে মিছা কর্য্যা ॥"

২২৯—দৌঃ পুঁথি

(১৮)

তথা রাগ ।

সুবল বোলে— "গোঠে আল্যা
হাতের বেণু কোথা ।
হেট্-মাথে রৈছ কেন
কও না মনের কথা ॥"
"তোমাকে কহিতে ভাই
নাই কোন ডর ।
সেই দিন গেছিলাম আমি
আয়ানের ঘর ॥
আয়ানেরে না দেখি ঘরে
নির্ভয় হইয়া ।
রাই-কোলে শুয়্যাছিলাম
কাপড় মুড়ি দিয়া ॥
নিদ্রায় বিভোল আমি
আনন্দিত-মনে ।
কি জানি পাপিষ্ঠ মাগী
ছিল কোন খানে ॥
আচম্বিতে আসি মাগী
ঘুচালো কাপড় ।
বেণু ফেল্যা পালাইলাম
হইয়া ফাঁফর ॥"
লোচন বোলে এই মর্দ্দ
এত তোমার ভয় ।
কি করিত ঠেটা বুড়ী
মায়্যা বই তো নয় ॥

২৩৬—দৌঃ পুঁথি

(১৯)

তথা রাগ ।

"শুন গো মরম-সই
মোর মনের দুখ ।
শ্যাম বন্ধু না দেখিয়া
বিদরিছে বুক ।
হায়া হাস্যা আস্যা কভু
দাঁড়াইত নাছে ।
সেই অভি- লাসে ওগো
থাক্তাম গৃহ মাঝে ॥
যে দিন হৈতে বেণু নিলে
ননদ-বিড়ালী ।
সে দিন হৈতে নন্দের পোয়ে
আইসে নাইকো বাড়ী ॥
পাশ-পড়শীর বাড়ী আইসে
অমি অমি যায় ।
পথে ঘাটে দেখা হৈলে
ফিরিয়া না চায় ॥"

লোচন বোলে ওগো দিদি
গেল মেনে জানা।
বুঝিলাম যে নন্দ-রাণী
করা্যা থাক্‌বে মানা॥
২৩১—দৌঃ পুথি

(২০)
তথা রাগ।

"আজ্ঞে আজি বড় শুভদিন
সতন্তর ঘর।
নিজ-পতি গেছে গোঠে
নাহি কোন ডর॥
একা আমি শুয়্যা আছি
দুঃখ করি চিতে॥
নূপুরের শব্দ কাণে
বাঝ্‌ল আচম্বিতে॥
শব্দ শুন্যা বেরা্যাইলাম
ধায়্যা দাঁড়ালাম নাছে॥
হাতে ধরি সোধাইল বঁধু
ঘরে কেহ আছে।"
লোচন বলে কেউ নাই ঘরে
ডর না করো তুমি।
যদি কেহ আইসে যায়
সাড়া দিব আমি॥
২৩২—দৌঃ পুথি

(২১)
তথা রাগ।

হাসি হাসি বোলে রাই—
"শুন ওগো সই।
আজুকার রসের কথা
তোমারে তো কই॥
কত দিনের পরে যদি
বন্ধু আইলে ঘরে।
থর্‌থরাইতে কাঁপে নাগর
ননদিনীর ডরে॥
হাসি আইসে দুঃখ লাগে
কি কহিব আর।
কোণে থাক্যা চমকিয়া
উঠে কত বার॥
ঘরের ভিতরে যদি
লড়িল মুষাই।
ধড়্‌ ফড়িয়া উঠি বোলে
পালাইয়া যাই॥
হাতে ধরিয়া যদি
বসাও করি স্থাই।
আন্ধার ঘর উকটিয়া
বেণু নাহি পাই॥
ননদ-মাগী দুষ্ট বড়
চাতুরী করিয়া!
ডোলের ভিতরে বেণু
রাখ ছিল ফেলিয়া॥
উকটিয়া বেণু লৈয়া
দিলাম তাহার হাতে।
যে ছিল মনের দুঃখ
কহিলাম সাক্ষাতে॥
কত দিনের পরে সই
গেল মনের দুখ।"
লোচন বোলে ওগো দিদি
শুন্যা পাইলাম সুখ॥
২৩৩—দৌঃ পুথি

[খণ্ডিতা]

(২২)
বিভাষ।

"কি লাগি দাঁড়ায়্যা আছ হে নাগর
না বুঝি তোহার কাজ।
না জানি সে ধনি কত বা খুঁজিছে
সকল নগর মাঝ॥

তাহার সহিতে পরম পিরিতে
রজনী বঞ্চিয়াছিলা।
না বুঝি চরিত উঠিয়া প্রভাতে
এথাতে কি কাজে আইলা॥
ত্বরিতে চলহ বিলম্ব না কর
না রহ আমার কাছে।
আমার আঙ্গনে দেখিলে সে-জনে
তোমারে হইবে লাজে॥"
এতেক বচন শুনিয়া লোচন
কহয়ে নাগর-বরে।
কি লাগি দাঁড়ায়্যা নাগর আছে হে
চল না আপন-ঘরে॥

২৩৪— পদরসসার

রায় শেখর

[শ্রীরাধার রূপোল্লাস]

(১)

বরাডী।

মনোহর কেশ বেশ মনোহর
মনোহর মালতি-মাল।
মনোহর মণি- কুণ্ডল ঝলমল
মনোহর তিলক রসাল॥
দেখ সখি বায়ে মোহন-রায়।
মনোহর-অধরে মনোহর মুরলী
মনোহর তান বোলায়॥ ধ্রু॥
মনোহর সকলহি অঙ্গ মনোহর
মনোহর চন্দন সাজ।
মনোহর কটি-তট মনোহর পিত-পট
মনোহর রসনা বাজ।
মনোহর চলনী মনোহর বোলনী
মনোহর নূপুর পায়।
মনোহর পহুঁ কর সবহি মনোহর
কহ কবি শেখর রায়॥

২৩৫—পদরসসার

[গোষ্ঠ]

(২)

ভাটিয়ারী।

ডাকিনী-যোগিনী-ভয় ধড়ে প্রাণ নাহি রয়
বাদিয়া সাধিয়া আনে মায়।
"অক্ষয়-বিজয়-তনু হয় যেন রাম কানু
এমতি ঝাড়িয়া দেহ গায়॥"
বাদিয়া-সাধন বড়ি ঝাড়ে রক্ষা-মন্ত্র পড়ি
রাম-দামোদর দেখি হাসে।
দণ্ডবত করি করি যায় রাম বেরি বেরি
যশোদা রোহিণী যাই পাশে॥
রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
জননী প্রবোধে বারে বারে।
শেখর শুনহ বোল কি লাগি করহ রোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে॥

২৩৬—পদরসসার

(৩)

গান্ধার।

বিপিন-গমন দেখি হৈয়া সকরুণ-আঁখি
অবশ হইল প্রেম ভরে।
লাজে কিছু নাহি কয় বদন ঝাঁপিয়া রয়
কাঁপে রাই মদনের ডরে॥
কি হৈল কি হৈল বোলে বিশাখা করিল কোলে
শুনিয়া জটিলা আইল ধায়্যা।
অকস্মাৎ এ কি জ্বর অঙ্গ কাঁপে থর থর
শুন আগো আহীরের মায়্যা॥
বধূ মোর রাজার ঝি উপায় করিব কি
কেহ কিছু জান কহ মোরে।
বিশাখা বলিল মাই হলধরের ছোট ভাই
মন্ত্র জানে কয়্যা দিলাম তোরে॥
শুনিয়া জটিলা ধায় ধরিল কানুর পায়
ওহে কানু বধূ দেহ দান।
তোমার পায়ের লাল বাধা আমার বধূ নাম রাধা
এই তোমায় কহি বিবরণ॥
শুনিয়া রাধার নাম আপনি চলিলা শ্যাম
মন্ত্র পড়ি অঙ্গে দিলা হাত।
পরশে রসের অঙ্গ কাম জ্বর হইল ভঙ্গ
রায় শেখর করে প্রণিপাত॥

২৩৭—বাঁকুড়ার পুথি

[সম্ভোগ]

(৪)

পূরবী।

দুহুঁ-মুখ সুন্দর কি দিব উপাম।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক-ঠাম॥
শ্যামর নাগর নাগরি গোরি।
নীল-মণি কাঞ্চন লাগল জোরি॥
নিবিড়-আলিঙ্গনে পিরিতি রসাল।
কনক-লতায়ে যৈ.ছ বেঢ়ল তমাল॥
রাই-পয়োধর পিয়া কর সাজ।
কুবলয়ে শম্ভু পূজল কাম-রাজ॥
রায় শেখরে কহে নয়ন-উলাস।
নব-ঘনে থীর-বিজুরি পরকাশ॥

২৩৮—সা-প ২০১ পুথি

(৫)

শ্রীরাগ।

কিবা সে দোহাঁর রূপ।
কিশোরা কিশোরী পসার পসারি
রভস-রসের কূপ॥ ধ্রু॥
রবির[1] কিরণে মলিন ইন্দু[2] *
কুমুদ[3] মুদিত লাজে।
চান্দের[4] উপরে চকোর[5] মাতল
ইন্দিবর[6] হাসে মাঝে॥
চান্দের[7] উপর এক বিধু বর[8]
ইন্দু[9]-উপরে শশি[10]।
চকোর[11] উপর পিয়ে সুধাকর[12]
খঞ্জন[13] উপরে বসি॥
যমুনা-তরঙ্গে[14] অরুণ[15]-উদয়
তারার[16] পসার তথা।
অরুণ[17] ঝাঁপি তিমির[18] রহল
কিনা অদভুত কথা॥

---

* এই হেঁয়ালীর পদটিতে (১) 'রবি' (২) 'ইন্দু' (৩) 'কমুদ' (৪) 'চান্দ' (৫) 'চকোর' (৬) ইন্দিবর' (৭) 'চান্দ' (৮) 'বিধু-বর' (৯) 'ইন্দু' (১০) 'শশী' (১১) 'চকোর' (১২) 'সুধাকর' (১৩) 'খঞ্জন' (১৪) 'যমুনা-তরঙ্গ' (১৫) 'অরুণ' (১৬) তারা' (১৭) 'অরুণ' (১৮) 'তিমির' (১৯) 'তড়িত' (২০) সুমেরু-শিখর' (২১) ঘন' (২২) 'কনক লতা' ও (২৩) 'মুকুতা' শব্দ গুলির দ্বারা যথাক্রমে (১) পুরুষায়িতা নায়িকার সিন্দুর বিন্দু (২) নায়কের ললাটের চন্দন-বিন্দু (৩) রতি সুখ-প্রাপ্ত নায়কের নেত্র (৪) নায়কের মুখচন্দ্র (৫) নায়িকার অধরোষ্ঠ (৬) নায়িকার নেত্র (৭) নায়কের মুখচন্দ্র (৮) নায়িকার মুখ চন্দ্র (৯) নায়কের শিরো-ভূষণ শিখি-পুচ্ছের চন্দ্রক (১০) নায়িকার মুক্তারচিত চন্দ্রাকৃতি শিরোভূষণ। (১১) নায়িকার অধরোষ্ঠ (১২) নায়কের মুখ চন্দ্র (১৩) নায়িকার সতৃষ্ণ নেত্র (১৪) নায়কের শ্যাম-দেহ (১৫) নায়কের বক্ষ-লগ্ন নায়িকার চরণালক্তক-চিহ্ন (১৬) ছিন্ন-সূত্র মাল্যের শ্বেতপুষ্প-সমূহ (১৭) পূর্ব্বোক্ত চরণালক্তক-চিহ্ন (১৮) নায়িকার উন্মুক্ত কেশ-পাশ

তড়িত[১৯] উপরে সুমেরু[২০] শিখর
ঘনের[২১] জনম তায়।
কনক-লতায়ে[২২] মুকুতা[২৩] ফলল
কোন পরতীত যায়॥
রাধা-মাধব আরতি এ সব
কহিতে ভরোসা কায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার
ডুবিল শেখর রায়॥

২৩৯—সা-প ২০১ পুথি

[রসোদ্গার]

(৬)

রাগ, ধানশী

আপন-মন্দিরে পালঙ্ক-উপরে
শুতিয়া আছিলুঁ একা।
কাজল-বরণ পুরুষ রতন
আসি দিল মোরে দেখা॥
নিশি দণ্ড-ছয় ইহা বহি নয়
কহিল পড়িল সাঁঝ।
সময় এমন দেখিলুঁ সপন
জাগিছে হিয়ার মাঝ॥
নয়ন-সন্ধান যেন পাঁচ-বাণ
মদন-ধনু সম ভুরু॥
আজানু-লম্বিত বাহু সুশোভিত
ও রাম-কদলী উরু॥
অঙ্গের ভূষণ কর্পূর-চন্দন
কণ্ঠে অরুণিম-মাল।
ভাল রীতে তার না দেখিলুঁ আর
ননদী হইল কাল।
সখি শপতি করিয়ে তোর।
তখন হইতে থির নহে চিতে
পুড়িছে পরাণ মোর॥ ধ্রু॥
ননদী-বচনে পাইলুঁ চেতনে
ভরমে কহিছু বোল।
এ কবি শেখর পরম চাতুর
হাসিয়া করল গোল॥

২৪০—সা-প ২০১ পুথি

[রসালস]

(৭)

বিভাস।

রসবতি সঙ্গে। জাগি রস-রঙ্গে॥
অরুণিম-রঙ্গে। নয়ন তরঙ্গে॥
অঙ্কিত অঙ্গে। বসন বিরঙ্গে॥
পহিরলি ঢঙ্গে। আভুলি নিশঙ্কে॥
শুতলি পালঙ্কে। কেহু নাহি সঙ্গে॥
নয়ন-বিভঙ্গে। যুবতি-কলঙ্কে।
কিয়ে ভেল শোভা। শেখর-লোভা॥

২৪০—সা-প ১৯৪ পুথি

[মাথুর-বিরহ]

শ্রীরাধার উক্তি :—

(৮)

তিরোথা ধানশী।

নব-চুত-পল্লব পুরি ঘট-বারি।
মঙ্গল বোলে সভে দীপ উজারি॥
মুখ হেরি পিয়া মোর মাগয়ে মেলানি।
করুণায়ে কণ্ঠ রুধয়ে মৃদু-বাণি॥
আজু পথে পথিক ভেল পিয়া মোর।
অনুখণ নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
সম-সুখ সম দুখ ছল এক জিউ।
দাদুক ছোড়ি কোই পানি না পিউ॥

(১৯) নায়িকার দেহ যষ্টি (২০) নায়িকার স্তন (২১) স্তনের কৃষ্ণ-বর্ণ অগ্রভাগ (২২) নায়িকার দেহ-যষ্টি (২৩) স্বেদ-বিন্দু বুঝিতে হইবে।

পিয়া বিনু সব শুন বিফল পরাণ।
শেখর কহ পুন নীলব কান॥

২৪২—পদরত্নাকর

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ—

(৯)

বরাড়ী।

হা বিধি কিয়ে করি জীবই কান।
রাই রহল দূরে হাম মথুরা-পুরে
এ দুখ কি সহয়ে পরাণ॥ ধ্রু॥
তিলেক নয়ন-ওত জীউ নাহি সহ
না রহ দুহুঁ তনু ভীন।
মাঝে হার উরে অন্তর মানিয়ে
ঐছল রহু নিশি দীন।
ঐছন নাগর ঐছন নাগরি
ঐছন সম্পদ মোর॥
রাধা বিনু সব বাধা মানিয়ে
নয়ন গলয়ে ঘন লোর॥
বৃন্দাবন-তট ধাট বংশি-বট
সোঙরিতে চমকিত চীত।
কহে কবি শেখর অনুভবি দেখহ
দড়কা বড়ই পিরীত।

২৪৩ - পদরসসার

[ভাবোল্লাস]

(১০)

গান্ধার।

ভাবোল্লাসে ধনী কানুরে পাইয়া
রসের আবেশে কয়।
"এমতি না জানি তোমার পিরিতি
অন্তরে অনলময়॥
এত দিনে আমি জানিলুঁ তোমার
পিরিতের এহি ফল।
বিরহ-আনলে তনু জলি যায়
নিভাইতে নাহি জল॥
পিরিতের রীত এ নহে উচিত
বিরহ-অনলে ফেল।
নিকুঞ্জেতে মোর শিরে হাত দিয়া
কহিলা—সে দিন গেল॥
মথুরাতে ভাল তুরী ভেরী লাল
নিশান পতাকা উড়ে।
মোর পোড়া-প্রাণে কেন বা আনিলা
শ্যাম-তনু পাছে পোড়ে॥
আমার দুখের পরশে তোমার
দহিবে সুখের হিয়া।
ব্রজে তিলাঞ্জলি দিয়া মথুরাতে
বিলাস করহ গিয়া॥
আমার হৃদয় কাগজ করহ
কলম তোমার মন।
কালিয়া-কলঙ্ক- কালিতে লিখহ
ব্রজ-গোপীর মরণ॥"
রাইয়ের বিরহ- বেদনার দুখে
লাজায় সে রসময়।
সজল-নয়নে মলিন-বদনে
কিশোরী-আগেতে কয়॥
"আমি যে গিয়াছি মথুরা-নগরে
তোমারে কহিল কে।
আহা মরি মরি প্রাণের কিশোরী
জরজর হইয়াছে॥
কংস-দূত হৈয়া অক্রূর আসিয়া
লৈয়া গেল মধুপুরে।
অনুমানে আমি নিকটে তোমার
তুমি সে ভাবহ দূরে॥
বর্তমানে আমি মধু-পুরে যাই
অনুমানে ব্রজে রই।
সেই বর্তমান অনুমান এই
ভাবোল্লাসে আমি হই॥

বৃন্দাবনে রাই আমি যে সদাই
বান্ধা সে তোমার ঠাঁই।
প্রেম-পিঞ্জিরাতে বান্ধাছ কিশোরি
পলাইতে পথ নাই॥
তুমি সে আমার ভজন-সাধন
উপাসনা-ধন রাধে।
কিশোরি তোমার অনুগত আমি
হৈয়াছি অনেক সাধে॥
প্রেম যদি পাই তবে সে জুড়াই
দেহ জুড়াইতে চাই।
নাগরী হইতে সাধ লাগে চিতে
নাগরালি কাজ নাই॥
কি কাজ আমার চূড়া ধড়া আর
পীত-বাস বন মালা।
নটবর-বেশ কাজ নাহি আর
নাগরালি বড় জ্বালা॥
ছি ছি লাজে মরি ঘুচাও কিশোরী
কালিয়া-কলঙ্ক-নাম।"
শেখর কহে ক্রমে কিশোরীর প্রেমে
গৌর হইবে শ্যাম॥

২৪৪—পদরসসার

চন্দ্রশেখর

[খণ্ডিতা]

(১)

বিভাষ।

হাঁ হাঁ নিরলজ পরপঙ্কজ শঠ
রাই-নিয়ড়ে মতি যাই।
বেরি বেরি তোহে নিষেধ হম করতহি
কাহে উদবেগ বাঢ়াই॥
তভু যদি যায়বি কলহ বাঢ়ায়বি
বৈরি হওয়বি প্রাতে।
লেহ না পায়বি রোই রোই আয়বি
কর অবলম্বই মাথে॥
এতহুঁ বচন কহি ফিরি তহি চলতহিঁ
কানু চলল তছু সাথ।
চন্দ্রশেখরে কহে লাজ না হু যাকর
তাকর সঞে কিয়ে বাত॥

২৪৫ পদরসসার

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি :—

(১)

ললিত।

স্বর্ণ-বর্ণ বি- বর্ণ ভৈ গেল *
পূর্ণ বিধু-মুখ তূর্ণ নিরসল
নয়ন-পঙ্কজ লোরে ভিগি গেও
হিয়ক অম্বর রে।
মান ভেল তুয় প্রাণ-গাহক
নৈলে উপেখসি রসিক-নায়ক
যে ভেল সে ভেল অবহুঁ অবুধিনি
অপন সম্বর রে॥

* এই পদের প্রত্যেক কলিতে নিম্নলিখিত মাত্রা-বিন্যাস দৃষ্ট হয়, যথা—
৩+৪ ৩+৪
৩+৪ ৩+৪
৩+৪ ৩+৪
৩+৪+২

যত হি মন মহ কোপ উপজত
তত হি কোপ কি করিতে সমুচিত
পায়ে পরণত যে জন হোয়ত
উহে কি তেজিয়ে রে।
হীত কহইতে অহিত মানসি
সুহৃদ-জনে তুহুঁ বৈরি জানসি
অতয়ে দেখি শুনি নিরবে রহি পুন
উতর না দিয়ে রে॥
যে বিনু যুগ-শত নিমিখ হোয়ত
সে তুহে মীনতি কয়ল কত শত
করহিঁ কর যুড়ি গলহি অম্বর
ধরণি লুঠল রে।
ঐছে হঠ পুন উলটি বৈঠলি
কন্থ বদন নি- ভাস্ত ন হেরলি
চন্দ্রশেখর ভণই ভামিনি
পিরিতি ভাঙ্গল রে॥

২৪৬—পদরসসার

(৩)

তিরোথা ধানশী।

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্থ-সুখ তেজলি *
অবশি বশি বোয়সি কি রাধে।
মেরু-সম মান করি উলটি ফিরি বৈঠলি
নাহ যব চরণ ধরি সাধে॥
তবহু উহে নাগরি ভতসন করি তেজলি
মান বহু রতন করি গণলা।
অবহুঁ তুহুঁ ধরম-পথ কাহিনি উগারসি
রোখে হরি বিমুখ ভই চললা॥
কতরে তুয় চরণ-যুগ বেড়ি ভুজ পল্লবে
নাহ নিজ-শপতি বহু দেল।
নিপট-কুটি-নাটি কটু- কঠিনি বজর-বুকি
কৈছে জিউ ধরলি কর ঠেল॥
অবহিঁ সব সহিনি তব নিকট নহি বৈঠব
হেন অবিচার যদি করলি।
চন্দ্রশেখর কহয়ে এ ধনি অবোধিনি
পিরিতি হেন কাহে তুহুঁ তেজলি॥

২৪৭—পদরসসার

(৪)

ধানশী।

(মান) কয়লি তো কয়লি কলহে কাহে রোয়সি
বৈঠি বিরস তুহুঁ ভবনে।
সো কাঁহা যায়ব আপহিঁ আয়ব
পুনহি লোটায়ব চরণে॥
সুন্দরি বচনে করবি আশোয়াস।
সজল নয়নে হরি পন্থ নেহারই
চিত্রা কহল মঝু পাশ॥ ধ্রু॥
বেণু ধেনু তেজি সকল সখাগণ
পরিহরি নিপ-মূলে বসই।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
তুয়া নাম ধরই নিশসই॥
তুয়া লাগি মঝু ঘরে কত বেরি আওব
মোহে সাধব যব নাথ।
চন্দ্রশেখরে কহে তব তুহু বঞ্চবি
আপন কান্থক সাথ॥

২৪৮—পদরসসার

শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতীর গমন :—

(৫)

ধানশী।

ধনি পরবোধি চললি বর-রঙ্গিণি
ধরলিহ বিপিনক পন্থ।
গোঠ গোবর্দ্ধন যমুনা-কানন
এ সব ফিরয়ে একান্ত॥
সহচরি কতিহুঁ না পেখলি নাহ।
নিরজনে গোঠ গোবর্দ্ধন পরিহরি
পড়ি রহু পাঁতর মাহ॥ ধ্রু॥

* এই পদটির প্রত্যেক অঙ্ক কলিতে নিম্নলিখিত মাত্রা বিন্যাস দৃষ্ট হয় যথা—
২+৩+২+৩ ২+৩+২+৩
২+৩+২+৩+৪।

হেম-বরণ এক অম্বুজ করে ধরি
ঘন ঘন হেরত তায়।
রাই রাই করি শিরে কর হানই
ধূলি-ধূসর সব গায়॥
চূড়হিঁ চারু শিখণ্ড বিখণ্ডই
মুরলী পড়ি রহু দূর।
ঐছন সময়ে তাহাঁ পরবেশল
চন্দ্রশেখর সুচতুর॥

২৪৯—পদরসসার।

(৬)

কামোদ

রাই প্রবোধি চললি বর-রঙ্গিণি
করইতে কানুক উদেশ।
চঞ্চল নয়নে চৌ দিগে নেহারই
বিপিনহি করল প্রবেশ॥
সহচরি ঢুঁড়ত বরজ-কিশোর।
এক নীপ-মূলে পড়ি রহু মাধব
রাই-বিরহ জ্বরে ভোর॥ ধ্রু॥
দূরহি কানুক হেরি রসিক-বরা
থমকি থমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে চলদি বর চাতুরি
ডাহিন বামে না চায়।
ডাকি কহত হরি— হম রাই-কিঙ্কর
করুণা করি অব চাও।
চন্দ্রশেখর কহে এক নিবেদন তোহে
শুনি তুহুঁ আন কাজে যাহ॥

২৫০—পদরসসার।

(৭)

ধানশী।

"কি কহবি মাধব তুরিতহি বহ কহ
হম যায়ব আন-কাজে।
তো সঞে বাতহুঁ নহি মঝু সমুচিত
দোখ পাওব সখি-মাঝে॥
"কি কহব সজনী কহিতে বা কিয়ে জানি
রাই তেজল অভিমানি।
রাই তেজল বলি তুহুঁ যব তেজবি
তব বিখ ভুঞ্জব আনি॥"
"অতিরিণি কুরুপিণি গুণহিনি ভাগিহিনি
তাহে লাগি কাহে বিখ পিয়বি।
চন্দ্রাবলি-মুখ- চন্দ্র-সুধা-রস
পিবি পিবি যুগ যুগ জিয়বি॥
পদ্মা পদুমা গন্ধে মাতায়ব
ভদ্রা মঙ্গল দানে।"
চন্দ্রশেখরে কহে শুন বহু বল্লভ
রাই পিরিতি কিবা জানে॥

২৫১—পদ-রসসার

(৮)

সুহই।

এতহি কহল যব কানু শুনই তব
আয়ল দূতিক সাথ।
যাহাঁ ধনি বৈঠত দ্রুত চলি আওত
করই কতহি প্রণিপাত॥
"বিমুখি-ভাব তব পরিহর সুমুখি গো
বিনতি গদগদ নাথে।
ইহ বেরি মোহে হেরি সব দোখ খেমহ
হরি লাগি ধরি তুয়া হাথে॥
তব ললিতা সা ত্বং ললিতায়া ইতি
ব্রজ মহ কো নহি জান।
আঁচর পাতি হম তুয়া পাশে মাগিয়ে
মান-রতন দেহ দান॥"
বদতি তটস্থা মান-বিতস্থা
রাই-শ্রুতি-নিকটে বিশাখা।
"ও বহু-বল্লভ সহজহি দুল্লভ
পুন কাহা পায়বি দেখা॥
চিত্রা চম্পক- লতিকা আদি করি
কত বুঝায়লি বাণী।
চন্দ্রশেখরে কহে দুহুঁ জন সমুঝল
হম দুহুঁ-অন্তর জানি॥

২৫২—পদরসসার

শশিশেখর

[গোষ্ঠ-বিহার]

(১)

তুড়ী—তাল থেমটা।

আওয়ে ছিদাম চন্দ্র
রঙ্গিয়া পাগুড়ি মাথে।
একে অর্জ্জুন অংশুমান
দাম বসুদাম সাথে॥
কটি কাছনি রঙ্গিয়া ধটি
বেণু বর বাম কাখে।
জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর
ভায়া ভায়া বলি ডাকে॥
গলে লম্বিত গুঞ্জাবলি
ভুজে অঙ্গদ বালা।
গো-ছান্দন ডুরি কন্দল
কাণে কুণ্ডল খেলা॥
স্ফুট-চম্পক- দল-নিন্দিত
উজ্জ্বল তনু-শোভা।
পদ-পঙ্কজে নূপুর বাজে
শেখর-মন-লোভা॥

১৫৩—পদরসসার

[খণ্ডিতা]

শ্রীরাধার উক্তি :—

(২)

বিভাষ।

আওত পর পঙ্কক শঠ
নাগর শত-ঘরিয়া।
রমণী-পদ- যাবক পরি-
হর বক্ষসি ধরিয়া॥
কটি নীলা ম্বর পরিহিত
লম্বিত পদ-আগে।
দশন-ক্ষত অরুণাধর
ভুজে কঙ্কণ দাগে॥
তরুণারুণ নয়নাম্বুজ
আধ-মুদিত অলসে।
ভাল-উপর সিন্দুর বিন্দু
অঞ্জন সঞে বিলসে॥
যা যা দূতি বারহ বাবক
নিয়ড়ে জনি আওয়ে।
ঐছন শুনি তৈখনে দূতি
শশিশেখরে ধাওয়ে॥

২৫৩—পদরসসার

(৩)

তরুণারুণ নয়নাম্বুজ
ঢুলু ঢুলু ঢুলু অলসে।
দেখ্য দেখ্য দেখ্য পড়িবা পড়িবা
শুতি রহ যায়্যা দিবসে॥
ঝামর বদ- নাম্বুজ দেখি
সিন্দুরে কাজরে মাখা।
কামিনি কুচ কুঙ্কুম-চিত
বুকে যাবক-রেখা॥
নীলোৎপল মুখ মণ্ডল
নীরস কাহে ভেল।
যাও যাও বন্ধু নিকট ছাড়হ
পরাণে বাঝয়ে শেল॥

জানা গেল তুয়া চতুর চাতুরি
কুটিল কপট কাজ।
শশিশেখরে কহে শুভ কর
তহিঁ নাগর-রাজ॥

২৫৫—পদরসসার

(৪)

বিভাষ।

"নীলোৎপল মুখ-মণ্ডল
বীরস কাহে ভেল।"
"মদন-জ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল॥" *
"সিন্দুরহি পরিমণ্ডিত
চৌরস কাহে ভান।"
"গোবর্দ্ধনে গৈরিক সেবি
সিন্দুর করি মান॥"
"নখ নিক্ষত বক্ষসি তুয়া
দেয়ল কোন নারি।"
"কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোহে ঢুঁড়ইতে গোরি॥"
"নীলাম্বর তুহুঁ পহিরলি
পীতাম্বর ছোড়ি।"
"অগ্রজ সহে পরিবর্ত্তিত
নন্দালয়ে ভোরি॥"
"অঞ্জন কাহে গণ্ড স্থলে
খণ্ডন কাহে অধরে।"
উত্তর-প্রতি- উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে॥

২৫৬—পদরসসার

[মাথুর-বিরহ]

(৫)

সুহই।

অতি-শীতল মলয়ানিল
মন্দ-মন্দ-বহনা।
হরি-বৈমুখ হমারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা॥
কোকিলা-কুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব
পাওব আন-জনমে॥"
সব সঙ্গিনি ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরি-নামে।
যৈখনে শুনে তৈখনে উঠে
নব-রাগিণি গানে॥
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশখা ধরে নাটিয়া।
শশিশেখরে কহে গোরে
যাওত জিউ ফাটিয়া॥

২৫৭—পদরসসার

(৬)

সুহই।

"শিতল তছু অঙ্গ দেখি সঙ্গ-সুখ লালসে *
খোয়লুঁ কুল ধরম গুণ নাশে।
সোই যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণ সঞে অধিক তুহুঁ রোয়সি রে কাহে সখি
মরিলে হম করিহ ইহ কাজে।
অনলে নহি দাহবি রে নীরে নহি ডারবি
এ তনু ধরি রাখবি ব্রজ-মাঝে॥

* এই পদের প্রত্যেক কলির প্রথমার্দ্ধ শ্রীরাধার প্রশ্ন ও ভণিতা-ব্যতীত প্রত্যেক কলির শেষার্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর।

* এই পদের প্রত্যেক অর্দ্ধ কলিতে নিম্নলিখিত মাত্রা-বিন্যাস দৃষ্ট হয়, যথা—
৩ ২।৩
।৩।২।৩।৪

হমারি দোন বাহু ধরি সুদৃঢ় কয় বাঁধবি
শ্যাম-রুচি-তরু-তমাল-ডালে।
প্রতি দিবস সাঁহু মিলি নিচয়ে আসি দেখবি
শয়ন তেজি উঠই উষ-কালে ॥
সকল পরসঙ্গে মিলি স্তুতি করবি মোরি সখি
নাম লেই অভাগিনি ধনি রাই।
এ গজ-মতি হার লেহ অপন-গলে ধারবি
তোহে নিজ-চিহ্ন দেই যাই ॥
বিশখা সখি বলয় লেহ ইন্দু-রেখা অঙ্গুরি
নাস-আভরণ লেহ চিত্রা।
রঙ্গ-অবতংস লেহ শ্রুতি-যুগলে ধারবি
সুদেবি অতি নিরমল-চরিত্রা ॥
এতহুঁ সংবাদ কহি খোলই সব ভূখণে
দেই সব আলি-গণে বাঁটি।
পাণি-তলে ঘাত বুকে মাথে সভে মারই
শশিশেখরে মরত জিউ ফাটি ॥

২৫৮—বাঁকুড়ার ও গাঁড়াদহের পুথি

(৭)

সুহই।

"চির-দিবস ভেল হরি রহই মথুরা পুরী *
অবহুঁ সখি বুঝহ অনুমানে।
মধু-নগর-যোষিতা সাঁহু তারা পণ্ডিতা
বান্ধি মন সুরত-রতি-দানে ॥
কর্ম্ম-গত বালিকা তাহে পশু-পালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম-উপভোগ্যা।
রাজ-কুল-সম্ভবা সরসিরুহ-গৌরবা
যোগ্য-জনে মিলয়ে জন যোগ্যা ॥"
"তাবত দিন যাপই নিম্ব-ফল চাখই
অমিয়-ফল যাবত নহি পাই।
অমিয়-ফল-ভোজনে উদর-পরিপূরণে
নিম্ব-ফল দীগ নহি চাই ॥
তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতুরে
মালতি ফুল যাবত নহি ফোটে।"
রাই-মুখ-কাহিনি শশিশেখরে শুনি
রোখ-ভরে কহই কিছু ওঠে ॥

২৫৯—গাঁড়াদহের পুথি

শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রবোধ-উক্তি :—

(৮)

সুহই।

"কি করবি দশ দিন দুঃখ ললাটে ছিল
চির-দিনে যে লিখল ধাতা।
তাকর লাগি নিজ দেহ খোয়ায়বি
খায়বি সহচরি-মাথা ॥
ধৈরজ বান্ধবি চীতে।
সবহুঁ দিবস তোর সম নহি যায়ব
বিহি পুন মিলায়ব মীতে ॥ ধ্রু ॥
পথিকিনি-হাতে পাতি লিখি ভেজলুঁ
আজু রজনি-পরভাতে।
সো অব এতখণ মধুপুর পঁহুছল
প্রাতে দেয়ব হরি-হাতে ॥
পুনহুঁ কালি হম সহচরি ভেজব
বৈঠব হরি নিজ-চিত্তে।"
কহে শশিশেখরে করতলে বুক ধরি
আনি মিলায়ব কান্তে ॥

২৬০—পদরসসার

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি :—

(৯)

জয়জয়ন্তী।

নৃপতি-সুখ বাঞ্ছ যদি
ব্রজে কি আশ পূরে না।
গোপ-কুলে বসতি কেবা
নন্দ ঘোষে জানে না ॥

* এই পদটির ছন্দ পূর্ব্ববর্ত্তী পদের অনুরূপ। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় কলি শ্রীরাধার উক্তি; তৃতীয় কলি ও ভণিতার প্রথমার্দ্ধ সখীস্থানীয় পদ-কর্ত্তার প্রত্যুক্তি।

রাইকে ছাড়ি রহলি ভুলি
তাও কি মনে লয় না।
তারে হরি চাহসি যদি
কুবুজা সঞে মিল না ॥

জননি হেরি আরবি ফিরি
অন্য সব রহু দূরে।
গোপি প্রতি না কর কিছু
কহই শশিশেখরে ॥

২৬১—পাঁড়াদহের পুথি

যদুনন্দন

[শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ]

(১)

ধানশী।

ইন্দীবর-বর-উদর সহোদর *
মেদুর মদ-হর দেহ।
জাম্বুনদ-মদ-বৃন্দ-বিমোহিত-
অম্বর-বর-পরিধেহ † ॥
সজনী কো সোহি নব-যুবরাজ।
মোহন-মুরলি খুরলি-রুচিরানন
দাহন-কুলবতি-লাজ ॥ ধ্রু ॥
মোতিম-সার হার উর-অম্বর
নখতর-দামক ভান।
করি-কর-গরব-খরব-কর সুন্দর
সুবলন বাহু সুঠান ॥
মদ-গজ-রাজ লাজ গতি মন্থর
জগ ভরি ভরই অনঙ্গ।
যদুনন্দন ভণ সো নন্দ-নন্দন
চন্দন-শীতল-অঙ্গ ॥

২৬২—পাঁড়াদহের পুথি

* 'ইন্দীবর' ইত্যাদি—ইন্দীবরের (নীলোৎপলের) শ্রেষ্ঠ উদরের (মধ্যভাগের) সহোদর (সদৃশ)।

† জাম্বুনদের (স্বর্ণের) গর্ব্ব-সমূহ বিমোহিত যৎকর্ত্তৃক (বহুব্রীহি), এরূপ শ্রেষ্ঠ বসন পরিধেয় যাঁহার (বহু-ব্রীহি)।

(২)

ধানশী।

সো বর-নাগর-রাজ।
তপন-তনয়া-তটে নীপ-তরু নিকটে
হৌলন নটবর সাজ ॥ ধ্রু ॥
মরকত-রতন-মুকুর জিনি লাবণি
প্রতিতনু পিরিতি-পসার।
শারদ-চাঁদ ফাঁদ মুখ-মণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণে বিহার ॥
নাচত ভাঙ মদন ধনু ভঙ্গিম
দিঠি-খঞ্জন নট-জোর।
বান্ধুলি-অধরে মুরলি-রব মাধুরি
উমতায়ল মন মোর ॥
উড়ত চূড়ে চারু শিখি-চন্দ্রক
মন্দ-পবন সঞে মেল।
কহে যদুনন্দন শ্রবণ-রসায়ন
তনু মন সব হরি নেল ॥

২৬৩ - পাঁড়াদহ ও বাঁকুড়ার পুথি

ধানশী।

কি হেরিলাম নব-জলধরে।
সেই হৈতে পরাণ কেমন করে ॥

গুরু-গরবিত নাহি মানে।
নিঝুরে ঝরয়ে দু-নয়ানে ॥
সদাই বিকল মোর প্রাণ।
অন্তরে জাগিয়া রৈল শ্যাম ॥
হিয়া দুরু দুরু তাহে হেরি।
বিরলে বসিয়া রূপ ঝুরি ॥
পাসরিতে করি তারে মন।
পাসরিলে নহে পাসরণ ॥
কদম্ব-তলায়ে শ্যাম-চাঁদে।
হেরি কুলবতী পৈল ফাঁদে ॥
এ যদুনন্দন-মন ভোর।
হেরি রূপের না পায়ল ওর ॥

২৬৪—পদরসসার

(৪)

ধানশী।

কৃষ্ণ দু-আখর অতি মনোহর
শুনিলু মধুর গান।
তাথে পরমাদ চিতে উনমাদ
আন না শুনয়ে কাণ ॥
এ চিত্র-পটেতে নবীন মুরতি
নব ঘন জিনি তনু।
ইহার দরশে পরম হরিষে
মগ্ন ভেল মন জনু ॥
এ সব শুনিয়া সখীগণ-হিয়া
আনন্দ পায়ল অতি।
এ যদুনন্দন দাস কহি ভণ
ভালে সে চিন্তিত মতি ॥

২৬৫—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

(৫)

ধানশী।

যব ধরি পেখলুঁ সো মুখ-মণ্ডল
অপরূপ নয়ন-সন্ধান।
তব ধরি মঝু পর বরিখে কুসুম-শর
দিন-রজনী নহি জানু ॥
সখি শুন মরমক বাত।
বিরহক ধূমে ছটফট অন্তর
জীবনে না রহ সোয়াথ ॥ ধ্রু ॥
সত্তে যদি সদয়- হৃদয়ে তাহে আনসি
আরতি কহোঁ তছু পাশ।
তব মঝু তনু-মন জীবন সঙ্গে পুন
কেবল জনু নিজ-দাস ॥
যদুনন্দন কহ অব দুখ বিরমহ
সব সখি হোই এক ঠাম।
চলতহি যৈছনে রাই মানাইয়া
পুরাওব তুয়া নিজ-কাম ॥

২৬৬—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগ]

(৬)

ভূপালী।

কত ঘর বাহির হইব দিবা-রাতি।
বিষম হইল কালা-কানুর পিরিতি ॥
আনিয়া বিষের গাছ রুপিলাম অন্তরে।
বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে ॥
কি বুদ্ধি করিব সখি কি হবে উপায়।
শ্যাম ধন বিনে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
এ কুল ও কুল সখি দো-কুল খোয়ালুঁ।
সোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলুঁ ॥
কহিতে কহিতে ধনি ভেল মুরছিত।
উরে করি কহে সখী থির কর চিত ॥
মনে হেন অনুমানি এই সে বিচার।
এ যদুনন্দন বোলে কর অভিসার ॥

২৬৭—পদরসসার

[অভিসার]

(৭)

গান্ধার।

রাই-বচন শুনি চললহি সহচরি
কাননে যাহাঁ যদু-বীর।
তুরিতহি তাকর দুর সঞে দরশন
পাওল কুঞ্জক তীর॥
দেখ সখি অপরুপ কাজ।
হেরইতে সখিপহিঁ হোই উলস মতি
আওল নাগর-রাজ॥ ধ্রু॥
কহতহি তোহারি সহচরি বিনু মঝু
তিল-এক না রহ পরাণ।
তুরিতহি যাই তাহে তুহুঁ আনহ
হাম রহল ইহ ঠাম॥
শুনইতে সো ধনি ধাই আওল পুনি
কহলহি যত কছু বাত।
তব অভিসার করল রাই সুবদনি
যদুনন্দন করি সাথ॥

২৬৮—পদরত্নাকর

[মুরলী-শিক্ষা]

(৮)

বিহগড়া।

শুন শুন শুন গোবিন্দাই।
দু-জনাতে মুরলী বাজাই॥
তুমি বোল তুমি আমি এক।
আজু তা বুঝিব পরতেক॥
ইহা বলি মুরলী লইল।
এক-রন্ধ্রে দোহেঁ ফুক দিল॥
রাই বাজায় বোলে শ্যাম শ্যাম।
ও মোর গুণের প্রিয়-ধাম॥
শ্যাম বাজায় বোলে রাধা রাধা।
ও মোর গুণের প্রিয়-রাধা॥
তাহা দেখি যত সখীগণ।
ঘন করে ফুল-বরিষণ॥
আনন্দে তাহার কাছে কাছে।
ময়ূরা ময়ূরী ঘন নাচে॥
নিতি নিতি ঐছন বিলাস।
এ যদুনন্দন-রস-ভাষ॥

২৬৯—পদরসসার

রসাল

(৯)

ভূপালী।

রাধে সাধে শ্যাম-কোরে শুতি ঘুমাইল।
শ্যাম-গোরী অঙ্গ জড়ি অঙ্গে মিশাইল॥
দুহু-বাহু জনু রাহু চান্দে আগোরল।
নব-জলধর কিয়ে বিজুরী ঝাঁপল॥
কি নীল কমলে হেম-কমল উজ্জ্বল।
ঘন শশী মিশামিশি খসিয়া পড়ল॥
কিয়ে হেম যুথি তরু-তমালে বেড়ল।
যদু ভণ ঘন যেন চাঁদে মিশায়ল॥

২৭০—পদরসসার

[কুঞ্জ-ভঙ্গ]

(১০)

বিভাস।

"হামারি বচন শুন বিনোদিনি সতি।
এখনো না পথে লোক করে গতাগতি॥
যাবত তিমির পথ না ছাড়য়ে ঘোরে।
তাবত চলহ ঘরে ভয় নাহি কারে॥
সুললিত নীল-বাসে ঝাঁপ সব অঙ্গ।
বেকত না হয় যেন তব মুখ-চন্দ॥"
রাই যাবে জানিয়া নাগর ঘন শ্বাস।
ধনী লই গমন করল যদু দাস॥

২৭১—পদরত্নাকর

[শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-নিবেদন]

(১১)

সুহই।

নয়ন-পুতলী রাধা মোর।
হিয়া মাঝে রাধিকা উজোর ॥
আগে মোর রাধিকা রঙ্গিণী।
পিছে রাধা মন-বিমোহিনী ॥
ডাহিনে রাধিকা মোর।
বামে রাধা দেখিতে সুন্দর ॥
খিতি তল দেখোঁ রাধাময়।
গগনেতে রাধিকা-উদয় ॥
এ যদুনন্দন মনে জাগে।
কি না করে নব-অনুরাগে ॥

২৭২—পদরসসার

যদুনাথ

[শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব]

(১)

ধানশী।

জয় জয় কল-রবে আনন্দে মাতিল সভে
কেহু রহে কারু মুখ চাহিয়া।
কারু পদ নাহি চলে কেহু আধ-আধ বোলে
কেহু কেহু ডাকে উচ্চ করিয়া ॥
গোপী বাস না সম্বরে লাজ ভয় দূর করে
অঙ্গের ভূষণ পড়ে খসিয়া।
কোন গোপী হাতাহাতি কহিয়া আনন্দে মাতি
নন্দের অঙ্গনে আসে গড়িয়া ॥
কেহু নৃত্য কেহু গীত সর্ব্ব-অঙ্গ পুলকিত
কেহু গোপাল কোলে লয় তুলিয়া।
কারু কোলে নীলমণি পদ্ম-উতপল জিনি
গোপী রহে চান্দ-মুখ চাহিয়া ॥
যদুনাথ দাসে সত্য সত্য করি কয়।
গোপিকার প্রাণ-ধন যদু-রায় হয় ॥

২৭৩—পদরসসার

(২)

ধানশী।

কোথা গেলা নন্দ ঘোষ হের দেখ আসি।
তব গৃহে উদয় হৈয়াছে কত শশী ॥
এতেক দিবসে জন্ম হইল সফল।
মনের আনন্দে দেখ বদন-কমল ॥
যশোদার পুত্র হৈল পড়ি গেল সাড়া।
মহানন্দে ধায়্যা আলা যত গোয়াল পাড়া ॥
নন্দের মন্দিরে রে গোয়াল আল্য ধায়্যা।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
সভে বোলে নন্দ ঘোষ বড় ভাগ্য তোর।
তব গৃহে নাহি আজি আনন্দের ওর ॥
নাচয়ে হরিষে নন্দ পুত্র-মুখ চায়্যা।
চৌদিগে গোয়ালা নাচে কর-তালী দিয়া ॥
সর্গে নাচে দেবগণ পাতালে নাচে ফণী।
অন্তঃপুরে রাণী নাচে পায়্যা নীলমণি ॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলের গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥
দধি হরিদ্রা আনে আর গোরোচনা।
দু-বাহু পসারি আসে আহিরী-অঙ্গনা ॥

যদুনাথ দাসে বোলে শুন নন্দ-রাণী।
কত পুণ্য-ফলে তুমি পাইলা নীল-মণি॥

২৭৪—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা]

(৩)

সুহই।

হেদে গো রামের মা
ননী-চোরা গেল কোন পথে।
নন্দ মন্দ বলুক মোরে লাগালি পাইলে তারে
সাজা যে করিব ভাল মতে॥ ধ্রু॥
শূন্য ঘর-খানি পায়্যা সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাত-খানি।
আঙ্গুলের চিহ্ন গুলি বেকত হইবে বলি
ঢালিয়া দিয়াছে তাতে পানি॥
খীর ননী ছেনা চাঁছি উভু করি শিকা-গাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মন্থন-দণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনী-ভাণ্ড
নামাতে থাকিয়া মুখ পাতে॥
খীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয়
কি ঘর-করণে বসি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হইয়াছে পাপ
পরাণে মারিব ননী-চোরা॥
যশোদার মুখ হেরি রোহিণী দেখায় ঠারি
যে ঘরে আছয়ে যাদু-মণি।
যদুনাথ কয় দড় এবার কানুরে এড়
আর কভু না খাইবে ননী॥

২৭৫—বাঁকুড়ার পুথি

(৪)

সুহই।

অঙ্গনে বসিয়া নীলু-মণি করে খেলা।
আসিয়া মিলিলা যত ব্রজাঙ্গনা বালা॥
নবীন-নাগরী সব একত্র হইয়া।
যশোদারে কহে সভে মিনতি করিয়া॥
কভু নাহি দেখি তোমার কানুর নাচন।
নাচাও এক-বার দেখি ভরিয়া নয়ন॥
যশোমতী বোলে শুন ব্রজ-গোপীগণ।
আপন-ইচ্ছায় কৃষ্ণ নাচিলা এখন।
খীর ননী লৈয়া গোপালের দেহ করে।
নাচিবে গোপাল দেখি তোমা সভাকারে॥
গৃহ-কর্ম্ম তেজি রাণী গোপাল নাচায়।
যদুনাথ দাস তছু পদ-যুগে গায়॥

২৭৬—পদরসসার

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

চিত্র-দর্শন

(৫)

ধানশী।

চিত্র-পট করে লৈয়া রসবতী রাই।
মিলাই দেখই ধনি অনিমিখে চাই॥
চরণে চাহিয়া দেখে সোণার নূপুর।
নখ চন্দ্র শোভা করে অতি সুমধুর॥
কটি-তটে পীত-বাস মেঘেতে বিজুরী॥
নিতম্ব-কিঙ্কিণী তাহে আছে সারি সারি॥
দর্পণে মণ্ডিত দেখে হৃদয়-বলনি।
বনমালা-মাঝে দোলে কৌস্তভ-মণি॥
কোটি-চাঁদ জিনি শোভা অধর-বান্ধুলী।
মুখ-মাঝে বিরাজিত মোহন-মুরলী॥
কপালে তিলক-পাঁতি অলকা প্রচণ্ড।
চাঁচর চিকুরে শোভে মউর-শিখণ্ড॥
আপনা পাসরে রাই দেখিয়া মাধুরী।
যদুনাথ দাসে কহে আকুল কিশোরী॥

২৭৭—গাঁড়াদহের পুথি

[কৃষ্ণের আপ্ত-দূতী]

(৬)

ধানশী।

সুন্দরি বেরি এক কর অবধান।
নয়ন-কোণে যদি নাহ নিরীখসি
জিবন সফল করি মান॥ ধ্রু॥

খণে মুরছই খণে আবেশে আলিঙ্গই
সঘনে আপনা নিহানে।
কত বর-রমণী যতনে নেহারই
তুয়া বিনু জিবন নিদানে॥
তুহারি বৃন্দাবন তুহুঁ সরবস-ধন
তো বিনু আন ন চায়।
যদুনাথ দাস ভণে চল বৃন্দাবনে
রাখহ নাগর-রায়॥

২৭৮—পদরসসার

[অভিসার]

(৭)

ধানশী।

যদি তোমার শ্যাম-রূপ লাগ্যাছে মরমে।
বিলম্ব না কর ধনি চল বৃন্দাবনে॥
কালিয়া-কস্তুরী তোমার সব অঙ্গে মাখা।
সব অঙ্গে দেখি তোমার শ্যাম-নাম লেখা॥
বুঝিলাম তোমার মায়া শ্যাম প্রিয় লোভা।
তুমি বৃন্দাবনে গেলে দোহ-রূপের শোভা॥
এত কহি সখীগণে ধনীরে সাজাইল।
যদুনাথ দাসে কহে ভালই হইল॥

২৭৯—পদরসসার

(৮)

ভূপালী।

সাজল মদন-কলা-রস-রঙ্গিণি
শ্যাম-মিলন-সুখ-সাধে।
শ্রীবৃন্দাবনে বিজই বিনোদিনি
রমণি-শিরোমণি রাধে॥
কুঞ্চিত কেশ বেশ ভালে রঞ্জিত
লীলা-কমল-বয়ানী।
শ্রবণে রসাল কনক-নব-মঞ্জুরি
মনমথ-মনমথ-নয়নী॥

চাঁদনি রাতি চকোর সব মোদিত
ই ললিত-মুরলি-সুতান।
উনমত কোকিল পঞ্চম গাওত
শুনি ধনি কয়ল পয়াণ॥
হংসিনি গমনি চলনি অতি মন্থর
লীলা-পদ-গতি-শোভা।
কহে যদুনাথ সাথ ব্রজ-সুন্দরি
শ্যাম-পিরিতি-রস-লোভা॥

২৮০—পদরসসার

(৯)

ধানশী।

শ্যামরী শ্যামের গুণে উনমত হৈয়া।
চলিলা নিকুঞ্জে প্রিয় সহচরী লৈয়া॥
নানা-যন্ত্রে প্রেম-মন্ত্রে উঠে উনমাদ।
আবেশে অবশ মনে করি শ্যাম-চাঁদ॥
চৌদিগে চমকি চায় কালিয়া বলিয়া।
আনন্দে নয়ন-জল পড়িছে ঢলিয়া॥
সখী আশে-পাশে হাসি [illegible]সিত-মনে।
গায় সুললিত গীত সুমধুর-তানে॥
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে দিয়া জয় জয়।
উথলে রসের নদী যদুনাথে কয়॥

২৮১—পদরসসার

[মিলন]

(১০)

সুহই

তবে দোঁহে আনন্দিত-মনে।
ভ্রমণ করয়ে বনে বনে॥
বিকসিত নানা-জাতি ফুল।
প্রফুল্লিত যমুনা-দো-কুল॥
ককুখটী ডাকয়ে ডালে চড়ি।
ধাই আইল ভ্রমরা ভ্রমরী॥
ময়ুর নাচিছে ফিরি ঘুরি।
রাধা-কৃষ্ণ বোলে শুক-সারী॥

পৈঠল নিকুঞ্জক পাশ।
কহয়ে এ যদুনাথ দাস ॥

২৮২—পদরসসার

[সম্ভোগ]

(১১)

পঠমঞ্জরী।

রতি-জয়-মঙ্গল ভয়লহি কানন
কো কহ আরতি-ওর।
শ্যামর-কোরে বিলসই রসবতি
নব-ঘনে চাঁদ উজোর ॥
বৃন্দাবনে বনি রমণি শিরোমণি
অনুপম অনুগত ছান্দে।
কমলিনি সঙ্গে রঙ্গে নব মধুকর
মাতি রহল মকরন্দে ॥
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি করু কত চুম্বন
মাতল মনসিজ-রঙ্গে।
পড়লহি পিরিতি- সিন্ধু ভেল আকুল
ভাসল রসের তরঙ্গে ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে দুহুঁ-তনু মিলাওল
হেম-মণি মরকত জোর।
যদুনাথ দাস কহে দুহুঁ-তনু সুখময়
কো কহু বৈদগধি-ওর ॥

২৮৩—সা-প ২০১ পুথি

[শ্রীরাধার রূপোল্লাস]

(১২)

ধানশী।

এমন কালিয়া-চান্দের কে বনাল্য বেশ।
অকলঙ্ক-কুলেতে কলঙ্ক রৈল শেষ ॥
চান্দের উপরে চান্দ চান্দের টালনি।
তিন চান্দ এক-ঠাই কভু নাহি শুনি ॥
দশ চান্দ নাচে গায় মুরলীর রন্ধে।
আর দশ চান্দ রাঙ্গা-চরণারবিন্দে ॥
গগনেতে এক চান্দ তাই সে মোরা জানি।
খাটের মাঝে চান্দের গাছ কে রুপিল আনি।
হাতে চান্দ পায়ে চান্দ আর চান্দ কপালে।
এমন কভু শুনি নাই যে চান্দের গাছ চলে ॥
যদুনাথ দাসে কয় হরষিত হৈয়া।
চান্দ নহে নন্দ-সুত আছে দাঁড়াইয়া ॥

২৮৪—গাঁড়াদহের পুথি

(১৩)

সুহই।

ও বড় নিঠুর শ্যাম-রায়।
যার লাগি মোর মন সদা করে উচাটন
তারে নাকি এমতি যুয়ায় ॥ ধ্রু ॥
পুরুব পিরিতি যত তাহা না কহিব কত
কহিলে কে যায় পরতীত।
এবে সে জানিল দড় পিরিতি বিষম বড়
অন্তরে আকুল কৈল চীত ॥
শুনিয়া বাঁশীর গীত স্থির নহে মোর চীত
দুখের উপরে আরো দুখ।
চিতে পরবোধ দিয়া পাষাণে বান্ধিব হিয়া
আর না দেখিব চাঁদ-মুখ ॥
পিরিতি এমতি রস যাহাতে সকলি বশ
পিরিতি পরশ-সমতুল।
যদুনাথ দাসে কয় পিরিতি এমতি হয়
পিরিতে মজিল জাতি-কুল ॥

২৮৫—সা-প ২০১ পুথি

(১৪)

ধানশী।

গঞ্জে গঞ্জুক গুরু-জন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ-পতি আপদ এড়াই ॥
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর।
না বলুক না ডাকুক না যাব তার ঘর ॥
ধরম-করম যাউক তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বন্ধুরে হারাই ॥

কালা-মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ আমি পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
যদুনাথ দাসে কহে এহি মনে সাধ।
হয় হউক জগ ভরি কালা-পরিবাদ॥

২৮৬—পদরসসার

(১৫)

ধানশী।

জল বিনু জলচর নিমিখ না জীব।
চকোর অমিয়া বিনু তিলেক না পীব॥
তারা রয়ণী যৈছন রীত।
ঐছন মোহে কানুক পিরীত॥
শুন সজনি সমুঝায়বি আন।
প্রাণ পিরিতি-বশ নিরোধ ন মান॥ ধ্রু॥
ছায়া তনু জনু অনুখণ সঙ্গ।
নাহক প্রেম-লুবধ প্রতি-অঙ্গ॥
জীউ-জড়িত ভেল কানু কলঙ্ক।
চান্দ ন ছোড়ে যৈছন মৃগ অঙ্ক॥
দিনমণি-বিহিন দিবস নহি জান।
ঐছন শ্যাম বিনু মোহর পরাণ॥
নাহ-সোহাগ হৃদয় রহ জাগ।
যদুনাথ দাস কহে ধনি অনুরাগ॥

২৮৭—সা প ২০১ পুথি

(১৬)

বরাড়ী।

সজনি ও বড় বিষম প্রেম-জ্বালা।
তা সনে না কৈয় কথা যার বরণ কালা॥
যদি বা কহিবে কথা পাষাণে বান্ধ হিয়া। ধ্রু॥
তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে মরিবে ঝুরিয়া॥
যে জন না জানে পিরিত সে জন আছে ভাল।
হাসিয়া পিরিতি করি কান্দিতে জনম গেল॥
যদুনাথ দাসে কহে এই বোল বটে।
পিরিতি বদরি-আনল ছুইতে জল্যা উঠে॥

২৮৮—পদরসসার

(১৭)

সুহই।

বন্ধু হে কি আর বলিব।
তুমি সে এমন এত-দিবসে জানিল॥
যখন তোমার সনে না ছিল মিলন।
আমারে দেখিতে কত কর্যাছ যতন॥
বিপিনে আমার লাগি জাগিলে রজনি।
তিলে আমায় না দেখিলে তেজহ পরাণি॥
এবে আমা দেখি তুমি ফিরিয়া না চাও।
তুলিয়া রসের ডিঙ্গায় পাথারে ডুবাও॥
এবে সতী-সাধে তোমার না পাই দেখিতে।
মরুক যে পিরিতি করে খলের সহিতে॥
পহিল মিলনে যত কহিলে আমারে।
আকাশের চাঁদ দিলে হাতের উপরে॥
কত সুধা ঢাল বন্ধু কলসে কলসে।
যদুনাথ দাসে কহে বিন্দু না পরশে॥

২৮৯—সা-প ২০১ পুথি

[দান-লীলা]

(১৮)

ধানশী।

বেণু-রব শুনি কাণে চিতে না ধৈরজ মানে
ব্যস্ত হৈয়া অমনি উঠিল।
কে যাবি কে যাবি আয় আর ত না রহা যায়
বলি ধনী অমনি সাজিল॥
সুচতুর সহচরী বুঝাইছে বেরি বেরি
চল যাব মথুরার দিকে।
গোবিন্দ গোধন লৈয়া পথ পানে আছে চাঞা
বড়াইরে আমি আনি ডেকে॥
সঙ্গে গেলে বড়াই আই পথে কিছু ভয় নাই
গুরু-জনা অনুমতি দিবে।

পুরিবে সকল সাধ যাইতে না হবে বাদ
শ্যাম সঙ্গে পথে দেখা হবে ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী কহে সুমধুর বাণী
তবে সভে সাজাও পসরা।
আসিবে বড়াই আই তাহার বিলম্ব নাই
বেশ ভূষা করি গো আমরা ॥
বান্ধে কেশ বস্ত্র পরে কুঙ্কুম চন্দন উরে
সিন্দুরের বিন্দু দিল ভালে।
কবরী কানড়া-ছান্দে মুকুতার ঝুরি বান্ধে
চম্পক-কুসুম তায় দোলে ॥
কাঁচলি বান্ধিল আঁটি অঞ্চলে বাঁধিয়া কটি
রঙ্গিয়া উড়নী দিল গায়।
যদুনাথ দাসে কয় হৃদয় আনন্দময়
সুত দোলে পসরা সাজায় ॥

২৯০—বাঁকুড়ার পুথি

(১৯)

ধানশী।

এত শুনি এক সখী মনেতে হইয়া সুখী
যায়্যা বলে শুন গো বড়াই।
বিকি কিনি করিবারে কৃষ্ণ-মুখ দেখিবারে
তোমায় নিতে পাঠাইছে রাই ॥
বড়াই আসিয়া বলে অতি বড় কুতূহলে
শুন ওগো রাজার নন্দিনি।
মথুরার বিকে যাও পসরা সাজাও রাই
তোরে শিখাইব বিকি-কিনি ॥
সুবর্ণের ভাণ্ড তথি ক্ষীর নবনী দধি
সারি সারি পসরা উপরে।
বিচিত্র নেতের ফালি তাহাতে উড়নি ভালি
দাসী শিরে ঝলমল করে ॥
রঙ্গিয়া-বড়াই সঙ্গ পথে যায় নানা-রঙ্গে
মন্দ-গতি জিনিয়া করিণী।
লোটন লুটায় পিঠে কাঁকালি লুটায় মুঠে
নিতম্বে সোণার কিঙ্কিণী ॥

মুখে চুয়াইছে ঘাম যেন মুকুতার দাম
হেম-মণি কুমুদের সখা।
যদুনাথ দাসে ভণে ব্রজের রমণীগণে
যমুনার তীরে দিল দেখা ॥

২৯১—বাঁকুড়ার পুঁথি

(২০)

ধানশী।

আগো বড়াই, তরণীতে তরুণ-তমাল।
কিবা নব জলধর অঙ্গ কত সুধাকর
দু-কূল করিয়া আছে আল ॥ ধ্রু ॥
গলে নব ফুল-হার মণিময় অলঙ্কার
দামিনী দমক দুলাইল।
অলক তিলক ভালে শ্রবণ-যুগল-মূলে
মকর-কুণ্ডল দোলে ভাল ॥
পরিধান পীত ধড়া চূড়া-বেড়া গুঞ্জা-ছড়া
তাহে আর শোভে নানা ফুল।
দেখিয়া বদন-চাঁদে মদন পড়িল ফাঁদে
যুবতী কেমনে রাখে কুল ॥
এত অভরণ যার কিসের অভাব তার
সে কেনে ঘাটের ঘাটোয়াল।
যদুনাথ দাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
পরিচয় পাইবে তৎকাল ॥

২৯২—বাঁকুড়ার পুথি

(২১)

সুহই।

মথুরার হাট হৈতে ফিরিয়া আসিতে পথে
কাণে-কাণে বহিছে যমুনা।
কুমারের চাক যেন ঘুরণি উঠিছে হেন
দেখি সভে হইল বিমনা ॥
বড়াই কহ কি উপায়ে হৈব পার।
সাঁতারের নদী নয় নামিতে লাগিছে ভয়
দেখি প্রাণ কাঁপিছে আমার ॥ ধ্রু ॥

জল নহে কালো মেঘ পবন জিনিয়া বেগ
দেখি তনু কাঁপয়ে তরাসে।
ভুজঙ্গ কুম্ভীর ভাসে মীন পলায় ত্রাসে
নামি ইথে কেমন সাহসে॥
এক-হাটু জল মুখে এখনি গিয়াছি বিকে
কোথা হৈতে আল্য এত পানি।
হেন সভে অনুমানি জপিয়া সে মন্ত্র-খানি
এত-খানি কৈল সেই দানী॥
প্রণাম তাহার পায় তাই দিব যাহা চায়
কৃপা করি পার করুক আনি।
যদুনাথ দাসে বোলে তরি সাজি হেন বেশে
দিল দেখা গোকুলের মণি॥

২৯৩—পদরসসার

(২২)

[সুবল-মিলন]

ধানশী

ধেনু লৈয়া প্রবেশ করিলা বৃন্দাবনে।
নিজ নিজ ধেনু লৈয়া সব শিশুগণে॥
সুবলের কর ধরি করিলা গমন।
রাধা-কুণ্ড-তীরে আসি দিলা দরশন॥
দেখিয়া কুণ্ডের শোভা আনন্দ অন্তরে।
বিবিধ কুসুম-ফুল গাঁথি নিজ-করে॥
নব নব পল্লবে শেজ বিছাইয়া।
রাধা রাধা বলি কানু কান্দে ফুকারিয়া॥
রাই-রূপ সোঙরিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বড়ই আনন্দে কহে যদুনাথ দাস॥

২৯৪—পদরসসার

(২৩)

ধানশী।

শুন হে সুবল সখা কি করি উপায়।
রাধা বিনে মোর প্রাণ বিদরিয়া যায়॥
কত-ক্ষণে পাব আমি রাধা-দরশন।
রাধা-রূপ না হেরিলে না রহে জীবন॥
হা রাধা হা রাধা বলি পড়ে ভূমি-তলে।
মুখে নাহি বাণী শ্বাস কিছু কিছু চলে॥
দেখিয়া অঙ্গের ভাব মনেতে বুঝিল।
কৃষ্ণকে তুলিয়া সুবল কোলে বসাইল॥
নিজ বাস দিয়া সুবল অঙ্গ মুছাইল।
কান্দিতে কান্দিতে সুবল কহিতে লাগিল॥
চাঁদ-মুখ পানে চাঞা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কান্দিতে কান্দিতে কহে যদুনাথ দাস॥

২৯৫—পদরসসার

ধানশী। *

ধনী কহে প্রাণ-নাথ শুন মোর বাণী।
বিদায় দেহ প্রাণ-নাথ গৃহে যাই আমি॥
কানু-মনোরথ ধনী করিলা পূরণ।
সুবল-বেশেতে ধনী করিলা গমন॥
বিদায় হইয়া ধনী যায় ধীরে ধীরে।
উপনীত হৈলা ধনী রন্ধন-মন্দিরে॥
রাই দেখি আনন্দিত সুবল হইলা।
নিজ নিজ অভরণ ভূষিতে পরিলা॥
ধনীরে কহিয়া সুবল আনন্দে চলিলা।
রাধা-কুণ্ড তীরে আসি উপনীত হৈলা॥
রাধা কুণ্ড তীরেতে বসিয়া শ্যাম রায়।
নাচিতে নাচিতে সুবল মিলিলা তথায়॥
সুবল দেখিয়া তবে কহিলা মুরারি।
তোমার কারণে আজি পাইলাম কিশোরী॥

* এই পদের পূর্ব্বে সুবলের যাবটে আয়ানের গৃহে গমন ও সুবলের মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহোৎকণ্ঠা জ্ঞাত হইয়া সুবলের ছদ্ম-বেশে শ্রীরাধার রাধা-কুণ্ডে দিবাভিসার ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন—এই বিষয়ের পদ হইবে: যদুনাথের রচিত এই পদগুলি আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

হাস্য পরিহাস্য করে সুবল লইয়া।
সঙ্গের রাখাল সব মিলিল আসিয়া॥
যমুনার তীরে কৃষ্ণ করিলা পয়াণ।
সুবল-মিলন-রস যতুনাথ-গান॥

২৯৬—পদরসসার

শ্যামানন্দ

[অভিসার]

(১)

বিনোদিনী কনক-মুকুর-কাঁতি।
শ্যাম-বিলাসে সুন্দর তনু
সাজাঞা কতেক ভাঁতি॥ ধ্রু॥
রসের আবেশে গমন মন্থর
ঢুলি ঢুলি চলি যায়।
আধ ওড়নি ইষত হাসনি
বঙ্কিম-নয়নে চায়॥
সিথের সিন্দুর মদন মুগধ
তাহে চন্দনের রেখা।
নব-জল রে অরুণের কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
নীল বসন রতন-ভূষণ
জলদে দামিনী সাজ।
চাঁচর কেশে বিচিত্র বেণী
ঢুলিছে পিঠের মাঝ॥
শ্যামানন্দ-পহুঁ আনন্দ-মন্দিরে
কলপ-তরুর মূলে।
রসে ঢল ঢল বসিলা নাগরী
শ্যাম-নাগরের কোলে॥

২৯৭—সা-প ২০১ পুথি

শ্যামচান্দ

[বাল্য-লীলা]

(১)

রামকেলি।

দেখ মাই নাচত নন্দ দুলাল।
মণিময় নূপুর কটি পর ঘাঘর
মোহন উর বন-মাল॥ ধ্রু॥
গোপিনি শত শত বালক যুথ-যুথ
গাওত বোলত ভাল।
তিক্র দ্রামক ধনি তথৈ তথৈ শুনি
নিগধী তৃগধী তাল॥
লহু লহু হাস ভাব মৃদু বোলত
নিকসত দশন রসাল।
শ্যামচান্দ ভণ জগজন-জীবন
গোপাল পরম দয়াল॥

২৯৮—পদরসসার

শ্যাম দাস

[বাল্য-লীলা]

(১)

ভাটিয়ারী।

পা-খানি নাচায়্যা　　নূপুর বাজায়্যা
বসিয়া মায়ের কোলে।
ইষদ হাসিয়া　　মাখন তুলিয়া
আধ-আধ বাণী বোলে॥
কাঁচা-মরকত　　নবনী জড়িত
মনোহর তনু-খানি।
হাসিয়া হাসিয়া　　অমিয়া সিঞ্চিয়া
বোলে আধ আধ বাণী॥
যাহা লাগি শিব　　ছাড়িয়া বৈভব
বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়।
শ্যাম দাসে বোলে　　সে যে কুতূহলে
নন্দ-গৃহে ধুলায় লোটায়॥

২৯৯—পদ-রসসার

[শ্রীরাধার রূপোল্লাস]

(২)

সুহই।

কি বরণের কত রূপের কানু।
কিয়ে দলিতাঞ্জন　　কিয়ে নব-ঘন যেন
অতসী-কুসুম জিনি তনু॥ ধ্রু॥
কদম্ব হেলনা দিয়া　　অধরে মুরলি লৈয়া
তছু পর দশ চান্দ ঝুলে।
কি মোহন ভঙ্গী তার　　গলে গজমোতি হার
তিমিরে রতন হেন জ্বলে॥
পীত বসন ধটী　　পরিধান পরিপাটী
তাহে কত দামিনী সঞ্চরে।
বিনোদ চূড়ার পাশে　　কত সৌদামিনী ভাসে
অবলা কেমনে প্রাণ ধরে॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি　　সন্ধান করয়ে সখি
বিন্ধি জরজর কৈল হিয়া।
শ্যাম দাস বোলে বাণী　　সে মধুর তনুখানি
মোর মনে রহিল পশিয়া॥

৩০০—পদরসসার

(৩)

কল্যাণ ধানশ্রী।

ললিত ত্রিভঙ্গ　　শ্যাম-রূপ মোর
নয়নে লাগিয়া আছে।
কোটি সুধাকর　　ও মুখ-মণ্ডল
উজোর করিয়াছে॥
শিরে শিখণ্ড　　গুঞ্জার আঁটনি
বেড়িয়া বকুল-মালে।
তাহে মুকুতা-　　ঝুরি বিলম্বিত
তিলক-চান্দের মেলে॥
চরণ চঞ্চল　　চলনি চঞ্চল
চঞ্চল নূপুর পায়।
চঞ্চল পীত　　ধটীর অঞ্চল
খঞ্জন জিনিতে যায়॥
পিঠেতে দুলিছে　　পাটের থোপ
উলটি পালটি চায়।
ও রূপ হেরিয়া　　শ্যাম দাসের মনে
আন রূপ নাহি ভায়॥

৩০১—সা-প ২০১ পুথি

(৪)

সিন্ধুড়া।

দরশনে উনমুখী　　দরশন-সুখে সুখী
আঁখি মোর নাহি জানে আন।
যাহাঁ যাহাঁ পড়ে দিঠি　　তাহাঁ অনিমিখে ছুটি
সে রূপ-মাধুরী করে পান॥

মধুর হৈতে সুমধুর   অমিয়া-মধুর-পুর
মধুর মধুর মৃদু-হাস।
চঞ্চল-কুণ্ডল-আভা   ঝলমল মুখ শোভা
দেখিতে লোচন-অভিলাস॥
কহিতে রূপের কথা   মরমে পরম ব্যথা
লাখে বিধি না দিল বয়ান।
দেখে আঁখি কহে মুখ   তাতে কি পূরয়ে সুখ
তাহে বড় রসের পরাণ॥
দেখে আন কহে আন   অনুভব অনুমান
তাহে কি পরাণ পরবোধ।
কহিতে না পারি দেখি   অতয়েব ঝরে আঁখি
শ্যাম দাসের মরম-বিরোধ॥ *

৩০২—সা-প ২০১ পুথি

[অভিসার]

কেদার।

রাধে প্যারি আয়ে বাওয়ে রবাব
একহি লোচন   মন্ত্র-ইঙ্গিহি
ঔর কানু মুখ মাঝ ... ।
ইবত নাচনি   ... ম দোলনি
অলক-তিলক সাজ।
হেরি মুরছিত   শ্যাম-সুন্দর
অধরে মুরলি বাজ॥
ক্রম অবেশিত   পুলক-চঞ্চিত
মোর নাচে দুহুঁ পাশ।
রাই রঙ্গিণী   চৌদিগে দেখল
শ্যাম দাস তছু পাশ॥

৩০৩—সা-প ২০১ পুথি

[রাস-লীলা]

(   )

রাস মণ্ডল মাঝে নাচত কান।
মুরলিয়ে রাই-রূপ করু গান॥
কিঙ্কিণি রাগিণি সোহাগিনি তান।
নূপুর করত রাস মুরুছান॥
দোহার ভ্রমর গুণ গাওয়ে রসাল।
পদতল-পরশে ধরণি ধরু তাল॥
রিঝই রাই নিজ-হার করু দান।
শ্যাম দাস কুঞ্জ পাশ উলস-নয়ান॥

৩০৪—সা-প ২০১ সং পুথি

(৭)

মঙ্গল।

রাস অবসানে   কুসুম-আসনে
নাগরী নাগর সঙ্গ।
সঙ্গে সখীগণ   করত সেবন
প্রেম উলসিত-অঙ্গ॥
সুদেবী-সেবন   বারি-পরিমল
শ্যামলা চন্দন-গন্ধ।
চম্পকলতা করে   বিশদ চামরে
শীতল মারুত মন্দ॥
মঙ্গলা মালতী   মালা দেই গাঁথি
পালী যোগায়ত ফুল।
অনঙ্গ মঞ্জরী   অঙ্গ-সেবা করি
চিত্রা যোগায়ে দুকূল॥
ইন্দুরেখা রঙ্গ-   দেবী বিদ্যা-তুঙ্গ
ধন্যা মধুমতী সঙ্গ।
আম্র আনাবস   কমলা পনস
নিবেদে নারিকেল সঙ্গ॥
লবঙ্গ মঞ্জরী   মঞ্জুলা কস্তুরী
রূপ-রুচি রস-মঞ্জরী।
জাম কামরঙ্গ   খর্জুর সারঙ্গ
দাখ উড্য খেরা (?) সঞ্চরি॥

---

* 'দেখে' ইত্যাদি—অন্যে (অর্থাৎ লোচন) দেখে অন্যে (অর্থাৎ মুখে) কহে ; (সুতরাং) অনুভব (দর্শনকারীর প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ না হওয়ায়) অনুমান মাত্র)—তাহাতে কি রসের জন্য উৎকণ্ঠিত প্রাণের প্রবোধ হয় ? দেখিয়াও বলিতে না পারিয়া চক্ষু (খেদে) অশ্রু-ত্যাগ করে—ইহা শ্যামদাসের মর্ম্মে ব্যথা দেয়।

বৃন্দা যোগায়ত মীঠ ফল কত
দাড়িম-বীজ রস-কন্দ।
বিশাখা কৌতুকে দেই দুহুঁ-মুখে
মিছরি মাখি তরমুজ॥
লঙ্গ জাতিফল কর্পূর তাম্বুল
ললিতা যোগায় আনন্দে।
দেবী কুন্দলতা হাস-রস-কথা
রিঝাই রাই-গোবিন্দে॥
অঙ্গীকরি সেবা কুঞ্জে দেবী দেবা
শয়নে অঙ্গ গড়াই।
বিমলা পারশে নারী-বেশে শেষে
শ্যাম দাস পা সেবই॥

৩০৫—সা-প ২০১ পুথি

[সম্ভোগ]

(৮)

কেদার

রম্য বৃন্দাবন সুখদ শোহন
মোহন কালিন্দী-তীর।
নীপ-তরু-বৃত কুঞ্জ কুসুমিত
বহই ত্রিবিধ সমীর * ॥
মত্ত মধুকর গুঞ্জে গরগর
কুঞ্জ পরিমলে মাতিয়া।
হংস চক্রবাক কোকিল পিক
পক্ষ-রব কত ভাঁতিয়া॥
কলপ পাদপ রতন-মণ্ডপ
হেম বেদী পর রাজই।
তাহে বিরচিত বসন চিত্রিত
কুসুম-আসন সাজই।
তাহার উপর নাগরী নাগর
বিলসে মনোরথ-রঙ্গ॥
প্রেয়সী-মণ্ডলী প্রেম কুতুহলী
কহতহুঁ রস পরসঙ্গ
কুঙ্কুম চন্দন কুসুম ভূষণ
চামর-বীজন সুমন্দ।
ক্ষীর মধু-ফলে কর্পূর তাম্বুলে
সেবই সহচরী বৃন্দ॥
তান-যন্ত্র কত মধুর বাজত
গাওত মঙ্গল রাগ।
রাই কানু দুহু হাস লহু লহু
শ্যামদাস-চিতে জাগ॥

৩০৬—সা-প ২০১ পুথি

[রসালস]

(৯)

রামকেলি।

জাগহু রে মধু বনকে মোহন
অতি বিপরীতক ছান্দে।
তড়িত-লতা নব- ঘন পরিশহল
চান্দ ঘুমাওল চান্দে॥
কুসুমান্বিত মাধবিকে মন্দির
চৌদিশে ভ্রমরক রোল।
নিশি যাওত অব ভানু দিগন্তর
পরশ-রসে দুহুঁ ভোর॥
কমল-নয়ন দুহু ভুহুঁ পরকাশল
অরুণ কিরণ পর লাগ।
শ্যাম দাস-পহু লাজ লজায়ল
হেরি মদন শত-রাগ॥

৩০৭—সা-প ২০১ পুথি

[মাথুর-বিরহ]

সখীর প্রবোধ :—

(১০)

দেশাগ।

শুন সুন্দরি আজু মথুরা গেও বীকে।
সনকো সম্বাদ সব হম কহলহি
কাহ্নু পুছল তুয়া নীকে॥ ধ্রু॥

* 'ত্রিবিধ সমীর'—শৈত্য, সুগন্ধ ও মান্দ্য—এই ত্রিবিধ গুণ-যুক্ত পবন।

তুয়া পুন ভাগ কহনে নহি হোই।
যো পদ-সেবি যোগেন্দ্র নহি পাওত
ধরণি লোটায়ই সোই ॥
যে কছু পূছল সব হাম কহলহি
শুনি রহল গিম লাই।
ঐছন প্রেম লাখ করি মানলুঁ
কো কহে নিঠুর মধাই ॥
সঙ্কেত-আখরে তুয় নাম ভেটলুঁ
সাদরে নিল কর যোড়।
আধ পঢ়ত আধ লোরে মেটাওল
ভাল ধনি জীবন তোর ॥
তুয়া গুণ সোঙরি ফুকরি ফুকরি রোই
অনিমিখে মঝু মুখ চায়।
রাইক অন্তর শ্যাম দাস বুঝি
মনহি নাহি কছু ভায় ॥

৩০৮—সা-প ২০১ পুথি

[শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন]

(১১)

ধানশী।

অনেক সাধের বন্ধুয়া আমার
নয়নে লুকায়্যা থোব।
প্রেম চিন্তামণি ডোরেতে গাঁথিয়া
গলায়ে হার পরিব ॥
শিশু-কাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ কর্যাছি সার।
তুমি প্রাণ-ধন জীবন যৌবন
তুমি সে গলা'র হার ॥
ঘুমে জাগরণে শয়নে সপনে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় কোটি কোটি
সকলি করিবে ক্ষেমা ॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া বলি শ্যাম রায়।
শ্যাম দাসে ভণে নিজ-দাসী-জনে
না ঠেলহ রাঙ্গা-পায় ॥

৩০৯—পদরসসার

জগদানন্দ

[আক্ষেপ-অনুরাগ]

(১)

ধানশী।

কেন গেলাম জল ভরিবারে
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে ॥ ধ্রু ॥
দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গ-ছটা আটা তার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল ॥
চিত্ত শালে ধৈর্য্য-হাতী বান্ধা ছিল দিবা-রাতি
ক্ষিপ্ত হৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকলি কাটি চারি দিকে গেল।
পলাইয়া গেল কোন দেশে ॥
ছিল লজ্জা-হেমাগার গুরু-গৌরব সিংহদ্বার
ধরম কপাট ছিল তায় ॥
বংশীধ্বনি বজ্র-পাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সম-ভূমি করিল আমায় ॥
কালিয়া ত্রিভঙ্গ-বাণে কুল-ভয় কোন স্থানে
ডুবিল উঠিল ব্রজের বাস।
অবশেষে প্রাণ বাকি তাও পাছে যায় নাকি
ভাবয়ে জগদানন্দ দাস ॥

৩১০—পাঁড়াদহের পুথি

[খণ্ডিতা]

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি :—

(২)

সুহই।

পহিলহি ভরম মরম-সুখ-দায়ক
নায়ক-মণি অনুকূল।
তুয়া গুণে তাহে বেকত করু ত দিনে
শঠ-লম্পট-সমতুল ॥
মাধব সহজই ধনি বনি বামা।
পামরি মেলি কেলি তব কেশব
এ সব সহয়ে কি বামা॥ ধ্রু ॥
অরুণ অধরে তুয়া কাজর হেরইতে
মনমথ-শরে জরি গেল।
মৌলি-মিলিত হৃদে যাবক হেরইতে
পাবক-সমতুল ভেল।
আপন-দোখে রোখ পরিপোষলি
কো পরিতোষব তায়।
জগদানন্দ ভণ পালটি চলহ পুন
সভে মিলি পড়বহু পায় ॥

:৩১১—পদরসসার

[কলহান্তরিতা]

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি :—

(৩)

তিরোথা-ধানশী

মলিন-বদনে যব সদনে সিধারল
সো ব্রজ-রাজ-কুমার।
ছলছল-নয়নে বয়ন মঝু অতি-খলে
কথি লাগি চাহসি আর ॥
মানিনি সোঙরি সোঙরি দেখ সোই।
আলি-বচনে তব পারি দেয়লি অব
চীত-উচিত ফল হোই ॥ধ্রু॥

যা সঞে নাথ যুবতি রতি-আরতি
সে যব প্রণত ভেল তোর।
বৈঠলি পলটি উলটি নাহি পেখলি
ইথে কি মানিয়ে দুখ থোর ॥
যৌবন-রূপ-গরবে ধরণী-তলে
না পড়ই চরণ তুহারি।
জগদানন্দ ভণে কি জানি রসিকজনে
লাজে পড়ত পুনবারি ॥

৩১২—পদরসসার

ধানশী।

তুয়া বিনে সপনে আন নাহি জানত
তুহুঁ যৈছে কণ্ঠকি মালা।
সো রূপ-গুণ-নিধি দগধি কোন সিধি
সাধলি মুগধিনি বালা ॥
মানিনি তুহুঁ অতি হৃদয়-কঠোর।
দুলহ পুরুখ-বর উপেখিতে অন্তর
দরবিত না ভেল তোর ॥ধ্রু॥
আছয়ে কতয়ে কু- মতি দরশাইতে
পতি-মতি-ভেদিনি নারি।
কিয়ে তছু বচন শ্রবণ-পথে সঞ্চরি
পৈঠল হৃদয় তুহারি ॥
নিজ পর কুজন সু- জন নহি সমুঝলি
ন বুঝলি পিরিতক রীত।
জগদানন্দ তুহেঁ কত সমুঝায়ব
মাথ-শপতি দেই নীত ॥

৩১৩—পদরসসার, গাঁড়াদহ ও বাঁকুড়ার পুথি

(৫)

ধানশী।

মাথে শপতি দেই যতনে শিখায়লুঁ
অবিরত কত শত-বার।

কিয়ে তুহুঁ পরবশ তবহুঁ না সমুঝলি
কত সমুঝায়ব আর ॥
মানিনি তুহে আয়লুঁ হম বাজে।
সো শঠ কোটি- নটিনি-শট-লম্পট
হঠে নঠ কৈলি সব কাজে ॥ধ্রু॥
কত নব-যুবতী সুমুরতি রসবতি
ইতি উতি পড়, তছু পায়।
তুহুঁ অবিচারে দোখ বিনু রোখলি
এ দুখ কহব হম কায় ॥
ব্রজ মাহা রসিক যুবতি অব কো কাহাঁ
তুহেঁ ন করই উপহাস।
শুনি শুনি মরমে মরল তুয় নিজ-জন
ভণ জগদানন্দ দাস ॥

৩১৭—পদরসসার

জগন্নাথ

[আক্ষেপ অনুরাগ]

(১)

ধানশী।

মৈলুঁ মৈলুঁ মরিয়া গেলুঁ
ঠেকিয়া পিরিতি-রসে।
না জানি কি আর হয় পরিণামে
পিরিতির অবশেষে ॥
এ ঘর-করণ ননদী দারুণ
বসতি পরের মাঝে।
এই মাগো বর মরম সফল
জীবনে কি সুখ আছে ॥
কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পালুঁ।
হিয়া-দগদগি মনের আগুণি
দ্বিগুণ পুড়িয়া মৈলু ॥
না ছিল পিরিতি আছিল কিরিতি
জনম গোঙালুঁ ভাল।
পিরিতি করিয়া এ সব জঞ্জাল
বিষাদে পরাণ গেল ॥
গোকুল-নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
এ সব যুবতী সতী কুলবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা ॥
গুরু-গরবিত ভয় নাহি সয়
কি বুদ্ধি করিব হায়।
জগন্নাথে বোলে সব দিয়া জলে
বিকাইব রাঙ্গা-পায় ॥

৩১৫—পদরসসার

[নৌকা-বিলাস]

(২)

ভাটিয়ারী।

বড়াই হোর দেখ রঙ্গ চায়্যা।
কোথা হৈতে আসি দিল দরশন
এহেন সুন্দর নায়্যা ॥ ধ্রু ॥
না-খানি সাজান রজত-কাঞ্চনে
বাজত কিঙ্কিণী-জাল
শোভিয়াছে তাথে রাঙ্গা দুটি হাথে
মণি-বান্ধা কেরয়াল ॥
লাল নীল কালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব-কলিকা কাণে।
কঠর-বসনে বাঁশীটি বান্ধ্যাছে
শোভে নানা আভরণে ॥

হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে
ফিরাইছে রাঙ্গা-আঁখি।
চাপাইয়া নায় কি জানি কি চায়
চঞ্চল স্বভাব দেখি॥
আমরা কহিনু কংসের যোগানী
বুকে না হেলিয় কেহ।
জগন্নাথ কহে শশী ষোল-কলা
পাইলে ছাড়ে কি রাহু॥

৩১৬—পদরসসার

(৩)

ভাটীয়ারী।

হেদে গো নায়্যার পো।
আমরা সকলে যাইব গোকুলে
ও-পার করিয়া থো॥ ধ্রু॥
কৌতুকে রাজার গেছিলুঁ বাজার
বেচিতে দুধ ও দধি।
কে জানে কেমন হইবে এখন
পড়িল যমুনা-নদী॥
দেখিতে বয়ান জুড়ায় নয়ান
নব-ঘন জিনি কাল।
পার করি দিলে যে চাহিবে দিব
যে নিলে বাসহ ভাল॥
আর হের হাি পাতহ না-খানি
চাপি যায়্যা সভে সুখে।
হের রাখিয়াছি ছেনা ননী খীর
দিব ত ও চাঁদ-মুখে॥
পার করি দিলে এ যশ তোমার
ঘুষিব অনেক কাল।
জগন্নাথ দাস- বচন সরস
জিনি অমিয়া রসাল॥

৩১৭—পদরসসার

(৪)

ভাটীয়ারী।

ব্রজ-রমণী-স্তুতি শুনিয়া সে যদু-পতি
দেখাইলা সে তরণী খানি।
দেখিয়া পুরাণা তরি একে একে ব্রজ-নারী
বোলে বুঝি হারাব পরাণি॥
আমরা অবলা নারী তোমার পুরাণা তরি
তাহে অতি গভীর যমুনা।
তুমি তাহে কর্ণধার কেমনে হইব পার
বুঝি সব মরণ-মন্ত্রনা॥
তরণী নূতন নয় দেখিয়া লাগয়ে ভয়
ভাঙ্গা নায়ে ভরা দিতে নারি।
এ কাণে ও কাণে বান দেখিয়া কাঁপয়ে প্রাণ
নন্দ-সুত নবীন কাণ্ডারী॥
হাসি কহে শ্যাম-রায় ভয় নাই চড় নায়
অশ্ব গজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত পার করি কত শত
যুবতী-যৌবন কত ভার॥
জগন্নাথ দাসে কয় নায়ে চড় নাহি ভয়
অবধানে শুন ব্রজ-নারী।
যেই হরি দীন-বন্ধু পার করে ভব-সিন্ধু
সেই হরি আপনি কাণ্ডারী॥

৩১৮—গাড়াদহের পুথি

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

(৫)

ভাটীয়ারী :

নৌকা খানি মোর অতি জর জর
বুঝিয়া চাপিতে হয়।
শুন সভে কই দুই জন বই
তিন জন নাহি সয়॥
আগে কে চাপিবে চাপ আসি।
নিতম্ব-মণ্ডল পীন পয়োধর
দেখি বড় ভয় বাসি॥ ধ্রু॥

আমি জানি আগে তোমরা সকলে
কাতর অতি কৃপণা।
দেহ আলিঙ্গন মুখ-মধু-পান
নাহি চাহি রূপা-সোণা॥
নন্দের কুমার কি নাহি আমার
মাণিকে বাসিয়ে কড়া।
জগন্নাথে বোলে সব সখী-মেলে
এই কথা কর গোড়া॥

৩১৯—পদরসসার

(৬)

গুর্জ্জরী।

চিতে উলসিত বড়ি লাজে কেহু নাহি চড়ি
কানাই না-খানি পাতি রহে।
উগোর দেখিয়া বেলি বড়াই পাড়িছে গালি
রাধার সে গায়ে নাহি সহে॥
বিনোদিনী পহিলে আপনে চাপে নায়।
তলে তার বিছানা আনি কমল-দলের শ্রেণী
ভুড়া ধরি বৈসে গিয়া তায়॥ ধ্রু॥
পসরা বামেতে আনি ডাহিনে ঘুমটা টানি
বসিল কানুরে করি পীঠ।
ঝলমল করে গায় সোণার নূপুর পায়
ঐছন শোভিছে অতি-মীঠ॥
গুরুয়া নিতম্ব পরে কটিতে কিঙ্কিণী পরে
তাহে শোভে বেণীর থোপনা।
ধৈরজ না মানে চিত দেখি তনু বিমোহিত
বিসরিল কিশোরী আপনা॥
ভেদল মদন-কাঁড় হাত হৈতে খসে ডাঁড়
কালিন্দী যে ফেনা-ছলে হাসে।
জগন্নাথ দাসে গায় কানাই একেলা নায়
সভাই মাতিল ও না রসে॥

৩২০—পদরসসার

(৭)

ভাটীয়ারী।

আনন্দের ভরে চাপায়্যা রাধারে
পুলকে পুরিল গা।
মধ্য-দরিয়ায় আনি শ্যাম-রায়
কাঁপাইতে লাগিলা না॥
করি দিব পার কৈলুঁ অঙ্গীকার
কে জানে এমন হবে।
তিল-আধ আর নাহি সহে ভার
নিচয়ে জানিলুঁ ডুবে॥
তরাসে কিশোরী ভুজ-বাহু পসারি
ধরিল কানুর গলে।
রাধা কোলে করি রসিক মুরারি
ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে॥
ভাসিয়া ভাসিয়া লাগিল আসিয়া
নিভৃত-নিকুঞ্জ-বনে।
মনে যেবা ছিল বিধি ঘটাইল
দাস জগন্নাথে ভণে॥

৩২১—পদরসসার

[সুবল-মিলন]

(৮)

ধানশী।

অনেক যতনে কৃষ্ণ না হয় চেতন।
কৃষ্ণ-মুখ পানে চায়্যা করয়ে রোদন॥
ভাবাবেশ দেখি সুবল ভাবে মনে মনে।
রাধা রাধা বলিয়া ডাকয়ে ঘনে ঘনে॥
রাধা-নাম শুনি কৃষ্ণ চেতন হইলা।
কান্দিতে কান্দিতে সুবল কহিতে লাগিলা॥
অতি-যতনের নিজ-হার দেহ মোরে।
তুরিতে গমন করি রাধার মন্দিরে॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ হইলা।
খসাইয়া নিজ-হার সুবলেরে দিলা॥

কৃষ্ণ-হার লৈয়া সুবল করিলা গমন।
রাধার মন্দিরে আসি দিলা দরশন॥
কি বোল বলিব সুবল ভাবে মনে মনে।
দাঁড়াঞা রহিলা সুবল জগন্নাথ ভণে॥

৩২২—পদরসসার

(৯)

সারঙ্গ।

রন্ধন করিতে বাহিরে চাহিতে
সুবলে দেখিল ধনি।
তাহারে দেখিয়া চমকিত হৈয়া
কহিছে মধুর বাণী॥
আমার সুবলে না দেখি কখন
কি লাগি আইলা তুমি।
পরাণ-নাথের বিপথা পড়িছে
কারণে বুঝিলুঁ আমি॥
এ কথা শুনিয়া আনন্দিত হৈয়া
সুবল কহিছে বাণী।
কহিবার নয় কৈলে কিবা হয়
শুন শুন বিনোদিনী॥
আপনার হার দিয়াছে তোমারে
শ্যামকে দেখিতে পরে।
জগন্নাথ বোলে হার দেহ গলে
চল রাধা-কুণ্ড-তীরে॥

৩২৩—পদরসসার

(১০)

শ্রীরাগ।

সুবল পাইয়া হরষিত বিনোদিনী।
জিজ্ঞাসিলা যত কথা মধু-রস-বাণী॥
ধনী কহে ওরে সুবল মোর নিবেদন।
কি রূপে যাইব আমি কৈরাছি রন্ধন॥
সুবল বোলয়ে ধনি মোর নিবেদন।
মোর বেশ লৈয়া তুমি করহ গমন॥
আপনার চূড়া সুবল দিল খসাইয়া।
রাধার শিরেতে বান্ধে যতন করিয়া॥
অভরণ রাখে সুবল করিয়া যতনে।
গুঞ্জা-হার মকর-কুণ্ডল দিলা কাণে॥
সুবলের ধড়া রাই কটিতে পরিলা।
অলকা-আবৃত ভালে তিলক রচিলা॥
গলায় শ্যামের হার বিরাজিত তায়।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥
রাঙ্গা লড়ি হাতে আর চরণে নূপুর।
রাখালের বেশ ধনি অতি সুমধুর॥
নব অভরণ সুবল পরিলা যতনে।
রাই-বেশ ধরি সুবল রহিলা রন্ধনে॥
সুবলের বেশে রাই করিলা গমন।
জগন্নাথ দাস হেরি আনন্দিত-মন॥

৩২৪—পদরসসার

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ—

(১১)

শুন শুন সুন্দরি করি নিবেদন।
কৃপা করি এ অধীনে দেহ আলিঙ্গন॥
চরণেতে নিবেদন করি প্রেমময়ি।
জন্মে জন্মে আমি যেন তুয়া দাস হই॥
দোহেঁ দোহঁ-সম্ভাষণে হইলা বিভোর।
চান্দ-অমিয়া যেন পিবয়ে চকোর॥
দরশনে পরশনে দোহার আনন্দ॥
রাই-চাঁদে বিলসয়ে চকোর-গোবিন্দ॥
কমলে ভ্রমর যেন মাতিয়া রহিল।
জগন্নাথ বোলে ঐছে মিলন হইল॥

৩২৫—পদরসসার

নরোত্তম

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

(১)

বালা ধানশী।

এক ব্রজ-নারী কাখে কুম্ভ করি
দেখিলুঁ যমুনা যাত্যে।
তার রূপ-সীমা কি দিব উপমা
বিজুরী পড়িছে পথে॥
মাঝা অতি খীণ ঈষত হিলন
নূপুর শোভিছে পায়।
আমা পানে চায়্যা ঈষত হাসিয়া
পড়ল সখীর গায়॥
সেই হৈতে মন নহে সম্বরণ
কি জানি কি কৈল মোরে।
ভুরু-কাম-ধনু দিয়া প্রেম-গুণ
বিন্ধিল নয়ন-শরে॥
যাহ যাহ দূতি যথা রসবতী
বিলম্ব না সহে তোরে।
শুন ল সুন্দরি নবীন কিশোরী
আনিয়া মিলাহ মোরে॥
আমার বচনে ধরিবা চরণে
লইয়া আমার নাম।
কহিতে কহিতে রাই উঠে চিতে
অমনি পড়ল শ্যাম॥
শ্যামের আরতি লৈয়া গেলা দূতী
বসিলা রঙ্গিণী-পাশ।
সে সব বচন করে নিবেদন
কহে নরোত্তম দাস॥

৩২৬—পদরসসার

[শ্রীরাধার রূপোল্লাস]

(২)

ধানশী।

কালা-কলেবর কাম-কুসুম-শর
হানিয়াছে মরম-সন্ধানে।
কিবা মোহনী দিয়া কিরূপে বান্ধল হিয়া
সেই হৈতে আন না লয় মনে॥
কিবা সে চূড়ার ছাঁদ উপরে উদিত চাঁদ
একই কালে কত চাঁদ সাজে।
দিঠি মোর পবশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হিয়া মাঝে॥
ঘরে মোর গুরু-জন সদা বলে কুবচন
আর দুখ না যায় সহনে।
দো-কুলে কলঙ্ক হয় আর কত প্রাণে সয়
মরিব এহি সে অনুমানে॥
নরোত্তম দাসের বাণী শুন ভানু-নন্দিনী
তাহে তুমি না ভাবিহ আন।
প্রেমের পসরা লৈয়া কালা-কানু ভেট গিয়া
পূরব মনোরথ-কাম॥

৩২৭—পদরসসার

[শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জে মিলন)

(৩)

কামোদ।

নাগর-পরম-প্রেম হেরি সুন্দরি
উছলিত নয়নক লোর।
মৃদুতর বচনে প্রবোধই নাহক
যতনহি লেই করু কোর॥

কি কহব আনন্দ-ওর।
রাইক পরশে ভেল তহিঁ চেতন
মীলিত লোচন-জোর ॥ধ্রু॥
ধনি-মুখ হেরি তাপ সব মীটল
বাঢ়ল রসক তরঙ্গ।
দুহুঁ দোহাঁ-বদন হেরি করু চুম্বন
মাতল মনসিজ-রঙ্গ॥
দোহেঁ দোহাঁ এক-মন নিবিড় আলিঙ্গন
জনু মণি-কাঞ্চন জোর।
আনন্দ-লোচনে দাস নরোত্তম
হেরত যুগল-কিশোর॥

৩২৮—পদরত্নাকর

[রসালস]

(৪)

বিভাস।

সুরত সমাপি রাই ঘন-শ্যাম।
রস-ভরে দেখে দুহুঁ দুহুঁক বয়ান॥
অলসে বিঘূর্ণিত লোচন-তাব।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ চুম্বই পুনবার॥
প্রেম-ভরে আকুল দুহুঁক শরীর।
নিন্দহু আলসে নহি রহু থীর॥
উর পর নাগরি শুতায়ল নাহ।
কো কহু দুহুঁজন-রস-নিরবাহ॥
রতন-শেজ পর শূতলি রাই।
শূতল নাগর ধনি-মুখ চাই॥
পল-এক ঘুমল যুগল-কিশোর।
হেরি নরোত্তম আনন্দে ভোর॥

৩২৯—পদরত্নাকর

(৫)

বরাড়ী।

নিধুবন-সময়ে অবশ দুহুঁ অঙ্গ।
শূতল দুহুঁ-জন রতন-পালঙ্ক॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখিগণ সঙ্গে।
নিজ-নিজ-সেবন করতহি রঙ্গে॥
প্রেম-ভরে অলসল লোচন-জোর।
ঘুমল রাই কানু করি কোর॥
দুহুঁ-ভুজ দুহুঁজন কণ্ঠহিঁ নেল।
মনমথ-তূণ শূন ভই গেল॥
সবহুঁ সখীগণ শয়নহি কেল।
হেরি নরোত্তম আনন্দ ভেল॥

৩৩০—পদরত্নাকর

[কুঞ্জ-ভঙ্গ]

(৬)

বিভাস।

নিজ-নিজ-মন্দিরে যাইতে পুন পুন
দুহুঁ মুখ-চন্দ্র নেহারি।
অন্তরে উথলল প্রেম-পয়োনিধি
নয়নে পুরল ঘন বারি॥
রাই-কণ্ঠ ধরি গদগদ বোলত
দুহুঁ-তনু প্রেম-বিভোরি।
দুহুঁক বিছেদ দুহুঁ সহই না পারই
দুহুঁ দুহু আলস-ভোরি॥
গদগদ কণ্ঠ কহই নহি পারই।
ধরই না পারই অঙ্গ।
নরোত্তম-সহচরি সহই না পারই
দুহুঁক দুলহ-রস-ভঙ্গ॥

৩৩১—পদরত্নাকর

(৭)

ভৈরবী।

মাধব হমারি বিদায় পায়ে তোর।
তুহারি প্রেম লাগি পুন চলি আওব
অব দরশন লাগি মোর॥ধ্রু॥

কহইতে রাই বচন ভেল গদগদ
শুনইতে আকুল কান।
দুহুঁ-মুখ হেরইতে দুহুঁ দিঠি ঝরঝর
শাঙন জলদ-সমান॥
এত বলি সুন্দরি পাওল নিজ মন্দির
নীচলে রহু অতি ভোর।
দাস নরোত্তম হেরই অপরূপ
পীত নিচোলে তনু জোর॥

৩৩২—পদরত্নাকর

[বিপ্রলব্ধা]

(৮)

ধানশী।

সখি হে অব কিয়ে করব উপায়।
সুখে থাকিতে বিহি না দিলে আমায়॥
হাম আয়লুঁ সখি কানু-আশোয়াসে।
ধিক ধিক অব ভেল জীবন-শেষে॥
সো চঞ্চল হরি শঠ-অধিরাজ।
পহিলহি না জানি কৈলুঁ হেন কাজ॥
কারে দোষ দিব সখি আপন কুমতি।
আপন খাইয়া মুঞি করিলুঁ পিরিতি॥
পরিণামে হেন হবে ইহা নাহি জানি।
তবে কেনে এ আগুনে জারিব পরাণি॥
পর পুরুষের সনে পিরিতির সাধ।
নরোত্তম দাস কহে বড় পরমাদ॥

৩৩৩—পদরত্নাকর

[মানান্তে মিলন]

(৯)

সুহই।

কি কহব দুহুঁ দুরভান।
না হেরসি দুহুঁ পরিণাম॥
অহুঁ চলহ মঝু সাথ।
উহুক না রাখব বাত॥
শুনি পহুঁ আনন্দিত ভেল।
নাসা পরসি চলি গেল॥
থাড়ি রহল রাই-পাশে।
দুহুঁ-মুখ হেরি দুহুঁ হাসে॥
হিয়ে ধরি চুম্বল কান।
পাওল দুহুঁ জিউ-দান॥
মদন কহল দুহুঁ-ভাব।
দূরে রহু নরোত্তম দাস॥

৩৩৪—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন]

(১০)

করুণা।

কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ-কোটি হেম
নিরবধি জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি তেঞি পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে॥
কালিয়া-বরণ খানি আমার মাথার বেণী
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চাঁদ-মুখে মুখ পুরিব মনের সুখ
যে বলে সে বলুক পাপ লোকে॥
মণি নও মুকুতা নও গলায় গাঁথিয়া লব
ফুল নও কেশে করি বেশ।
নারি না করিত বিধি তোমা হেন গুণ-নিধি
লইয়া ফিরিতুঁ দেশে-দেশ॥
নরোত্তম দাসে কয় তোমার চরিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিনে তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে
সেই দিন দিহ পদ-ছায়া॥

৩৩৫—পদরত্নাকর

[যুগল-রূপ]

(১১)

কেদার।

কিবা শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিয়াছে রত্ন-সিংহাসনে॥

ললিতা-বিশাখা লৈয়া তাহারে ভেটিব যাঞা
সাজাইয়া নানা-উপহার ।
এমন বিধির নাট ভাঙ্গিলে প্রেমের হাট
লেশ-মাত্র না রাখিল তার ॥
মোরে কৈল দীনহীন তারে কৈল উদাসীন
বোল সখি কি হবে উপায় ।
শুকাইল সুখ-সিন্ধু না রাখিল এক বিন্দু
শয়নে সপনে মনে ধায় ॥
ছটফট করে হিয়া নিবারিব কিবা দিয়া
বোল সখি কি হবে আমার ॥
নরোত্তম দাসে কহে সদাই পরাণ দহে
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥

৩৪০—পদরত্নাকর

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীর উক্তি :—

(১৬)

বরাড়ী ।

শুন শুন নাগর বিদগধ-রাজ ।
ধনি যদি দেখবি না সহে বেয়াজ ॥
পিছল নিকুঞ্জ-বনে শুতি বর নারি ।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি ॥
হিমকর চন্দন-পবন বহে আগি ।
জীউ রহত তুয়া দরশন লাগি ॥
কতহিঁ যতনে কহে আখর-আধ ।
না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তম দাস-পহুঁ নাগর-কান ।
রসিক কলা-গুরু সব রস জান ॥

৩৪১—পদরত্নাকর

[প্রার্থনা]

(৭)

ধানশী ।

বৈষ্ণব-গোসাঞি সভে দয়া কর মোরে ।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে ॥
শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পাদ-পদ্ম-রেণু দিয়া মোরে কর ধন্য ॥
তোমা সভার করুণা বিনে প্রাপ্তি কভু নয় ।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিলুঁ নিশ্চয় ॥
বাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি করুণা-সাগর ।
এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর ॥
গুণ লেশ নাহি অপরাধে নাহি সীমা ॥
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে রুচি আর প্রেম-ধন ।
নরোত্তম দাসে দেহ হইয়া করুণ ॥

৩৪২—পদরত্নাকর

(১৮)

সুহই ।

কাঞ্চন-দরপণ বরণ সে গোরাঙ্গের
বর-বিধু জিনিয়া বয়ান ।
সবে ছিল দুটি আঁখি সাধ মিটাইয়া দেখি
নাহি দিল অধিক নয়ান ॥
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর ।
কনক-বরণ জিনি গোরা অঙ্গ-সুবলনি
হেরিয়া না হৈলুঁ মুঞি ভোর ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত ভুজ বন-মালা-বিরাজিত
মালতীর কুসুম সুরঙ্গ ।
হেরি গোরার মুরতি কত শত কুলবতী
চালত মদন-তরঙ্গ ॥
বিষয়ে আবেশ মন না ভজিলুঁ শ্রীচরণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ।
অনুক্ষণ প্রেম-ভরে এ দুটি নয়ান ঝুরে
না জানি কি রূপে নিরবধি ॥
* * * *
* * * ।
যে মোর নাথ কল্পতরু বাঞ্ছা কল্পতরু
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

৩৪৩—সা-প ৪৯৬ পুথি

(১৯)

ধানশী।

হেদে রে পামর-মন
সাধু-সঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
নিতাই চৈতন্যের গুণ গায়্যা ॥ ধ্রু ॥
লক্ষ চৌরাশি জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভুগ্যাছ দুর্লভ জন্ম পায়্যা।
মহান্তের দায় দিয়া ভক্তি-পথ না চিনিয়া
বৃথায় জনম গেল বৈয়া ॥
মাখালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া।
মালা-মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি মুঞি লোক দেখাইয়া ॥
চন্দন-তরুর পাশে যত বৃক্ষ লতা বৈসে
মন মোহে বাতাসে লাগিয়া।
মাধবী মালতী সার তার মধ্যে মুঞি ছার
বড়ই কুটিল মোর হিয়া ॥
নরোত্তম দাসে বোলে পড়িলুঁ অসত-ভোলে
মোর হবে কেমন উপায়।
গুরু-পদে নাহি মতি বৈষ্ণবে না হৈল রতি
মোর জন্ম হইল বৃথায় ॥

৩৪৪—সা-প ৪৯৮ পুঁথি

(২০)

ধানশী।

পরহ কৌপিন হও উদাসীন
তেজহ সংসার-মায়া।
শ্রীনন্দ-নন্দন করহ ভাবন
অবশ্য করিবে দয়া ॥
শ্রীগুরু-চরণ করহ ভাবন
শ্যাম-কুণ্ড-তটে থাক।
দিবস রজনী ——— বোল ঐ বাণী
রাধে রাধে বলি ডাক ॥
জগাই মাধাই তারা দুটি ভাই
বড়ই পাতকী ছিল।
জপি হরি-নাম পাইল মহা-জ্ঞান
মহাভাগবত হৈল ॥
মোর মোর করি রাত্র দিন মরি
ভুলিয়া রহিনু ধনে।
যখন শমন করিবে দমন
জানিবে ত পরিণামে ॥
নরোত্তম দাস কয় শ্রীগুরু-চরণে।
হরি-নাম বিনে ধন নাহি ত্রিভুবনে ॥

৩৪৫—সা-প ৪৯৬ পুঁথি

(২১)

ধানশী।

প্রাণের হরি এই বার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি সফল হইব আঁখি
এই মোর মনের বাসনা ॥ ধ্রু ॥
নিজ-পদ শিরে দিবা নাহি মোরে উপেখিবা
তুই পহুঁ করুণা-সাগর।
তুহুঁ বিনে নাহি জানি এই দড় মনে মানি
মুঞি অতি পতিত পামর।
তুই পহুঁ কৃপা-সিন্ধু অধম-জনার বন্ধু
নিবেদন করহু চরণে।
এবার পূরহ আশ দুঃখ মোর যাউ নাশ
দেখি যেন জীবনে মরণে।
পাব রাধা-কৃষ্ণ কথা ঘুচিবে মনের বেথা
দূরে যাবে এ-সব বিফল।
নরোত্তম দাসে কয় এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়
তবে মুঞি হইব সফল ॥

৩৪৬ - সা-প ৪৯৫ পুঁথি

(২২)

ধানশী।

হরি হরি কবে মোর হেন দশা হব।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
আপনা বলিয়া আজ্ঞা দিব ॥ ধ্রু ॥

বৃষভানু-কিশোরী গো রী তার প্রিয় সহচরী
সেই যুথে হইব গণন।
নিকুঞ্জ-কুটীর বনে মিলাইব দুই জনে
প্রেমানন্দে হইব মিলন॥
শ্রীমণিমঞ্জরী করে সেবায় নিযুক্ত দিবে
সময় বুঝিয়া অনুধানে।
লীলা-পরিশ্রম জানি মলয়- চন্দন আনি
লেপন করিব দুই জনে॥
মালা গাঁথি নানা-ফুলে দিব দোহাঁকার গলে
মৃদু-মন্দ করিব ব্যজনে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব দোহার বদনে॥
শ্রীচৈতন্য শচী-সুত মোর প্রভু লোকনাথ
দয়া করি রাখ রাঙ্গা-পায়।
শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস রামচন্দ্র তার দাস
নরোত্তম সঙ্গে সেবা চায়॥

৩৪৭—পদরত্নাকর

(২৩)

ধানশী।

হরি হরি কত দিনে হেন দশা হবে।
শ্রীমণিমঞ্জরী সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরী রঙ্গে
রূপের অনুগা-পদ পাব॥ ধ্রু॥
সুশীতল বৃন্দাবনে রত্ন বেদী সুশোভনে
তাহে মণিময় সিংহাসন।
হেম-নীল-কান্তি-ধর রাই কানু সুন্দর
তাহাতে বসাব দুইজন॥
সখীর আদেশ হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বুল খাওয়াব চান্দ-মুখে।
আনন্দিত হব তথা ডগমগি প্রেম-কথা
দোহাঁর পিরিতি-রস-সুখে॥
মল্লিকা মালতী যুথি নানা ফুলে মালা গাঁথি
পরাইব দোহাঁর গলায়।
রূপের আলাপ-কালে বসিব চরণ-তলে
সেবন করিব দোহাঁকায়॥
রাধা-কৃষ্ণ প্রাণ পতি জীবনে মরণে গতি
ইহা বহি অন্য নাহি মনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাথ কর মোরে আত্মসাথ
নরোত্তমের এই নিবেদনে॥

৩৪৮—পদরত্নাকর

[সাধ্য-সাধন-লালসা সিদ্ধ-রূপে]

(২৪)

কামোদ।

হরি হরি কবে আমি বৃন্দাবনে যাব।
সোণার মন্দির-ঘরে শ্যামেরে ভেটিব॥
রসময়ী হৈয়া শ্যামের পরাণ তুষিব।
শ্যাম-নাগরের আমি মন ভুলাইব॥
শ্যামের অঙ্গেতে মোর অঙ্গ মিশাইব।
সে রসে আপন রসে পরাণ তুষিব॥
আপনে শ্যামের পাশে হৈয়া চরচরি।
চিত্ত-স্বরূপ শ্যাম-রায়ের মন করি চুরি॥
দেব গন্ধর্ব্ব আদি অগোচর স্থান।
নরোত্তম দাসের কি হবে প্রাপ্তিমান॥

৩৪৯—পদরসসার

(২৫)

কামোদ।

আহা মরি মরি যাব ভানু-পুরী
কবে হব ভানু-সুতা।
সখীর সহিতে বসি আনন্দিতে
কৃষ্ণের সহিতে কথা॥
লৈয়া সখী গণ আনন্দিত মন
কবে যাব রত্ন-ঘরে।
শ্যাম-বামে যায়া আনন্দিত হৈয়া
শ্যামেরে ধরিব করে॥
আমার উড়নি ধরি গুণ মণি
কবে সে মারিবে টান।
বন্ধুয়া বলিয়া সমুখে দাঁড়ায়া
কবে সে সোঁপিব প্রাণ॥

ভুলো দিয়া কালি কলঙ্কের ডালি
কত দিনে লব মাথে।
নরোত্তম দাস করে এই আশ
থাকিব শ্যামের সাথে॥
৩৫০—পদরসসার

(২৬)

ধানশী।

হরি হরি মনে করি হইব কিশোরী।
খর্ব্ব হৈয়া বাসনা যে আকাশে চাঁদ ধরি॥
নবীন-নীরদ শ্যাম-ভেটিব নিকুঞ্জে।
আমার শরীরে শ্যাম রতি-রস ভুঞ্জে॥
দেখিব শ্যামের রূপ জুড়াইবে হিয়া।
সেবিব শ্যামের পদ নিজ-অঙ্গ দিয়া॥
শ্যাম-চাঁদ গুণ-নিধি কত দিনে পাব।
নরোত্তম দাসের কবে হিয়া জুড়াইব॥
৩৫১—পদরসসার

(২৭)

ধানশী।

নাথ হে
কৌপিন খুলিয়া লেহ কপালে সিন্দুর দেহ
পরিবার দেহ নীল সাড়ি।
কঙ্কণ কেয়ুর দিয়া নিজ-দাসী বানাইয়া
হাতে দেহ সুবর্ণের চুড়ি॥
হস্তেতে চন্দন লৈয়া তব অঙ্গে ছিটাইয়া
ফুল-মালা দিব তব গলে।
তোমার নিকটে রৈয়া তাম্বুল বদনে দিয়া
তোমারে ধরিব নিজ-করে॥
দাস নাম ঘুচাইয়া দাসী নাম ধরাইয়া
রাখহ আপন-নিজ পাশে।
কহিয়া রসের কথা ঘুচাও মনের ব্যথা
মাথে দেহ সুচাচর কেশে॥
দাসী করি রাখ বামে শুনাহ বাঁশীর গানে
পুরাহ আমার মন-আশ।
দূর কর কুটি-নাটি মাথে দেহ সিঁথি-পাটি
ধন্য কর নরোত্তম দাস॥
৩৫২—পদরসসার

(২৮)

ধানশী।

হরি হরি কি মোর বাসনা হয় চিতে।
সঙ্গে করি চন্দন-কটোরা পুরি
কবে যাব শ্যামেরে ভেটিতে॥ ধ্রু॥
নিকুঞ্জ-মন্দিরে যায়্যা শ্যামের নিকটে রৈয়া
চন্দন লেপিয়া দিব গায়।
তাম্বুল বদনে দিয়া কর-পুটে দাঁড়াইয়া
চামরে করিব সদা বায়॥
নীল-কান্তি অঙ্গ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
বচন কহিব আঁখ-ঠারে।
প্রেমে হৈয়া উনমত নিজ-অঙ্গ-সুখ যত
সমর্পিব প্রাণ-বন্ধু তারে॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি আপন হৃদয়ে করি
সদাই ভাসিব প্রেম রসে।
ইহা কি কপালে হবে নিজ-সুখ দূরে যাবে
কহে দীন নরোত্তম দাসে॥

৩৫৩—পদরসসার

(২৯)

ধানশী।

হরি হরি হরি মরি মরি মরি
কবে সে হইব রাধা।
নিকুঞ্জে যাইয়া শ্যামেরে ভেটিয়া
ঘুচাব মনের ধাঁধা॥
শ্রীরাধা হইব কি সুখ পাইব
তাহাও নাহিক জানি।
যে রাধা লাগিয়া সন্ন্যাসী হইলা
আপনে শ্রীগৌর-মণি॥
সে রাধা হইব গৌরকে জানিব
গৌর-বরণ হব।
নিকুঞ্জে যাইয়া শ্যামেরে ভেটিয়া
শ্যামের নিকটে রব॥

গৌরকে জানিলে শ্যামেরে পাইব
শ্যামের বরণ বাস।
শ্রীরাধা হইয়া শ্যামেরে ভেটিব
কহে নরোত্তম দাস॥
৩৫৪—পদরসসার

(৩০)
ধানশী।
হরি হরি কবে যাব নিকুঞ্জ-কুটীরে।
প্রেমে অঙ্গ ডগমগি শ্যাম-প্রেমে অনুরাগী
শ্যামেরে বান্ধিব নিজ-করে॥ধ্রু॥
শ্যাম-চাঁদ প্রাণ-বঁধু তাহার বচন মধু
কত দিনে শ্রবণে শুনিব।
রতি-রস-কুতূহলে শ্যাম-ভুজ বাঁধি গলে
প্রাণ-নাথে পরাণ সোঁপিব॥
শ্যাম-চাঁদ গুণমণি তাহার মুরলী-ধ্বনি
সেই রসে পরাণ জুড়াব।
শ্যামের সৌন্দর্য্য দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
শ্যাম-সুখে মগন হইব॥
নব নব সখী সঙ্গে করিয়া বিবিধ রঙ্গে
যন্ত্র আলাপন বহু সুখ।
নরোত্তম দাসে কয় যদি বা কপালে হয়
তবে সে ঘুচিবে মন-দুখ॥
৩৫৫—পদরসসার

বংশীবদন

[শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা]

(১)
ধানশী।
আগে যায় যদু-মণি পাছে রাণী ধায়।
না শুনে মায়ের বোল ফিরিয়া না চায়॥
যাদব মোর আয় রে আয়।
বাহু পসারিয়া ডাকে যশোদা তোর মায়॥ধ্রু॥
মাহি ধরি নাহি মারি নাহি বলি দুর।
সবে মাত্র বলিয়াছি রাখ গে বাছুর॥
অরুণ-নয়ানের জল পড়িয়াছে উরে।
না জানি কেমন বিধি লাগিয়াছে মোরে॥
বংশীবদনে বোলে শুন দয়াময়।
কে তোমায় মারিতে পারে কারে তোমার ভয়।
৩৫৬—পদরসসার

(২)
ধানশী।
বসিয়া মায়ের কোলে আধ-আধ বাণী বোলে
শুন শুন ওগো নন্দ-রাণী।
ক্ষুধাতে হাসিছে গা নাচিতে না উঠে পা
খাইতে দে মা খীর সর ননী॥
শুনিয়া গোপালের কথা মরমে পাইয়া বেথা
ভাসে রাণী নয়নের জলে।
হাতে লৈয়া খীর ননী চান্দ-মুখে দেয় রাণী
চুম্ব দিছে বদন-কমলে॥
ব্রহ্মা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি নন্দের ঘরে আনন্দে বিহার করে
করে ধরি যশোদা নাচায়॥
যে নাচিলা সেই ভাল চান্দ-মুখ ঘামিল
অরুণ-কিরণ লাগে তায়।
বংশীবদনে বোলে গোপালে করহ কোলে
বেথা লাগিবে রাঙ্গা-পায়॥
৩৫৭—পদরসসার

[শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ]

সখীর উক্তি :—

(৩)
বরাড়ী।
নিতি নিতি আসি যাই যমুনা-সিনানে।
না দেখি না শুনি কভু বিপরীত শপনে॥

এবে দিন-দুই-চারি দেখি আন-ছান্দে।
ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মুদি কান্দে॥
সখি কি না পরমাদ হৈল।
না জানিয়ে কিবা দেব-দানবে পাইল॥ ধ্রু।
বংশীবদনে বোলে না ভাবিহ বেথা।
রাইয়ের বেয়াধি যেবা কহিব সে কথা॥

৩৫৮—পদরসসার

(৪)

বরাড়ী।

মিলি সব সঙ্গিণি রঙ্গিনি গোরি।
ভ্রমি ভ্রমি কাননে কুসুম তোড়ি॥
কদম্বের ডালে দেখি কি জানি মুরতি।
গিম মুড়ি মুড়ি রাই পড়য়ে মুরছি॥ ধ্রু॥
এবে দিন-দুই-চারি আঁখি মেলাইতে নারি
প্রবোধ সম্বিত নাহি দে।
সভেই আসিয়া দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ
না জানি পায়্যাছে কোন দে॥
কেহ কিছু জানসি তার পায়ে করোঁ সেবা।
রাইয়ের পায়্যাছে সে কদম্ব-তরু-দেবা॥
বংশীবদনে বোলে চল রাই-পাশে।
কহিব সকল কথা বেয়াধি বিশেষে॥

৩৫৯—পদরসসার

শ্রীরাধার উক্তি :—

(৫)

মল্লার।

গোকুল আকুল দেখি চূড়ার ছাঁদে।
ডালের উপরে কিবা চিত্রের চাঁদে॥
অপরূপ দেখি নট-রাজে।
কাণাকাণি সানাসানি তরুণী সমাজে॥ ধ্রু॥
আই আই রূপ কলা-নিধি নিরমাণ কৈল বিধি
কেলি-কদম্বের তলে।
অঙ্গ-রূপ সব ডালিয়া লইলুঁ
সাগরের জাম সুধাইব কারে॥

চল ঘর যাই বোলয়ে কোন সখী।
কেহো কেহো গোলয়ে খানিক রূপ দেখি॥
ছাড়িয়া যাইতে নাহি কয় মোর চিতে।
অতি-সুমধুর লাগে মুরলীর গীতে॥
বংশীবদনে বোলে মুনি মন- চোর।
নব-রঙ্গিণী মাঝে পাতিয়াছে রোল॥

৩৬০—সা-প ২০১ পুথি

(৬)

বরাড়ী।

শুন আজু রজনিক সপন কাহিনী।
যেন লোক মাঝে নাহি হয় কাণাকাণি॥
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখয়ে
অঙ্গে মোর না ছিল বসন।
শাঙল-বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোরে
কর-যোড়ে করয়ে স্তবন॥
যৌবন মাগিয়া লয় আর কিছু নাহি কয়
বিকাইলুঁ বোলে বার বার।
দেখিতে তাহার রীতি চমক লাগল চীতি
হেন বুঝি হইল খাখার॥
বংশীবদনে কয় এ সপন আন নয়
মনে কিছু না ভাবিহ আন।
কালার পরশ-আশে আছ ধনি বিমরিষে
পরশিলে জুড়াবে পরাণ॥

৩৬১—পদরসসার

[রূপোল্লাস]

(৭)

ধানশী।

এমন কালিয়া-চাঁদের কে বনাল্য বেশ।
অকলঙ্ক-কুলেতে কলঙ্ক হৈল শেষ॥
গগনেতে এক চাঁদ তাই সে মোরা জানি॥
তরু-মূলে চাঁদের গাছ কে রূপিল আনি॥
দশ চাঁদ নাচে গায় মুরলীর রঙ্গে।
আর দশ চাঁদ রাজা চরণারবিন্দে॥

মকর-কুণ্ডল কাণে চাঁদে ঝলমল।
গলায়ে মালতী মালা চাঁদে দিছে কোল॥
কপালে চন্দন-চাঁদ করিয়াছে আলা।
চূড়ায়ে ময়ূর পুচ্ছে চাঁদে করে খেলা॥
বংশীবদনে বোলে চাঁদ মাঝে চাঁদ।
দেখিলে এড়ান নাহি প্রেম-রস-ফাঁদ॥

৩৬২—পদরসসার

[আক্ষেপ-অনুরাগ]

(৮)

তুড়ী।

নয়নে লাগিল রূপ কি আর কহিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
নবীন-পাউষের মীন মরণ না জানে।
নব-অনুরাগে চিতে ধৈর্য্য নাহি মানে॥
চিতের আগুন কত চিতে নিভাইব
না যায় কঠিন প্রাণ কাহে কি বলিব॥
জানিলে যাইতাম না মরম সখী সনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
কি করিতে কি না করি কত উঠে মনে।
নিরবধি পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
ঘরে পরে সব জনে করয়ে গঞ্জনা।
বংশীবদনে কহে না কর ভাবনা।

৩৬৩—পদরসসার

(৯)

তুড়ী।

কালার লাগিয়া মুঞি হব বন-বাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
খলের বদনে বাঁশী না মা রহ পরে।
কুলবতী মৈলে বধ লাগিবে তোমারে॥
কত মন পায়্যা বাঁশী কর দূতীপনা।
পর কি জানয়ে বাঁশী পরের বেদনা॥
পর-পদ পায়্যা বাঁশী এই কৈলে সার।
নিরমল কুলে মোর রাখিলে খাখার॥
বংশীবদনে বোলে না ভাবিহ দুখ।
তোমার লাগিয়া বাঁশী বাজায় চাঁদ-মুখ॥

৩৬৪—পদরসসার

(১০)

ধানশী।

হেন রূপ কবহুঁ না দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুঞি
ফিরাইয়া লৈতে নারি আঁখি॥ ধ্রু॥
অঙ্গে মালা আভরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ চলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী।
কিবা মেঘের ঘন আভা পীত-বসন-শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ-বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দো-সুতী মুকুতা-বেড়া
মত্ত-ময়ূর-পুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্ব-মালা জিনিয়া মদন-কলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী পূরে অবলা পরাণে ঝুরে
বলিহারি যায় বংশীদাস॥

৩৬৫—পদরসসার

[খণ্ডিতা

(১১)

বিভাস।

হেদে হে সোণার বন্ধু
আজু কেনে দেখি আপন-পারা।
বরণ বসন ভিন্ন প্রতি অঙ্গে রতি-চিহ্ন
কার ঘরে হৈয়াছিলা হারা॥ ধ্রু॥
চাঁচর চিকুর চূড়া মালতীর মালা বেড়া
আলুঞা পড়িছে বুক মাঝে।
উর পর নখ-রেখা কপালে সিন্দুর মাখা
রমণী হইলা মরি লাজে॥

নয়ানের কাজর বয়ানে লাগিয়াছে
তার মাঝে দশনের ঘা।
নিন্দের আলিসে দুটি আঁখি না মিলিতে পার
কোথা চল কোথা পড়ে পা॥
প্রাণের অধিক তোমার করের মুরলী নাহি
এত অচেতনে কিবা সুখ।
বংশীবদনে কয় যেই বোল সেই হয়
স্বভাব ছাড়িতে লাগে দুখ॥
৩৬৬—সা-প ২০১ পুথি

[মানান্তে মিলন]

(১২)

বরাড়ী।

"সমুখে সুন্দরি চিকণ-কালার
বরণ কেন না দেখি।"
সখীর বচনে ঈষৎ হাসিয়া
নেহারে কমল মুখী॥
কনক মুকুর জিনিয়া চরণ
মুখানি রসের রূপ।
তাহার মাঝারে পশিয়া দেখল
পরাণনাথের রূপ *॥
আপনা আপনি বয়ান হেরিয়া
ধরিতে না পারে হিয়া।
ও রস পরশি রসিক-নাগর
কেমনে আছয়ে জিয়া॥
কহিতে কহিতে রসের আবেশে
নাগরী নাগর ভেল † ।
বংশী কহয়ে বুঝিয়া বিশাখা
নাগর আনিয়া দেল॥
৩৬৭—সা-প ২০১ পুথি

* 'তাহার' ইত্যাদি—শ্রীরাধা নিজের দর্পণবৎ মসৃণ চরণে প্রতিফলিত শ্যামাঙ্গী বিশাখার বদন দেখিয়া উহাতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য অনুভব করিলেন।

† 'কহিতে' ইত্যাদি—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অনুভবের কথা বলিতে বলিতে রস-তন্ময়তা হেতু নিজে নাগর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অর্থাৎ কৃষ্ণ-গত মিলনোৎকণ্ঠা নিজে অনুভব করিতে লাগিলেন।

[রসালস]

(১৩)

রামকেলী।

সারী বলে ওহে শুক হের রাধা-কানু দেখ
মদন আলসে দুই-জনা।
অঙ্গে অঙ্গে জড়াজড়ি ভুজে ভুজে বেড়াবেড়ি
তমালে বেড়ল কাঁচা-সোণা॥
পিক বলে মধুকর ঘন তুমি কর রোল
পবন পশিয়া কহ কাণে।
বংশী বোলে আল রাই চাঁদ গৈল নিজ-ঠাঞি
জাগ পাছে লোক সব জানে॥
৩৬৮ – সা-প ২০১ পুথি

[দান-লীলা]

(১)

কল্যাণ।

ছুইয় না ছুইয় না ছুইয় না কানাই
আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের পবন-পরশে
সচেলে সিনান করি॥
মনে কর মনে সাধ বাউল হৈয়া চাঁদে হাথ
ঘনা ঘনা বৈস কাছে।
কাচের পুতলি তোর সোণার বরণ মোর
ছুইলে বদল হয় পাছে॥
মাঠে থাক ধেনু রাখ ধুলায় ধুসর থাক
ঠাকুরালি যমুনার ঘাটে।
একি নাগরালি কর রাখালের সঙ্গে ফির
কাল-আখর নাহি তোমার পেটে॥
আপন ভালাই চাও এ পথ ছাড়িয়া যাও
নহিলে ফলিবে পরমাদ।
বংশীবদনে কয় ইঙ্গিত বুঝিতে হয়
তবে সে পাইবে মনের সাধ॥
৩৬৯—পদরত্নাকর

[নৌকা-বিলাস]

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি :—

(১৫)

ধানশী।

লাখের পসরা তোর নায়ে পার হবে মোর
ইহার দান দিবে বল কি ।
যে দিবে দড়াঞা বল পাছু যেন না হয় কল
এই সে বিরিতে মোরা জি ॥
কথায় কথায় বেলা যায় দান দিয়া চাপ নায়
এত-ক্ষণ দিতাম খেয়া তিন ।
আমি সে রসিক নায়্যা তোমরা সবতি মায়্যা
হাস-পরিহাসে গেল দিন ॥
ওপারে মানুষ ডাকে দিন গেল মিছা পাকে
আন্ধার করিয়া আইল দেয়া ।
আমার সে ভাঙ্গা না পবন জিনিয়া বা
দ্বিতীয় প্রহরে এক খেয়া ॥
আড়ে-দীঘে ষোল ক্রোশে যতেক রমণী বৈসে
দান-ঘাটে তা সভারে রাখি ।
কংসের ধরিয়া প্রাণ যৌবনের সাধি দান
বংশীবদন ইথে সাখী ॥

২৭০—পদরত্নাকর

(১৬)

তুড়ী।

বিনোদ কাণ্ডারী না থামি বায় ।
বিরিঞ্চি শঙ্কর যারে ধেয়ায় ॥
নায়ের গুড়ায় দুখানি পা ।
ক্ষেপয়ে কাণ্ডার দোলাঞা গা ॥
পীত বসন অরুণ-কান্তি ।
উরে সে লম্বিত বৈজয়ন্তী ॥
সজল জলদ-বরণ কালা ।
কামিনী বেঢ়ল দামিনী-মালা ॥
সঘনে হানয়ে নয়ান-বাণ ।
আনন্দে বংশী করয়ে গান ॥

৩৭১—পদরত্নাকর

(১৭)

ধানশী।

রাই-কানু যমুনার মাঝে ।
ডুবয়ে তরণী জলের ঘুরণী
দূরে গেল কুল-লাজে ॥ ধ্রু ॥
কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি ।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই কানু রূপে ভুলি ॥
কহয়ে ললিতা হৈয়া সচকিতা
শুন লো মুখরা বুড়ী ।
তোহারি কথায় চড়ি ভাঙ্গা-নায়
পরাণ সহিতে মরি ॥
মুখরা কহয়ে যে মাগে কাণ্ডারী
তাহাই করহ দান ।
এ ভাঙ্গা তরণী পার হবে এখনি
কেন বা যাইবে প্রাণ ॥
এ সব বচন শুনিয়া কাণ্ডারী
কহই ললিতা পাশে ।
তোমার সখীর পরশ মাগিয়ে
বংশী শুনিয়া হাসে ॥

৩৭২—গাঁড়াদহের পুথি

গোপাল দাস

[জ্যোৎস্নাভিসারিকা]

(১)

ভূপালী।

কি কহব বাইক হরি-অনুরাগ।
নিরবধি মনহি মনোরথ জাগ ॥
সহজে রুচির-তনু সাজি কত ভাঁতি।
অভিসরু শারদ উজর রাতি ॥
ধবল-ভূষণ তনু চন্দন-পুর।
অরুণ-অধরে পুগ সহিতে কপূর ॥
কবরি-উপরে করু কুন্দ-বিথার।
কণ্ঠ-বিলম্বিত মোতিম হার ॥
কৈরবে ঝাঁপল করতল-কাঁতি।
মলয়জ-চন্দন বলয়ক পাঁতি ॥
চান্দকি কৌমুদি তনু নহ ভীন।
যৈছন খীর-নীর নহ চীন ॥ *
ছায়া-বৈরি না ছাড়ল বাধ।
বনহি শরণ করু যামিনি-আধ ॥ †
গোপাল দাস কহ সুচতুর গোরি।
নূপুর-রসন ভূলে মুখ পূরি ॥ §

৩৭৩—সা-প ২০: পুথি

* 'চান্দকি' ইত্যাদি—চন্দ্রের কৌমুদী ও (অভিসারিকা শ্রীরাধার) দেহ ভিন্ন নহে—অর্থাৎ উভয়ের বর্ণ একই প্রকার; যেমন দুগ্ধের জল (পৃথক্) চেনা যায় না।

† 'ছায়া-বৈরী' ইত্যাদি—বৈরী অর্থাৎ শত্রু (অঙ্গের) ছায়া বাধা অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা ত্যাগ করিল না,—(তাই অধিকতর সতর্কতার নিমিত্ত) শ্রীরাধা অর্দ্ধ-রাত্রি অর্থাৎ চন্দ্র অস্তমিত না হওয়া পর্য্যন্ত (অন্ধকারাচ্ছন্ন) বনের আশ্রয়ে রহিলেন।

§ 'গোপাল দাস' ইত্যাদি—পদকর্ত্তা গোপাল দাস কহিতেছেন গৌরাঙ্গী—শ্রীরাধা সুচতুরা,—(শব্দ-নিবারণ করার জন্য) নূপুর ও ঘুঙ্গুর-যুক্ত রসনা-নামক কটি ভূষণের মুখ (সযত্নে) তুলা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন।

[বিপ্রলব্ধা]

(২)

ধানশী।

কি কাজ কুসুম-শয্যা কুঙ্কুম-চন্দন।
কি করব মণি-মালা হেম-আভরণ ॥
কর্পূর তাম্বূল কি করব ইহাই।
যমুনার জলে সব দেই গো ভাসাই ॥
নাহ নিঠুর সঙ্গে বাড়াইয়া লেহ ॥
ধিক্ রহু যুবতী যেবা ধরে দেহ ॥
ধিক্ রহু জীবন-যৌবন অভিলাস।
ধিক্ রহু দূতী যে লাজ নাহি বাস ॥
ধিক্ রহু মদন কদন দুরাচার।
গোপাল দাস ধিক্ জিউ-পরকার ॥

৩৭৪—পদরসসার

[কলহান্তরিতা]

সখীর উক্তি :—

(৩)

[illegible]।

মুগধিনি নারি   মান নাহি বুঝই
ন জানই সুরত-বিলাস।
কেবল তুহারি   পিরিতি-রস-লালসে
মীলল পহিল সম্ভাষ ॥
মাধব তুহে কি বুঝায়ব রীত।
বিনি দোখে বাণী   কাহে উপেখলি
না বুঝলু তুহারি চরীত ॥ ধ্রু ॥
আঁচর বদনে দেই   খিতি-তলে বৈঠই
বচন কহিতে নাহি জানে।
মালতি-ভ্রমর   মিলন নহি হেরসি
কোবি নলিনি-মধু-পানে ॥

রস রঙ্গ কত শত তাহে শিখায়বি
পিরিতি করবি নিরযাস।
গোপাল দাস ভণ রসিক-শিরোমণি
মীলল রাইক পাশ॥

৩৭৫—পদরসসার

[স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা]

(৪)

ধানশী।

সহচরি মেলি রাই-তনু হেরই
শ্রম-জল সকলি মিটাই।
শিথিলহি কবরি যতনে পুন বান্ধই
সিন্দুর কাজর পরাই॥
সজনী বিদগধ নাগর কান।
নিজ-কৃত দেখি আপন-সুখ মানই
রাই অধিন-জন জান॥ ধ্রু॥
দশনক রেখ তছু সবহুঁ মিটায়ই
কুঙ্কুমে নখ-রেখ পুর।
উচ করি চচুক চচুক বনায়ই
আন-চিত্র করু দূর॥
বসন ভূষণ দেই অঙ্গ সজায়ত
পিন্ধায়ল নীল দুকূল।
গোপালদাস- পহু মন ভুলল
নিজ-গুণে ভই অনুকূল॥

৩৭৬—পদরসসার

[ভাবী বিরহ]

(৫)

বরাড়ী।

সজনী দখিণ-নয়ন কেনে নাচে।
খাইতে শুইতে আমি সোয়াস্তি না পাই গো
অমঙ্গল হব জানি পাছে॥ ধ্রু॥
শয়নে সপনে আমি ভয় কেন বাসি গো
বিনি দুখে চিন্তা উপজায়।
প্রিয়-সহচরী-কথা সহা নাহি যায় গো
সুখ নাহি পাই আপন গায়॥
নগর-বাজারে কেনে কাণাকাণি শুনি গো
ঘরে ঘরে শুনি উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উতর না দেয় গো
কেহ না'হ কহে সাঁচা বোল॥
আমারে ছাড়িয়া পিয়া বিদেশে যাইবে গো
এই কথা বুঝি অনুমানে।
গোপাল দাসেতে কয় কৈতে বাসি ভয় গো
কেবা জানি আইল বিমানে॥

৩৭৭—সা-প ২০১ পুথি

[ভবন্ বিরহ]

(৬)

সুহই।

মথুরার পথে সখি কি দেখিয়ে আর।
দেখিতে দেখিতে তনু বিদরে আমার॥
সজনী পিয়া মোর যায় মধুপুর।
পথে লই চলে গেবে দারুণ অক্রুর॥ ধ্রু॥
এ রূপ যৌবনে আমি কি আর করিব।
পিয়ার সঙ্গতি আমি মধুপুরে যাব॥
যে গতি পিয়ার মোর সে গতি আমার।
গোপাল দাসেতে কহে পিয়া সে তোমার॥

৩৭৮—পদরসসার

[ভূত বিরহ]

(৭)

সুহই।

মধুপুর-পথিক বিনয় করু তোয়।
মাধবে মিনতি জনায়বি মোয়॥
কালি-দমন করি ঘুচায়ল তাপ।
পুনরপি কালিন্দি-অনল-সন্তাপ॥
অব সব বিখ সম ভৈগেল নারি।
গরলে ভরল অঙ্গ অব দুই চারি॥
দিনে দিনে যুবতী তনু অবশেষ।
গোপাল দাস দশমি পরবেশ॥

৩৭৯—পদরসসার

[স্বপ্ন-সম্মিলন]

(৮)

শ্রীরাগ।

নিভৃত-নিকুঞ্জে শেজ বিছাইয়া
শুতিয়া আছিলুঁ একা।
উরে হেলা দিয়া সে বন্ধু কালিয়া
সপনে পাইলুঁ দেখা ॥
সখি সুখের নাহিক ওর।
রসের আবেশে বান্ধি ভুজ-পাশে
যতনে লইলুঁ কোর ॥ ধ্রু ॥
পীন পয়োধরে হিয়ার মাঝারে
কনক-ভূখণে থুল্য।
হাসিয়া হাসিয়া মধুর ভাষিয়া
বয়ানে বয়ান দিল ॥
অঙ্গ-মোড়া দিতে বিধি জাগাইল
মনে না পূরল আশ।
সুখ দূরে গেল আনল হইল
পোড়ল গোপাল দাস ॥

৩৮০—পদরসসার

[ভাবোল্লাস]

(৯)

তুড়ী।

চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ-আঁখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিয়ার হার ॥
সজনী মাধব মিলব মোয়।
সব সুলক্ষণ পাইলুঁ এখন
স্বরূপ কহিলুঁ তোয় ॥ ধ্রু ॥
দেখিলুঁ সপন চারু চন্দন-
গিরির উপরে বসি।
মালতীর মালা দধির যে ডালা
মাধব মিলব আসি ॥
পরাত-কালের কাক-কলকলি
আহার বাটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে
উঠিয়া বসয়ে চায় ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে *
দেবের মাথার ফুল।
গোপাল দাসে কয় সব সুলক্ষণ
বিধি ভেল অনুকুল ॥

৩৮১—পদরত্নাকর

* হাত হইতে কোন জিনিস হঠাৎ মাটিতে পড়লে বন্ধু জনের সমাগম ঘটে—এরূপ প্রবাদ আছে।

অনন্ত দাস

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(১)

সিন্ধুড়া।

কি পেখলুঁ বরজ- রাজ-কুলনন্দন
রূপে রহল পরাণ।
নিরমিয়া রস-নিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতিঅঙ্গে অধিক নয়ান ॥
একে সে চিকণ-তনু কাঞ্চন-অভরণ
কিরণহিঁ ভুবন উজোর।
দরশনে লোচন লোরে অগোরল
না চিহ্নলুঁ কাল কি গোর ॥
সহজ-দৃগঞ্চল অরুণ-কঞ্জ-দল
তাহে কত ফুল-শর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হৃদি মাঝে ॥
সরস কপোল লোল মণি-কুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর-ভাস।
ও রূপ-লাবণি দিঠি ভরি না পেখলুঁ
দুখিয়া অনন্ত দাস ॥

৩৮২—সা-প ২০১ পুথি

(২)

ভাটিয়ারি।

নাহিতে যাইতে রঙ্গে জলদ-শ্যামের অঙ্গে
দীঠি পড়িয়া গেল মোর।
শ্যাম-রূপ নিরখিতে সব দুঃখ দূরে গেল
সুখের সায়রে নাহি ওর॥
আকুল হইয়া চিতে দীগ নেহারিতে
শ্যামরময় সব দেখি।
হয়ার মাঝাবে ও নব-নাগর
দেখিয়া মুদিলুঁ আঁখি॥
অঙ্গের ভূষণ কটির বসন
গলিয়া গলিয়া পড়ে।
মুকুত-কবরী পিঠে লোটায়ল
পরাণ না রহে ধড়ে॥
ঈষত হাসিয়া বাহু পসারিয়া
যতনে করিল কোলে।
কর-পরশন নয় কিছুই নাহিক কয়
ভাসিলুঁ আনন্দ-লোবে॥
কাঁপিতে কাঁপিতে পথে দোসর নাহিক সাথে
আবেশে পশিলুঁ ঘরে।
মাই ধাই আসি পুছে কাছে বসি
করিতে নারিলুঁ উত্তরে॥
"গা তোর শীতল তবে কেমন জ্বর
কিছুই লখিতে নারি।"
ঠারে অনন্ত কয় জ্বর-জ্বালা কিছু নয়
কানু করাছে মন-চুরি॥

৩৮৩ —পদরসসার

(৩)

শ্রীরাগ।

বিনোদ শ্যামের রূপ হেরি প্রাণ কান্দে।
কামিনী-মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে॥
মল্লিকা-কলিকা শোভে চূড়া চারি পাশে।
ভুবন ভুলিল মউর-পাখার বিলাসে॥
দো-সুতী মুকুতা-মালা কেশের সাজনি।
রতনে জড়িত মণি-মাণিকের খিচনি॥
নব-ঘন জিনি তনু পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান॥
মুকুরে নিরখি মুখ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর॥
রহই ত্রিভঙ্গ-ঠামে হেলন কদম্ব।
দাস অনন্ত-চিতে লাগল ধন্ধ॥

৩৮৪ —পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

(৪)

ধানশী।

ধনি কনক-কেশর-কাঁতি।
বনি বদন-বিধুক ভাঁতি॥
জিনি নীল-নলিন বাস।
কিয়ে অমিয়-মধুর ভাষ॥
তহিঁ চিকুর-কবরি-ভার।
হিয়ে লম্বিত মোতিম-হার॥
কুচ কনক-দাড়িম শোহ।
মন-মোহন মন মোহ॥
ভুজ হেম-মৃণাল জিনি।
তহিঁ নীল-বলয়-মণি॥
নখ শরদ-পুণিম-চান্দ।
তল হেরি অরুণ কান্দ॥
কটি কেশরি জিনি খীণ।
তিন রেখা ত্রিবলি-চীন॥
থল-পঙ্কজ পদ-তল।
মণি-মঞ্জীর ঝলমল॥
তাহে হেরি অনন্ত-দাস।
কর সেবন অভিলাস॥

৩৮৫ —গাঁড়াদহের পুথি

[রূপোল্লাস]

(৫)

সিন্ধুড়া।

সজনী মঝু মনে লাগল নন্দ-কিশোর।
অনিমিখ লাখ নয়ন-যুগ শত শত
হেরইতে না পাওই ওর ।। ধ্রু ।।
ইন্দ্রনীল-মণি মুকুর-কাঁতি জিনি
জগ-মন-মোহন বয়না।
শারদ-ইন্দু অমল-নব-পঙ্কজে
পূজল জনু দুই নয়না ॥
বন্ধুক-বন্ধু অধর অতি মোহন
বিলসই রসময়-বংশে।
ভঙ্গিম গীম- ভারে অতি মন্থর
বতংস বিরাজিত অংসে ॥
ভালে সে চন্দন চাঁদ রমণী-মোহন ফাঁদ
তছু পরি মুকুতাব ধারা।
অনন্ত কহিছে ঘন চাঁদের উপরে যে
সঘনে বরিখে জল-ধারা ॥

৩৮৬—পদরসসার

[অভিসার]

(৬)

কেদার।

কুঞ্জে করলি সাজ রে ধনী
কুঞ্জে করলি সাজ।
রমণী সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
ভেটিতে নাগর-রাজ ॥
নাসার ভূষণ নীল বসন
তিমির বিনাশে হাসি।
ফুটল কমল ফিরে অলি-কুল
পাশে মধু খায় বসি ॥
আর তাহে পর কাম-ধনু-শর
জুঝিতে কামুক রঙ্গ।
কপালে লোহিত চাঁদের উদয়
তারা গণ লৈয়া সঙ্গ ॥
মনের সাধে চললি রাধে
জয় দিয়া কুঞ্জে পশি।
অনন্ত কহে নাসার উপর
মদন বান্ধিতে ফাঁসি ॥

৩৮৭—সা-প ২০১ পুথি

[কুঞ্জে মিলন]

(৭)

ভূপালী।

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত-লোচনে *
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ-চাঁদে।
তৃষিত চাতক নব- জলধরে মীলল
ভুখিল চকোর চারু-চাঁদে॥
রাই কানু বান্ধল নব-অনুরাগে।
কাঞ্চন-পুঞ্জ কুঞ্জে বিহি মিলাওল
অঙ্গে অঙ্গে করি যোগে ॥ধ্রু॥
হাসি সুমুখি মুখ মুন্দি রহলি তহি
নাগর চিতে উতরোল।
সরস সম্ভাষই পরশিতে বর-তনু
রাই লুকায়লি কোর ॥
কাঁচা কাঞ্চন জিনি কানু পরশ-মণি
কৌতুকে কষিল কাম-রায়।
রাই নহি অনুরতি সুনাগর-আরতি
অনন্ত ইহ রস গায় ।।

৩৮৮—সা-প ২০১ পুথি

[খণ্ডিতা]

শ্রীরাধার উক্তি :—

(৮)

ধানশী।

মাধব অবধি জানলুঁ এত-দিনে।
কপট-চাতুরি যত এবে ভেল পরতিত
পরতেখ রতি-রণ-চীনে ॥ধ্রু॥

* এই পদের মাত্র প্রথম কলিটি পদকল্পতরুর ভণিতাহীন ২৭৪ সংখ্যক পদের প্রথম কলির অনুরূপ; অবশিষ্ট কলিগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

অধরে দশন-দাগ মারণেহ অনুরাগ
মুদিত নয়ন এথা লাগি।
গুণ-বর-কামিনি তুয়া অনুরাগিণি
রস-পরসঙ্গে নিশি জাগি ॥
সে ধনি গুণবতি অরাধল পশুপতি
অতি-বড় শ্রীফল পাতি।
তহিঁ কণ্টক ছিল সে ফলে বিচ্ছেদ ভেল
বিধি জানি করল প্রভাতি ॥
যত ছিল অবিদিত সো ভেল পরতিত
নন্দ-নগরে গুণ-গান।
অনন্ত দাস বোলে কহ কত কত ছলে
নাহ বিরস অভিমান ॥

৩৮৯—পদরসসার

(৯)

বরাড়ী।

মোহন শ্যাম কপটে বলহ কাহে লাগি।
অধর মলিন অরুণ লোচন
রমণী রমণে জাগি ॥ ধ্রু।
বিপরিত বসন অঙ্গে কুচ-কুঙ্কুম
হার ছিন উরে আলুলিত।
সুন্দর শ্যাম- শরিরে সিন্দুর লাগি
গিরি মাঝে অরুণ উদিত ॥
বলয়-কঙ্কণ-দাগ মরমে মরমে লাগ
রতি-রণ-চিহ্ন পরতেখ।
বিগলিত নট-বেশ কুসুমে খচিত কেশ
আউলাইছে মউরের পাখ ॥
হামারি বচন রাখ তাহাঁই যাইয়া থাক
অতি বড় ঘুমের আয়াসে।
অনন্ত দাসে ভণ পহু মদন মোহন
অলপহ অলপচ হাসে ॥

৩৯০—পদরসসার

(১০)

সুহই।

চল চল টীট নীঠ-খল বঞ্চক
চাতুরি রহু তুয়া ঠামে।
কৈতব-বচন শুনি হম ভুললুঁ
বুঝলুঁ তুহে পরিণামে ॥
মঞ্জুল হাস ভাষ মৃদু বোলনি
দোলনি নয়ন-সন্ধান।
প্রেম-প্রণালি ভালে তুহুঁ জানসি
যৈছন অমিয়-সিনান ॥
কবকা-পাতি- কাতি হম হেরইতে
ধায়ল মাণিক-আশে।
পাণিক পরশে ভান পয় দুর গেও
রহল লোক-উপহাসে ॥
বিথক কটোর থোর দধি উপর
দেওল দারণ ধাতা।
কপটহি প্রেম পহিলে হম না গণলু
অনন্ত কহে গুণ-গাথা ॥

৩৯১—সা-প ২০১ পুথি

[রাস-লীলা]

(১১)

কামোদ।

বাজন-নূপুর বলয় মণি-কিঙ্কিণি
শ্যাম বামে চলু গোরি কিশোরী।
দুহুঁ কর ভুজ দুহুঁ কান্ধ পর হেলন
নব-বারিদ যৈছে বিনদ-বিজোরি ॥
রসময় রাধা বর-নাগর কান।
রাস-বিলাস-উলাস- পুলক-তনু
এক শকতি দুহুঁ একই পরাণ ॥ ধ্রু ॥
রতন-প্রদীপ নীপ পর হিমকর
মোহন দেব-মদন নট শাল।
একে সব কুসুম-কুঞ্জ অতি মন-হর
ভ্রমর-ভ্রমরি-গণ গাওত রসাল
মন্দ মধুর-স্মিত- মিলিত দৃগঞ্চল
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ-সায়রে ডুবায়ল
অনন্তদাস-চিতে ঐছন ভান ॥

৩৯২—সা-প ২০১ পুথি

[প্রেম-বৈচিত্ত্য]

(১২)

গান্ধার।

ধনি-অঙ্গ-সুমধুর-সৌরভে আকুল
উছলল প্রেম তরঙ্গ।
রাইক কোরে ভোরি নন্দ নন্দন
তাকর মুরছিত অঙ্গ।
হরি হরি করে বিধি হবে অনুরাগ।
বৃকভানু-নন্দিনি দিঠি ভরি হেরব
পরশি কাঢ়ব ডর-সুল ॥ ধ্রু ॥
সো তনু অমিয়া মুরতি করে পরশব
হেরব সো মুখ-চন্দ।
ললিত-সখি মৃদু বচনব চাতুরি
হাসি কহয়ে মন্দ মন্দ।
শ্যামর-ভোর-বচন শুনি সহচরি
মন্দ পড়ুহি ধনি মন্দ।
মোড়ি বয়ন ধনি হেরই শশি মুখ
উপমিত দাস অনন্ত ॥

৩৯৩ — পদরসসার

[যুগল-রূপ]

(১৩)

ধানশী।

শ্যাম বামে নবীন কিশোরী।
কাল-মেঘে পড়িছে বিজুরী ॥
তমালে জড়িছে হেম-লতা।
কুবলয়ে চম্পকে গাঁথা ॥
নাগর নাগরী ভাল সাজে।
অতসী-কুসুম অলি রাজে ॥
ঐছে দোঁহে অতি-বড় শোভা।
অনন্ত দাসের মন-লোভা ॥

৩৯৪ — পদরসসার

প্রেমদাস

[অনুরাগ]

সখীর উক্তি :—

তুড়ী।

(১)

আজু শুনহ সখি কানুক রীত।
কানুক পিরিতি সব দেখি বিপরীত ॥ ধ্রু ॥
তোহারি সমিপহি এক শ্যাম-বর
প্রণামি-পন্থে চলি গেল।
তাকর পাণি মাথে করি চুম্বই
প্রেম আনন্দ বহু ভেল ॥
"রাই সুধামুখি দরশন করলহি
কমল-নয়ন যুগ তোর।
কতহুঁ পুণ্য তপ কতহুঁ করলি তুহুঁ
ঐছে ভাগি নহে মোর ॥"
শুনইতে রাই আই করি উঠয়ে
প্রেম জলে ভরল নয়ান।
কানুক আরতি সোঙরি অথির ভেল
প্রেমদাস-রস-গান ॥

৩৯৫ — পদরত্নাকর

(২)

ধানশী।

শুন শুন প্রেম-বিনোদিনি রাই।

কানু রসিক যৈছে কি কহব তুয়া আগে

ঐছন দেখি শুনি নাই ॥ধ্রু॥

* * * *

* * * †

সো শেষ লেই শির হৃদয়ে বুলাওই

পানি ভরল দুহুঁ নয়নে ॥

গদগদ-বচন পুলক ভেল সব তনু

পাই চরণ-তল পরশে।

খণে কম্পই খণে ঝম্পই পুনপুন

কি কহব আরতি বিশেষে ॥

খণে কহে ভরমে রাই মঝু পাশহি

বৈঠই দেখ মুখ চাঁদ।

প্রেম দাস কহ বালক [illegible]

ঝুরি ঝুরি মঝু মন কান্দ ॥

৩০৬—পদরত্নাকর

শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

(৩)

ধানশী।

সই ইহাতে করিব কী। *

হেন পিয়া মোরে ছাড়িতে যে কহে

কেমনে পরাণে জী ॥ ধ্রু ।

যে জন এমন করয়ে বেভার

কেমনে ছাড়িব তারে।

ধরম-করম তাহার লাগিয়া

ফেলিব যমুনা-নীরে ॥

শুনহ সজনি দিবস-রজনি

কানুরে করিয়া বুকে।

বনে প্রবেশিয়া মানস পুরিয়া

দেখিব সে চাঁদ-মুখে ॥

অধরে অধর লাগাইয়া পুন

পুরাব মনের সাধা।

প্রেমদাস বলে উচিত এ হয়ে

হয়া সে পূরয়ে বাধা ॥

৩৩৭—পদরত্নাকর

বন্ধু হে কি বলিব তোরে।

তোমা বিনে দেখি মোর সব অন্ধকারে ॥

পাইয়াছ তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর। ধ্রু ॥

যে বলে সে বলু মোরে লোক দুরাচার ॥

এক তিল যারে মুঞি না দেখিলে মরি।

ছাড়িয়া কেমনে জিবে পরাধিনী নারী ॥

হিয়ার মাঝারে তোমা নয়নে ঝাঁপিয়া।

প্রেমদাস কহে ধনি বড় করি হিয়া ॥

৩৩৮—পদরত্নাকর

[মান]

শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

(৫)

শ্রীরাগ।

মাধব মোহে কহসি চাঁদ-মুখ।

চান্দক গুণ কহয়ে সব সুশীতল

চান্দে অনল ভরি দুখ ॥ ধ্রু ॥

† দ্বিতীয় কলির প্রথমার্দ্ধ পদরত্নাকর পুথিতে নাই,—উহার স্থান ফাঁক রাখা হইয়াছে। অপ্রাপ্ত অংশ বোধ হয় এইরূপ হইবে, যথা—

"নিজ করে মাধব সাজই তাম্বুল
দেই যতনে তুয় বয়নে।"

* পদরত্নাকর পুথিতে 'সই ইহাতে করিব কি।' ইত্যাদি ধ্রুব-কলিটির পূর্ব্বে নিম্নলিখিত প্রক্ষিপ্ত কলি দৃষ্ট হয়, যথা—

"সই পিয়া সে পিরিতি জানে।
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে ॥"

প্রক্ষিপ্ত কলিটি রায় শেখরের 'সই পিরিতি পিয়া সে জানে' ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ১৭৯ সংখ্যক) প্রসিদ্ধ পদের ধ্রুব-কলি হইতে। এক পদের মধ্যে একাধিক ধ্রুব কলি থাকার নিয়ম নাই; বিশেষতঃ প্রক্ষিপ্ত কলির সহিত এই পদের পরবর্ত্তী অংশের ভাব-গত সামঞ্জস্যও নাই; সুতরাং উহা যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

জলনিধি উদরে উয়ল শশধর
গরল সঙ্গে উপনীত।
সেবল শঙ্কর শিরসি বহল যব
তাহাঁ ফণি হেরি অসম্বীত ॥
পুন যাই গগনে করল আরোহন
তাহে গরাসে রাহু মন্দ।
দৈবে কলঙ্কিত হোয়ল মৃগ ধরি
অসিত-পক্ষে তনু-অন্ত ॥
কাহে মিনতি করু কপটহিঁ নাগর
হেরি বিরস মন হোয়।
প্রেমদাস কহ চাঁদ-বদন চাহ
চকোরে পিয়ুষ দেই সোয় ॥

৩৯৯—পদরত্নাকর

সখীর উক্তি :—

(৬)

কামোদ।

এ সখি অদভুত প্রেম-তরঙ্গ।
তুহুঁক অদরশনে তুহু হবে আকুল
দরশনে ঐছন রঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
মরকত-কনক মুকুর জিনি দুহুঁ অঙ্গ
তুহু-ছাহ দেখি তুহুঁ অঙ্গ।
তুহু কর দোয় হৃদয়ে তুহু উপজল
তুহু বৈঠল মুখ-সঙ্গে ॥
কিয়ে তুহুঁ-মনসি রোষ অতি বাঢ়ল
জলপসি তেজব পরাণে।
নিবিড়-কুঞ্জে তুহুঁ দৈবে মিলাওল
কোরে করল সখি-ভানে ॥
কোরহিঁ জানি মদন-রস উপজল
গেলহুঁ তুহুঁ-তুরভান।
কত কত চুম্বন কতহিঁ আলিঙ্গন
প্রেমদাস রস-গান ॥

৪০০—পদরত্নাকর

[রাধা-কুণ্ডে মিলন]

(৭)

ধানশী।

অনুখণ শ্যাম- দরশ বিনে সুন্দরি
অন্তরে কাতর ভেল।
সুরজ পূজা ছল করি সব সখি-গণ
গুরু জন অনুমতি নেল ॥
শ্যাম-বিলাসে চললি ধনি রাই।
সহচরি সঙ্গে রঙ্গে নিজ কুণ্ডহিঁ
আনন্দে মীলল যাই ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ দোহাঁ-দরশনে আনন্দ উপজল
বহুবিধ কৌতুক কেলি।
সময় জানি সব সখি-গণ বন মাহা
কুসুম-চয়ন লাগি গেলি ॥
রসময়ি নাগরি নাগর রসময়
মাতল মদন-বিলাসে।
নব-জলধরে জনু ঝাপল শশধর
সুখদ-নিকুঞ্জ আবাসে ॥
ঘন ঘন চুম্বনে দৃঢ় পরিরম্ভণে
দুহুঁ-তনু ভেল অভেদ।
প্রেমদাস কহ মদন মিটায়ল
দুহুঁ মন-মনমথ খেদ ॥

৪০১—পদরত্নাকর

[নিধুবনে মিলন]

তুড়ী।

(৮)

কানু-দরশ লাগি ভানু-কুমারি।
গদগদ-অন্তর কহই না পারি ॥
পুলকে পুরিত তনু লোচনে লোর।
শ্যাম-দরশে চিত ভেল অতি ভোর ॥
সখিগণ-সঙ্গহিঁ করল পয়াণ।
বৃন্দা-বিপিনহিঁ হেরইতে কান ॥

যাই মিলল ধনি যমুনাক তীর ।
প্রেমদাস তহিঁ করত সমীর ॥

৪০২—পদরত্নাকর

(৯)

তুড়ী ।

যমুনাক তীর বিহরি যদুনন্দন
কালিয়-হ্রদে পুন গেল ।
নিভৃত-নিকুঞ্জে বৈঠি খণে আকুল
সুন্দরি মন মাহা ভেল ॥
অপরুব প্রেমক রীত ।
সব জন তেজি গহন মাহা বিহরই
রহি রহি উনমত-চীত ॥ ধ্রু ॥
ধীরসমীর যাই পুন নাগর
আওল নিধুবন-কুঞ্জে ।
সখিগণ সঙ্গে তাহি দেখি সুন্দরি
পাওল আনন্দ-পুঞ্জে ।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে অথির ভেল দুহু
মনরথে মাতল অঙ্গ ।
সমুঝি গুপত করি প্রেমদাস রাখি
সখিগণ দেওল ভঙ্গ ।

৪০৩—পদরত্নাকর

(১০)

সিন্ধুড়া ।

দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল হাস ।
দুহুঁ কর হৃদয়ে মদন পরকাশ ॥
নিবিড় আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ ।
বদনে বদনে মেলি বাঢ়ল আনন্দ ॥
রতি-রণ কয়লহি দুহুঁ জন মেলি ।
অলসে অবশ-তনু দুহুঁ জন ভেলি ॥
বৈঠল দুহুঁ-জন সরস সমাই ।
প্রেমদাস জল-সেবন যাই ॥

৪০৪—পদরত্নাকর

[ভাবী বিরহ]

(১১)

পঠমঞ্জরী ।

মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ধন ।
আমারে ছাড়িয়া তুমি মধুপুরে যাবে জানি
তবে মুঞি তেজিব জীবন ॥ ধ্রু ॥
নহে ত আগুনি খাব কিম্বা বনে প্রবেশিব
এই দড়ায়্যাছি মুঞি চিতে ।
লইয়া তোমার নাম গলায় গাঁথিয়া শ্যাম
প্রবেশ করিব যমুনাতে ॥
কুলবতী হৈয়া যেন কেহ ত না করে প্রেম
পিরিতি করিলে এই রীত ।
প্রাণ-নাথ তেজে যারে সে কেমনে প্রাণ ধরে
না জানি কেমন তার চীত ॥
এত বলি কান্দে ধনী মুখে না নিঃসরে বাণী
চাহে পথ মুখ বুক বাহিয়া ।
আশে পাশে যত সখী নিবারে ঝরয়ে আঁখি
প্রেমদাস রহে মুরছিয়া ॥

৪০৫—পদরত্নাকর

[ভাবী বিরহ]

(১২)

তুড়ী ।

রজনি-প্রভাতে বজর-সম গাজল
বাজল বিজয়-নিসান ।
শুনি ব্রজ-লোক শোক দহে ড বল
উড়ল প্রিয়জন-প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
দৌ-সখি কান্ধে দেই দৌ ভুজ-বর
নিকসল বিরহিনি রাধা ।
পদে পদ লাগি চলল রথ-নীকটে
চাঁদ উদল জনু আধা ॥
সজনী অক্রুর-মুখ জনি চাহ ।
কোমল প্রাণ কঠিন ভই যাওব
হেরব বিচ্ছেদ-নাহ ॥

মনহিঁ মানস মঝু — কানু দরশ করি
তেজব দুখিনি পরাণে।
নাহ-গমন হেরি — যো ফিরি যাওব
সো অতি ক্রুর নয়ান॥
নন্দ-মহল হেরি — রাই কহত পুন
যশমতি ঐছন ভেল।
গহন গমন হেরি — জিউ ফুটি মরত হিঁ
মাথুর-অনুমতি দেল॥
যশমতি কবহুঁ না — ছোড়ব নিজ-সুতে
মঝু মনে ঐছন ভান।
কহিতে কহিতে ধনি — হরি সঙ্গে নিকসল
প্রেমদাস-রস-গান॥

৪০৬—পদরত্নাকর

[মাথুর বিরহান্তে মিলন]

এ ধনি তোহে কত চির-দিন দুখ।
তুয়া বিরহানল — অন্তর দগধল
সো জ্বরিতে বিদরয়ে বুক॥
তুয়া মুখ-ভবনে — হাস হেরি মুখচন্দ্
বিজুরি দেখি তনু-জোতি।
কনক-দণ্ড হেরি — ভুজ অনুমানয়
কমল কোরক কুচ-ভাতি॥
মোতিম-পাঁতি — দশন-ছবি উনমত
কোকিল ধ্বনি শুনি বাণী।
মত্ত মতঙ্গ — গমন অনুমানয়
দরদর আকুল পরাণী॥
আর যত সোঙরি — কতহিঁ দুখ কহবহি
সো অতি মরমক শেল।
কানুক ঐছন — বাণী শুনইতে
প্রেমদাস জরি গেল॥

৪০৭—পদরত্নাকর

দুহু দোহাঁ হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর॥
বিরহ-বিপতি দুখ দোহেঁ দোহেঁ কহি।
প্রেম আনন্দে দুহু পুলকিত হই॥
পুন উঠি পুন পড়ি পুন দেই কোর।
আনন্দে নিমগন দুহুঁ ভেল ভোর॥
অধরে অধর ধরি চুম্বল কান।
মদন-রসে দুহুঁ করল সিনান॥
চির দিনে পূরল মানস-কাম।
প্রেমদাস দুহুঁক গুণ গান।

৪০৮—পদরত্নাকর

[শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-নিবেদন]

(৯৫)

[illegible]

সুন্দরি তুমি আমার পরাণের পরাণি।
তোমা বিনে এ সংসার — সব দেখি শূন্যাকার
সাক্ষী মদন-মুনি জগ জানি॥
তুমি মোর নিধি প্রাণ — তোমা বিনে নাহি আন
তুমি দুটি নয়ানের তারা।
না দেখিলে এক ক্ষণ — সকলি লাগয়ে শূন
তিলেকে বাসিয়ে যেন হারা॥
তোমারে যখন হেরি — দেখি মুখ নাহি মুড়ি
তাহা ভুলিয়া থাকি সুখে।
দারুণ মদন-দুখে দুখ — মনে যত হয় সুখ
কহিতে না পারি এক-মুখে॥
এত কহি শ্যাম রায় — আপনে হেরয়ে রায়
চিবুক ধরিয়া ধনি কান্দে।
পুন পুন আলিঙ্গই — পুন পুন চুম্বই
প্রেমদাস পড়ি গেল ফাঁদে॥

৪০৯—পদরত্নাকর

যাই মিলল ধনি যমুনাক তীর।
প্রেমদাস তহিঁ করত সমীর॥

৪০২—পদরত্নাকর

(৯)

তুড়ী।

যমুনাক তীর বিহরি যদুনন্দন
কালিয়-হ্রদে পুন গেল।
নিভৃত-নিকুঞ্জে বৈঠি খণে আকুল
সুন্দরি মন মাহা ভেল॥
অপরুব প্রেমক রীত।
সব জন তেজি গহন মাহা বিহরই
রহি রহি উনমত-চীত॥ধ্রু॥
ধীরসমীর যাই পুন নাগর
আওল নিধুবন-কুঞ্জে।
সখিগণ সঙ্গে তাহিঁ দেখি সুন্দরি
পাওল আনন্দ-পুঞ্জে॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে অথির ভেল দুহুঁ
মনরথে মাতল অঙ্গ।
সমুঝি গুপত করি প্রেমদাস রাখি
সখি-গণ দেওল ভঙ্গ॥

৪০৩—পদরত্নাকর

(১০)

সিন্ধুড়া।

দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল হাস।
দুহুঁ কর হৃদয়ে মদন পরকাশ॥
নিবিড় আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
বদনে বদনে মেলি বাঢ়ল আনন্দ॥
রতি-রণ করলহি দুহুঁ জন মেলি।
অলসে অবশ-তনু দুহুঁ জন ভেলি॥
বৈঠল দুহুঁ-জন সরস সখাই।
প্রেমদাস জল-সেবন যাই॥

৪০৪—পদরত্নাকর

[ভাবী বিরহ]

(১১)

পঠমঞ্জরী।

মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।
আমারে ছাড়িয়া তুমি মধুপুরে যাবে জানি
তবে মুঞি তেজিব জীবন॥ধ্রু॥
নহে ত আগুনি খাব কিম্বা বনে প্রবেশিব
এই দড়ায়্যাছি মুঞি চিতে।
লইয়া তোমার নাম গলায় গাঁথিয়া শ্যাম
প্রবেশ করিব যমুনাতে॥
কুলবতী হৈয়া যেন কেহ ত না করে প্রেম
পিরিতি করিলে এই রীত।
প্রাণ-নাথ তেজে যারে সে কেমনে প্রাণ ধরে
না জানি কেমন তার চীত॥
এত বলি কান্দে ধনী মুখে না নিঃসরে বাণী
ধারা বহে মুখ-বুক বাইয়া।
আশে পাশে যত সখী নিঝরে ঝরয়ে আঁখি
প্রেমদাস পড়ে মুরছিয়া॥

৪০৫—পদরত্নাকর

[ভবন বিরহ]

(১২)

তুড়ী।

রজনি-প্রভাতে বজর-সম গাজল
বাজল বিজয়-নিসান।
শুনি ব্রজ-লোক শোক-দহে ডুবল
উড়ল প্রিয়জন-প্রাণ॥ধ্রু॥
দৌ-সখি-কান্ধে দেই দৌ ভুজ-বর
নিকসল বিরহিনি রাধা।
পদে পদ লাগি চলল রথ-নীকটে
চাঁদ উয়ল জনু আঁধা॥
সজনী অক্রুর-মুখ জনি চাহ।
কোমল প্রাণ কঠিন ভই যাওব
হেরব বিচ্ছেদ-নাহ॥

মনহি মানস মঝু কানু দরশ করি
তেজব দুখিনি পরাণে।
নাহ-গমন হেরি সো ফিরি যাওব
সো অতি ক্রুর-নয়ান ॥
নন্দ-মহল হেরি রাই কহত পুন
যশমতি ঐছন ভেল।
গহন গমন হেরি জিউ ফুটি মরত হুঁ
মাথুর-অনুমতি দেল ॥
যশমতি কবহুঁ না ছোড়ব নিজ-সুতে
মঝু মনে ঐছন ভান।
কহিতে কহিতে ধনি হরি সঞে নিকসল
প্রেমদাস-রস-গান ॥

৪০৬—পদরত্নাকর

[মাথুর-বিরহান্তে মিলন]

(১৩)

ধানশী।

এ ধনি তোহে বহু চির-দিন দুখ।
তুয়া বিরহানল অন্তর দগধল
সোঙরিতে বিদরয়ে বুক ॥ ধ্রু ॥
তুয়া মুখ-ভরমে চান্দ হেরি মুরছলু
বিজুরি দেখি তনু-জোতি।
কনক-দণ্ড হেরি ভুজ অনুমানলু
কমল-কোরক কুচ-ভাতি ॥
মোতিম-পাঁতি দশন-ছবি উনমত
কোকিল-ধনি শুনি বাণী।
মত্ত মতঙ্গ গমন অনুমানই
দরদর আকুল পরাণী ॥
আর যত সোঙরি কতহিঁ দুখ কহবহি
সো অতি মরমক শেল
কানুক ঐছন বাণী শুনইতে
প্রেমদাস ঝুরি গেল

৪০৭—পদরত্নাকর

(১৪)

বরাড়ী।

দুহু দোহাঁ হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর ॥
বিরহ-বিপতি দুখ দোহুঁ দোহেঁ কহি।
প্রেম-আনন্দে দুহুঁ লুঠত মহি ॥
পুন উঠি পুন পড়ি পুন দেই কোর।
আনন্দে নিমগন দুহুঁ ভেল ভোর ॥
অধরে অধর ধরি চুম্বল কান।
মদন-রসে দুহুঁ কয়ল সিনান ॥
চির-দিনে পূরল মানস-কাম।
প্রেমদাসে দুহুঁ কর গুণ গান ॥

৪০৮—পদরত্নাকর

[শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-নিবেদন]

(১৫)

সুহই।

সুন্দরি তুমি আমার পরাণের পরাণি।
তোমা বিনে এ সংসার সব দেখি শূন্যাকার
সত্য দশ-মুখ করি মানি ॥ধ্রু॥
তুমি মোর জাতি প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
তুমি দুটি নয়নের তারা।
না দেখিলে এক-ক্ষণ সকলি লাগয়ে শূন
তিলেকে বাসিয়ে যেন হারা ॥
তোমারে হৃদয়ে করি দেখি মুখ নাহি মুড়ি
তাম্বুল তুলিয়া দিয়ে সুখে
দিয়া চাঁদ-মুখে মুখ মনে যত হয় সুখ
কহিতে না পারি এক-মুখে ॥
এত কহি শ্যাম রায় বসনে করয়ে বায়
চিবুক ধরিয়া ঘন কান্দে।
পুন পুন আলিঙ্গই পুন পুন চুম্বই
প্রেমদাস পড়ি গেল ফাঁদে ॥

৪০৯—পদরত্নাকর

রামচন্দ্র

[আক্ষেপ-অনুরাগ]

(১)

পাহিড়া।

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদন
সদাই চমকে চীত॥
গুরুজন-আগে বসিতে না পাই
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সঙ্গে যদি জলেরে যাই
সে কথা কহিল নয়।
যমুনার জল মুকুত কবরী
ইথে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ
কহিল সভার আগে।
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে॥

৪১০—সা প ২০১ পুথি

[শ্রীরাধার অভিসার]

(২)

ধানশী।

বিনোদ-বন্ধনী ধনী তাহে নব যৌবনী
সাজলি দরশনে শ্যাম।
গুরুয়া-নিতম্ব-ভরে পদ আধ-আধ চলে
হেরইতে মুরছল কাম॥
ভালে সে অরুণ-ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী-তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেম-ঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসিকায় মুকুতা বিরাজে॥
পদ অতি-মন্থর নব-যৌবন-ভর
সখী-অঙ্গে হেলি নিজ-অঙ্গ।
চৌদিগে রমণী সাজে ডম্ফ রবাব বাজে
চলে রাই মদন-তরঙ্গ॥
পদ উতপল রাতা তাহাতে তরল পাতা
কনক-নূপুর তার সনে।
দরশনে হৈল ভোর আনন্দের নাহি ওর
রামচন্দ্র দাস গুণ গানে॥

৪১১—সা-প ২০১ পুথি

রামানন্দ বসু

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(১)

ধানশী।

হেদে লো পরাণ-সই মরম তোমারে কই
সাঁজের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন কানু করে লৈয়া মোহন বেণু
দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে তরু-মূলে॥
না চাহিলাম তরু-মূলে ভরমে নামিলাম জলে
ভরি জল কলসী হিলায়্যা।
শ্রবণে দংশিল বাঁশী অন্তরে রহিল পশি
মরাছিলাম মন মুরছিয়া॥

একই নগরে থাকি তারে কভু নাহি দেখি
সে কভু না দেখয়ে আমারে।
হাম কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন্ সখী কৈয়া দিল তারে॥
একই নগরে ঘর দেখা-শুনা আট-ফর
তিলে প্রাণ তিন-ঠাঁঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী শুন ওহে বিনোদিনি
গুপতে গুমরি মরি মরি॥

৪১২—পদরসসার

[যুগল-রূপ]

(২)

কাফি।

তরু-মূলে ললিত-ত্রিভঙ্গ তমাল-তনু
বামে বিরাজিত রাই।
দুহুঁ-তনু এক-মন নিবিড় আলিঙ্গন
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥
মলয়জ-মিলিত যমুনা-তট কুসুমিত
বংশী-বট নিরমাণ।
নীপহি নীপ সবহুঁ তরু কুসুমিত
কোকিল ভ্রমর করু গান॥
একে নব জলধর কোরে বিজুরি থির
সুন্দর বিহি নিরমাণ।
কহে বসু রামানন্দ হেরি মনমথ
পুলকে পুরল পাঁচ-বাণ॥

৪১৩—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-নিবেদন]

(৩)

ধানশী।

তুয়া গুণ গুণিতে গুণিতে।
শুধিতে তোমার ধার জনমিব কত বার
পুন মোরে হবে জনমিতে॥ধ্রু॥
কলিতে পূরিয়া কালি কলিজা কাগজ করি
খত দিলাম নিজ-হাতে লিখিয়া।
খত রৈল তুয়া হাতে খাতক হৈল নন্দ সুতে
শোধ দিব তুয়া গুণ গায়্যা॥
খত ছাড়াইতে যদি ধন নাহি দেন বিধি
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লুটায়্যা মাখিব ধূলি
ইহা বহি ব্যাজ না পাইব॥
তোমার লাগিয়া ধনি বৃন্দাবন ছাড়ি আমি
করিব শ্রীনবদ্বীপে বাস।
তুয়া রূপ হৃদে ধরি নাম হবে গৌরহরি
অবশেষে করিব সন্ন্যাস॥
হইব তোমার পারা কাল-বরণ হবে গোরা
তুয়া প্রেম করিব বিস্তার।
রামানন্দ ধ্যানে কয় এ বোল উচিত হয়
হৈলে হবে জীবের নিস্তার॥

৪১৪—বাঁকুড়ার পুথি

গিরিধর দাস

[রাস-লীলা]

(১)

পূরবী।

মধুর বৃন্দা- বিপিনে মাধব
বিহরে মাধবি সঙ্গিয়া।
দুহুঁক গুণ দুহুঁ গাওয়ে সুললিত
চলত নর্ত্তন-ভঙ্গিয়া॥
শ্রবণ-যুগ পরি দেই অনোঅন
নওল-কিসলয় তোড়িয়া।
দুহুঁক ভুজ দুহুঁ- কান্ধে হেলন
চুম্বই মুখ-শশি মোড়িয়া॥

তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল
মুখর-মধুকর-পাঁতিয়া।
মত্ত-কোকিল মঙ্গল গাওত
নাচ শিখি কুল মাতিয়া॥
সকল সখি-গণ কুসুম-বরিখণ
করয়ে আনন্দে ভোরিয়া।
দাস গিরিধর কবহুঁ হেরব
কাঁতি শ্যামের-গোরিয়া॥

৪১৫—সা-প ২০১ পুথি

নরহরি দাস

[রূপোল্লাস]

(১)

ধানশী।

কানু সে বিনোদ-রায়।
বিনোদ চূড়ায় বিনোদ ময়ূরিছা
উড়িছে বিনোদ-বায়॥ ধ্রু॥
বিনোদ-কপালে বিনোদ-তিলক
বিনোদ-বিনোদ সাজে।
বিনোদ-অধরে বিনোদ-মুরলী
বিনোদ-বিনোদ বাজে॥
বিনোদ-গলায় বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দোলে।
কোন্ বিনোদিনী বিনোদ-গাঁথনি
গাঁথ্যাছে বিনোদ-ফুলে॥
বিনোদ-কটিতে বিনোদ-বসন
বিনোদ-বিনোদ রাজে।
বিনোদ-চরণে বিনোদ-নূপুর
বিনোদ-বিনোদ বাজে॥
কহে নরহরি বিনোদ-নাগর
রহই কদম্ব-তলে।
কত বিনোদিনী বিনোদ হেরিয়া
কলসী ভাসাল্য জলে॥

৪১৬—গাঁড়াদহের পুথি

[খণ্ডিতা]

(২)

ধানশী।

আপনা না চিনে কোপে পিয়ারী
আপনা না চিনে কোপে।
নয়ন-তারের ভঙ্গিমা দেখিয়া
তরাসে নাগর কাঁপে॥ ধ্রু॥
নব ফুল নিয়া চন্দনে মাখিয়া
দাঁড়াল্য মানিনী-আগে।
অঞ্জলি অঞ্জলি পায় দিছে ফেলি
ঠেলিয়া ফেলিছে রাগে॥
ও পদ-কমল পরশিতে চাহি
যদি বিহি নহে বামা।
তোমার চরণে শরণ লইনু
সদয় হইয় রামা॥
এ কুল চাহিতে আকুল-অন্তর
ধৈরজ না মানে চিতে।
কহে নরহরি শুন লো সুন্দরি
কানু মনে কর প্রীতে॥

৪১৭—পদরসসার

শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

(৩)

বিভাষ।

নয়ানের কাজর বয়ানে লাগ্যাছে
কালোর উপরে কালো।

প্রভাতে উঠিয়া দেখিলুঁ বদন
দিন যাবে আজি ভালো ॥
তাম্বুলের দাগ নয়ানে লাগ্যাছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চায়্যা ফিরিয়া দাঁড়াও হে
ভাল করি রূপ দেখি ॥
নীল-কমল ঝামরু হৈয়াছে
মলিন হৈয়াছে দেহ।
কোন্ রসবতী পায়্যা রস নিধি
নিঙ্গাড়ি লৈয়াছে সেহ ॥
কোন্ রসবতী পায়্যা প্রাণপতি
সরবস হরি নেল।
কমল-বদনে মধু পিবইতে
ভ্রমর বরণ ভেল ॥
কুটিল নয়নে কহিছে সুন্দরী
করিয়া অধিক তোরা।
কহে নরহরি আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥

৪১৮—পদরসসার

(৪)

ধানশী।

বন্ধু কহ কহ রস-কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে যামিনী জাগিলা রঙ্গে
কত সুখে পোহাইলা রজনি ॥ ধ্রু ॥
নীল-নলিনী-আভা কে নিল অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন তনু খানি।
ছলেতে চিকুর-ছাঁদ কে নিল বরিহা-ফাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥
সঁপিয়া সিন্দুর-বিন্দু কে নিল চন্দন-ইন্দু
কেবা দিল কঙ্কণের দাগ।
অধরের আধ-আধা মাখিয়া বরণ-সুধা
কারে তুমি কর অনুরাগ ॥
মুখেতে নাহিক রস হইলা কাহার বশ
মুরলী রাখিয়া আইলা কোথা।

নরহরি দাসে কয় এ কথা আনের নয়
ভালে জানে বৃকভানু-সুতা ॥

৪১৯—পদরসসার

[মান-ভঞ্জন]

(৫)

তুড়ী।

শ্রীমুখ-শিঙ্গারে বসিয়া সুন্দরী
মুকুর লইয়া মুঠে।
ঢীট-নাগর নেহারে বদন
রহিয়া রাইয়ের পিঠে ॥
বন্ধু সে কালিয়া মেঘের বরণ
হেরিয়া মুকুর পাশে।
গিম মোড়া দিয়া ফিরিয়া চাহিতে
মুখে মুখ দিয়া হাসে ॥
কহে নরহরি শুন ল সুন্দরি
বন্ধুয়া তোমার প্রাণ।
যা বিনে যামিনী যুগ সম গণি
তা সনে কিসের মান॥

৪২০—পদরসসার

[রসালস

(৬)

বরাড়ী।

সখি হের দেখ গিয়া রঙ্গ
মণি মরকত কাঞ্চনে জড়িত
নাগরী নাগর সঙ্গ ॥ ধ্রু ।
নাগরের কোরে শুতলি নাগরী
আবেশে অবশ গা।
নিন্দ যায় ধনী ও চাঁদ-বদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা ॥
মুখে মুখ দিয়া ভুজ-লতা বেড়ি
সুখে ঘুমাওল দুহুঁ।
চরণ-পরশে আনন্দ-আবেশে
জাগিলা নাগর-পহুঁ ॥

হেরিতে ও মুখ চিতে উঠে সুখ
তরাসে হালিছে গা।
পাছে জাগে ধনী ও চাঁদ-বদনী
জাগিলে ঘুচাবে পা॥
এই রস-ভরে আছয়ে নাগর
ভাবিয়া মনেতে সাধা
কহে নরহরি শুনহ নাগর
এ-গুণে পায়াছ রাধা॥

৪২১—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন]

(৭)

বিভাষ।

প্রাণ-নাথ পরাণ কেমন করে।
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে যাব ঘরে॥ ধ্রু॥
পুরুবে যতেক করিলুঁ সুতপ
তপের নাহিক সীমা।
সেই সব তপ বিফল নহিল
তেঞি সে পাইলুঁ তোমা॥
মৃগ-মদ বলি ঝাঁপিয়া কাঁচলি
রাখিব হিয়ার মাঝে।
তোমার বরণ বসনে ঝাঁপিয়া
রাখিব লোকের লাজে॥
কিম্বা কেশ-পাশে কুবলয়-দামে
রাখিব যতন করি।
একলা হইয়া মুকুত করিয়া
দেখিব নয়ান ভরি॥
যদি কদাচিত হয় জানাজানি
কহিব বেকত করি।
সে ভয়ে সভয় নহি কদাচিত
[illegible] কহে দাস নরহরি॥ [illegible]

৪২২—পদরত্নাকর

[মাথুর সখী-সংবাদ]

(৮)

মল্লার ধানশী।

শির পর পাণি হানি মহি লুঠত
বিচলিত কবরিক ভার।
কোরহিঁ লেই তুয়া ভানে আলিঙ্গই
আধ-নাম লেই তুহার॥
মাধব তুরিতে ভেটহ তুহুঁ গোরি।
তুয়া দূর-দেশ গমনে জিউ তেজত
কৈছে কঠিন-হৃদি তোরি॥ ধ্রু॥
এতহু সম্বাদ কহই যব কামিনি
শ্রবণহি শুনল কান।
রাই-বিরহ-জরে গরগর-অন্তর
ছলছল সজল-নয়ান॥
সহচরি-বচনে লুবধ ভেল মানস
নিরখত কুঞ্জক পন্থ।
নরহরি দাস অতয়ে অবধারল
ঐছন প্রেমক অন্ত॥

৪২৩—পদরসসার

[মাথুর বিরহান্তে মিলন]

(৯)

সুহই।

সহচরি-সঙ্গে লুবধ বর-নাগর
তুরিতহি করল পয়াণ।
চলইতে পন্থ বিপথ নহি জানত
শত বিঘটন নহি মান॥
রাইক দরশ- আশে চলু মাধব
তুরিতহি করল পয়াণ।
নাসা-নিশ্বাস ঘন অবলম্বে
আছয়ে মৃতক সমান।
শ্যামর-অঙ্গ- গন্ধ যব পাওল
তব সচেতন ভেল রাই।

শ্যাম-নব-জলদ শ্যাম-তনু হেরই
তবহুঁ পড়ল মুরছাই ॥
সুন্দর নাহ বাহু অবলম্বই
বৈঠায়লি নিজ-কোর।
চির-দিনে চাঁদ চকোরে জনু পায়ল
ঐছন কোরে উজোর ॥
রাইক কণ্ঠে বাহু অবলম্বই
পহুঁ সব চুম্বন কেল।
নরহরি দাস আশ সব সহচরি
সবহুঁ দুখ দূর গেল ॥

৪২৪—পদরসসার

মোহন দাস

[রাধা কুণ্ডের শোভা]

(১)

ধানশী।

কিবা সে কুণ্ডের শোভা রাই-কানু-মন-লোভা
চারি দিগে শোভে চারু ঘাট।
নানা-মণি রত্ন-ছটা অপূর্ব্ব বরণ-ঘটা
ফটিক-মণিতে বান্ধা বাট ॥
প্রতি ঘাটের দুই-পাশে মাণিকের কুটীর আছে
রতন-মণ্ডপ তার মাঝে।
বৃক্ষ-চারা ঘাটে ঘাটে শোভে জল সন্নিকটে
দুই দুই রত্ন-বেদী সাজে ॥
কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে চম্পকের তরু-অগে
রতন-হিন্দোলা মণিময়।
পূর্ব্বেতে কদম্ব-মালা নানা-মণি-রত্ন-শালা
বৃক্ষ-শ্রেণী পুষ্প বরিষয় ॥
পশ্চিমে রসাল-তরু তাহাতে হিন্দোলা চারু
উত্তরে বকুল রত্ন-দোলা।
অষ্ট দিগে অষ্ট কুঞ্জ সখী-নামে রস-পুঞ্জ
যাতে রাধা-কানু মন ভোলা ॥
চারি বর্ণের পদ্ম জলে তাহে মধুকর বোলে
কুমুদ-কহ্লার শোভা করে।
হংস সারস ডাকে ডাহুকিনী চক্রবাকে
ধ্বনি করি কানু মন হরে ॥
সুবলের সনে কৃষ্ণ কুণ্ড-শোভা দেখি তুষ্ট
রাধা লাগি করয়ে বিষাদ।
মোহন প্রবোধে তাই এখনি আসিবে রাই
দূরে যাবে সব পরমাদ ॥

৪২৫—বাঁকুড়ার পুঁথি

[ঝুলন লীলা।]

(২)

ধানশী।

বাজে ঝনন ঝুঞ্জিয়া
মনিশ মেখলা কঙ্কণ বলয়া
মঞ্জীর একুই হইয়া ॥
ঝুলে রাই শ্যাম শোভা অনুপম
জীমুত-দামিনী জ্যোতি।
তলে সখী তার উজু-পরিবার
ইহ অপরূপ-ভাতি ॥
বিপঞ্চীর তাল মহতী মিশাল
অনঙ্গ মুগধে ধায়।
মঙ্গল মালব কেদার ভৈরব
মল্লার মিশাই গায় ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা সপ্ত-স্বরা
মুরজ করিয়া সাথী।
বায়ে সখীগণ আনন্দিত মন
দোহাঁর প্রেমেতে মাতি ॥

ললিতা অবলা তরুণী তরলা
ঝুলায় দ্বিগুণ রঙ্গে।
ঝুলনা-ঝুলনে তালের থলনে
রাই হেলে শ্যাম-অঙ্গে॥
বিপঞ্চী সম্বরি রাই কোরে করি
মুখে বোলে ধরে তাল॥
ঝাঙ্গড় ঝাঙ্গড় ঝা ঝা ঝোঞা ঝোঞা
সখী কহে ভালে-ভাল॥
নিকুঞ্জ-ভবনে দ্রুম-বল্লী-গণে
পুলক অঙ্গের শোভা।
পুষ্প-ফল-চয় মকরন্দ ঝুরে
করিছে দোহাঁর সেবা॥
খগ-মৃগ-গণ আনন্দিত মন
দুহুঁক সুষমা হেরি।
নিজ নিজ স্থলে কড়ম্ব-কৌশলে
নিকুঞ্জ-কানন ভরি॥
ঝল্লীষক-রঙ্গে মৃগ-মৃগী সঙ্গে
পিঙ্গ পসারি শিখী।
আড়াড়া-শবদে গরজে বারিদে
দদুর দুর্দিন দেখি।
বৃক্ষ-ডালে সারী বোলে সুমাধুরী
দাড়িম্বে বসিয়া কীর।
জয় জয় রাধে রাধে জয় জয়
জয় শ্রীগোকুল-বীর।
রসালে কোকিল বন্দী ষট্পদ
পিলুতে কপোত-বোল।
মহী তাম্রচুড় সারস মরাল
দাহা করয়ে রোল॥
সভে জয় বোলে সখীর মিশালে
দোহুঁক বদনে হাস।
শ্রীনন্দকুমার- চরণ যুগল
ভরসা মোহন দাস।

৪২৬—পদরসসার

[কুঞ্জ-ভঙ্গ]

(৩)

ললিত।

মন্দিরে অব তুহুঁ চল মেরে কান।
নিশি অবশেষ হোত জনি প্রাতর
দশ দিগ ভেল ঝনঝান॥ ধ্রু॥
কোই করিঙা শিরে তিলক সঙারত
কোই মুরলি দেই হাত।
মনমথ-কোটি প্রকট-রভসায়িত
রাই বরজে তুহু সাত॥
অধরহি রাগ লাগ তঁহি কাজর
সিন্দুরে ভৈ মুখ মাটি।
ঢুলু ঢুলু নয়ন-কমল বিধু আকুল
আঁচরে কোই দেই ছাটি॥
দুহুঁ দুহুঁ কোর লোর নয়নে করি
দুহুঁ কর গদগদ ভাষ॥
পদ-এক চলইতে কোই না পাবই
গায়ত মোহন দাস॥

৪২৭—পদরসসার

মোহন রাম

[ঝুলন-লীলা]

(১)

বেহাগ।

দেখ দেখ ঝুলত নন্দ-কিশোর।
যমুনাক তীর কদম্বক কানন
বৃকভানু সুতা করি কোর॥ ধ্রু॥
মাস শাঙন মেঘ-গরজন
ঝনন বরিখত বারি।
ঝলকে দামিনি ঠমকে কামিনি
শোভা উঠত উভারি॥
মউর চাতক ভ্রমর গুঞ্জত
হংস-কলকল জোর।

কীর সারস কোকিল ডাহুক
দাছরী-রব থোর ॥
সকল সঙ্গিনি গায়ে রঙ্গিণি
বায়ে বহুবিধ তাল।
বিচরে নাগর সঙ্গে নাগরি
ঝুলত মন্দ রসাল ॥
মল্লার মালব কেদার ভৈরব
গায়ে সখিগণ জোর
মুরজ ঝাঝরি বীণ মন্দির
তাল গম্ভির ঘোর ॥
সরস হিণ্ডোর রতনে সজ্জিত
তা পর গোরী শ্যাম।
শ্রীনন্দ-কুমার চরণ-যুগল
আশ মোহন রাম ॥

৪২৮ - পদরসসার

রাধাবল্লভ

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

সজনী পেখলুঁ অপরূপ বালা।
হিমকর-মদন-বিনিন্দিত মুখ মণ্ডল
তা পর জলধর-মালা ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল-নয়নে হেরি মুখে সুন্দরি
মুচকাওই ফিরি গেল।
তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল
জিবইতে সংশয় ভেল ॥
অহনিশি শয়নে সপনে আন ন হেরই
অনুখণ সোই ধেয়ান।
তাকর পিরিতিকি রিতি নহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ ॥
মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ থির চতুর সুজান।
সো পুন মধুর মুরতি দরশাওবি
রাধা-বল্লভ-গান ॥

৪২৯ - পদরত্নাকর

[শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত দূতী]

(২)

বরাড়ী।

সুন্দরি সুবদনি তুহুঁ অগেয়ান।
গিরি-বর পুরুখ তরুণ নব-কৈশোর
অনুখণ তুহারি ধেয়ান ॥ ধ্রু ॥
যছু মুখ কোটি শরদ-শশি লাবণি
সো তুয়া দরশন-আশে।
যছু রূপ ললিত মদন মুরছায়ই
সো তুয়া পরশ অভিলাসে ॥
যছু গুণ অখিল ভুবন করু কীর্ত্তন
তুয়া গুণে তছু মন ভোর।
কো বিহি অপরূপ তোহে নিরমায়ল
শ্যাম-হৃদয়-মণি-চোর ॥
সুপুরুখ-পিরিতি অমিয়া-সুখ-সাগর
অতয়ে করবি অবগাহ।
তাকর বচনে জীউ নিরমঞ্ছহ
লাজ ধরম গেহ নাহ ॥
সো সুকুমার-হৃদয় ভেল আকুল
মিলহ তাহে অতি সাধে।

কহ রাধা-বল্লভ যবহুঁ না মীলহ
প্রেম করব পরমাদে ॥

৪৩০—পদরসসার

[শ্রীরাধার অভিসার]

(৩)

কামোদ।

সহচরি-বাণি শুনই নব-রঙ্গিণি
বিপুল পুলক ভরু দেহা।
হরি-অভিলাসি হৃদয় ভেল উলসিত
উপজল সো নব-লেহা ॥
সুন্দরি সাজলি নব-অভিসারে।
গুরুজন-ভীত চীত নাহি মানত
উছলত প্রেম-অপারে ॥ ধ্রু ॥
হিমকর-রজনি রচিত-সিত বেশিনি
অভরণ-কিরণ উজারা।
গদগদ ভাষ মধুর মৃদু হাসনি
বঙ্কিম নয়ন-নিহারা ॥
কেলি নিকুঞ্জে চললি বর-কামিনি
গামিনি কুঞ্জর-রাজে ॥
রসবতি রঙ্গে সঙ্গে অনুগামিনি
মনমথ-সমর-সুসাজে ॥
মীলল কুঞ্জ কলপতরু-কাননে
মাধব নিধুবন শীলে।
জয় জয় মঙ্গল গাওত সহচরি
রাধাবল্লভ ভণয়তি লীলে ॥

৪৩১—পদরত্নাকর

[শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা ও অভিসার]

(৪)

কামোদ।

বাসক-গেহ- গমন শুনি শ্যামর
দেওই বেণু-নিসান।
তিলে মঝু গমন- বিলম্ব হেরি সো ধনি
কলপ মানি অনুমান ॥
ধনি ধনি রাহী ঐছে সোহাগি।
যো জগ-জীবন যুবতি-প্রাণ-ধন
তাক প্রাণ সম জাগি ॥ ধ্রু ॥
তছু প্রেম আকুল মণি-বন্ধন ফুল
অভরণ পহুঁহি ভারি।
চলু মন্থর-গতি নহি জন-সঙ্গতি
উপনিত ভেল যহাঁ নারি ॥
দেখি ধনি নাগর আনন্দে আগর
সফল দেহ করি মান।
জীবন যৌবন বাস-গেহ পুন
যো কিছু আপন বিতান ॥
আনন্দ-সাগরে নিমগন সখিগণ
হেরইতে দুহুঁক উলাস।
সো সুখ-বিন্দু পরশ লাগি যাচই
রাধাবল্লভ দাস ॥

৪৩২—পদরত্নাকর

বল্লভ দাস

[শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্ত্য]

(১)

ধানশী।

সজনী শ্যাম সুনাগর ভুলনা।
রঙ্গিম জাদ পীঠ পর দোলত
উর পর আরকত ভেলা ॥ ধ্রু ॥
হা হরি করি কর- কমলহি পরশই
দাগে দিগুণ ভেল রঙ্গ।
ন জানিয়ে কৌন সুকুমারি ঘটাওল
শিরিষ-কুসুম জিনি অঙ্গ ॥
এত কহি মাধব মুগধ ভেল তহিঁ
মুরছিত হয়ল গেয়ান।

ললিতা শ্যাম শ্যাম করি ডাকই
ছলছল সজল নয়ান ॥
যতনহি রাধা কোরে অগোরল
মোছত ও মুখ-চন্দ।
জাদক কাঁতি কাঁতি করি ফুকরই
বল্লভ দাস রহু ধন্দ ॥

৪৩৩—পদরত্নাকর

কানাই

[আক্ষেপ-অনুরাগ]

(১)

সুহই।

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥ ধ্রু ॥
আমরা কুলের নারী হই, গুরু-জনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥
তখনে জনম তোর সবল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছ গোঙারের হাতে।
কানাই খুটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে ॥

৪৩৪—পদরসসার

নন্দ দাস

[ঝুলন-লীলা]

(১)

তুড়ী।

ঝুলত ব্রজ- নাগর বর
চন্দ্রাননি সঙ্গে।
ভুজহি ভুজহি কন্ধে কন্ধে
লপটায়ত কতহি বন্ধে
ঝুকত মন্দ আলি-বৃন্দ
রাগ রচত রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
তাথৈ তাথৈ মধুর বোল
ঝুলনে নূপুর কিঙ্কিণি-রোল
তা দৃমি দৃমি বাজত খোল
মধুর যন্ত্র-ভঙ্গে।
কাদম্বিনি গগনে ঘোর
গর গর গর গরজে জোর
বরিখত তঁহি থোর থোর
তড়িত জড়িত অঙ্গে ॥
ঝমকি ঝমকি ঝরত নীর
চাতক-চয় বোলত ধীর
সারী শুক কপোত কীর
নীলকণ্ঠ রঙ্গে।
কোয়েল-কুল পুঞ্জ পুঞ্জ
কুহরত সব কুঞ্জ কুঞ্জ
ভ্রমরী পুঞ্জে
গুঞ্জরু সব ভৃঙ্গে

কালিঁদি-কুল কুসুম-বৃন্দ
বিপিনে বহত অতি সুগন্ধ
পবন-গমন মন্দ মন্দ
হংস-নাদ তুঙ্গে।
হেরি যুগল- রস-বিলাস
কমল কুমুদ সব বিকাস
নন্দ দাস নিরুহি আশ
পুবত কত রঙ্গে ॥

৪৩৫—পদরসসার

(২)

গৌরী।

ঝুলত কুঞ্জ-বিহারি ॥ধ্রু॥
সঙ্গহি নওল কিশোরি।
ও মন-মোহন গোরী ॥
নীরদে শোহে বিজুরি।
কিয়ে দুহুঁ চাঁদ চকোরি ॥
বোলত থোরহি থোর।
কিয়ে রস-সিন্ধু উভোরি ॥
পিয় পিয় সখিগণ ভোরি।
আনঁদে দেয়ত ঝকোরি ॥
ততহি কোই সুকুমারি।
দেয়ত জয়-জয়-তারি ॥
কোই অলাপত গোরি।
সুরট নাট অসোয়ারি ॥
গগনে মগন ঘন হেরি।
বরিখত থোরহি থোরি ॥
মউরন সঙ্গহি মোরি।
নাচত হৃদয় উঘারি ॥
আতর গুলাবকি বারি।
সখিগণ দেয়ত ঢারি।
নন্দ কহত কর জোরি।
মাথহি ফুলেল ডারি ॥

৪৩৬—পদরসসার

(৩)

ভুড়ী।

দেখ শাঙন সুখ-সময়ে
প্যারি পিতমহি ঝুলে।
স্বর্ণ-খাম্বা-দোব চাল
কাঞ্চনেতে জড়িত ভাল
হীরা-মণ মোতি লাল
হেমক হিঁডোরে ॥ধ্রু॥
সঘন মগন গগন ঘোর
হরখে গরজে বরখে জোর
দামিনি-চয় তহি উজোর
চাতক-কুল বোলে।
নাগর বর কলা[illegible]
লাড়িলি পিব [illegible]তি
শোহন মোহন ভুবন-জ্যোতি
নিরখি মদন ভোলে ॥
সরস পরশ অতি উলাস
উমড়ত মধু মঞ্জু হাস
জিতল শিতল কোকিল-ভাষ
মধুর মধুর বোলে।
দুহুঁ-মুখ দুহুঁ দেখত চাই
কতহুঁ আনন্দ অবধি নাই
রহি রহি সখি দেই ঝুকাই
নন্দ আনন্দে ভোলে ॥

৪৩৭—পদরসসার

(৪)

ভুড়ী।

ঝলকত ধনি চন্দ্রাননি
নাগর নট-রাজে।
বৃন্দাবন রঙ্গ মোহন
রঙ্গ হিঁডোর মাঝে ॥
মণি-ঝলমল নীল-দুকুল
রসবতি তহি শোহে।

শ্যামল-ঘন তড়িত বসন
জগজন-মন মোহে ॥
কাঞ্চন চুনি মরকত মণি
হীরহি সিথি সাজে।
চিকণ চূড় পিঞ্ছ মউর-
চন্দ্রক বিরাজে ॥
জলদ ঘোর বরিখে থোর
হংসী-মন নাচে।
মৃদু সমীর বহই নীর
দোহঁ শরির সীঁচে ॥
চক্রবাক সারস ডাক
কীর কপোত বোলে।
ইন্দীবর কমল কুমুদ
আনন্দ-ভর ফলে।
বিবিধ বাদ্য অতি সুপাদ্য
যন্ত্র রাগ ভাজে ॥
হেরত নন্দ ঝুল গোবিন্দ
রাই সখিনি মাঝে ॥

৪৩৮—পদরসসার

গতিগোবিন্দ

[মাথুর-সখী-সংবাদ]

(১)

বরাড়ী।

রাই-তনু শোভার ভাণ্ডার।
তোহারি শরণ-জনে লুটল জগ-জনে
এ তো নহে ধরম-বিচার ॥ধ্রু॥
কপিলা লইল কেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ
মুখ-শোভা নিল শশি-কলা।
মৃগী নিল দুটি আঁখি ভুরু নিল খঞ্জন-পাখী
মৃদু-হাসি লইল চপলা ॥
বিম্ব লইল অধর নাসা নিল খগ-বর
দন্ত জ্যোতি লইল মুকুতা।
কাঞ্চনে হরিল বর্ণ গৃহিণী লইল কর্ণ
তোমার রাইয়ের এতেক বিতথা ॥
শ্রীকটি লইল সিংহ কুচ নিল গজ কুম্ভ
ভুজ নিল পদ্মের মৃণালে।
রাম-রম্ভা নিল উরু চলন-মাধুরী চারু
রাজ-হংস চুরি কৈল ভালে ॥
রাধা ব্রজে একা ছিল সভে মিলি লুটি নিল
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥
শ্রীগতিগোবিন্দ ভণে ধরি তোমার শ্রীচরণে
একবার চল ব্রজে যাই ॥

৪৩৯—গাঁড়াদহের পুথি

গোপীকান্ত

[পূর্ব্ব-পদকর্ত্তৃগণের বন্দনা]

(১)

কামোদ মল্লার।

বিদ্যাপতি কবিবর শেখর
কয়লহি বহু-বিধ গীত।
শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র-শিরোমণি
ত্রিজগতে যাহার চরীত ॥
শ্রীজয়দেব বহুল-রস-বর্ণন
কবি-সায়র চণ্ডীদাস ॥
রামানন্দ নাটক-পরকাশক
সুমধুর প্রেম-বিলাস ॥

শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলি
বহুবিধ-ভাব-তরঙ্গী।
শ্রীরামচন্দ্র কবিবর-ভূপতি
বলরাম দাস তছু সঙ্গী॥
নরহরি দাস ঠাকুর কবি-ভূপতি
গোবিন্দ ঘোষ কবি-সিন্ধু।
ঠাকুর বৃন্দাবন বাসুদেব ঘোষ
সকল-কবীশ্বর-ইন্দু॥
ভাবুক-চক্র- বর্ত্তি পরকাশল
জ্ঞানদাস কবি-বর্য্য।
যদুনাথ দাস অভিসারে বর্ণিত
তহিঁ কবিবর ব্যাসাচার্য্য॥
প্রার্থন কয়লহি ঠাকুর নরোত্তম
মাধব ঘোষ কবি-ধাম।
বংশিবদন কিয়ে শ্রীবল্লভ কবি
লোচন দাস অনুপমে॥
ঠাকুর পিতামহ সুবলানন্দ পহুঁ
কয়লহি কতহুঁ সুছন্দ।
শ্রীঘনশ্যাম কবি- রাজ-রাজ বর
অদভুত বর্ণন-বন্ধ॥
ইহ বর-কবিবর- চরণ-সরোরুহ
শিরসি ধরল হাম ছার।
গোপীকান্ত কহ * * * ডুবলুঁ
কব পায়ব হাম পার॥

৪৪০—কীর্ত্তনানন্দ

গৌরসুন্দর

[পূর্ব্ব-পদকর্ত্তৃ-গণের বন্দনা

(১)

কামোদ মল্লার।

বিদ্যাপতি কবি-রাজ গোবিন্দ দাস
কয়লহি বহুবিধ গীত।
যুগল-কিশোর-কেলি-রস-মাধুরি
অপরূপ প্রেম-চরীত॥
শ্রীজয়দেব কয়ল গীতগোবিন্দ
অপরূপ-বর্ণন-বন্ধ।
সাধু রসিক-জন সো রস পিবি পিবি
পাওই বড়ই আনন্দ॥
গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলি
শুনইতে উনমত-চীত।
শ্যামর-গোরি বিবিধ-রস-কৌতুক
নির্ম্মল-গীতি-চরীত॥
বাসুদেব ঘোষ অপরূপ বর্ণন
গৌর চাঁদ অনুপাম।
মাধব ঘোষ গীত বহু-বর্ণন
বিরহ বিষম খরশান॥
কয়ল রায় রামানন্দ নাটক
চণ্ডীদাস অনুরাগ।
বলরাম দাস বড়ই প্রেম-বর্ণন
গোপীরমণ তহিঁ ভাগ॥
নরহরি দাস জ্ঞান যদুনন্দন
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর
নব কবিশেখর রাধাবল্লভ
এ সব রসে পরচুর॥
দাস নরোত্তম কয়লহি বর্ণন
প্রার্থন অতি-অপরূপ।
দাস ঘনশ্যাম কয়লহি বর্ণন
গোবিন্দ-দাস স্বরূপ॥

এ সব কবি কবি-রাজ মহোত্তম
যুগল প্রেম-রস-কূপ।
যছু সব গীতে অখিল বৈষ্ণব-জন
অহনিশি রহতহি ডুব ॥
যুগল-প্রেম-রস গীতে পরকাশল
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
পাষাণ-হৃদয় কোনে নিরমায়ল
গৌরসুন্দর দাস মন্দে ॥

৪৪১—কীর্ত্তনানন্দ

[প্রার্থনা]

(২)

বরাড়ী।

শুন শুন বৈষ্ণব-ঠাকুর।
দোষ পরিহরি শুন শ্রবণ মধুর ॥ধ্রু॥
বড় অভিলাষে রাধাকৃষ্ণ-লীলা
গীতহি সঙ্গতি করি।
হয় নাহি হয় বুঝিতে না পারি
সবে মাত্র আশা ধরি ॥
তোমরা বৈষ্ণব সব শ্রোতাগণ
চরণ ভরসা করি।
আপন ইচ্ছায়ে আমি নাহি লেখি
লেখায়ে সে গৌরহরি ॥
মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব
ক্ষেমিয়া করহ পান।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ- লীলাসমুদ্র
কীর্ত্তনানন্দ-নাম ॥
তোমরা বৈষ্ণব পরম বান্ধব
পূর মোর অভিলাষ।
গৌরাঙ্গ-চরণ- মধুকর গৌর-
সুন্দরদাস আশ ॥

৪৪২—কীর্ত্তনানন্দ

সালবেগ

[ঝুলন-লীলা]

(১)

বায়ে সখিগণ বিবিধ বাজন
বায়ে অতি অনুপাম রে।
মৃদঙ্গ চঙ্গ উপাঙ্গ সুমধুর
সপ্ত স্বর তিন গাম রে ॥
কোই নাচত তাল বজায়ত
নাচত শ্যামা শ্যাম রে।
আনন্দে তরঙ্গিত বহই যমুনা
এ রূপ সখি-সুখ ধাম রে ॥
নব-নাগর কানু রাধা তরুণী।
নব-জলধরে কিয়ে শোভিত দামিনী ॥ধ্রু॥
মোহিত নারদ সুর নর মুনি
মোহিত ব্রহ্মা শঙ্করে।
চাঁদ-কিরণহি বিকসি কুমুদিনি
শোভিত সুভগ সরোবরে ॥
হংস-সারস- তবকি-তাণ্ডব
ডাহুকি-শবদ মনোহরে।
সালবেগ-পিয় নিরখি লাবণি
বরণি নহি কছু যাত রে ॥

৪৪৩—পদরসসার

উদ্ধব দাস

[নৌকা-বিলাস]

(১)

মল্লার।

মুখরা রাই ধনী সখীগণ সনে।
যমুনা সাঁতার দেখি ভাবে মনে মনে॥
ডাক দিয়া বোলে সভে নাও আন ঘাটে।
আমরা হইব পার বেলা সভ টুটে॥
দেখিয়া নাগর-রাজ জীর্ণ তরী লৈয়া।
হাসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া॥
কি দিবে আমারে কহ কতেক বেতন।
একে একে পার করি রহ যত জন॥
রাই কহে যাহা চাও তাহা মোরা দিব।
কাণ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব॥
সখী সনে নৌকায় চড়িল বিনোদিনী।
তরঙ্গ বাড়িল তাহে জীর্ণ তরি খানি॥
তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই।
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই॥
রাই কোলে করি নাগর হরষিত-চিতে।
ও পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ প্রেমে ভাসে।
নৌকা-বিলাস কহে উদ্ধব দাসে॥

৪৪৪—পদরসসার

[ঝুলন-লীলা]

(২)

তুড়ী।

কোকিলা-কুল পঞ্চম-গান
ভ্রমরা ভ্রমরী ধরত তান
ডাকে ডাহুক মাতিয়া।
মউরা মউরী নাচত লাখ
গমকি গমকি ভেক ভাখ
ঝিঙ্গি ঝঙ্করু রাতিয়া॥

ঐছন সময় নিরখি সখী
দোহঁ-রূপ দেখে পূরিয়া আঁখি
বিধু বেড়ি তারা-পাতিয়া।
দীন হীন তাহে উদ্ধব দাস
দোহঁক চরণ পাবার-আশ
ভরসা বান্ধল ছাতিয়া॥

৪৪৫—পদরসসার

(৩)

বেহাগ।

শ্রীরাধা মোহন ঝুলত হিঁডোরে।
চঁদন-কাঠকি হিঁডোরে ঝুলত
শ্যামা শ্যাম হু ভোরে॥ধ্রু॥
ঝুলনা ঝমকত রাই চমকিত
কানু কোরে অগোরে।
সুরঁগ রঙ্গ হিঁ- ডোর বিরচিত
কতহুঁ হিরামণ-হীরে॥
কনক-থাম্বা কনক-ডালী
খচিত চুনিয়া রসাল রে।
* * * *
তা পর মোতিম-জাল রে॥
কনক পাটকি ডুরিয়া রে সখি
চিত্ত সুরঁগ সুঢার রে।
দেই ঝোকায় বোলে ভালি ভালি
উধব দাসহি ভাণ রে॥

৪৪৬—পদরসসার

শিবরাম

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব রাগ]

(১)

সুহই।

শ্যাম নাগর রঙ্গিয়া।
তরু-মূলে দাঁড়ায়্যাছে পিরিতি লাগিয়া ॥ধ্রু॥
যে ঘাটে যমুনার জল ভরিবারে যাই।
মরমে লাগ্যাছে রূপ খুঁজিলে না পাই।
কি দেখিলাম তরু-মূলে অদভুত রঙ্গ।
চরণে চরণ বেড়া ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
একে ত ত্রিভঙ্গ শ্যাম ভঙ্গী ধরে তায়।
অধরে মুরলী লৈয়া রাধা-গুণ গায় ॥
রতন-কুণ্ডল দোলে রবি-সুত-মূলে।
রতিপতি-দোলনা কত হীরা দোলে ॥
চূড়ার উপরে চন্দ্র কর্যাছে উদয়।
গরবে গিল্যাছে রাহু পাই পরাজয় ॥
শিবরাম দাস কহে মনেতে ভাবিয়া।
কেবা ফিরি যাতো পাব ধৈরজ ধরিয়া ॥

৪৪৭—পদরসসার

(২)

সুরট।

কালা-রূপ কি হইল মোরে।
জাগিতে ঘুমাতে চাহি চারি ভিতে
চাহিতে চেতন হরে ॥ ধ্রু ॥
দর্শন না হৈতে আকুল হই চিতে
ভাসিয়ে নয়ন-নীরে।
তাথে পাঁচ-বাণ দগধে পরাণ
কি করে চেতন-চোরে ॥
কি করি উপায় ছাড়ান না যায়
বান্ধিল প্রেমের ডোরে।
আনন্দের ধাম কহে শিবরাম
কি আর এ ঘোর ঘরে ॥

৪৪৮—পদরসসার

নৃপ রঘুনাথ

[রসালস]

(১)

রামকেলী।

অতিহু উনিদে শোয়ত অলসানি।
সখি জাগাওনে আই হো বিহানি ॥
উগটি বেশর লটন পটানি।
মোহিম-হার টুটি ছিতরানি ॥
শিথিলহি অলকা শিথিল কটি-ডোরি।
কনক-লতা গই পওনে ঝকোরি ॥
আলি উঠায়ত মুচকানি থোরি।
উঠহন-কালকে রুচন হারি ॥
হেরি শশীমুখি উঠলি লজানি।
নৃপ রঘুনাথক মনহি সমানি ॥

৪৪৯—সা-প ২০১ পুথি

নটবর দাস

[শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাহাত্ম্য]

(১)

কামোদ মল্লার।

রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-রস-জলনিধি দুর্গম
অতিশয় গভির-বিথার।
অজ ভব ব্যাস শেষ শুক নারদ
মুনিগণ না পাওল পার॥
হরি হরি ইহ রস কো অবগাহ।
যো রসে নিমগন সঘনে বৃন্দাবন
আপে না বুঝল নাহ॥ ধ্রু॥

শ্রীজয়দেব বিদ্যাপতি কবি-কুল
রসিক-ভকত-গণ মেলি।
পদ-পঙ্কজ-মকরন্দে মাতাওল
ভকত-ভ্রমর মাতি গেলি॥
রূপ স্বরূপ সনাতন ব্রজ-জন
চরণ-শরণ করু আশা।
নটবর দাস কহে ক্ষুদ্র-পক্ষ চাহে
করইতে সিন্ধু-পিপাসা॥

৪৫০—পদরত্নাকর

রাধামোহন

[মান-ভঞ্জন]

(১)

বচনে পরাভব মানি মুরারি।
নিজ-কর রাইক চরণে পসারি॥
মানিনি মানে বিমুখ তহিঁ হোই।
নিজ-চাতুরি করি পহুঁ তহি রোই॥
নাগর কহতহি গদগদ বাত।
পঞ্চ-বদন ক্রিমি ধরু মঝু হাত।
কি কিঁ বলি চমকি উঠল ধনি ভোর।
মান আন ভেল কানু করি কোর॥
মানিনি-মান নাগর করু বাদ।
রাধামোহন মন পূরল সাধ॥

৪৫১ – সা-প ২০১ পুথি

[নৌকা-বিলাস

(২)

ধানশী।

ওগো বড়াই হের রূপ দেখ সিয়া।
যেমন আপনি তেমনি না খানি
বিনোদ-নাগর নায়্যা॥ ধ্রু॥
রজতে রচিত কনকে খচিত
বিধির গঠিত নায়।
মুক্তার ছাওনি কেরোয়াল খানি
সোণায় মড়ান তায়॥
কেরোয়াল জলে খেণে, তুলি ফেলে
খেণে পরশিয়া থাকে॥
খেণে হাসে গায় খেণে বাহি যায়
যমুনা উথলে সুখে॥

বড়াই বলে ভাল বেলা অধিক হৈল
যাব মথুরার দিকে।
তীরে আন তরি দেহ পার করি
শ্রীরাধামোহনে ডাকে ॥
৪৫২—বাঁকুড়ার পুথি

মাধব

নৌকা-বিলাস]

(১)

ভাটীয়ারী।

ললিতা সখী হসিত মুখী
কহয়ে নায়্যার ঠাঞি।
বোল না কেন তোমার মন
কতেক বেতন চাই ॥
আমরা হইয়ে রাজার ঝিয়ারী
যদি মরিযাদা পাই।
ঝাড়িলে হাথ হবে কৃতার্থ
কিসের কাতর রাই ॥
কহয়ে নেয়ে বুঝাহ রাইয়ে
কথা কহেন একবার।
পার করি দিব বেতন না লব
এই সে কহিল সার ॥
শুনি নায়্যার কথা কহিছে ললিতা
তোমার নাহিক বোধ।
উহার চরণে তোমার পরাণে
দিলে কি পাইবে শোধ ॥
রাজার ঝিয়ারী আয়ানের নারী
রাধিকা যাহার নাম।
ঘাটী মাঝি সনে কহিবে কেমনে
তাহারি ঐছন কাম ॥
নায়্যা তোমার সাহস বড়।
বাওন হইয়া চাঁদ ধরিবারে
কেমনে সাহস কর ॥ ধ্রু ॥

একটি বোলের মূল কর যদি
ভুবনে সে ধন নাই।
না কর না কর পারে নাহি যাব
বিলাব দীনের ঠাঞি ॥
এ বোল শুনিয়া করে কলকল
রাই-বিনোদিনী হিয়া।
মাধবে কহয়ে খেয়ারীর মন
তুষিব বচন দিয়া ॥
৪৫৩—বাঁকুড়ার পুথি

(২)

ভাটীয়ারী।

গোয়ালিনি বড়ই তোমরা ঘাট।
নৌকা চাপিবারে চাও বেতন নাহিক দাও
যাত্যে চাও মথুরার হাট ॥
কথায় কথায় বেলা যায় দান দিয়া চড় নায়
আন্ধার করিয়া আইল দেয়া।
একে মোর ভাঙ্গা নাও তাহাতে দিয়াছে বাও
ডু-ডু পরে দেই এক খেয়া ॥
নৌকা-খানি মোর অতি নহে বড়
বুঝিয়া চাপিলে হয়।
শুন সব সই দুই জনা বই
তিন জনা নাহি সয় ॥
সবে আছে দিন দণ্ড দুই তিন
তোমরা অবলা জাতি।
একে একে পার করিতে সকলে
হইবে অনেক রাতি ॥

যমুনা-তুফান বহে কাণে-কাণ
পার করিবারে নারি।
মন-মত পাই নৌকায় চাপাই
শুন হে গোপের নারি॥
হাসিয়া ললিতা কহিছে বচন
শুন হে খেয়ার-রায়।
বেতন পাইবে ও পারে যাইলে
মাধব এ রস গায়॥

৪৫৪—বাঁকুড়ার পুঁথি

(৩)

ধানশী।

গোলে বনমালী শুন গোয়ালিনি
কেনে পাতিয়াছ রোল।
পার করি দিব বিকিরে যাইবে
আগে ফুরাও মোর বোল॥
সমূহ রমণী নহ একাকিনী
বিবেচনা মতে কবা।
যাহার যেমন আছয়ে পসরা
বুঝিয়া শুঝিয়া লবা।
শুন্যাছ রমণি কি বলিছি আমি
ইনা কথার কি না ফল।
যমুনা-পাথারে যদি হবে পার
বুঝিয়া ছিলে সে ভাল॥
তুমি হে কাণ্ডারী আমরা তো ভারী
দেওয়া নেওয়া ইথে কি।
দেওয়া নেওয়া জান তোমরা দু-জন
মোরা ভার বহিতেছি॥
মায়া কিছুই না কর খণ্ডা।
জন জন প্রতি বুঝিলুঁ কহিলুঁ
পাইবে ধরম-গণ্ডা॥
গোপীর বচন শুনি মনে মনে
হাসে দেব বনমালী॥
দ্বিজ মাধব কয় রস অতিশয়
রাধা-কানুর ধামালী॥

৪৫৫—বাঁকুড়ার পুঁথি

(৪)

ভাটীয়ারী।

দধি দুগ্ধ দেহ কিছু খায়্যা হউক বল।
পাছে করিব পারের লেখা বুঝিব সকল॥
আমরা খেয়ারি-জাতি খাত্যে পাইলে হয়।
চাতুরীর কেহ নই পিরিতে সে বয়॥
আমার খেয়াতে তোমরা সুখে হবে পার।
ক্ষুধাতে পারিব খেয়া এ কোন বিচার॥
খায়্যা আচমন করি পুঁতি কেরোয়াল।
নৌকা পরে শুতি রৈল মদন-গোপাল॥
রাই বলে ওগো বড়াই দেখিলে এব রঙ্গ।
বাঁশী চূড়া ধড়া টানে কেহ টানে অঙ্গ॥
উঠি রুষি নাগর তখন মনে মনে হাসে।
অপরূপ নৌকা-খণ্ড কহে মাধব দাসে॥

৪৫৬—বাঁকুড়ার পুঁথি

(৫)

ধানশী।

কানু বোলয়ে রাধে মোর ছোট না।
পসরা এড়িয়া ধনি কেরোয়াল বা॥
রাই বোলে আমি হই অবলার জাতি।
কেরোয়াল বাহিতে আমি নাহি জানি ভাঁতি॥
নাগর বোলয়ে রাধে কিছুই না জান।
পরের পো খানি শুধু ভুলাইয়া আন॥
কহিছে কাণ্ডারী শুন হে গোরি
তেজহ সুনীল সাড়ী।
নব-ঘন বলি বাড়িবে পবন
রাখিতে নারিব তরি॥
ধনি তেজহ বসন তোর।
তরঙ্গ বাড়িবে বিষম হইবে
না খানি ডুবিবে মোর॥

কহিছে নাগরী শুন হে কাণ্ডারী
তুমি যে কহিলে ভাল।
নব ঘন জিনি তোমার বরণ
কেমনে ঘুচাবে কাল॥
আছয়ে উপায় কহিয়ে তোমায়
যদি শোন মোর বোল।
কালিয়া-মুরতি ঘুচাইবে যদি
শিরে দিয়ে ঢালি ঘোল॥
এ কথা শুনিয়া অবনত হৈয়া
রহিল চতুর নায়্যা।
দ্বিজ মাধব কহ পার করি দেহ
বিকি-কিনি যায় বয়্যা॥

৪৫৭—বাঁকুড়ার পুথি

(৬)

ভাটীয়ারী।

না বায় হরি নবীন কাণ্ডারী
রঙ্গে ব্রজ-গোপী সঙ্গে।
ঝুমুকি ঝুমুকি পড়ে কেরোয়াল
যমুনা চারু-তরঙ্গে।
অঙ্গ-ভঙ্গ করি বাহে সব গোপী
অঞ্চল উড়য়ে বায়।
শ্রম-ঘর্ম্মমুখী বাহে সব গোপী
মাধব এ রস গায়॥

৪৫৮—বাঁকুড়ার পুথি

(৭)

ভাটীয়ারী।

যমুনার মাঝে আসি কাঁপাইল নায়।
কেরোয়াল ছাড়ি কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
এক-ভিত হয়্যা নাচে দেয় করতালী॥
বাহ বাহ বলি হাসে দেব বনমালী॥
তা দেখিয়া গোপীগণের ভয়ে প্রাণ কাঁপে।
রক্ষা কর রক্ষা কর উচ্চ-স্বরে ডাকে॥
আকুল হইয়া দ্বিজ মাধবেতে গায়।
ভাল সময় পায়্যা নায়্যা মুরলী বাজায়॥

৪৫৯—বাঁকুড়ার পুথি

(৮)

সুহই।

ডুবিল ডুবিল ছলনা করি।
উচ্চ-স্বরে বোলে সে হরি হরি॥
নায়ে গুড়া ঝাঁপি উঠিল জল।
ভয়েতে কাঁপয়ে নারী-সকল॥
হুতাশে নিশ্বাস ছাড়য়ে রাই।
বন্ধুর গলায় ধরিল যাই॥
রাইরে লইয়া বিনোদ-নায়্যা।
ঝাঁপ দিল জলে আকুল হয়্যা॥
পূরিল দোঁহার মনের আশ।
দূরেতে হেরয়ে মাধব দাস॥

৪৬০—বাঁকুড়ার পুথি

(৯)

শ্রীরাগ।

কানু মরকত-তরণী হৈয়া।
ভাসে ত তরুণী রাইরে লৈয়া॥
উলট-কনক-কমল-মুখী।
তা দেখি নাগর কত না সুখী॥
পীঠের উপরে দোলয়ে বেণী॥
যেন হেম-পীঠে শোভয়ে ফণী॥
যমুনা-তরঙ্গে সুরঙ্গ-কেলি।
সখীগণ মনে আনন্দ ভেলি॥
কহয়ে মাধব মাধব-রঙ্গ।
নব নব সব যুবতি-সঙ্গ॥

৪৬১—বাঁকুড়ার পুথি

কৃষ্ণদাস

[ঝুলন-লীলা]

(১)

কেদার।

ঝুলে ঝুলে ঝুলে শ্যাম। ধ্রু॥

বৃন্দাবনে-কুঞ্জ- ভবনমে মোহন
রঙ্গকি রঙ্গ-হিঁডোরে।
বাদর গরজত দামিনি দমকত
বরিখত থোরহি থোরে॥
কোয়েলিয়া অলি কুহুকত গুঞ্জত
দাদুর-হংস-কলোরে।
ঝুণ্ডহি ঝুণ্ডন নওল সখীগণ
ঝুক ঝুক দেত ঝকোরে॥
নব-নব কুঞ্জমে ঝুলয়ে ঝুলন ঝুলে
নিরখই যুগল-কিশোর।
বরজ-বধূয়ন তোড়ই ডারত
দেয়ত প্রাণ অকোর॥
দুল্লভ জোরী কিশোর-কিশোরি
শোভা-সিন্ধু হিঁডোর।
কৃষ্ণদাসকে ব্রাজ-প্রাস দী জে
নাগর নন্দ-কিশোর॥

৪৬২—পদরসসার

মোহনলাল

[ঝুলন-লীলা]

(১)

মল্লার।

ঝুলত রঙ্গে রঙ্গিনি সঙ্গে
নাগর-বর রঙ্গিয়া।
চৌদিগে গোপিনি রূপ-তরঙ্গিনি
রঙ্গিনি সব সঙ্গিয়া॥
লাল হিঁডোর কুসুম উজোর
মণি-মোতিম-রঙ্গিয়া।
শ্যামক সঙ্গে বৈঠল রঙ্গে
রাধা উলস-অঙ্গিয়া॥
নিকুঞ্জ ভওন কুসুম শোহন
ভ্রমই ভৌর ভঙ্গিয়া।
গাওত সুস্বর শুক পিক-বর
নাচত মৌর রঙ্গিয়া॥
ঝুলত ঘন মন্দ পবন
দোলত রসিক রঙ্গিয়া।
মোহন লাল নন্দ দুলাল
হেরত নিনি সঙ্গিয়া॥

৪৬৩—পদরসসার

সুন্দর কবি

[খণ্ডিতা]

(১)

অলসাত জম্ভাত লগে নখ পীত

কিধোঁ তুতরাতহু বোলতহুঁ

কবি সুন্দর উত্তর সোঁ শুন উত্তর

এত নহু সোঁহ করে অজহুঁ

উনসেঁ কহ ক্যা কহিয়ে সজনী

সপনে নহি লাজ ভজ্ঞ কবহুঁ।

জগমে সখি ঔখদ হৈঁ সবকী

পর সো তব-ঔখদ নাহি কহুঁ ॥

৪৬৪—সা-প ২০১ পুথি

সুরদাস

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ

(১)

ধানশী।

পেখলুঁ একহি অদভুত রাগ।*

যুগল কণ্ডল(১) পর গজ-বর(২) গীংত

তা পর সিংহ(৩) করত অনরাগ ॥ ধ্রু ॥

তহি পর সরবর(৪) তা পর গিরি-বর(৫)

গিরি ফুলে বঞ্জ-পরাগ(৬)।

রসিক কপোত(৭) বসই তহি উপর

অরুণ-অমৃত-ফল(৮) লাগ ॥

ফল পর পুহুপ(৯) পুহুপ পর পল্লব(১০)

তা পর শুক-মৃগ-ভাগ(১১)।

যুগল ধনুক(১২) বসই তহি উপর

তা পর মণি-ধর-নাগ(১৩) ॥

ইহবিধ শোভা রহত নিশি-বাসর

কবহুঁ না করত তিয়াগ।

সুর দাস-পহুঁ রসিক-শিরোমণি

বাড়হু সিন্ধু-সোহাগ ॥

৪৬৫—সা—প ২০১ পুথি

* এই কবিতাটি হিন্দীর 'সবৈয়া' ছন্দে রচিত; ইহার চারি চরণের প্রত্যেক চরণে চব্বিশটি অক্ষর আছে—উহার মধ্যে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১২শ, ১৫শ, ১৮শ, ২১শ, ও ২৪শ অক্ষর গুলি গুরু এবং তদ্ভিন্ন অক্ষরগুলি লঘু বটে।

* এই পদটিতে 'যুগল কণ্ডল' ইত্যাদি শব্দ গুলির দ্বারা যথাক্রমে (১) পাদ-পদ্ম-দ্বয় (২) গজ-শুণ্ডাকার জানু (৩) কৃশ কটি (৪) নাভি (৫) কুচ-যুগ (৬) আরক্তিম চুচুক (৭) কণ্ঠ (৮) অধর (৯) দন্ত-রাজি (১০) ওষ্ঠ (১১) শুকপক্ষী ও মৃগের দেহাংশ নাসিকা ও চক্ষু (১২) ভ্রূ-ধনু ও (১৩) রত্ন-শোভিত বেণী সূচিত হইয়াছে।

[ঝুলন-লীলা]

(২)

ধানশী।

সভে মেলি ঝুলন যাই হিঁডোর।

বংশী-বট তট সব সখি ভোরা

ঝুলত নন্দ-কিশোর ॥ ধ্রু ॥

সখি-গণ সঙ্গহি চলু বৃষভানু-সুতা

বায়ত মৃদঙ্গ-মন্দিরা।

তাম্বুল করপুর হার মনোহর

ভেটব পীতম প্যারা ॥

ললিতা বিশখা সঙ্গীত গাওত সুর দাস-প্রভু তুহারি দরশকো
হরি-গুণ-গান সব ভোরা। ঢুঁড়ত নয়ন-চকোরা ॥

৪৬৬—পদরসসার

অভিরাম

[কলহান্তরিতা]

দূতীর উক্তিঃ—

(১)

বালা ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি না ভাবিহ আন।
বহুত মিনতি করি পাঠায়ল কান ॥
বৈঠই তরু-তলে করিছে ভাবনা।
অন্তর জরজর বিরহ-বেদনা ॥
খণে খণে উঠত কম্প-শরীর
অথির-নয়ন কভু হোয়ত থীর
অতয়ে কহলুঁ হাম করহ পয়াণ।
খণেকে না জানিয়ে হোয়ত আন ॥
শুনইতে ঐছন কহতহি রাই।
উচিত না মানিয়ে হম তাঁহা যাই ॥
তুরিতে আনহ নাহি জানে মঝু আশ।
মিলল শ্যাম-পাশে অভিরাম দাস ॥

৪৬৭—পদরসসার

কমলাকান্ত

[পূর্ব্ব-পদকর্ত্তৃ-গণের বন্দনা]

(১)

কামোদ মল্লার।

শ্রীবিদ্যাপতি কবি-বর-শেখর
কয়লহি বহুবিধ গীত।
শ্রীগোবিন্দ- কবীন্দ্র-শিরোমণি
জগ ভরি যাহাক চরীত ॥
শ্রীজয়দেব বিবিধ রস-বর্ণন
কবিশেখর চণ্ডীদাস।
রামানন্দ রায় কবি সাগর
নাটক করল প্রকাশ ॥
শ্রীল সনাতন সুললিত-বর্ণন
গীতাবলি রস-পূর।
বলরাম দাস কয়ল বহু বর্ণন
প্রেম-বিলাস প্রচুর ॥
নরহরি দাস সুগড় কবি-ভূপতি
গোবিন্দ ঘোষ কবি-সিন্ধু।
দাস বৃন্দাবন বাসুদেব কবি
সকল-কবীশ্বর-ইন্দু ॥
জ্ঞানদাস কবি রচিল পদাবলি
কোমল পরম উদার।
শ্রীজগন্নাথ দাস কবি-সায়র
শ্রীবল্লভ কবি-সার ॥

ঠাকুর নরোত্তম কয়লহি বর্ণন
প্রার্থনাদি বহু গান।
বংশীবদন সকল-কবি-ভূষণ
সুমধুর পদ অনুপাম ॥
রাধাবল্লভ কবি-চূড়ামণি
যদুনাথ দাস অনুপ।
গোপীরমণ সুধা সম বর্ণন
নটবর কবি-কুল-ভূপ ॥
শ্রীঘনশ্যাম দাস কবি-শশধর
গোবিন্দ কবি-সম ভাস।
ললিত পদাবলি কয়লহি বর্ণন
কবিবর লোচন দাস ॥
দাস অনন্ত কয়ল বহু বর্ণন
সুললিত রসময় গীত।
সুবলানন্দ সকল-কবি-রঞ্জন
বিরচিল মধুর সঙ্গীত ॥
নয়নানন্দ মিশ্র কবি পুঙ্গব
শ্রবণ-রসায়ন গান।
বসু-কুল-ভূষণ বিরচিল সুমধুর
রামানন্দ গুণ-ধাম ॥
ইহ সব কবি-কুল- চরণে শিরে ধরি
কমল করয়ে প্রতিআশ।
নিজ-নিজ-কৃত-পদ- কমল-কুসুম-রসে
পূরণ কর অভিলাস ॥

৪৬৮—পদরত্নাকর

[অভীষ্ট-দেব-বন্দনা]

(২)

কামোদ মল্লার।

শ্রীচৈতন্য অভিন্ন-কলেবর
দ্বিজ-কুল-জলনিধি-ইন্দু।
ধীর গদাধর মহিমা-সাগর
দীন-হীন-জন বন্ধু ॥
তছু শাখা-বর অখিল-গুণাকর
শিবানন্দ গুণ-রাশি।
রূপ সনাতন সঙ্গে অনুক্ষণ
বৃন্দাবন-বন-বাসী।
তৎকুল-জলধি- সমুদ্ভব-শশধর
নটবর-পুত্র স্বরূপ।
নন্দ-গ্রাম নিজ- ধামে প্রকট ভেল
নন্দাত্মজ নিজ-রূপ ॥
পামর-পাবন পতিত-পরায়ণ
এ জন তাহে পরমাণ
অজ্ঞানান্ধ পতিত হেরি পামরে
জ্ঞানাঞ্জন দিল দান ॥
সো পদ-কমলে কমল-মন-মধুকর
অনুখণ মধু করু পান।
সো রূপ-মাধুরি হৃদয়-মাঝে হেরি
নিশি-দিশি গুণ করু গান ॥

৪৬৯—পদরত্নাকর

[পদরত্নাকর-গ্রন্থ-প্রশংসা]

৩)

কামোদ মল্লার।

পদ-রত্নাকর অখিল-রসাকর
যাকর শ্রুতি-যুগ পরশে।
চির-দিন শুষ্ক- সরোবর-মানস
পূরই হরি-গুণ-সরসে ॥
অবিচল-আনন্দ-কারি।
মঙ্গল-কুমুদে কুমুদ-কুল-বান্ধব
ভবদাবানল-বারি ॥ ধ্রু ॥
নাম্না-জরতী হরতি সব মানসে
বিশ্বা-কমলিনি সুর।
অনুখণ নব-নব রস-আস্বাদন
শ্যামামৃত-রস-পুর ॥
কীর্তন-জনক সকল-সুখ-সম্পদ
ভব-ভয়-ভঞ্জন-হার।
কলি-মল-মথন কুমতি-কুল-বারণ
আগম নিগমক সার ॥

ত্রিভুবন-তারণ তাপ-বিনাশন
অখিল-আনন্দ-আধার।
কমলাকান্ত দাস কহে জগ ভরি
অমিয়া-সিন্ধু বিথার ॥

৪৭০—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(৪)

তুড়ী।

কদম্ব-কাননে উঠিছে সঘনে
একি ধ্বনি অনুপাম।
শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া
চঞ্চল করিল প্রাণ ॥
সই এ তোরে কহিলুঁ সাব।
হেন সুমধুর ধ্বনি রস-পূর
ভুবনে না শুনি আর ॥ ধ্রু ॥
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি
কেন কাঁপে মোর গা।
বসন খসিল কেশ আউলাইল
চলিতে না চলে পা ॥
নয়নের বারি নিবারিতে নারি
বয়ানে না সরে কথা।
না জানি কেমন করিছে জীবন
মরমে হইল বেথা ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী
সভাই শুন্যাছে ধ্বনি।
একা কেনে মোর দহে কলেবর
যেমন দংশিল ফণী ॥
হেন লয় চিতে আমারে মোহিতে
কোন সুনাগর-রাজ।
এ ধ্বনি মিশালে মন্ত্র পড়ে ছলে
নাশিতে ধৈরজ লাজ ॥

এতেক শুনিয়া আশ্বাস করিয়া
বিশাখা সুন্দরী কহে।
মোহন মুরলী বাজয়ে সুন্দরি
অন্য কোন শব্দ নহে ॥
শুনি বেণু নাদ এত পরমাদ
হৃদয়ে ভাবিছ কেনে।
স্থির কর মন নহে উচাটন
কমল কাতরে ভণে ॥

৪৭১—পদরত্নাকর

সখীর উক্তি :—

(৫)

সুহই।

মলয়জ-লেপন মন্দ সমীরণ
কোকিল-অলিকুল-গানে।
উপনিত অতনু- বিকার লুকাওত
কত কত সে সব ভানে ॥
হরি হরি বিষম কুসুম-শর-জালা।
নব-অনুরাগ- ভার-ভরে সুন্দরি
দিনে দিনে দুবরি ভেলা ॥ ধ্রু॥
কারণ বিনু ঘন অম্বুকণা গণ
লোচনে বহে অনিবার।
নিভৃত নিকেতনে সব সখিগণ সনে
করতহি পিরিতি-বিথার ॥
ঘন ঘন বাহির ঘন অভ্যন্তর
বহত জড়িমময় ভায়।
করতলে সঘন বদন অবলম্বন
ঘন ঘন দীঘ নিশাস ॥
সুখময় শয়ন নয়নে নাহি হেরই
ধরণি-শয়নে ঘন সাধ।
কমল কহত ধনি নব-অনুরাগিণি
অতয়ে সে এত অবসাদ ॥

৪৭২—পদরত্নাকর

[শ্রীরাধার অভিসার]

(৬)

ধানশী।

চাচর-চিকুর কবরি পর শোহন
কুসুমাবলি অনুপাম।
কালিন্দি-নীর-তরঙ্গে বিরাজিত
জনু ঘন-ফেনক দাম ॥
মধুর-বিহারিণি বালা।
মন্থর-গমনে বিলোলিত উর পর
মঞ্জুল মণিময় মালা ॥ ধ্রু।
রঙ্গিণি-সঙ্গিনি-কর-অবলম্বিনি
উজ্জ্বল-অনুপম-বেশ।
স্পন্দই বাম-নয়ন জনু মনমথে
করত নটন-উপদেশ ॥
লজ্জা-ভয়-যুক্ত লোচন-অঞ্চলে
চঞ্চল চাহনি থোর।
কুবলয়-চয় উপহার দেই জনু
ভেটলি নন্দ-কিশোর ॥
প্রথম সমাগমে দুহুঁ দোহাঁ দরশনে
ভাবে ভূষিত ভেল অঙ্গ।
কমল কহত দুহুঁ অন্তরে উপজল
মনসিজ-সিন্ধু-তরঙ্গ ॥

৪৭৩—পদরত্নাকর

(৭)

ধানশী।

সখী-করে ধরি চলল সুন্দরী
নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝে।
গমন মন্থর হেরি করি-বর
চলিতে না পারে লাজে ॥
অনঙ্গ-মোহিনী বালা।
অঙ্গের ছটায় সঙ্গিনী-ঘটায়
নিকুঞ্জ করিল আলা ॥ ধ্রু ॥
হসিত-বদনে নয়নের কোণে
নাগরের পানে চাঞা।
নীল-নলিনী দিয়া যেন ধনী
নিকুঞ্জে ভেটল গিয়া ॥
রাই-প্রতিবিম্ব পাঞা শ্যাম-অঙ্গ
হইল হরিত-আভা।
সব সখীগণ চকিত-নয়ন
দেখিয়া দোহাঁর শোভা ॥
অনিমিখে হরি রাধার মাধুরি
নয়নে করিয়া পান।
ভুখিল চকোর যেন সুধাকর
পাইয়া পূরল কাম ॥
দুহুঁ দোহাঁ হেরি আনন্দে আগরি
বিহ্বল হইল জনু।
বিশেষে রাধিকা অবশ অধিকা
জড়িমা হইল তনু ॥
অবশ হইয়া অঙ্গ হেলা দিয়া
ললিতা-সুন্দরী-গায়।
সভয়-অন্তর কাঁপে কলেবর
চলিতে না চলে পায় ॥
বিশাখা দেখিয়া খেদিত হইয়া
কহে কেনে সুধামুখি।
নাগরে হেরিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
মেলিতে না পার আঁখি ॥
যে বন্ধু লাগিয়া সদা তব হিয়া
তিলেক না বান্ধে থেহ।
সে শ্যাম দেখিয়া বিবশ হইয়া
কাঁপিছে সকল দেহ ॥
ধন্য অঙ্গ-বামা শ্যামের সুষমা
হেরে হরষিত-মনে।
হাস-পরিহাসে নব-নব রসে
বিহরে শ্যামের সনে ॥
অতএ সুন্দরি ভয় পরিহরি
ধৈরজ ধরহ চিতে।
এত বলি তারে ধরি দুই করে
সোঁপিল শ্যামের হাতে ॥

সমাদরে হেরি আগে আগুসরি
ধরিয়া ধনীর করে।
পরম-যতনে কুসুম-শয়নে
বসাইল উরু পরে॥
দুহুঁ রূপ হেরি সকল সুন্দরী
সুখের সায়রে ভাসে।
সে শোভা দেখিয়া কমলের হিয়া
ডুবল আনন্দ রসে॥

৪৭৪—পদরত্নাকর

[উৎকণ্ঠিতা]

(৮)

গুর্জ্জরী।

শ্যাম গুণ- ধাম বিনে
যাম যুগ ভেল।
কাম-শর- দাম অব
ভেল মুঝে শেল॥
ভ্রমর-কুল- নাদে অব-
সাদ মঝু প্রাণ।
কুঞ্জ মন- রঞ্জ ভয়-
পুঞ্জ সম ভান॥
কোকিল-কল- ভাষে অব
ত্রাস ভেল চীত।
সঙ্গ-সুখ লাগি মম
অঙ্গ ভেল ভীত॥
গন্ধ সহ গন্ধবহ
মন্দ-গতি ভেল।
ইহ সুখদ বিপিন-দ্রুম-
দাম সুখ দেল॥
বিকচ ফুল- বৃন্দ চিত
গন্ধ হরি গেল।
সবল-হৃদি কমল অব
তরল-মতি ভেল॥

৪৭৫—পদরত্নাকর

[মাথুর-সখী-সংবাদ]

(৯)

সুহই।

রাইয়ের দশমী দশা দেখি জীবনের আশ'
তেজিয়াছে সকল সুন্দরী।
ভূতলে পড়িয়া কান্দে কেশ-পাশ নাহি বান্ধে
উচ্চ স্বরে হাহাকার করি॥
শ্যাম কুলিশ-সমান তোর হিয়া।
হেন প্রেমবতী-জনে না জানি কেমন-মনে
কেমনে রয়্যাছ পাসরিয়া॥ধ্রু॥
ললিতা বিরহানলে পড়িয়া ধরণী-তলে
নিশি-দিশি নাহিক চেতন।
বিশাখা আপন শিরে কঙ্কণ আঘাত করে
মুক্ত-কণ্ঠে করয়ে রোদন॥
চিত্রা চম্পকলতা পড়ি আছে মুরছিতা
সব অঙ্গ শিথিল হইয়া।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা
মৃত যেন আছয়ে পড়িয়া॥
অনেক-স্ত্রীবধ-পাপ তোমারে হইবে লাভ
যগুপি বিলম্ব কর যাত্যে।
কমল কাতরে কয় বিলম্ব উচিত নয়
শীঘ্র গতি চল মোর সাথে॥

৪৭৬—পদরত্নাকর

[মাথুর-বিরহান্তে মিলন]

(১০)

কামোদ।

শ্যামক শয়ন-সমীপে সুধা-মুখি
চলইতে সুমধুর মঞ্জির বাজ।
রাই-মুখ হেরি সমাদরে অগুসরি
করে ধরি মীলল নাগর-রাজ॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাস।
দুহুঁ দোহাঁ-পরশ-সুধা-রস-লালসে
কুসুম-শয়নে করু বাস॥ধ্রু॥

নিবিড় আলিঙ্গনে তনু তনু মিলনে
দুহুঁ তনু ভেল অভেদ।
দুহুঁ মীলিত জনু কীলিত স্মর শরে
মীটল চির-দিন-খেদ॥
দুহুঁ বিম্বাধর দশনে বিখণ্ডিত
মণ্ডিত নখ-পদে অঙ্গ।
গুরুতর-খাস- সমীরণে উথলল
মনসিজ-সিন্ধু-তরঙ্গ॥
চরণে চরণ ঘন ভুজে ভুজে বন্ধন
মনমথ-সমর বিশাল।
কমল কহত জনু তড়িত জড়িত ভেল
অসিত-অম্বুধর জাল॥

৪৭৭—পদরত্নাকর

[প্রার্থনা]

(১১)

কামোদ।

হে কৃষ্ণ করুণা-সিন্ধু শ্রীরাধার প্রাণ-বন্ধু
ব্রজ-বনিতার প্রাণ-নাথ।
মো হেন পামর-জীবে কাতর দেখিয়া কবে
কৃপায় করিবে আত্মসাথ॥
হে রাধিকা বিনোদিনি শ্যাম-মন-বিমোহিনি
মো বড় অধম অতি-দুখী।
কবে নিজ-নাথ সনে দেখা দিয়া দুখী-জনে
শীতল করিবে দুই আঁখি॥
হে রাধার সখীগণ মুঞি বড় অকিঞ্চন
করুণা করিবে কবে মোরে।
বৃন্দা-দেবী কবে মোরে বান্ধিয়া করুণা-ডোরে
আকর্ষিয়া লবে ব্রজ-পুরে॥
ভব কবলিত-চিত নাহি জানে হিতাহিত
সুখ মানে নরকে পড়িয়া।
হে যমুনা বৃন্দাবন রাধা-কুণ্ড গোবর্দ্ধন
কেশে ধরি লহ উদ্ধারিয়া॥
হে গৌরাঙ্গ গদাধর কৃপাময়-কলেবর
কৃপাময় তার ভক্তগণ।
কমল কাতর জীবে এ ভীষণ ভবার্ণবে
কবে দিবে করাবলম্বন॥

৪৭৮—পদরত্নাকর

কাশীদাস

[রাস-লীলা]

(১)

মাউর।

নন্দ-নন্দন সঙ্গে মোহন
নওল গোকুল-কামিনি।
তপন-নন্দিনি তীরে ভালে বনি
ভুবন-মোহন লাবণি॥
তাথৈ তাথৈ মৃদঙ্গ বাজই
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণি।
বিলসে গোবিন্দ প্রেম-আনন্দ
সঙ্গে নব-নব-রঙ্গিণী॥
উরহি লম্বিত কনক-চম্পক-
দাম কর্দ্দম চন্দনে।
দোহঁ-কলেবর ভেল শ্রম-জল
মোতি মরকত কাঞ্চনে।
রাসে মাতল সঙ্গে ষড়-ঋতু
কুঞ্জ-কাননে রাজই।
শুক শিখি পিক চাতক ডাহুক
ভ্রমর পঞ্চম গাওই॥

রাস-মণ্ডল গোপিনী-কুল
শ্যাম সঙ্গে নব-রঙ্গিণি।
দেই কর-তালি বোলে ভালি ভালি
কাশীদাস বলি যাইনি ॥

৪৭৯—পদরসসার

কিশোর

[খণ্ডিতা]

শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

বিভাষ।

ঢুলু ঢুলু ছুটি আঁখি অরুণ-বরণ।
দেখিয়া ফাটিছে হিয়া না যায় ধরণ॥
অকলঙ্ক-শশী জিনি শ্রীমুখ শোভন।
মলিন দেখিয়ে আজু কিসের কারণ॥
পূর্ব্ব-ভাব মনে পড়ি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
তৃষিত চাতকী জনু পানিক পিয়াস॥
রজনীর জাগরণে মনে ভয় পাই।
কোথা আছে মোর প্রাণ পণ্ডিত গদাই॥
কিশোর কহয়ে মোর ফাটি যায় হিয়া।
প্রভাতে উঠিয়া আইলা রজনী জাগিয়া॥

৪৮০—পদরসসার

খণ্ডিতা-নায়িকা শ্রীরাধা]

(২)

বিভাষ।

নিঠুর নাগর আইসে হাসিয়া ঢুলিয়া।
দেখহ পরাণ সই বাহির হইয়া॥
আপনার পীত বাস ভরমে ছাড়িয়া।
যুবতী-নীলিম-চীর তাহাই পরিয়া॥
কহিবে কৈতব যত আমার সাক্ষাতে।
আজু না ভুলিব হাম উহার কথাতে॥
কহিতে কহিতে নাথ হৈলা উপনীত।
নিয়ড়ে না আইস তুমি কিতব-পণ্ডিত॥
বিহানে দেখিলুঁ তোরে আজি কিবা হয়।
কালা মুখের কালা-দাগ পরাণে না সয়॥
আঁখির কাজর তোর লাগিয়াছে গালে।
বালার অন্তরের দাগ শোভিয়াছে ভালে॥
কিশোর কহয়ে আজু না জানি কি হয়।
দেখিয়া বাড়িল খেদ মিটিবার নয়॥

৪৮১—পদরসসার

কুবের-আনন্দ

[রূপোল্লাস

শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

সুহই।

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা রূপ-নিধি।
কত চান্দ নিঙড়িয়া নিরমিল বিধি॥
উগারয়ে সুধা যেন গোরা-মুখের হাসি।
নিরখিতে গোরা-মুখ হৃদে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে গাঁথি লব গোরা-রূপ খানি॥
মন-অভিলাষ ক্ষেমা নাহি হয় মোর।
কুবের-আনন্দ কহে মহী ভেল ভোর॥

৪৮২—পদরসসার

কৃষ্ণকান্ত-তনয়া

ঝুলন-লীলা।

(১)

তুড়ী।

ঝুলত ব্রজ- রাজ-কুঙর
রঙ্গন হিঁডোরে।
সঘনে পবন বহই মন্দ
বরিখত বারি বুন্দ বুন্দ
পীত-পটমে লপট পিয়ারি-
জীক করত কোরে ॥ ধ্রু॥
হংস সারস কীর মোর
কোয়েলা-গণ করত শোর
ভ্রমরা-গণ গুঞ্জ গুঞ্জ
বোলত চৌ-ওরে।
সুগড় করত তাল-মান
গাওত সব তরুণি গান
কৃষ্ণ কান্ত- তনয়া-চিত্ত
হোয়ে সুখমে ভোরে ॥

৪৮৩—পদরসসার

কৃষ্ণানন্দ

[ঝুলন লীলা—শ্রীগৌরচন্দ্র]

(১)

কামোদ।

প্রাবৃট-কাল সুখদ মন-মোহন
সুরধুনি-তীর উজোর।
চলত সমীর ধীর অতি শীতল
বরিখত থোরহি থোর ॥
উলসিত গৌর-কিশোর।
ঝুলত রঙ্গে সঙ্গে সব সহচর
পুরব-ভাবে পহু ভোর ॥ ধ্রু॥
রঙ্গ বিরঙ্গ সুরঙ্গ কুসুমময়
চিতময় চারু হিঁডোর।
তা পর ঝুলত গৌর সুনাগর
প্রিয়হি গদাধর কোর ॥
চৌদিকে ভকত ভাব বুঝি গায়ত
বায়ত যন্ত্রহি জোর।
কৃষ্ণানন্দ ভণ শ্রুতি মন লোচন
না পাওই আনন্দ-ওর ॥

৪৮৪—পদরসসার

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলন-লীলা]

(২)

তুড়ী।

ঝুলত ধনি চন্দ্রাননি
জিনি সৌদামিনি-ছটা।
ঝুলত রঙ্গে নাগর সঙ্গে
প্রেম-তরঙ্গে পুলকহি অঙ্গে
কাদম্বিনি-পটা ॥ ধ্রু॥
সুন্দর-অলকে সিন্দুর ঝলকে
মৃগমদ-তিলকে অলকা ললকে
মোতিমকে ঘটা ॥
বিপুল-নিতম্বা জিত-উরু-রম্ভা
কুচ-করি-কুম্ভা পুলক-কদম্বা
প্রয়োশকুম্ভারটা (?) ॥
সুখ-শালি তালি দেয়ত আলি
ভালি ভালি বলি রসালি রসালি
বনমালি-নিকটা ॥

শাঙন ঝম্পে মেঘ আরম্ভে
পবন-আড়ম্বে ঘন ঘন মদকে
মনমথ উলটে ঝটা ॥
কোকিলা কোকিলি মোরন ব্যাকুলি
ভেক লবলী (?) অলি কৃষ্ণানন্দ বলি
উঠত ভালি লপটা ॥

৪৮৫—পদরত্নাকর

(৩)

গান্ধার।

ভোরহি ঝুলত নওল-কিশোর।
কালিন্দী-কূল কুসুম-কানন
আনন্দে মন ভোর ॥ ধ্রু।
হেম-কমলিনি নওল নাগর
বামে জোরহি জোর।
সুখদ শাঙন বিন্দু বরিখত
মেন থোরহি থোর।
সঘন দামিনি দাম দমকত
করত চাতক শোর।
চলত শীতল মন্দ মারুত
নাচত আনন্দে মোর ॥
সুঘড় অঙ্গনা রসিক নাগর
নাগরি করু কোর।
জলদ দামিনি এক-ঠামহি
যৈছে চাঁদ চকোর ॥
রসবতী-মুখ রসিক হেরত
আনন্দে নাহি ওর।
কৃষ্ণানন্দ-মন সফল জীবন
নিরখি যুগল কিশোর ॥

৪৮৬—পদরসসার

(৪)

সুহই।

ঝুলত রাধা মাধব গোরি।
ভুজহি ভুজহি দোহে দোহা বেড়ি ॥
ললিতা ঝোকায়ত ভুবন ভোরি।
চামর ঢুলায়ত বিশাখা প্যারি ॥
চিত্র চম্পকলতা দেয়ত তারি।
রঙ্গ সুদেবি বোলে বলিহারি ॥
নীল নীরদ রহু অম্বর ঘেরি।
ঝুলত রেণু সম শীতল বারি ॥
বাজত যন্ত্র মধুর-রস ঝারি।
বোলে রসাল হংস শুক সারি ॥
ফণি-বেণি লোলে ললিত-মণি-ধারি।
রুনুঝুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণি-সারি ॥
কৃষ্ণানন্দ করহি কর জোরি।
অনিমিখে হেরত কিশোর কিশোরি ॥

৪৮৭—পদরসসার

(৫)

ধানশী।

নিকুঞ্জ বনমে—ঝুলত যুগল কিশোর।
মরকত কাঞ্চন মীলল যৈছন
কিয়ে দুহু চাঁদ-চকোর ॥ ধ্রু ॥
নয়নে নয়নে ঘন করত বিলোকন
সবস পরশ দুহুঁ ভোর।
দুহুঁ মুচকায়ত আধ আধ বোলত
ঝুলত থোরহি থোর ॥
হেরি নব জলধর প্রেম-ভরে গরগর
বহে ঝরঝর তহি লোর।
রূপহি গুণ হেরি অলি গুনগুন করি
গুণ গায়ে নাহি পায়ে ওর ॥
পবন মন্দগতি হেরি দুহুঁ মূরতি
উলসিত নাচত মন্দ।
নব বৃন্দাবন ত্রিভুবন-মোহন
নব নব কুসুম সুগন্ধ ॥
নওল কিশোরে নওল নাগরি সঙ্গে
ঝুলত নাগর-চন্দ।
রাধা-কানু-মুখ হেরি নাচত কত সখি
গায়ত মধুকর-বৃন্দ ॥

গগনে মনোহর ডগমগ জলধর
গরগর গরজই ধীর।
তড়িত ঘটা কত চাতক বোলত
মন্দ পবন মৃদু নীর ॥
সহচরি গায়ত মধুর ঝুকায়ত
ঝূলত যুগল-কিশোর।
কৃষ্ণানন্দ হেরি রসিক-কলাবতি-
কেলি কমলি নিধি কোর ॥

৪৮৮—পদরসসার

(৬)

ধানশী।

ঝুলিতে ঝুলিতে কানু চাঁদ-মুখে লৈয়া বেণু
রাই বলে আলাপ মল্লার।
ভাল বলি আলাপিতে রাইয়ের কটাক্ষ-পাতে
ভুলি গেই ও নন্দ কুমার ॥
দেখি হাসে যতেক আহিরী।
মল্লার আলাপিতে গান্ধার গৌরী খেণে
সুহই খেণে আসোয়ারী ॥ধ্রু॥
তহি রসবতী হাসি আপনে বাজান বাঁশী
বিধিমতে আলাপে মল্লার।
গগন ঢাকিল মেঘে সভে চমৎকার দেখে
সখীগণে বোলে বলিহার ॥
রাই-মন বুঝি শ্যাম নিজ কণ্ঠ-মণি দাম
ভালি বলি রাই-গলে দিল।
দেখিয়া রাধার জয় ললিতা আনন্দময়
কৃষ্ণানন্দ নাচিতে লাগিল ॥

৪৮৯—পদরসসার

গৌরাঙ্গদাস

[রাস লীলা]

(১)

পূরবী।

নীল-নব-ঘন রূপ শোহন
শ্রবণ-কুণ্ডল-দোলনি।
কনক-কামিনি থীর দামিনি
মধুর-মধুরিম বোলনি ॥
দেখ সখি মুরতি মোহন-মোহনি।
চারু-চিত্রিত বেশ বিরচিত
পীত নিল-পট-শোহনি ॥ধ্রু॥
মত্ত-কুঞ্জর গমন মন্থর
রাজ-হংসিনি-গামিনি।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
মুখর-মঞ্জির-বাজনি ॥
পুলিন-বিপিনে কুঞ্জ-ভবনে
বেকত মনমথ-ভাঁতিয়া।
দাস গৌরাঙ্গ চরণ পল্লব
সতত রহু মতি মাতিয়া ॥

৪৯০—সা-প ২০১ পুথি

[সম্ভোগ]

(২)

কেদার।

নাগরি নওল নওল নব-নাগর
নব-নব সঙ্গিনি সঙ্গে।
মরকত-রতন কনক-নব-দরপণ
কেলি-রভস-রস-রঙ্গে ॥
জয় জয় সুন্দর যুগল-কিশোর।
দুহুঁ-অবলোকনে দুহুঁ-তনু পুলকিত
কো কহু প্রেমক ওর ॥ধ্রু॥

দুহুঁ-মুখ-চন্দ্র- সুধা-অবগাহনে
দুহুঁ দুহুঁ নয়ন-চকোর।
ভুজে ভুজ-বন্ধন ঘন পরিরম্ভণ
মদন-কলা-রসে ভোর॥
বিগলিত কেশ বেশ কুসুমাবলি
বিগলিত নীবি-নিবন্ধ।
বাজত বলয় নুপুর মণি-কিঙ্কিণি
মনমথ-সমর-সুছন্দ॥
শ্রম-জল দুহুঁক কলেবর লাগল
মণিময় মঞ্জির বাজে।
রতি-অবসানে অবশ দুহুঁ কলেবর
বৈঠল কুসুমিত-শেজে॥
ললিতা নিজ-করে দুহুঁ মুখ মোছই
বেশ বসন পহিরায়ে।
দুহুঁ কর কেশ কবরি দেই সম্বরি
ভালে তিলক নিরমায়ে॥
সেবন করই রূপ-রতি-মঞ্জরি
তাম্বুল দেই দুহুঁ-বয়নে।
ঘন-চন্দন করু তনু অনুলেপন
বীজই শীতল পবনে॥
চরণ-সম্বাহন করতহি সেবনি
উলসিত-চিত অভিলাসে।
সো রূপ চরণ হৃদয় করি ধারণ
কহতহি গৌরাঙ্গদাসে॥

৪৯১—সা-প ২০১ পুথি

জয়চন্দ্রদাস

সুবল-মিলন

(১)

ধানশী।

কিবা অপরূপ-বেশ ধনী যে সাজিল।
সব বেশ হৈল পয়োধরে দাগা দিল॥
ভাবিতে ভাবিতে ধনী অনুমান করি।
ধবলীর বচ্ছ ধনী লয় কোলে করি।
ছাপাইয়া পয়োধর বুকের কাঁচলি।
আনন্দে চলিলা রাই মিলিতে মুরারি।
রাধা-কুণ্ড-তীরে আসি দিলা দরশন।
সুবল দেখিয়া শ্যামের চমকিত মন॥
কহ রে কহ রে সুবল তব কথা শুনি।
কি লাগিয়া নাহি আইল রাধা বিনোদিনী
সুবল বোলেন কানাই তোমার ধবলী।
তার পুষ্প-বন ভাজি খায়্যাছে কদলী॥
অরুণ নয়ন আর বসন নাহি গায়।
আমাকে দেখিয়া সে কেকুবচন কয়॥
এতেক কহিয়া রাই বৈসে শ্যামের পাশে।
গদগদ স্বরে কহে জয়চন্দ্র দাসে॥

৪৯২—পদরসসার

(২)

শ্রীরাগ।

রাধা বড় অভিমানী শুনিতে নারে তোমার বাণী
চুঁড়ি আইলাম দেখি তার রঙ্গ।
তাহার বচন শুনি বুঝিলাম অনুমানি
না হবে না হবে তোমা সঙ্গ॥
শুনিয়া সুবলের কথা মরমে পাইয়া বেথা
কান্দে কানু করিয়া করুণা।
হেদে রে সুবল ভাই আমি প্রাণে জীব নাই
রাই মোরে করিল বঞ্চনা॥
শ্রীমতীর কথা শুনি ভূমে পড়ে নীলমণি
করের বংশী লোটায় ধরণী।
কানুরে কাতর দেখি হাসে ধনী চন্দ্র-মুখী
প্রকাশিল যেন সৌদামিনী॥

ছাড়িয়া রাখাল বেশ প্রকাশিলা নিজ-বেশ
করে ধরি তুলি শ্যাম-রায়।
দেখিয়া রাধার মুখ আনন্দে ভরিল বুক
জয়চন্দ্র দাসে গুণ গায়॥

৪৯৭—পদরসসার

(৩)

শ্রীরাগ।

উঠ উঠ প্রাণ-নাথ মুঞি বড় অভাগী।
চরণে রাখহ নাথ এই বড় মাগি॥
তোমা বিনে অনাথিনীর আর কেহ নাই।
অবশেষে পদ-তলে মোরে দিও ঠাঁই॥
তোমার চরণে থাকি হইয়া নূপুর।
চরণ তুলিতে বাজ্য কর সুমধুর॥
যোগী-আদি মুনি যত চরণ ধেয়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যার অন্ত নাহি পায়॥
হেন চরণারবিন্দে রাখ প্রাণনাথ।
কোন কালে না ছাড়িহ অনাথিনীর সাথ॥
এত শুনি আনন্দিত নন্দের নন্দন।
দারিদ্রে পাইল যেন ঘট-ভরা ধন॥
জয়চন্দ্র দাসে বোলে করি নিবেদন।
দোঁহ-পদতলে যেন থাকি সর্ব্ব-ক্ষণ॥

৪৯৮—পদরসসার

জানকীবল্লভ

[মাথুর-সখী-সংবাদ]

(১)

সুহই।

কি কহব নিঠুর মুরারি। *
অব কি জিবই বর-নারি॥ ধ্রু॥
তুয়া তনু-নেহ-ভুজঙ্গে।
দংশল কোমল অঙ্গে॥
ঔখদ গদ নাহি মানে।
তাগা তুহারি ধেয়ানে॥
শ্যাম দু-আখর মন্ত্র
তে ধনি ধৈরজ অন্ত॥
এক আছয়ে প্রতিকারে।
তুহারি পাণি-পাণিসারে॥
তুয়া দিঠিসারক আশে।
অবহি বহই মৃদু-শ্বাসে॥
শুনইতে মুরছিত কান।
জানকীবল্লভ অগেয়ান॥

৪৯৯—পদরত্নাকর

* 'কি কহব' ইত্যাদি—নিঠুর মুরারি! (আর) কি কহিব! সুন্দরী নায়িকা (শ্রীরাধা) কি এখন বাঁচিবে? তোমার (কৃষ্ণ) স্নেহ ও প্রেম-রূপ সর্পে (অপর অর্থে—তোমার অল্প-স্নেহ অর্থাৎ উদাসীনতা-রূপ সর্পে) তাহার কোমল অঙ্গে দংশন করিয়াছে। (সেই) 'গদ' অর্থাৎ রোগ ঔষধ মানে না; (কেবল) তোমার ধ্যান 'তাগা' অর্থাৎ দষ্ট-স্থানের বন্ধন-রজ্জু হইয়াছে। (ধ্বনি-গম্য অর্থ এই যে, তাগা বাঁধার ফল সাময়িক, সত্বর বিষ-নিষ্কাশন করা ভিন্ন জীবন-রক্ষার অন্য উপায় নাই)। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে 'নাম' ও 'নামী' অভিন্ন—সুতরাং 'শ্যাম'-নাম উন্মাদ-ভাবে জপ করিলেই তো কালিয়-দমন শ্যামকে পাওয়া যাইতে পারে—এই আপত্তি খণ্ডন জন্যে সখী বলিতেছেন) 'শ্যাম' এই মন্ত্রটি দ্বি-অক্ষর-বিশিষ্ট; তাই শ্রীরাধার ধৈর্য্যের শেষ (হইয়াছে)। (ধ্বনি-গম্য অর্থ এই যে, সাপের বিষ-নাশক মন্ত্র সুদীর্ঘ ও বিচিত্র হইয়া থাকে; রোগী উহাতে দীর্ঘকাল মনঃসংযোগ করিতে পারায় যন্ত্রণার লাঘব হয়; 'শ্যাম' নাম মাত্র দ্বি-অক্ষর-বিশিষ্ট বলিয়া তাহা কয়েকবার জপিয়াই শ্রীরাধার ধৈর্য্য নষ্ট হইয়াছে।) কেবল একমাত্র (বিষ-হরণের) উপায় তোমার (শ্রীহস্তের স্পর্শ-রূপ) 'পাণিসার' নামক ক্রিয়া। (তাহা দূরে থাকুক) তোমার দিঠিসারের' (অর্থাৎ দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি সংযোজন-রূপ অনায়াস-সাধ্য বিষনাশক ক্রিয়ার) আশায়—এখনও (শ্রীরাধার) মৃদু শ্বাস চলিতেছে। (দূতীর এই উক্তি) শুনিবা মাত্র কৃষ্ণ মূর্চ্ছিত ও (পদ-কর্ত্তা) জানকীবল্লভ জ্ঞান-শূন্য (হইলেন)। (ধ্বনি-গম্য অর্থ—শ্রীরাধার বিরহ-বিষের এরূপ অদ্ভুত শক্তি যে, উহার প্রসঙ্গে বিষ-বৈদ্য শ্রীকৃষ্ণও মূর্চ্ছিত ও তাঁহার অনুচর পদ-কর্ত্তা অজ্ঞান হইলেন)।

তরণীরমণ

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ]

(২)

গান্ধার।

শুন হে সুবল সখা আর কি হইবে দেখা
পাসরিতে নারি সুধামুখী।
এ কথা কহিব কায় কেবা পরতীত যায়
মোর প্রাণ আমি তার সাখী।
সখা ভাবিতে ভাবিতে তনু শেষ।
না জানি কি করে বিধি, যদি নহে কার্য্য-সিধি
অানলে করিব পরবেশ ॥ধ্রু॥
শুনিয়া সুবল কয় কিছু না করিহ ভয়
অবিলম্বে আনি দিব তারে।
পূরিবে তোমার আশ তবে সে জানিবে দাস।
বিলাস করিবে রস-ভরে ॥
কর-যোড় করি শ্যাম সখারে করে পরণাম
ইহ লোকে তুমি মোর বন্ধু।
তরণীরমণে বলে রাখ রাঙ্গা-পদতলে
এবার তরাও ভব-সিন্ধু ॥

৪৯৬—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতী]

(২)

বরাড়ী।

শুন ধনি রমণি-শিরোমণি রাধে।
হেরইতে কানু করল বহু সাধে ॥
যব যমুনা তুহুঁ নাহিতে গেল।
মাধব তব তহি তরু-তলে খেল ॥
যৈখনে হেরল তুয়া মুখ-চাঁদ।
যামিনি দিবসহি ঝুরে রি রি কান্দ ॥
উচল-কুচ-যুগ হার উজোর।
সোঙরিতে কম্পিত নন্দ-কিশোর।
রাম-কদলি উরু পদ-নখ ইন্দু।
সঘনে ফুকারই ব্রজ-কুল-বন্ধু ॥
অভিসর সুন্দরি না কর বিলম্ব।
মাধব যদি জিয়ে তব অবলম্ব ॥
তরণিরমণ ভণ বিহিক বিধান।
দারিদে যৈছে করল হেম-দান ॥

৪৯৭—পদরসসার

[সম্ভোগ]

(৩)

ধানশী।

যতনে রাই সেই মন্দিরে গেল।
নিজ নিজ সেবন সখিগণ কেল ॥
নিরজনে রহ ধনি হোই সুথির।
অন্তর গরগর কপট বাহির ॥
কানু-পরশ-রস যদি নাহি জান।
দরশে হৃদয়-মন সরস নয়ান ॥
ভাবি ভবনে ধনি হৃদয় বিথার।
বিবশ লাজ ভয়ে তাহে অনিবার ॥
তরণিরমণে ভণ অপরূপ রস।
পহিলক মিলন যুবতি- অপযশ ॥

৪৯৮—পদরসসার

(৪)

ধানশী।

সখিগণে তোহে আপন হম জান।
অন্তর বাহির না করলুঁ আন ॥
এ রাধে যাকর ভয় নাহি হোয়।
তাকর আগে সোঁপি দেই মোয় ॥ধ্রু॥
পহিলহি আদর নয়ন-বিভঙ্গ।
করইতে কোরে আন ভয় রঙ্গ ॥
এহ সখি হামে সহা নাহি যায়।
পিরিতি মুরুখ সঞে কো করু চায় ॥

তরণিরমণ ভণ আন নাহি জান।
সো সুপুরুখ লাগি তেজবি পরাণ॥

৪৯৯—পদরসসার

(৫)

ধানশী।

শ্যাম-নাম যব যে মোরে শুনায়ব
না হেরব তাকর মুখ।
কালিয় বরণ কবহুঁ নহি পেখব
তবহুঁ মিটব মোর দুখ॥
সজনী ঐছন মরম-বিচার।
তাকর সরুপ বিরুপ করি রাখহ
যৈছে না হোয়ে বিকার॥ধ্রু॥
কঞ্জ বিম্বফল নব কিসলয় দল
বান্ধুলি কর দুর-দেশ।
কর-পদ-অধর যে-সব সম তাকর
হেরইতে তনু কর শেষ॥
কোকিল ষটপদ তুহুঁ দুরে ভেজহ
কালিয়-বরণ সম তার।
মৃগমদ উতপল সুগন্ধি সুশীতল
পরশ করব নাহি আর॥
ঔর দীপ-গণ না চলু সমীরণ
আনব তছু তনু-গন্ধ।
তেজহ শিখি-গণ শির পর ভূষণ
তাহে অতি নাচন মন্দ॥
না করব চন্দন অঙ্গে বিলেপন
চারু-তিলক তছু ভালে।
তেজব নিলাম্বর না হেরব অম্বর
দরশই এ মেঘ-মালে॥
সুখদ ঐতিপথ (?) না হব হৃদি-গত
সুমধুর মুরলি-সমান।
তরণিরমণ ভণ ঐছে করব পুন
যাবত রহব পরাণ॥

৫০০—পদরসসার

(৬)

গান্ধার।

ধনি ভেলি মানিনি শুনল কান।
সহচরি-চরণে করয়ে পরণাম॥
এ দুতি সঙ্গিনি শুন মঝু বাত।
সহই না পারিয়ে মদন-বিঘাত॥
ধর ইহ তাম্বুল লহ নিজ সঙ্গে।
সবিনয় কহবি সকল পরসঙ্গে॥
এ সব দুখ জানায়বি আগে।
মুগধল মাধব তুহারি সোহাগে॥
তব যদি সুন্দরি না মিটব মান।
পাছে হি চরণে করবি পরণাম॥
তরণিরমণ ভণ কি কহব আর।
জাগি রহলুঁ হাম শরণ তুহার॥

৫০১—পদরসসার

[মাথুর-বিরহ]

(৭)

বরাডী।

শুনি সখীগণে ধাওয়া-ধাই যাই।
দেখে অচেতনে আছয়ে রাই॥
ধনি ভেল মুরছিত হরল গেয়ান।
দশনে দশনে লাগি মুদল নয়ান॥
কেহু কেহু চন্দন লেপই অঙ্গে।
কেহু কেহু রোয়ত বিরহ-তরঙ্গে॥
কেহু কেহু তুলা ধরি পরখত শাস।
কেহু নলিনী-দলে করত বতাস॥
কেহু কেহু রাই লই বৈঠায়ত কোর।
এ পাপ-পিরিতি লাগি ঐছন তোর॥
ভালে ভালে গেল সোই নিঠুর মধাই।
জিবইতে সংশয় অব ভেল রাই॥
সো দিন বিছুরল পদ নাহি ছোড়ি॥
দীন-হীন সম রহু কর যোড়ি॥
তরণিরমণ ভণ না কর বিলম্ব।
নাগরিক লাগি জিবন অবলম্ব॥

৫০২—বাঁকুড়ার পুথি

দয়াল

[শ্রীরাধার রূপোল্লাস]

মল্লার।

পেখলুঁ অপরূপ নন্দ-কুমার।
কালিন্দি-নীর-তীর-তরু হেলন
ঘৈছন জলদ-সঞ্চার ॥ধ্রু॥
চূড়হি উড়য়ে মউর-শিখণ্ডক
সো এক অপরূপ-ঠাম।
ঘৈছন ইন্দ্র-ধনুক তহি উয়ল
ঐছন মঝু মনে ভান ॥
মোতিম-হার উর পর লোলত
হেরিয়ে তারক-পাঁতি।
কটি পর পীত বসন তহি রাজিত
জিনি সৌদামিনি-কাঁতি ॥
চরণ-অবধি বন-মাল বিরাজিত
উনমত মধুকর-জাল।
পদ-পঙ্কজ তলে মানস সোঁপলুঁ
কাতরে কহত দয়াল ॥

৫০৩—সা-প ২০১ পুথি

দীনবন্ধু

[সুবল-মিলন]

(১)

ধানশী।

রসিক নাগর বিরহে কাতর
পড়িল ধরণী-তলে।
মরম জানিয়া বেথিত হইয়া
সুবল করিল কোলে ॥
বসন ভিজাঞা মুখানি মুছাঞা
মধুর মধুর বলে।
আচম্বিতে আসি রাধা-কুণ্ডে বসি
অচেতন কেনে হৈলে ॥
বন-দাবানলে আর বিষ-জলে
প্রাণ-দান দিলে তুমি।
সে ধার শুধিব যে বোল বলিবে
তাহাই করিব আমি ॥
মলিন বদন দেখিয়া জীবন
কি জানি কেমন করে।
দীনবন্ধু কহে তনু-মন দহে
রাইয়ের বিরহ-জ্বরে ॥

৫০৪ - বাঁকুড়ার পুথি

(২)

ধানশী।

শুনহে সুবল ভাই নিবেদন করি।
কহিতে বাসিয়ে লাজ না কহিলে মরি ॥
আনিয়া চম্পক-ফুল মোর কাণে দিলে।
চম্পক-বরণী রাইকে মনে পড়াইলে ॥
জাবটে আছয়ে ধনী জটিলা-মন্দিরে।
বিষম সঙ্কট বড় কি বলিব তোরে ॥
যদি মিলাইতে পার কোন বা কৌশলে।
হইব তোমার দাস জনমের তরে ॥
তুয়া পথ নিরখিয়া রহিলাম বনে।
না আইলে রসবতী মরিব পরাণে ॥
শুনিয়া সুবল তখন করিল আশ্বাস।
জাবটে চলিলা কহে দীনবন্ধু দাস ॥

৫০৫—বাঁকুড়ার পুথি

(৩)

সুহই।

সুচতুর সুবল পবন-গতি ধায়ল
আয়ল জাবট মাঝ।
জটিলা-মন্দিরে আসি সুবল কহে
মলিন-বদন যুবরাজ॥

আগ মাই কি কহব দুখ-পরিশেষ।
বাছুরি খুঁজি খুঁজি বহু দুখে আয়লু
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত দেশ॥ধ্রু॥
পানিক পিয়াসে শাস নাহি আওত
জীবন করত কি জ্ঞান।
জটিলা কহতহি বধুক মন্দিরে তুহুঁ
শীতল জল কর পান॥
শুনই জটিলা-বাণী সুবল সে গুণ-মণি
রাইক মন্দির মাঝ।
দীনবন্ধু কহে সুবল হেরি গৃহে
রাই বুঝল সব কাজ॥

৫০৬—বাঁকুড়ার পুথি

(৪)

ধানশী।

এস এস মোর পরাণ সুবল
একি অপরূপ দেখা।
কহ দেখি বনে আছয়ে কেমন
তোমার মরম-সখা॥
যখন হইতে শিঙ্গার সছিতে
বাজল সাজল ধেনু।
পথের আপদ বনের বিপদ
ভাবিতে অবশ-তনু॥
ঘরের বাহির মোর অতি দূর
যুবতী কুলের বালা।
দুখের আনলে জ্বলিয়া কান্দি হে
কবিয়া ধুঁয়ার ছলা॥
সাগরে যাইয়া পরাণে মরিব
হব সহচর সখা।
দীনবন্ধু বলে সহচর হৈলে
সদত হইবে দেখা॥

৫০৭—বাঁকুড়ার পুথি

(৫)

শ্রীরাগ।

হাসিয়া সুবল কহে শুন বিনোদিনি।
তোমারে লইতে রাধে আসিয়াছি আমি॥
সখা-গণ ছাড়ি হরি তোমার লাগিয়া।
তোমার কুঞ্জে অচেতন ধূলায় পড়িয়া॥
ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়াণ।
দরশন দিয়া শ্যামের দেহ প্রাণ-দান॥
আপনার বসন ভূষণ দেহ মোরে।
ধরিয়া তোমার বেশ আমি থাকি ঘরে॥
দীনবন্ধু দাস ভণন উলসিত-হিয়া।
পূরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া॥

৫০৮—পদরসসার

(৬)

ধানশী।

পরিবার নীল শাড়ী দিল আঝাড়িয়া।
কটিতে বান্ধিল ধটী যতন করিয়া॥
করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাতে।
নিজ-করে কবরী বান্ধিয়া দিল মাথে॥
দর্পণে নিরখি মুখ সিন্দুর উতারি।
বাঁধিল বিনোদ চূড়া আউলাই কবরী।
বহুত যতনে বেশ বনায়ল তায়।
কুচ ছিরিফল দুহুঁ তভু না লুকায়॥
ভাবিয়া সুবল তখন মনে বিচারিল।
নবীন বাছুরী আনি রাইয়ের কোলে দিল॥
বাছুরীর আড়ে পয়োধর লুকাইল।
হরষিত হয়া ধনী গমন করিল॥
সুবলে রাখিয়া ঘরে কয়ল পয়াণ।
দীনবন্ধু দাস তছু পদ-যুগ চান॥

৫০৯—পদরসসার ও বাঁকুড়ার পুথি

(৭)

তুড়ী।

নিজ মন্দির তেজি গতং ঝকটং।
চল-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ড-তটং॥
মদ-মত্ত-মতঙ্গজ-মন্দ-গতা।
জটিলা-পদ-পঙ্কজ-ধুলি-নতা॥
নত-কন্ধব হেরি গতং সুবলং।
জটিলা জয় দেই বলে কুশলং॥
মধুরাধর-বাতহি শুধ-মিঠং।
গুরু-গর্ব্বিত শুনি ত দের পিঠং॥
সুবলাকৃতি রাই বনে গমনং।
রহু দীনবন্ধু কলিতং ভবনং॥

৫১০—পদরসসার

(৮)

সারঙ্গ।

পবন-গমনে নিকুঞ্জ-ভবনে
আসিয়া মিলল রাধা।
নূপুর-কিঙ্কিণী- কলরব শুনি
পূরিল শ্যামের সাধা॥
চঞ্চল-নয়নে দশ দিগ পানে
চাহিতে নাগর-কালা।
নিকটে দেখিল একলা সুবল
দ্বিগুণ বাড়িল জ্বালা॥
নয়নের জল করে ছলছল
পড়িল ধরণী-তলে।
রসিকা নাগরী দু-বাহু পসারি
নাগরে করিল কোলে॥
অঙ্গের পরশে রসের আবেশে
ভাঙ্গিল মনের দ্বন্দ।
নিরখি বদন করিল চুম্বন
চকোরে মিলল চন্দ॥
আনন্দের ভরে আপনা পাসরে
বন্ধুরে পাইয়া রাধা।
দীনবন্ধু বলে সুবলের ছলে
পূরল মনের সাধা॥

৫১১—পদরসসার

ধনঞ্জয়

[মাথুর-সখী-সংবাদ]

(১)

কামোদ কল্যাণ।

বন্ধু ইবে সে জানিলাম তোমা।
দু-আঁখি থাকিতে নয়ানে আন্ধুয়া
না চিন পিতল সোণা॥
বন্ধু রজত ডারিয়া দূরে।
আদর করিয়া রাঙ্গের পসরা
তুলিয়া লৈয়াছ শিরে॥
বন্ধু এমন হইলে কেনে।
জগতে জানয়ে
তাহা গেল এত দিনে॥
বন্ধু হেন হৈলে কার বোলে।
নবীন কমল দূরে পরিহরি
মাতিলে শীমলি-ফুলে॥
বন্ধু এ নহে উত্তম কাজ।
ধনঞ্জয় বোলে কি আর বোলসি
যাহার নাহিক লাজ॥

৫১২—পদরত্নাকর

(২)

ধানশী।

ধিক্ ধিক্ অহে নিঠুর কানিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
পিরিতি করিতে কেবা সাধ্যাছিল
মনে যদি এত ছিল॥
রাধা পরিহরি রসিক মুরারি
কি সুখ পাইলে এত।
বিণি অপরাধে কণ্টকে রুন্ধিলে
সে হেন পিরিতি-পথ॥
ছি ছি লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশ আল্যে জ্বালায়্যা পোড়ায়্যা
জ্বালাইতে আর দেশ॥
গোকুল-নগরে ডাকাতি করিয়া
বধিলে কুলের বধু।
দেশে কে না জানে চোরা-কানু নাম
বিদেশে হৈয়াছ সাধু॥
জনম অবধি কালিয়া-বদন
না ধুল্যে লাজের ঘাটে।
গোপিনী-অধিক মথুরা-নাগরী
কত রূপে-গুণে বটে॥
একে সে কুবুজা রূপ গুণবতী
তেঞি সে তাহার রস।
পিরিতি-আখর কি জানে যজাত্যে
কি গুণে কর্য্যাছে বশ॥
আভাগী রাধার শিরে কর দিয়া
কি বোল বলিয়াছিলে।
ওরে কোন সত্যে তারে পরিহরি
মথুরা-নগরে আল্যে॥
বহু-দুখে আমি আস্যাছি মথুরা
ভ্রমিব সভাির ঘরে।
সব নাগরীরে কব তোমার গুণ
দেখি কে পিরিতি করে॥

ধনঞ্জয় কহে শ্যামের নিকটে
দূতী মুখে যত কয়।
যেমতি বধির করি-বর থাকে
তেমতি সকল হয়॥

৫১৩—পদরসসার ও পদরত্নাকর

(৩)

ধিক্ ধিক্ তোরে নিলজ শ্যাম
শুনহ বচন মোর।
দেহের বরণ মনের গঠন
ইবে সে জানিলাম তোর॥
যে রাধা বিহনে শয়নে সপনে
বদনে না বোল আন।
যাহার চরিত্র পদাবলি করি
বাঁশীতে করিতে গান॥
ও মুখ-কমলে যাহারে থুইলে
শ্যাম-সোহাগিনী নাম।
পীত-বাস গলে যাব পদ-তলে
আপনি লোটাত্যে শ্যাম॥
হিয়ায় রাখিতে বেশ বনাইতে
কেশ আচড়িয়া দিতে।
তিল-এক আধ যারে না দেখিলে
পরাণে মরিয়া যাত্যে॥
সে সাধের ধনি রমণীর মণি
এখন হইল পর।
কুবুজার সনে মনের আগুনে
বান্ধ্যাছ রসের ঘর॥
এখন সে ধনী দিবস-রজনী
জ্বলিছে বিরহ-আগী।
ধনঞ্জয় বোলে অবলা মরিলে
হইবে বধের ভাগী॥

৫১৪—পদরত্নাকর

নন্দদুলাল

[আক্ষেপ-অনুরাগ]

(১)

পাহিড়া।

হাম সে অবলা অখল-অন্তর
পরক চিত নহি জান।
পিরিতি পাবক- পরশে ডহডহ
রহত যাত কি প্রাণ॥
সখিহে করবি তুহুঁ পরতীত।
গৃহে ত গঞ্জন তরজ গরজন
বোলত কুবচন নীত॥ধ্রু॥
লাজ গুরু-ভয় গোঁবায় খোয়লুঁ
কেবল ভেল পরাধীন।
ভাবিতে গুণিতে দেহ জরজর
দুখে বঞ্চিব কত দিন॥
কানু সে সুন্দর রসিক-শেখর
বিনোদ বৈদগধি-সীম।
প্রেম নব-নব করত প্রীতি-খণ
যৈছে জল সঙ্গে মীন॥
জীবন যৌবন তাহে সোঁপলুঁ
আর নাহি কিছু ভায়।
তেজিলুঁ গৃহপতি মূঢ় দুরমতি
নন্দদুলাল যশ গায়॥

৫১৫ সা-প ২০১ পুথি

(২)

পাহিড়া।

ঘরের বাহির হৈতে কতেক জঞ্জাল।
শাশুড়ী ননদী মোর সেহ এক কাল॥
সই তোমারে সে বলি।
কি বেশে দেখিলুঁ শ্যাম পাসরিতে নারি॥ধ্রু॥
কালা-বরণ যত দেখিতে হয় সাধ।
মুরলীর গীতে আর বড় পরমাদ॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ নয়নে ঝরে পানী।
সে লাগিয়া ডরে আমি থাকি একাকিনী॥
জাতি কুল শীল মোর নিচয় খোয়ালুঁ।
নন্দদুলাল কহে শ্যাম গলায় গাঁথিলুঁ॥

৫১৬—সা-প ২০১ পুথি

নিমানন্দ দাস

[শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা]

(১)

সারঙ্গ।

নন্দ-দুলাল নাচত ভাল
যশোদা তাহে ধরত তাল
সবহুঁ বোলত ভাল ভাল
হোর মোহিত ব্রজকি নারি।
জলদ-নিন্দি সুন্দর শ্যাম
কণ্ঠে ত মণি মোতিম-দাম
বিন্দু বিন্দু চুয়ত ঘাম
তাহে অধিক হোয়ে মাধুরি॥
যশোদা রচিত সুন্দর সাজ
মোহন নাচত আঙ্গিনা মাঝ
সবহুঁ ভুলত নিজহি কাজ
হেরি নয়ন-ভঙ্গি-চাতুরি।
হিলত অঙ্গ বিবিধ-রঙ্গ
হেরি সবহুঁ পুলক-অঙ্গ
তাহে কতহি মদন ভঙ্গ
হেরিয়া ও রূপ-মাধুরি॥
বদন চাঁদ হসিত মন্দ
বচন কহত অমিয়-ছন্দ
তাহে উদয় আনন্দ-কন্দ
সবহুঁ নয়নে খলত বারি।

শুনিয়া রাই চলত ধাই
তুরিতে নন্দ- মন্দিরে যাই
নয়ন ভুলল বদন চাই
আনন্দে ভাসল কিশোরি গোরি ॥
উদয় ভানু নাচত কানু
ধুলি-ধুসর চিকণ-তনু
করেতে শোভিছে মোহন বেণু
জগ জন-মন-বিহারি।
উভ করি বান্ধি চাচর-চুল
বেড়িয়া মল্লিকা মালতি-ফুল
কুলবতি-গণ ভাঙ্গল কুল
হেরিয়া চান্দকি উজোরি ॥
কেশরি জিনিয়া অধিক মাঝ
ঘাঘর ঘুঙ্গুর কিঙ্কিণি বাজ
শুনিয়া মোহিত মদন রাজ
কি আনন্দ আজু নন্দ-পুরি।
অরুণ-চরণে মঞ্জির বোলে
নিমানন্দ দাস পড়িল ভোলে
কৃপা করি রাখ তাহারি তলে
এই আশা আমি সবাই কবি ॥
৫১৭—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

(২)

ধানশী।

বিশাখা সখীরে দেখি ঢুলু ঢুলু করে আঁখি
বলিতে বচন নাহি স্ফুরে।
অন্তরে আছয়ে ভয় কহিলে কি জানি হয়
ধরিল তাহার দু-টি করে ॥
"শুন ত নাগর ওহে কি কথা কহিবে মোহে
কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
রাধা রাজ নন্দিনী তাহার সঙ্গিনী আমি
আমি যাব তাহারি আলয় ॥"
এ কথা শুনিয়া হরি কহে কথা ধীরি ধীরি
"তাহার লাগিয়া প্রাণ ঝুরে।
তাহারে আনিয়া দেও আমারে কিনিয়া নেও
বিকাইলাম জনমের তরে ॥"
"নবীন-বয়সী সেহ নাহি জানে রস লেহ
তাহে কি এমন কাজ করে।
শুনহে নিঠুর-মতি নাহি জান রস-রীতি
নিমানন্দ কি বলিবে তোরে ॥"
৫১৮—পদরসসার

[যমুনা তীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন]

(৩)

ধানশী।

বেলি-অবসানে সহচরী সনে
করত বিবিধ বেশ।
চিকুর আচড়ি বনাল্য কবরী
যতনে বান্ধিল কেশ ॥
কিবা সে লোটন-গোটা।
কুঙ্কুমে মাজল বদন উজ্জ্বল
তাহাতে সিন্দুর-ফোটা ॥ধ্রু॥
অলকা তিলকে আধ ঝলকে
সাজনি বদন-চান্দে।
দেখিয়া বদন ফাফর মদন
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে ॥
জটিলা তখন কহিছে বচন
কলসী করহ কাখে।
যমুনার তীরে ভরি আন নীরে
দিনমণি যেন থাকে ॥
শুনিয়া তখন কহিছে বচন
কালিন্দী-তীরেতে যায়।
নিমানন্দ দাসে আনন্দেতে ভসে
মিলিলা সে শ্যাম-রায় ॥
৫১৯—পদরসসার

(৪)

সুহই।

রাধিকা সুন্দরী ভরিয়া গাগরী
তীরেতে উঠিল যবে।
নন্দের নন্দন করিয়া যতন
বসন ধরল তবে ॥
"ছাড় হে নাগর-রাজ।
কেহ যদি দেখে হইবে বিপাকে
তোমায় নাহিক লাজ ॥ধ্রু॥"
করি যোড়-কর কহিছে উত্তর
"বড়ই লাগিছে ভয়।
পথের মাঝারে এ কোন বেভারে
এ তোর উচিত নয় ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা কথা কত তোলে।"
তোমার চরিত অতি বিপরীত
নিমানন্দ দাসে বোলে ॥

৫২০—পদরসসার

(৫)

সুহই।

রাধিকা যতেক মিনতি করয়ে
কিছুই না মানে হরি।
যে ছিল বাসনা মনের কামনা
নিজ মনোরথ ভরি ॥
"শুন বিনোদিনি রাই।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
বহুত যতনে পাই ॥ধ্রু॥"
যমুনার কূলে কদম্বের তলে
পূরিল মনের সাধা।
দেখি সখীগণ কহিছে বচন
এ কেমন দেখি রাধা ॥
যমুনা-হিলন বহিছে পবন
কেন বা হেলিছে অঙ্গ।
নিমানন্দে বোলে গিয়াছিল জলে
না বুঝি কেমন রঙ্গ।"

৫২১—পদরসসার

(৬)

ধানশী।

সখি পর বোধি চললি বর-রঙ্গিণি
পৈঠলি আপন-ভবনে।
গাগরি ছোড়ি তৈখনে সুন্দরি
তুরিতহি করল শয়নে ॥
ধনি বড় কাতর-চীত।
ননদিনি কহত কাহে তুহুঁ শূতলি
না বুঝিয়ে তুহারি চরীত ॥ধ্রু॥
কহতহি সুন্দরি শুন মোর বাদিনি
তোহে কি কহব ইহ দুখে।
পথ অতি-সঙ্কট কাখে দারুণ ঘট
বেদন লাগিল জালি বুকে ॥
এ সব বচন শুনি সখিগণ হাসত
রাধারে কহয়ে ভালি ভালি।
নিমানন্দ দাস কহই রস-কৌতুক
ধনি ধনি ধনি চতুরালি ॥

৫২২—পদরসসার

[রসোদ্গার]

(৭)

ধানশী।

"কহ কহ সুন্দরি আজুক রঙ্গ।
কৈছনে মিলল কানু তুয়া সঙ্গ ॥"
"কহই না পারিয়ে সখিগণ-মাঝ।
কহইতে কাহিনি লাগয়ে লাজ ॥
আজুক কৌশল অতি অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন-স্বরূপ ॥ধ্রু॥
চঞ্চল ধরলহি অঞ্চল মোর।
"ছোড় ছোড় নাগর লাজ নাহি তোর ॥"
কোরে অগোরল বাহু পসারি।
মানস পূরল নিলজ মুরারি ॥

করে কর ধরি মোরে চুম্বন কেল।
মঝু মুখ নিরখিতে পুলকিত ভেল ॥
পরশি পয়োধর ভৈগেল ভোর।
ভয়ে তনু কাপয়ে থরথর মোর ॥
চরণ পরশি মোর বলে বার-বার।
দুখ না করবি ধনি শপথি হমার ॥"
কহিতে কহিতে ধনি প্রিয়-পরসঙ্গ।
ভাবে মগন ভেল পুলকিত অঙ্গ ॥
এতহি কহল সব সখিগণ মাঝ।
কোরে পায়ল জনু নাগর-রাজ ॥
তৈখনে ঘন-ঘন বহত নিশাস।
মানস পূরল মনমথ-আশ ॥
নিমানন্দ দাস কহই রস গূঢ়।
বুঝব রসিক-জন না বুঝব মূঢ় ॥

৫২৩—পদরসসার

[রূপাভিসার -- ঝুমর]

সিন্ধুড়া।

(৮)

কি হেরিলাম যমুনার কূলে।
চিকণ কালিয়া রূ। কদম্বের তলে ॥
কেমন বান্ধ্যাছে চূড়া কুটিল কুন্তলে।
বেড়িয়া দিয়াছে তাথে বকুলের মালে ॥
ময়ূরের পাখা তাথে করে ঝলমলে।
হেরিয়া কামিনী তাথে হারাইল কুলে ॥
চন্দন-তিলক শোভে সুচারু-কপালে।
অঙ্গদ-বলয়া সাজে সুবাহু-যুগলে ॥
হিয়ার উপরে দোলে মালতীর মালা।
কটি মাঝে পীত-ধটী সদাই চপলা ॥
চরণে পরশে আসি ধড়ার অঞ্চলে।
ভুবন-মোহন রূপ নিমানন্দ বোলে ॥

৫২৪ – পদরসসার

(৯)

সুহই।

চল দেখি যায়্যা সই চল দেখি যাঞা।
দাঁড়াঞা রৈয়াছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥
চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া।
ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরী বাজাঞা ॥
হরিয়া লইল কুল বঙ্কিম চাহিয়া।
অঙ্গ-ভঙ্গ কৈল শ্যাম ঈষৎ হাসিয়া ॥
কালিয়া বরণ খানি অঞ্জন জিনিয়া।
হেরি রূপ পুলকিত নিমানন্দের হিয়া ॥

২৫—পদরসসার

(১০)

বরাড়ী।

রহিতে না পারি আর ঘরে।
চল যাব বৃন্দাবনে শ্যাম-চাঁদ দরশনে
প্রাণ মোর কেমন কেমন করে ॥ধ্রু॥
আয় গো তুরিত হৈয়া বেশ দে মোর বানাইয়া
চল যাব শ্যাম ভেটিবারে।
কবরী-কুসুম আনি বান্ধ গো বিনোদ বেণী
মালতীর মালা থরে থরে ॥
কুঙ্কুম চন্দন ঘসি সাজা গো বদন-শশী
মোহিত করিব নট-বরে।
শুনিয়া ললিতা কহে এমন উচিত নহে
গুরুতে গঞ্জন দিবে তোরে ॥
কানুর পিরিতি খানি মরমে রাখিবি ধনি
বেকত করবি কুলাচারে।
এ ব্রজ-মণ্ডল মাঝে তোর সম কেবা আছে
রূপ-গুণ-রসের পাথারে ॥
শুনিয়া ললিতা-কথা মনেতে পাইয়া বেথা
নারে চিত্ত স্থির করিবারে।
নিমানন্দ দাসে বোলে কি করিবে জাতি-কুলে
পিরিতি পাগলী কৈল যারে ॥

৫২৬—পদরসসার

(১১)

ধানশী।

চলিল কুঞ্জ- বনে গো পিয়ারী
চলিল কুঞ্জ-বনে।
মনের সাধে বিজই রাধে
প্রিয়-সখীগণ সনে॥
সখিনী সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
অতি-আনন্দিত-মনে।
সখী-গণ সাথে আনন্দিত-চিতে
পশিল গহন-বনে।
পুলকে পুরিল সব কলেবর
চাহিয়া সখীর পানে॥
সঙ্গের সঙ্গিণী দেখে মুখ খানি
চাঁদ-কমল জিনে।
অতি-অপরূপ যেন রস কূপ
নিমানন্দ দাস ভণে॥

৫২৭—পদরসসার

(১২)

নশী।

"বদন ঢাকিহ নিজ বসনে।
কি জানি গগন হৈতে রাহু আলা অবনীতে
চাঁদ বলি করয়ে ভক্ষণে॥ধ্রু॥
চকোর ভ্রমর আসি কমল বলিয়া শশী
তারা পাছে আসে দুই জনে।
যদি বল নিজ-করে নিবারিয়া দিব তারে
ও থল-কমল তাহে জিনে॥
দু-টি হাতে দশ-চন্দ তাহাদের মতি মন্দ
নিবারণ করিবে কেমনে।"
ভুরু-ধনু হাতে লব তাহারে দেখিয়া দিব
তোর এ উচিত নহে বেনে॥
"বাম-হাতে ধরি গিরি রাখিল গোপের নারী
কাতর হইল যার বাণে।
পতঙ্গ যার তনু নাই তারে কি মারিবি রাই
এই ভয় বড় লাগে মনে॥

সখীর বচন শুনি লাজ বড় পাল্য ধনী
অধোগতি কয়িল বদনে।
আমার বচন রাখ ধীরে ধীরে চল সখি
নিমানন্দ দাস কবি সনে॥

৫২৮—পদরসসার

(১৩)

সুহই।

ধনী প্রবেশিল কুঞ্জ-বনে।
অতি-হরষিতে আনন্দিত-চিতে
মিলিলা শ্যামের সনে॥ ধ্রু॥
হের দেখ সিয়া দেখ ওগো সই
হের দেখ সিয়া আসি।
জলদের কোলে করে ঝলমলে
যেমন উদয় শশী॥
দেখ না কুঞ্জের মাঝে গো সই
দেখ না কুঞ্জের মাঝে।
অতি-অদভুত দেখ না বেকত
ভ্রমর-কমল সাজে॥
কিবা সে দোঁহার রূপ ওগো সই
কিবা সে দোহাঁর রূপে।
নিমানন্দ দাসে হেরিয়া বিলাসে
ডুবিল রসের কূপে॥

৫২৯—পদরসসার

(১৪)

সুহই।

দেখ না সখিনী মিলি ওগো সই
দেখ না সখিনী মিলি।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
দোহেঁ করে রস-কেলি॥
দেখ না আসিয়া তোমরা গো সই
দেখ না আসিয়া তোরা।
দোহাঁর চরিত অতি-অদভুত
দুহু-রসে দুহুঁ ভোরা॥

একি অপরূপ হইল গো সই
একি অপরূপ হইল।
নাগর-নাগরী প্রেমের আগরি
দোহেঁ দোহাঁ মিশাইল॥
দেখ না দোহাঁর রীত ওগো সই
দেখ না দোহাঁর রীত।
নিমানন্দ দ্বিজ বংশী অনুজ
মজিল দোহাঁর চীত॥

৫৩০ – পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের রূপ]

(১৫)

তুড়ী।

মাথহি মুকুট মত্ত-শিখি-চন্দ্রক
হীলত মন্দ মধুর-মৃদু বায়।
মল্লিকা মালতি মাধবি মঞ্জুল
মধুকর মধু-লোভে উড়ি পড়ু তায়॥
মাই মরকত-মউর-মুরতি জিনি শ্যাম।
মধুর-অধর পর মোহন মুরলী
ধ্বনি শুনি মুরছিত কত কোটি কাম॥ধ্রু॥
মলয়জ-চন্দন মণ্ডিত-কলেবর
মকর-কুণ্ডল তহি গণ্ডে বিরাজ।
মনহি মনোভব মরম বিকারই
কুলবতি উনমত ছুবে গেও লাজ॥
মাঝ খীন অতি মধুর পিতাম্বর
মনোহর লম্বিত চরণ পরি।
মুখরিত মঞ্জির সুমধুর বোলত
নিমানন্দ দাস পিয়ে শ্রবণ ভরি॥

৫৩১ – পদরসসার

[প্রতিবিম্ব দর্শনে মান]

(১৬)

তুড়ী।

সখি-গণ সঙ্গে রঙ্গে কুল-কামিনি
করই হাস-পরিহাসে।
প্রিয় এক সহচরি তুরিতহি আয়ল
শ্যামরু-বচন-বিশেষে॥
"শুন শুন সুন্দরি রাই।
সো বর-নাগর কুঞ্জ-ভবনে গেও
তুরিতহি অব তুহুঁ যাই॥ ধ্রু॥"
সঙ্কেত-বচন শুনি তহি হরষিত
সখিক কহই বারে বার।
নিভৃত নিকুঞ্জে আজু হরি ভেটব
তুরিতহি করহ শিঙ্গার॥
শ্যামরু-প্রেম-মদে গরগর সুন্দরি
উলসিত হৃদয়ক মাঝ।
নিমানন্দ দাস-আশ আজু পূরব
ভেটব নাগর-রাজ॥

৫৩২—পদরসসার

(১৭)

ধানশী।

বেশ-ভূষা করি নবরঙ্গ-কিশোরী
ভেটিতে নাগর রাজ।
সঙ্গে সখীগণ বেশ মনোরম
সভার সমান সাজ॥
চলে গজ-রাজ জিনি।
গমন মন্থর রূপ মনোহর
চরণে নূপুর-ধ্বনি॥ ধ্রু॥
সুধাকর যেন ঘিরি তারা-গণ
তেমন শোভিত রাই।
গলে হেম-মালা দশ দিগ আলা
নাগর নিকট যাই॥
নিজ-অঙ্গ-ছবি শ্যামের অঙ্গেতে
দেখিলা কিশোরী গোরী।
নিমানন্দ বোলে হইল জঞ্জালে
বসিলা বদন মোড়ি॥

৫৩৩—পদরসসার

(১৮)

সিন্ধুড়া।

নিজ-প্রতিবিম্ব হরিক উরে হেরইতে
তব উপজায়ল মান।
"শ্যামর-দরশে হরষ তুয়া অন্তর
কাহে তুহুঁ বিরস-বয়ান॥
দেখ দেখ আজু অপরূপ।
কাহে বিমনা ভই বৈঠই ভূমি ভিতি
হেরইতে সপন সরূপ॥ ধ্রু॥
তুহারি অন্তর-কথা মরম না বুঝত
শুন শুন সুন্দরি রাধে।
তুহুঁ বর-নাগরি রসিক-শিরোমণি
কাহে করহ রস-বাদে॥
তুহুঁ কর রীতহি ভীত অব পায়ল
হেরি লাগয়ে মঝু ধন্দ।
রসময় নাগর কাহে নিরস কর
কহতহি দাস নিমানন্দ॥

৫৩৪—পদরসসার

(১৯)

সিন্ধুড়া।

সহচরি-বচন শ্রবণে যব শুনলি
তবহি পায়লি বহু লাজ।
আপনক দোষে রোষ করলুঁ হাম
ইথে অব কি করিয়ে কাজ॥
কহতহি সখি-মুখ চাই।
তুরিতহি যাই আনি অব মিলায়বি
তব হাম জীবন পাই॥ ধ্রু॥
অকারণে মান করলুঁ দুখ পায়লুঁ
তুহুঁ সখি জীবন মোর।
সখিগণ মাঝে তোহে অধিক জানি
ইহ তনু জীবন তোর॥
এত কহি সুন্দরি আকুল-অন্তর
ধরলহি সহচরি-পায়।
নিমানন্দ দাস মিনতি করু কত শত
মরমে মরমে জরি যায়॥

৫৩৫—পদরসসার

(২০)

বরাড়ী।

রাই প্রবোধি চললি বর-সহচরি
মীললি কানুক পাশ।
"সো যদি না বুঝই মান করল তোহে
তুহুঁ কাহে ছোড়লি আশ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
ইহ সব রীতে দুখ বহু পায়লি
তুহুঁ না গণলি পরিণাম॥ধ্রু॥
দুহুঁ-করে দুহুঁ-জন আনি মোরা সোঁপব
নিভৃত-নিকুঞ্জক মাঝ।
সভে মিলি পরণাম করি ঘরে যায়ব
সুখে করবি দুহুঁ রাজ॥"
সখি-মুখে শুনইতে অতিশয় কাতর
ছোড়ল দীঘ নিশাস;
নিমানন্দ দাস-পহু দুতি করে ধরি
চললহি রাইক পাশ॥

৫৩৬—পদরসসার

[মানান্তে মিলন]

(২১)

ধানশী।

নাগর-নাগরি- কেলি-বিলাস।
দুহুঁ মেলি করতহি রস-পরকাশ॥
দুহুঁ মেলি দুহুঁ জনে করলহি কোর।
দুহুঁক আনন্দে আজু নহি ওর॥
দুহুঁ-মুখে দুহু-জনে চুম্বন কেল।
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ হরি নেল॥
দুহুঁ-তনু দুহু-মন একই সমান।
হেরি সব সখিগণ ভুলল নয়ান॥
সারী শুক দেখি ভেল আনন্দিত।
কোকিল কোকিলা মিলি গায়ত গীত॥

ভ্রমর ভ্রমরী মিলি করত ঝঙ্কার।
কপোত কপোতি ভাষে আনন্দ অপার॥
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সুখে নাচিয়া বেড়ায়।
নিমানন্দ দাসের মন দেখিবারে চায়॥

৫৩৭—পদরসসার

[রাস লীলা]

(২২)

ধানশী।

শ্যামের মুরলী শুনিতে পাই।
পিছু না গুণয়ে ধাইয়া যাই॥
কারু পতি দেখি রাখিল বান্ধি।
যাইতে না পারে মরয়ে কান্দি॥
সোঙরি শ্যামের পিরিতি লেহ।
তখনি ছাড়িল আপন দেহ॥
গুণময় দেহ তেজিয়া তবে।
শ্যামচাঁদ আগে পাইল সভে॥
সকল গোপিনী হইয়া সুখী।
এ বড় কৌশল দেখ না সখি॥
ইহাদের পতি বান্ধিয়া থুইল।
কেমন করিয়া গোবিন্দ পাইল॥
নিমানন্দ দাস বলিছে তায়॥
সাবিত্রী পাইল এ শ্যাম-রায়॥

৫৩৮—পদরসসার

(২৩)

তুড়ী।

সব গোপীগণে আনন্দে ভাসল
বিচ্ছেদ নাহিক জানে।
বিচ্ছেদ নহিলে প্রেম না উথলে
ভাবয়ে সে শ্যাম মনে॥
শ্যাম বিচারয়ে মনে।
অনুরাগ বিনে রসের মাধুরী
কেহ সে নাহিক জানে॥ধ্রু॥

ইহা বলি শ্যাম হৈলা অন্তর্দ্ধান
রাধিকা লইয়া সাথে।
রাই-বিনোদিনী শ্যামচাঁদ সনে
চলিলা বিপিন পথে॥
কানুরে কহিছে রাধিকা সুন্দরী
চলিতে নাহিক পারি।
যেন-মতে পার তেন মতে লেহ
শুনহে পরাণ-হরি॥
এ বোল শুনিয়া নাগর রসিয়া
রাধিকা কোলেতে করি।
যায়্যা কত দূরে ছাড়িল তাহারে
নিঠুর হইয়া হরি॥
আর সব গোপী একত্রে রহিল
রাধিকা রহিল একা।
নিমানন্দের পহু হেলে হারাইলে
আর কি পাইবে দেখা॥

৫৩৯—পদরসসার

(২৪)

কামোদ।

দু-জনার পদ-অনুসারে।
খুঁজি বুলে কানন-ভিতরে॥
এক চিহ্ন পড়িয়াছে পথে।
আর চিহ্ন নাহি তার সাথে॥
সঙ্গে করি যাবে জয়্যা আন্য।
সেই জন কোথাকারে গেল॥
কেহ তবে অনুমানে বোলে।
হরি বুঝি করি নিল কোলে॥
এই দেখ দুহাকার ভরে।
পশিয়াছে ধরণী উপরে॥
তাবে যায়্যা দেখে গোপ-নারী।
পড়ি আছে হয়্যা একেশ্বরী॥
"শুন শুন ওগো রসবতি।
তোমার এমন কেন গতি॥

বড়ই আদরে লয়্যা আল্য।
তবে কেন তোমারে ছাড়িল॥
রাধিকা কহয়ে শুন বাণী।
অপরাধ করিয়াছি আমি॥
তেঞি মোরে নিঠুর হইয়া।
বন মাঝে গেল ফেলাইয়া॥
সকল গোপিনী এক-মেলা।
করি সভে নানা-মত লীলা॥
নিমানন্দ দাস তারে দেখি।
নিঝুরে ঝুরয়ে দু-টি আঁখি॥

৫৪০—পদরসসার

(২৫)

তুড়ী।

গোপী-গণের দুঃখ মরমে জানিয়া
শ্যাম সে আইল ত্বরা।
মৃত-দেহে যেন জীবন পাইল
তেমতি মানয়ে তারা॥
সভাই আনন্দে ভাসি।
চকোর যেমন বিধু বরে মিলে
তেমতি মিলিল আসি॥ধ্রু॥
অম্বুজ জিনিয়া শ্যাম-মুখ খানি
সভাই দেখিয়া ভোরা।
আনন্দ-সাগরে সাঁতার না জানে
দু-নয়নে প্রেম-ধারা॥
বন-মালা গলে কিবা সে সাজিছে
পীত পিন্ধন তার।
মন্মথের মন মথন করিছে
নিমানন্দ দাসে গায়॥

৫৪১—পদরসসার

(২৬)

তুড়ী।

গোপের রমণী গোবিন্দ পাইয়া
আনন্দ হইল তায়।
কেহ আসি ধরে শ্রীবাহু-যুগলে
কেহ আসি ধরে পায়॥
বড়ই আনন্দ মনে।
কেহ ত বদন তুরিতে ধরল
কেহ চাহে মুখ পানে।ধ্রু॥
শ্রীচরণ কেহ পয়োধরে রাখি
অনিমিখে মুখ হেরে।
তাম্বুল চর্ব্বিত কেহ সে খাইল
আলিঙ্গন কেহ করে॥
গোপী-গণ সব প্রেমেতে ভাসল
পুলকে পূরিত ভৈল।
নিমানন্দ দাসে সে শ্যাম পাইল
বিরহ দূরেতে গেল॥

৫৪২—পদরসসার

(২৭)

কেদার।

নাচত নব নন্দ-লাল
রসবতি করি সঙ্গে॥
রবাব খবাব বিণ কবিলাস
বাজত কত রঙ্গে॥
কোই গায়ত কোই বায়ত
কোই ধরত তালে।
সখিগণ মিলি নাচই গাওই
মোহিত নন্দলাল॥
শুক নাচিছে সারী নাচিছে
বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত কপোতী দুজনে মিলিয়া
ধরিছে কতই তালে॥
কুরঙ্গ নাচিছে কুরঙ্গী নাচিছে
রাই-শ্যাম-মুখ দেখি।
বিহঙ্গ নাচিছে মউর নাচিছে
নাচিছে কোকিল পাখী॥
বায়স নাচিছে পেচক নাচিছে
নাচিছে কর্ণকহারি (?)।

তরু-লতা যত আনন্দে নাচিছে
ফল-ফুল সারি সারি ॥
ফুলের উপরে ভ্রমরা নাচিছে
ভ্রমরী নাচিছে সঙ্গে ।
মধুকর যত নাচে কত শত
মধু পিয়ে তারা রঙ্গে ॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে
তাহাতে মকর-মীনে ।
জলচর পাখী নাচিয়া বুলিছে
নাহি জানে রাতি-দিনে ॥
উর্দ্ধে নাচিছে যত দেবগণ
হইয়া আনন্দ-চীত ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাচিয়া নাচিয়া
গাইছে মধুর গীত ॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে
পুলকে পূরি-তঅঙ্গ ।
বৃষের উপর নাচে মহেশ্বর
পার্ব্বতী করিয়া সঙ্গ ॥
মিহির নাচিছে স্ব-পত্নী সহিতে
রোহিণী সহিতে চান্দে ।
যত দেব-গণে আনন্দে নাচিছে
হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥
সুরাসুর আদি আনন্দে নাচিছে
পাতালে নাগের সনে ।
কূর্ম্মের সনে অনন্ত নাচিছে
অতি আনন্দিত মনে ॥
সুমেরু সহিতে পৃথিবী নাচিছে
বলিছে ভালি রে ভালি ।
গোবর্দ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে
যার তটে রাস-কেলি ॥
এ সব নাচন দেখিয়া মগন
বহিছে আনন্দ ধারা ।
নিমানন্দ দাস নাচন দেখিয়া
নাচিছে বাউল পারা ॥

৫৪৩—পদরসসার

[রসোদ্গার]

সখীগণের প্রশ্ন :—

(২৮)

সুহই ।

সব সখী মিলি হৈয়া কুতূহলী
আইল সুন্দরী-পাশে ।
রজনী-কাহিনী কহ না সজনি
কহিছে মধুর-ভাষে ॥
কহ কহ রসবতি ।
তোমরা দু-জনে নিকুঞ্জ-কাননে
কি সুখে বঞ্চিলে রাতি ॥ধ্রু॥
আমরা সকলে আছিলু বাহিরে
তোমরা মন্দির মাঝ ।
কত অনুরাগে করিল সোহাগে
সে হেন রসিক-রাজ ॥
তোমার বদনে শুনিব শ্রবণে
পূরিব মনের সাধ ।
নিমানন্দ বোলে হয় কুতূহলে
তুরিতে কহ না রাধা ॥

৫৪১—পদরসসার

শ্রীরাধার প্রত্যুত্তর :—

(২৮)

ললিত ।

বনায়্যা আমার বেশ উভ করি বান্ধে কেশ
তাহে দেয় মউরের পুচ্ছ ।
নিরখি নিরখি কত বনায় নিজ অভিমত
গাঁথি দেয় মালতীর গুচ্ছ ॥
সই নানা-ফুলে গাঁথি দেয় মালে ।
কুঙ্কুম চন্দন ঘসি মাজয়ে বদন-শশী
অলকা তিলক দেয় ভালে ॥ধ্রু॥
রঙ্গিম-পাটের ধটী পরায় কত পরিপাটী
করের মুরলী দেয় হাতে ।

হৈয়া কত কুতূহলে ত্রিভঙ্গ হইতে বোলে
কত সুখে করে সাথে সাথে ॥
কখন উরুতে রাখে কখন ধরয়ে বুকে
সমুখে বসায়্যা মুখ চায়।
নিমানন্দ দাস বোলে বন্ধু বিদগধ হৈলে
কত সুখ-সাগরে ভাসায় ॥

৫৪৫—পদরসসার

[মাথুর বিরহ]

(৩০)

সুহই।

একে হাম অবলা তাহে কুলবতী বালা
ঝুরি ঝুরি খীণ ভেল চীত।
বিরহ-বিয়াধি অন্তরে আসি উপজল
শমন-সমান তছু রীত ॥
কহ সখি কি করি উপায়।
মোরে পরিহরি শ্যাম মথুরা রহল গিয়া
দুখে হিয়া বিদরিতে চায় ॥ধ্রু॥
কানুর লাগিয়া চিত সদাই বিকল মোর
নিবারিব কেমন করিয়া।
বিধাতা কতেক দুখ কপালে লিখিল মোর
সভে মিলি দেখহ চিরিয়া ॥
ইহা বলি সুন্দরি অনিমিখ লোচনে
ঝর ঝর লোর বহি যায়।
নিমানন্দ দাস হেরি তহি কাতর
সখী-গণ করে হায় হায় ॥

৫৪৬—পদরসসার

(৩১)

তুড়ী।

সজনি কি কব মনের দুখ।
পিয়া পরবাসে গেল দূর দেশে
সোঙরি বিদরে বুক ॥ধ্রু॥
মদন দুরন্ত সময় বসন্ত
থির নহে মঝু হিয়া।
কি করি রহিব চিত নিবারিব
পাসরিয়া সেই পিয়া ॥
দিন গুণি গুণি না যায় যামিনী
যামিনী হইল কাল।
ভুজঙ্গ সমান হার-অভরণ
দংশয়ে মালতী-মাল ॥
রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ-
পরাণ বিকল করে।
নিমানন্দ ভোরা চলিব মথুরা
আনিতে নাগর বরে ॥

৫৪৭—পদরসসার

[মাথুর সখী সংবাদ]

(৩২)

মাউর।

শুন শুন নিঠুর মুরারি।
তুয়া বিরহানলে সো অতি-কাতর
তুহুঁ মধু-পুরে রহু ভোরি ॥ধ্রু॥
নিমিখহি যো জন লাখ-যুগ মানই
তা সঞে এ হেন চরীত।
মধুপুর-নাগরি গোবি হেরি ভোরলি
এ তুহে নহে সমুচীত ॥
দিবস অবধি করি হায় মাথে ধরি
শপথি করল কত তায়।
সো বর-নারি বাউরি সম বোলই
কহ তছু জিবন-উপায় ॥
বুঝলুঁ হাম অব তুয়া হৃদি দারুণ
পিরিতি-পরীখণ আধি।
নিমানন্দ দাস কহ শুন বর-নাগর
দারুণ পিরিতি-বিয়াধি ॥

৫৪৮—পদরসসার

(৩২)

বরাড়ী।

এতহুঁ বচন শুনি গদ গদ মাধব
চলইতে মন অগুসার।

রাই-বিপাক শুনি অতিশয় কাতর
নয়নে গলয়ে জল-ধার ॥
সহচরি-করে ধরি শ্যাম।
তুহুঁ মোর প্রেয়সি মরম ভালে জানসি
বিধির অধির ভেল কাম ॥ ধ্রু॥
মধুপুর তেজি হাম তুরিতহিঁ যায়ব
ইথে তুহুঁ না বাসবি আন।
ব্রজ-পুর-দুখ শুনি সুখ সব নিরসল
কে জানে কেমন করে প্রাণ ॥
পুনহি কহত ছুতি ধনি বড় কাতর
শুনহ নাগর-বর কান।
নিমানন্দ দাস চরণ ধরি যোয়ত
তুরিতহি করহ পয়াণ ॥
৫৪৯—পদরসসার

নীলাম্বর

[খণ্ডিতা]

(১)

ধানশী।

রজনি উজাগর লোচনে কাজর
অধর ভেল তব শঙবা।
নীল-সরোরুহ সিন্দুরে মিলায়ল
মাণিকে বৈঠল বৈছে ভ্রমরা ॥
মাধব চলহ কপট-অনুরাগি।
সো পুণবতি তুহে যতনে অরাধল
যো রহ জুয়া মনে লাগি ॥ ধ্রু ॥
যো মুখ হেরইতে খিন ভেল শশধর
সো মুখ কাজরে মলিন।
অরুণ নয়ান কপট অব রাখহ
প্রতি-অঙ্গে রতি-রণ-চিন ॥
যত যত ভুবনে আছয়ে বর-নাগরি
তা সম পুণবতি কোই।
নাম মিটায়ল
নীলাম্বর করু তোই ॥
৫৫০—পদরসসার

[মাথুর-বিরহ]

(২)

সুহই।

না শুনিয়ে আপনাক দুখ।
কথি রহু নাহ কুশলে যদি থাকই
তবহুঁ হৃদয়ে মঝু সুখ ॥ ধ্রু ॥
ঐছন আদর- বাদর নাগর
পাছে না পায়ই আন।
কি জানি কোমল-তনু দুরবল হোয়ই
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
ভবনে যশোমতি আদরে সিঞ্চই
রঙ্গি সখা-গণ সঙ্গে।
কুঞ্জে সখী-গণ কতহুঁ সমাদরে
সিঞ্চই শ্যাম-সুঅঙ্গে ॥
একে মধুপুর ক্রূর সব জন-মন
কি রসে রিঝায়ব শ্যাম।
নীলাম্বর কহ কথি রহু নাগর
জপই তুহারি গুণ-গাম ॥
৫৫১—বাঁকুড়ার পুথি

বদন

[খণ্ডিতা]

(১)

বিভাষ।

"রাধে ত্বং রাজপুত্রিং*
মম জীবন-দয়িতে।"
"যাহ যাহ যত গুণ-নিধি বট
জানা গেল তব চরিতে॥"
"কিঞ্চিদপি কস্মিন্নপ-
রাধং নহি করোমি।"
"সঙ্কেত করি আন ঘরে যাহ
নিশি জাগরি হামি॥"
মানং নহি মুঞ্চ প্রিয়ে
বচনং শৃণু ধীরে।"
"শুনিবার কিবা কাজ আছে চিহ্ন
দেখা যায় সব শরীরে॥"
"গত-রাত্রৌ বদঘূর্ণং
দুঃখং শৃণু শ্রবণে।"
"বধিরা হম কিয়ে শুনায়বি
তাহে শুনায়বি বিজনে॥"
"উচিতং নহি কোপং ময়ি
নিজ-কিঙ্কর-মত্তে।"
যাহ যাহ যত গুণ-নিধি বট
জানা গেল তব তত্ত্বে॥"
"শাস্তিং কুরু দন্তৈর্দংশ
কোপং ত্যজ রুচিরে।"
"তথা ফিরি যাহ পুন দংশিবে
সুখ পাবে বহু অচিরে॥"
"কোপং ত্যজ পদমর্পয়
মৃদু-কিসলয়-শয়নে।"
"তোমা দরশনে শরীর জ্বলিছে
ফিরি যাহ" কহে বদনে॥

৫৫২—পদরসসার

বল্লবীকান্ত

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(১)

ধানশী।

কোটি-সুধাকর নিছিয়ে বদন পর
ভুরু-যুগ কামের কামান।
নয়ন-চোখ শর বিখ সঞে মাখল
করতহি মরমে সন্ধান॥
সখি হে নিপ-মূলে অপরূপ শ্যাম।
মেঘ-অম্বুর কিয়ে কাম কুন্দায়ল
রহই ত্রিভঙ্গিম-ঠাম॥ ধ্রু॥
চারু-চিকুর বেড়ি চম্পক মালতি
মধুকর মধু পিয়ে তায়।
করি কত পরিপাটি চূড়া বান্ধিয়াছে আঁটি
শিখি পুচ্ছ উড়ে মন্দ-বায়॥
গজক শাবক কর কর-যুগ-শোহনি
অঙ্গদ বলয় তহি সাজ।
আজানু-লম্বিত বন মাল বিরাজিত
পরিসর-উরে মণি-রাজ॥

---

* ... পদের প্রত্যেক কলির প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতে

কিঙ্কিণি-কনয়া হরি পীত বসন পরি
কিঙ্কিণি রণই রসাল ।
চরণ-সরসিরুহ বাজত নূপুর
বল্লবীকান্ত বিশাল ॥

৫৫৩—পদরসসার

(২)

সিন্ধুড়া ।

কালিন্দীর কূলে কদম্বের মূলে
কি রূপ দেখিলুঁ কালা ।
রসে ঢরঢর বেশ নটবর
গলে দোলে বন-মালা ॥ ধ্রু ॥
চাচর-চিকুরে চূড়ার টালনি
সাজিয়া বিবিধ ফুলে ।
যাহার আমোদে মাতি মধুকর
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া বোলে ॥
হিঙ্গুলে মাখল অধর যুগল
মোহন মুরলী পূরে ।
যাহার গীতে কুলের আগুতে
ঘরের বাহির করে ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা অনঙ্গে দেখিয়া
লাজে ধনু নাহি ধরে ।
ঈষত হাসনি [illegible]
যারে দেখে তারে মারে ॥
মদ-করিবর গমন মন্থর
নখ দরপণ মণি ।
থল-উতপল [illegible]
বল্লবীকান্ত নিছনি ॥

বীরবাহু

[শ্রীরাধার রূপোল্লাস]

(১)

কল্যাণ ।

দেখ সখি মোহন-মধুর-সুবেশং ।
চন্দ্রক-চারু মুকুতা-ফল-মণ্ডিত-
অলি-কুল-সুন্দর-কেশং ॥ ধ্রু ॥
তরুণ-অরুণ-করুণাময়-লোচন
মনসিজ-তাপ-বিনাশং ।
অপরূপ-রূপ-মনোভব-মঙ্গল-
মধুর-মধুর-মৃদু-হাসং ॥
অভিনব-জলধর-কলিত-কলেবর-
দামিনি-বসন-বিকাশং ।
কিয়ে জড় অজড় সকল পুলকায়িত
কুঞ্জ ভবন-কৃত বাসং ।
যো পদ-পঙ্কজ ভব নারদ অজ
ভাব অভাব-বিশেষং ।
ব্রজ-বণিতা গণ-মোহন-কারণ
বিরচিত-বিবিধ-বিলাসং ॥
পঞ্চম-রাগ-তান-তরঙ্গায়িত-
অধর-মিলিত-বর-বংশং ।
অভিনব কমল জিতল পদ পঙ্কজ
বীরবাহু-মন হংসং ॥

২৫৫ [illegible]

ভাগবতানন্দ

[কুঞ্জ ভঙ্গ]

(১)

বিভাস।

অরুণ উদয় ভেল নিশি অবসান
কপোত সারি-শুক সুমধুর তান
মাঙ্গে তুয়া দরশন ব্রজ-লোক।
চাঁদ-মুখ দরশনে দূরে দুখ-শোক ॥
জাগল সখি সব বলে মন্দ-মন্দ।
চরণ সেবন করু ভাগবতানন্দ ॥

৫৫৬—পদরসসার

মন্মথ

[কলহান্তারিতা]

(১)

ললিত।

সো পুন নাহ গরব-ভরে গরগর
ইহ বেদন নহি জানি।
সো মঝু সঙ্গি রঙ্গি সব সহচরি
সমুঝি না বোলত বাণি।
সতি সতি কুলবতি-মতি অতি মন্দ।
প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ মঝু জরজর
কো করু অছু অনুবন্ধ ॥ধ্রু॥
মানে যতন করি প্রাণ খোয়ায়লু
জ্ঞান সকলি ভেল চুর।
আদর-অবশ রহই নাহি পারই
সো শঠ নঠ অনুক্রুর ॥
নয়নক বারি ঢারি রহি পীরত
অবিরত দগধে পরাণ।
মনমথ ভণত তবহুঁ নহি সমুঝসি
পুন পুন আওত কান ॥

৫৫৭—পদরসসার

সখীর উক্তি :—

(২)

ধানশী।

বর-চামীকর- গঞ্জি কলেবর
ইন্দীবর-সম হোই।
কুলবতি-গরব সবহু তুহুঁ খোয়লি
ফুকরি ফুকরি ঘন রোই ॥
সুন্দরি চিন্তা পরিহর দূরে।
সো শ্যামক-রস কৈছন পরবশ
সাধি না পারবি ওরে ॥ধ্রু॥
বরজ-সমাজ খোজ করি প্রতি ঘরে
না মিলব তুহারি সমানে।
রতি-পতি-সুকিরিতি ঐছে কলাবতি
এ জগতে নহে অনুমানে ॥
অতয়ে নিবেদন রমণি প্রাণ-ধন
ছেদন করহ ইহ তাপে।
মনমথ বোলত রঙ্গ-তরঙ্গ-সুখ
তুয়া বিনু নাহি তিন লোকে ॥

৫৫৮—পদরসসার

(৩)

বালা ধানশী।

পল-এক বিরমহ রমণক পণ্ডিত
হাম যায়ব তছু ঠামে।
ব্রজ-কুল-নন্দন কৈছন শঠ পুন
বুঝব বচনক ভানে॥
এত কহি রঙ্গিণি চলত একাকিনি
দামিনি-দশন-সুকাঁতি।
গরবহি মাতি সাথি করি সুন্দরি
গতি কৰু মৃদু মৃদু ভাঁতি॥
মদন-কুঞ্জ পর বৈঠি সুনাগর
হেরল সখিক বয়ান।
স্মরি নিজ দোষ ঘোষ-কুল-নন্দন
আদরে করল পয়াণ॥
দূরহি রঙ্গিণি হেরি রসিক-মণি
ফেরি করল মুখ-চন্দ।
অদভুত পিরিতি চরিত অবলম্বই
মনমথ-মন ভেল ধন্দ॥

৫৫৯—পদরসসার

রাঘব

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(১)

ও পথে দেখিলে কালা যাত্যে মন ভেল।
সে বড়ি বিষম শ্যাম চিত চুরি কৈল মোর
সোয়াস্ত না পাও এক তিল॥ধ্রু॥
বসিয়া কদম্ব-তলে আকুল করিল মোরে
ঈষত বঙ্কিম দিঠে চায়্যা।
ঘরে যাইতে না লয় মন দিলাম কুল জাতি ধন
চিকণ-কানাইর বালাই লয়্যা॥
মেঘের বরণ গাও রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পাও
মুখ যেন পূর্ণিমার চাঁদে।
গজেন্দ্র গমন দেখি ফিরাইতে নারি আঁখি
মনের সহিতে প্রাণ কান্দে॥
অরুণ অধর তায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
ত্রিভঙ্গ হইয়া পূরে বেণু।
মধুর মধুর হাস জাতি কুল প্রাণ নাশ
শ্যামের সে চর চর তনু॥
শিরে শিখি-পুচ্ছ বায় ভ্রমরা ভ্রমরী ধায়
চরণে চরণ বঙ্ক রাজে।
কাতরে রাঘব কয় মোর মনে হেন লয়
কানু সে সুনাগর-রাজে॥

৫৬০—পদরসসার

রাজচন্দ্র

[অভিসার]

(১)

মঙ্গল।

চলই সুধা-মুখি ভেটইতে কান।
আরতি অতিশয় পহুঁক ধেয়ান॥
কি কহব আজুক রস- অভিসার।
মনমথ চীত নীত অনিবার॥
মধুর যামিনি মধু-মাস বসন্ত।
অবিরত পড়ে বাণ মদন দুরন্ত॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনি।
ভেটব নাগর মনে অনুমানি॥
দুহুঁ অবলোকই দুহুঁ মুখ-চন্দ্র।
দূরহি দূরে রহু দ্বিজ রাজচন্দ্র॥

৫৬১—পদরসসার

রাসানন্দ

[কলহান্তরিতা]

শ্রীকৃষ্ণের সখীর প্রতি উক্তি :—

(১)

ধানশী।

হরি হরি কি পুছসি ক্রন্দন-রীত।
সো বিনি দোখে রোখে পরিবাদল
অতয়ে বেয়াকুল-চীত ॥ধ্রু॥
কাহে হাম বোলব কো দুখ জানব
কো পরবোধব রাধা।
কো মৃত দেখি জিবন পরকাশব
বিঘটন করই সমাধা ॥
গণি গণি এহ থেহ নহি পায়ই
বৈঠল কুঞ্জ-কুটীরে।
তৈখনে আয়লি তুহুঁ সম্বাদলি
সুধা-রসে সেঁচলি শরীরে ॥
সো যদি হেরি পুনহি মোহে দোখই
তব কিয়ে হোয়ব মোর।
রাসানন্দ তবহি সমুঝায়ব
তব না পড়ব ফের ভোর ॥

৫৬২—পদরত্নাকর

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি :—

(২)

সুহই।

"(সখি) মন কেন এমন হৈল।
মন এমন নাহি ছিল ॥
মন কে কি করয়া দিল।
কার সনে বাদ ছিল ॥
কে বাদ সাধিয়া দিল।
পিরিতে বিচ্ছেদ কৈল ॥
না দেখিলে ফাটে প্রাণ।
দেখিলে বাড়য়ে মান ॥"
"মান ভুজঙ্গ হবে।
উলটি তোমারে খাবে ॥"
রাসানন্দ কহে শুন বাণী।
পুন আসি মিলব আপনি ॥

৫৬৩—পদরসসার

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি :—

(৩)

বালা ধানশী।

মাধব তুহে হম বিদগধ জান।
মানিনি-মান মরম যদি না বুঝলি
ইথে কি রসিকপন মান ॥ধ্রু॥
গুণি-জন হোই সোই সব জানত
যৈছন প্রেমক রীত।
তুহুঁ সে গোঙার নারি নিত পরসবি
সে কি এত সহয়ে অনীত ॥
বিদগধ জানি আনি তুহে সোঁপলুঁ
সে হেন গুণবতি নারি।
তুহুঁক রীত হেরি ভই গেও বিরকত
না হেরই বদন তুহারি ॥
আপহি আপে কহায়সি চাতুর
না জানসি প্রেম-পরিপাটি।
অবিচারে প্রেম-ভঙ্গ-ভয়ে মরতহি
রাসানন্দ জিউ ফাটি ॥

৫৬৪—পদরসসার

[ভাবী বিরহ]

(৪)

সুহই।

বিলসই শ্যাম সুধামুখি কাননে
কেলী-কৌতুকে মাতি।

মধুপুর-জনিত যে দুখ উপজায়ল
সো বিসরল প্রেম-ভাঁতি ॥
ভাল আলিঙ্গন চুম্বন ভাল
মরকত কনক-লতা জনু বেড়ল
উজর তরুণ-তমাল ॥ধ্রু॥
চুম্বনে বদন বদন রহু সম্মিত
বরিখত তহিঁ প্রেম-নীর।
নব-ঘন বেড়ই জনু সৌদামিনি
দরশি রহল তহি থীর ॥
নীল-সরোজ বরণ আধ কাঞ্চন
হেরইতে দুহুঁ-মুখ-চন্দ।
পিবইতে নয়নে সোই রূপ-মাধুরি
তৃষিত-চাতক রাসানন্দ ॥

৫৬৫—পদরসসার

(৫)

মঙ্গল।

মাথুর-বিরহে বিয়োগিনি কামিনি
রোখে অগোরল কান।
গোকুল-নগর ছোড়ি কিয়ে প্রাতরে
মাথুর করবি পয়াণ ॥
ঐছন মরম শিখায়ল কোই।
রোপই তরুয়া তরুণ বেলে ঘাতন
তুহে সমুচিত নাহি হোই ॥ধ্রু॥
গুরুজন কুবচন যোই কহল সব
সো অভরণ করি মান।
সো সব কুবচন অবহি শেল ভেল
কৈছনে ধরব পরাণ।
গুরুজন-নিয়ড়ে সবহুঁ করু কলরব
শ্যাম-সোহাগিনি রাই।
তাকর ক্লেশ-লেশ অব না হেরিয়ে
কৈছনে সো বিছরাই ॥
এতহুঁ বচন যব শুনল নাগর
তবহিঁ কয়ল তাহে কোর।
রাসানন্দ-আশ অব পূরল
সুখ-সায়রে নহি ওর ॥

৫৬৬—পদরসসার

(৬)

মঙ্গল।

মান-ভরমে হাম কুবোলহি বোলনুঁ
সো মঝু করমক দোষ।
সো অপরাধ লাগি কিয়ে যায়বি
মাথুর মুঝে করি রোষ ॥
মধুপুর-নগরে রমণি কিয়ে পরখিতে
করবি শপতি তুহুঁ কান।
সহচরি-বৃন্দে নিন্দি মোহে গঞ্জব
নট করু তুয়া অভিমান ॥
করে কর লেই শিরসি পরশায়ই
শপতি করায়লি গোরি।
মধুপুর যায়বি নিকটহি আয়বি
কহবি কপট-গুণ ছোড়ি ॥
এতহুঁ সম্বাদ কহল যব কামিনি
শ্রবণহি শুনল কান।
কিয়ে পরবোধ দেই চলু নাগর
রাসানন্দ নাহি জান ॥

৫৬৭—পদরসসার

(৭)

মঙ্গল।

অঙ্গুলে চিবুক ধরই বর-কান।
অনিমিখে নিরখত রাই-বয়ান ॥
ঘন ঘন হেলন অঙ্গে।
চুম্বনে অমিয়া বরিখে কত রঙ্গে ॥ধ্রু॥
কঞ্চুক-ওর নাহ যব ধরই।
নব-ঘন বেড়ি বিজুরি জনু রহই ॥
সকরুণ-বচনে সমঝাই গোরি।
মধুপুর গমন করব দিন থোরি ॥

শুনইতে গোরি পড়ল মুরছাই।
কনক-কমল জনু খিতি অবগাই ॥
অনুখণে চেতনে নাহ-মুখ হেরই।
রাসানন্দ ধৈরজ নহি ধরই ॥

৫৬৮—পদরত্নাকর

সর্ব্বানন্দ

[রসালস]

(১)

ভৈরবী।

দেখ সখি যুগল-কিশোর।
সুশয়নে দুহুঁ ভেল ভোর ॥
কলপ-তলপ সুশোভন।
মঞ্জু কুঞ্জ পরম-মোহন ॥
ফুল সে ফুটল সারি সারি।
দরশনে আপনা পাসরি ॥
শারদীয় নিশা ঝলমল।
বিথারয়ে চারু পরিমল ॥
ভানু-তনি-তট নিরমল।
সুবিমল পরামৃত জল ॥
তার তীরে তরু সুগঠন।
মূল বান্ধা মাণিক রতন ॥
তাহে নিশবদ নিজ-গণ।
দরশনে তৃষিত নয়ন ॥
আশে-পাশে হাসে সহচরী।
কুঞ্জ জালে আঁখি মুখ ধরি ॥
তছু পদ-অরবিন্দ আশে।
সরব-আনন্দ রস ভাষে ॥

৫৬৯—পদরত্নাকর

(২)

ভৈরবী।

নীল-কমল-উতপল।
রাই-কানু-মুখ ঝলমল ॥
নব-ঘন উজর বিজুরী।
উছলয়ে দ্যুতি সুকুমারী ॥
দুহুঁ-তনু ভুজ-লতা দিয়া।
বান্ধি দোহে আছয়ে শুতিয়া ॥
নীল পীত বসন বদল।
হেরি হিয়া হয়ে উতরল ॥
গলিত-ভূষণ বেশ-ভার।
টুটিয়াছে দুহুঁ-হিয়ে হার ॥
সুকুসুম-শেজে সুশয়ান।
ধরি রহু বয়ানে বয়ান ॥
আঁখি মুন্দি নিন্দের আলিসে।
শির ধরি বিচিত্র বালিসে ॥
প্রিয়-সখী সুখে নিমগন।
রন্ধ্রে আঁখি করে দরশন ॥
তছু পাদ-পদ্ম-অভিলাসে।
সরব-আনন্দ রস ভাষে ॥

৫৭০—পদরত্নাকর

(৩)

ভৈরবী।

দেখ সখি ঘুমল যুগল-কিশোর।
ভুজে ভুজে ছন্দ-বন্ধ করি শূতল
ও রূপ কো করু ওর ॥ধ্রু॥
মরকত কাঞ্চন যেহেন জড়ায়ল
কুচ-কাঞ্চন হিয়ে জোরি।
এক অনুরাগ সোহাগহি আগরি
নাগরি নাগর ভোরি ॥
বদনে বদনে দুহুঁ হাসি-মাখা লহু লহু
দু-চান্দে করল বিহি এক।

এহেন আদেশ-লেশ শুনি শিখি পিক
ভ্রমর-নিকর কর গান।
দুহুঁকর অঙ্গ-সঙ্গ-সুখ-ভঙ্গহি
সরবানন্দ ম্রিয়মাণ॥

৫৭৪—পদরত্নাকর

(৭)

বিভাষ।

উজর-বিজুরি নবীন-কিশোরী
নব-জলধর সঙ্গ।
সখী-গণ-জয়- নয়ন-অঞ্জন
রূপ অদভুত-রঙ্গ॥
ধনি ধনি ধনি হের লো সজনি
রজনি জানি কি শেষ।
তরুণ-অরুণ বড় অকরুণ
কিরণ গগনে বেশ॥
নিবিড় তিমির দূরহি দূর
বিধু-বর মৈলান।
উডুপ স্বরূপ তেজিয়া বিরূপ
কুরূপ যামিনী-ভান॥
শেফালিকা-গণ খসে ঘনে-ঘন
ঘূ ঘূ শবদ নিত।
হসিত নলিনী মলিন কুমুদ
হেরি হিয়া চমকিত॥
তরুণ-তরুণী বিঘট বিঘিনি
নিকট সঙ্কট ভেল।
শ্যাম-বিনোদিনী অঙ্গ-সঙ্গ বিনি
সরব-আনন্দ-শেল॥

৫৭৫—পদরত্নাকর

(৮)

বিভাস।

জাগল শিখি-কুল কোকিল কল কল
শবদই বিহ্ন-অলি-আলী।
তেজল আলস যুগল-কলেবর
ধনি-মুখ হেরি বন-মালী॥
কহে পুন প্রাণ-পিয়ারী।
দেখহ দারুণ দিনকর উদয়তি
দুখ-দায়ক নব-নারী॥ধ্রু॥
তুহুঁ বর-নাগর রসময়-সাগর
মরু কব জানহ রীত।
পরিজন দুরজন ননদিনি দারুণ
কাঁপয়ে হিয়া ভয় ভীত॥
তুহুঁকর অঙ্গ- সঙ্গ-রস-রঙ্গ এ
তেজি চলব অব গেহা।
বয়নক বোল কহব অব কৈছনে
ঐছন তুহুঁক সুলেহা॥
কহইতে চরকি নীরে ভরু লোচন
রোধল বয়নক বোল।
সবরানন্দ কহ অতিশয় দুরগহ
দুহুঁকর প্রেম অমোল॥

৫৭৬—পদরত্নাকর

(৯)

ললিত।

নাগর নাগরী মুখ হেরাহেরি
কর-ধরাধরি করি।
নিকুঞ্জ হইতে সহচরী সাথে
সরসে হরষে ভরি॥
বাহির-অঙ্গনে আসি।
আদিত উদিত দেখি চমকিত
নিশি নাহি মনে বাসি॥ধ্রু॥
আপন-ভবন গমন কারণ
মন উচাটন হৈয়া।
দুহুঁ দোহাঁ হেরি অঙ্গের মাধুরী
রহে অনিমিখে চায়া॥
বিসবল গেহ দেহ নহে থির
লেহ বড় পরবীণ।

রাধা-মাধবের পিরিতি-পাথারে
সরব-আনন্দ মীন ॥

৫৭৭—পদরত্নাকর

(১০)

ললিত ।

শেষ রজনি জনি হোত বিহান ।
দুহুঁ দোহাঁ-মুখ হেরি ঝরয়ে নয়ান ॥
কাতর কমল-বদনি ধনি গেহা ।
চলইতে চরণ অথির ভেল দেহা ॥
গলিত ভূষণ বেশ কেশ আউলাইয়া ।
সুকুঞ্চিত সপতিত বহি পরশিয়া ॥
সভয়-গমন ধনি তনি-সুকুমারী ।
গুরুজন অরুণ সঘন সুনেহারি ॥
যায় যায় ফিরি চায় নাগরের মুখ ।
বিচ্ছেদে বিষাদ-মন বিদরয়ে বুক ॥
চলিতে না পারে কুচ নিতম্বের ভরে ।
থকিত-চকিত-গতি আরতি অন্তরে ॥
সখি-কর ধরি চলু দিঘল-নিশ্বাসে ।
অঙ্গ-ভরে সকাতরে পদের বিন্যাসে ॥

নিজ-ঘরে পালঙ্ক-উপরে সুশয়ন ।
প্রিয়-সখী সুখে করে পদ সম্বাহন ॥
সভে রঙ্গে সখী সঙ্গে শয়ন আচরে ।
সরব আনন্দ সুখে আপনা পাসরে ॥

৫৭৮—পদরত্নাকর

(১১)

বিভাষ ।

এমতি নাগর পালঙ্ক-উপর
আপন শয়ন-ঘরে ।
চৌদিগে চাহিয়া তরাসিত হৈয়া
যাইয়া শয়ন করে ॥
শিথান-বালিশে যুগল আলিসে
সুকোমল শেজ পরি ।
বিলাসের চিহ্ন তনু পরবীণ
ছিন্ন হার উরে ধরি ॥
শ্রীনন্দ-মহল স্বজন-সকল
শয়নে ঘুমায়্যা আছে ।
নিশি পোহাইল সকল জাগল
সরবা সখীর কাছে ॥

৫৭৯—পদরত্নাকর

স্বরূপচরণ

[রূপোল্লাস]

(১)

বিহগড়া ।

দেখ বিনোদিনি মরকত-মণি
ইন্দীবর জিনি আভা ।
জিনি বিধু-বর বদন সুন্দর
নয়ন কমল-শোভা ॥
দেখিতে জুড়ায় প্রাণ ।
যেন নব-ঘন বিজুরি-শোভন
নবীন-নাগর কান ॥ধ্রু॥
বাম-পদোপর অতি-মনোহর
দক্ষিণ-চরণ ধরে ।

ত্রিভঙ্গ সুন্দর কুঞ্চিত-কন্ধর
অতিশয় শোভা করে ॥
বঙ্কিম নয়ন ভুবন-মোহন
বঙ্কিম চাহনি চায় ।
ভ্রূ যুগ ভ্রমর নাচে নিরন্তর
মৃদু-মৃদু মুচকায় ॥
রঙ্গিম-অধরে দেখ বংশী ধরে
অঙ্গুলি নাচিছে তায় ।
আনন্দ-নিচয় অগ্রে বিরাজয়
স্বরূপচরণ গায় ॥

৫৮০—পদরসসার

[রসোদ্গার]

সখীর উক্তি :—

(১)

কল্যাণ।

সজনী অব তুহে অপরূপ দেখি।
সীথিক হেম বদন পর ঝলকত
দেখ তুহুঁ অঙ্গহি সাখি ।ধ্রু॥
যব যায়লি তুহুঁ কাখহিঁ গাগরি
তব মন-মোহন বেশ।
অব তুহুঁ চঞ্চল-লোচনে চাহসি
কাহে বিচলিত কেশ॥
ঘন নিশ্বাসন কাহে কুচ-খণ্ডন
কোন করল ইহ কাজ।
ঘর যব যায়বি গুরুজন কি কহব
কহইতে ইহ বড় লাজ॥
তুয়া অতি ধৈরজ জানত ইহ ব্রজ
তব কাহে চীলত অঙ্গ।
কহে হরিবংশ দাস তবহি পুরব আশ
পুন যব হোয়ব সঙ্গ॥

৫৮১ পদরসসার

[যুগল-রূপ]

(২)

কাফী।

সজনী কি হেরলুঁ কুঞ্জক মাঝ। *
যুগল-কমল পর যুগলহু-মধুকর
যুগল-কমল পুন সাজ ।ধ্রু॥
পুন দশ শশধর হেরি কমল-পর
রতি-পতি লাগল ধন্দ।
পুন দুহুঁ কমলে রবির কিরণ গো
উদয়ত আর দশ চন্দ॥
যুগল-সরোবরে যুগল কমল গো
দরশ পরশ নাহি জান।
পুন যুগ-কমল অরুণ সঞে যুঝত
শশধর দর্প-পরিমাণ॥
পুনহি কমল চারি দেখত সারি সারি
কমলে কমলে করু রণ।
রবির উদয় কালে চাঁদের উদয় গো
মদন-মুরছিত-মন॥
চান্দ-কমলগণ করত নিরীখণ
কেন লোকে রাহু গরাস।
আধ সপন পেখি হরিবংশ মনে সুখী
আঁখি মেলি না পূরল আশ॥

৫৮২—পদরসসার

---

* "সজনী" ইত্যাদি— হে সখি! কুঞ্জের মাঝে কি দেখিলাম! (পদ্মাসন-রূপ) কমল-দ্বয়ের উপর (শ্রীকৃষ্ণের পদ-দ্বয়-রূপ) মধুকরযুগল এবং (শ্রীরাধার পদ-দ্বয়-রূপ) কমলযুগল শোভা পাইতেছে। আবার (শ্রীকৃষ্ণের পদ-দ্বয়-রূপ) কমল-যুগলে (নখ-পংক্তি-রূপ) দশটি চন্দ্র দেখিয়া কন্দর্পের ধাঁধা লাগিল। আবার (শ্রীরাধার পদ-দ্বয়-রূপ) কমল-দ্বয়ে (অলক্তক-রাগ-রূপ) রবির কিরণ; (তাহাতে) আর দশটি (নখ-রূপ) চন্দ্র উদয় হইতেছে। (শ্রীরাধার বাম ও দক্ষিণ বক্ষ-রূপ) সরোবর-দ্বয়ে (স্তন-রূপ) কমল-যুগল; (উহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের) দর্শন বা স্পর্শ প্রাপ্ত হয় নাই। আবার (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—প্রত্যেকের কর-রূপ) কমল-যুগল ও (নখ-রূপ) দশটি চন্দ্র (আরক্তিম করতল-রূপ) রবির সহিত (শ্রেষ্ঠতার নিমিত্তে) যুদ্ধ অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে; আবার (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের নেত্র পংক্তি-রূপ) চারিটি কমল সারি-সারি (শোভা পাইতেছে); (উভয়ের নেত্রে নেত্রে কটাক্ষের বিনিময় হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন) কমলে কমলে যুদ্ধ করিতেছে। (আর একটি আশ্চর্য্য-জনক বিষয় এই যে) রবির উদয় কালেই চন্দ্রের উদয় হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধার সিন্দূর-বিন্দু ও শ্রীকৃষ্ণের চন্দন-বিন্দু একত্র রহিয়াছে; বিমোহিত-চিত্ত কন্দর্প (পূর্ব্বোক্ত) চন্দ্র ও কমলের যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে রাহু-কর্ত্তৃক (চন্দ্রের) গ্রাস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বদন-কর্ত্তৃক চুম্বন-কালে শ্রীরাধার বদনের আচ্ছাদন (সঙ্ঘটিত হইল)। (এই) অর্দ্ধস্বপ্ন দেখিয়া হরিবংশের মন সুখী হইল কিন্তু চক্ষু মেলিয়া (ইহা প্রত্যক্ষে দেখিতে না পাইয়া) আশা পূর্ণ হইল না। (শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এই যুগল-রূপ পদকর্ত্তা হরিবংশের ভাব-সমাধি-দৃষ্ট; ভাব-সমাধি ঠিক প্রত্যক্ষ নহে, স্বপ্নও নহে—প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নের মাঝামাঝি তৃতীয় অবস্থা; সুতরাং পদ-কর্ত্তা কাব্যের ভাষায় উহাকে 'অর্দ্ধ-স্বপ্ন' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন)

অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তা

[যশোদার বাৎসল্য]

(১)

ধানশী।

নীল-মাধব নাহি যাইব কারু কাছে।
দুখিনীর বাছা তুমি থাকিব মোর পিছে॥
ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয় কর-তালী দিয়া।
সাজো ননী খাইতে দিব চাঁদ-মুখ চায়্যা॥
গো-রস-লাড়ুকা দিব রস মনোহর।
রাঙ্গা-করে রাঙ্গা-ছড়ি দেখিতে সুন্দর॥

৫৮৩—পদরসসার

(২)

ধানশী।

"কি কর মায়ের কোলে ভাই রে কানাই।
হইল অধিক বেলা চল গোঠে যাই॥"
শুনিয়া গোঠের কথা বোলে নন্দ-রাণী।
দুধের ছাওাল মোর এই নীলমণি॥
কানড়-কুসুম জিনি ননী ছাকা তনু।
কেমন করি ধাবে বনে ফিরাইবে ধেনু।'

৫৮৪—পদরসসার

(৩)

বরাড়ী।

যাবে যাবে রে বনে কি শুনিলাম শ্রবণে
গোপাল আমার নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি
নয়ন-নিমিখে হই হারা॥
গোপাল মোর পরাণ-পুতলি।
তোমারে সঁপিয়া চিতে কিছু ভয় নাহি চিতে
তবু প্রাণ করয়ে বেকুলি॥

৫৮৫—পদরসসার

(৪)

ভাটিয়ারী।

কান্দিয়া সাজায় রাণী বন-ফুল কতই আনি
থরে থরে সাধে কত বাঁধে।
টালিয়া বান্ধিল চূড়া নব-গুঞ্জা তাহে বেড়া
তাহে শোভে শিখি-পুচ্ছ ছাঁদে॥
কিবা সে গ্রীবার শোভা মদনের মন-লোভা
গোরোচনা-তিলক সুভালে।
হিয়ে হার-মণি জ্বলে বন-মালা গলে দোলে
অমূল্য-মুকুতা নাসা-তলে॥
অঙ্গদ বলয়া করে শুভিয়াছে থরে থরে
চন্দনে চর্চ্চিত শ্যাম-তনু।
পরায়্যাছে পীত ধড়া তাহাতে যাঘর বেড়া
চলইতে করে রুনুঝুনু॥
রাতুল ধড়ার থোপা দু দিগে দুলিছে ঝাঁপা
বক্ররাজ সনে করি মেলা।
খেণে খেণে উড়ে যায় আসিয়া লাগিছে পায়
নূপুর সহিতে করে খেলা॥

৫৮৬—পদরসসার

[কৃষ্ণের গোষ্ঠ-গমন]

(৫)

তুড়ী।

নট-বর নব কিশোর-রায়
রহি রহি রহি যায় রে।
হেরি হেরি হেরি বেরি বেরি বেরি
চমকি চমকি চায় রে॥ধ্রু॥
নয়নে নয়নে ঈষত হাস
ঈষত ঈষত ঈষত ভাষ
মিলিয়া যেমন তড়িত-পুঞ্জ
জলধরে লুকায় রে॥
নাচিতে নাচিতে থমকি থমকি
রহিয়া চলিয়া যায় রে।
কোটি অলকা- তিলক-চাঁদ
সোনার কলিকা তায় রে॥

৫৮৭—পদরসসার

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

(৬)

সুহই সিন্ধুড়া ।

যমুনা যাইতে শ্যামেরে দেখলুঁ
আধ-নয়নের কোণে ।
সেই হৈতে মোর হইল বেয়াধি
শ্যাম-রূপ ভাবি মনে ॥
সজনি এমন হইল কেনে ।
শ্যাম-বন্ধু সনে পিরিতি প্রসঙ্গ
সপনে না ছিল মনে ॥ধ্রু॥
মুঞি সে অবলা কি জানি কি জ্বালা
হিয়ার মাঝারে হৈল ।
নিরবধি সেই ধিকি ধিকি জ্বলে
কে মোরে এমন কৈল ॥

৫৮৮—সা-প ২০১ পুথি

(৭)

সুহই ।

কোথা না আছিল রাঙ্গা-আঁখি আড়ে
চাহিতে পরাণ পিয়ে ।
বাঁশীর নাদ শুনি পরমাদ
যুবতি কেমনে জিয়ে ॥
ও মুখ দেখিয়া নিলজ চন্দ
কিসেকে উদয় করে ।
ও ভুরু-ভঙ্গিমা দেখিয়া মদন
কিসেকে কামান ধরে ॥

৫৮৯—সা-প ২০১ পুথি

(৮)

ভাটিয়ারী ।

সখি হে সে কোন বিনোদ-রায় ।
সে রূপ দেখিয়া যুবতি উমতি
মদন মুরুছা পায় ॥ধ্রু॥
বঙ্কিম চাহনি ঈসত হাসনি
সুধা-রস-সরোবরে ।
ভালে সে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
অধরে মুরলি সুতান-সুমেলি
কিবা সে মধুর গায় ।
মৃগ পাখী যত শুনি মুরছিত
শিলা গলি গলি যায় ॥
যখনি দেখিলুঁ তখনি ভুলিলুঁ
তোহে কহিলুঁ মরম ।
এ তিন জগতে কুলবতী সতী
মজিল কুল-ধরম ॥

৫৯০—সা-প ২০১ পুথি

[শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ]

(৯)

বালা ধানশী ।

বাম-করে ধনী ধয়ল মুকুর
দেবের গৃহের মাঝে ।
পালটিতে হাম বয়ান পেখলুঁ
সুন্দরী চললি লাজে ॥
একে পয়োধর সহজে গৌর
চন্দনে মণ্ডিত আর ।
হিম-গিরি যৈছে ঝাঁপিয়া ঝাঁপল
হার-সুর-সরি-ধার ॥
এক নয়ন অঞ্জনে রঞ্জিত
দখিণ ধবল ভেল ।
ধবল কমল নীল-উতপল
চাঁদ উদয় দেল ॥
চাঁদের উপরে বালক-চাঁদ
তাহার উপরে চাঁদ ।
চাঁদ চকোরে অমিঞা-পিরিতি
মোহে লাগল ধাঁদ ॥
রামা হে বড়ই লাগল সাধ ।
পুন-দরশনে সফল মানব
টুটব বিরহ-বাধ ॥

৫৯১—সা-প ২০১ পুথি

[শ্রীরাধার আপ্ত-দূতী।]

(১০)

ভূপালী।

প্রেমক অঙ্কুর তুহুঁ সেব দেল।
দিনে দিনে বাঢ়ি মহাতরু ভেল॥
সো তরু-বর অব সিরি-ফল দেল।
তহি তলে মনমথ এবে করু কেল॥
মাধব তুহুঁ কি বিসরি বর-নারি।
বড়ে পরিহরে গুণ দোখ বিচারি॥
সরসিজ-নয়নে সঘনে বহু নীর।
কাজরে পন্থ-বিপথ করু চীর॥
তেঁ কুচ-যুগ ধরু কালিম-বেশ।
মৃগ-মদে পূজল কনক মহেশ॥

৫৯২—পদরসসার

[শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতী]

(১১)

ধানশী।

সুন্দর মন্দিরে থির না থাকয়ে
বানে না দেই কাণ।
চীর চিকুর এক ন সম্বর
কত না বুঝাব আন॥
রামা সবহুঁ তোর উদেশ।
বিরহে আউল কহ্নাই ভরমে
ফিরয়ে দেশ-বিদেশ॥ধ্রু॥
শয়ন কারণ শয়ন রচই
তুয়া পরশন লাগি।
নয়ন মুন্দই মদন ন দেই
হৃদয়ে উঠয়ে আগি॥
খেণে বিলসই খেণে চমকই
খেণে খেণে রোই গাব।
খেণে অপরূপ কাঁপ উপজয়ে
খেণে ত বিবিধ ভাব॥

৫৯৩—পদরত্নাকর ও কীর্ত্তনানন্দ

[শ্রীরাধার কুঞ্জে অভিসার]

(১২)

ধানশী।

কানু-অভিসারে চললি বর-সুন্দরি
নিভৃত-বৃন্দাবন মাঝে।
গুরুয়া-নিতম্ব-ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংস-রাজে॥
চলিতে কবরী দোলে বান্ধল বকুল মালে
মধুকর মধু পিবি ভোরা।
তার মাঝে দোলে ঝাঁপা যেমন পাটের থোপা
নীল-বসন মণি জোরা॥
মুখানি কনক-ইন্দু ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু
কুঙ্কুম কস্তুরী তাহে সাজে।
দেখিয়া চমক লাগে দিনে কিবা উপরাগে
রাহু পায়ল দ্বিজ-রাজে॥
নাসিকা তিলের ফুল কি দিয়া করিব তুল
বিমল-মুকুতা নাক-সোণা।
যে দিগে পরাণ করে মদন কাঁপয়ে ডরে
অঙ্গ ধরয়ে কোন জনা॥

৫৯৪—সা-প ২০১ পুথি ও পদরত্নাকর

শ্রীরাধার উক্তি :—

(১৩)

ধানশী।

সেই বন কতই দূর।
বন-পথ কভু দেখি নাই গো॥ধ্রু॥
আমি রাজার মেয়ে রাজার ঝি।
বন-পথ কভু দেখেছি॥
যে বনে শ্যাম বাজায় বাঁশী।
মনে বোলে দেখে আসি॥
তোরা বলিস বাঁশী বনে বাজে।
বাঁশী বাজে আমার হৃদয় মাঝে॥

৫৯৫—পদরসসার

(১৪)

ধানশী।

রাই অঙ্গে করলি সাজ।
চললি রঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গে
ভেটিতে নাগর-রাজ ॥ধ্রু॥
রাইয়ের চরণে নূপুর বাজে।
মণিময় হার তুল নাহি যার
দুলিছে হিয়ার মাঝ ॥
রাই-রূপ জগজন মন-লোভা।
কোটি শশধর পড়িয়া কান্দিছে
হেরি রাই-মুখ-শোভা ॥
রাই মিললি নাগর সঙ্গে।
আহা মরি মরি কিশোরা কিশোরী
ডুবল প্রেম-তরঙ্গে ॥

৫৯৬—পদরসসার

[দিনান্তরে বর্ষাভিসার]

দূতীর উক্তি :—

(১৫)

বরাড়ী।

ঘন ঘন গরজে সঘনে মেহ বরখত
দশ-দিশ নাহি পরকাশ।
পন্থ-বিপন্থ চিহ্নই নাহি পারিয়ে
কোন পুরয়ে নিজ-আশ ॥
মাধব ধনি আনলুঁ বড় রঙ্গে।
সুখ লাগি আনলুঁ বহু দুখ পায়লুঁ
পাপহু মনমথ সঙ্গে ॥ধ্রু॥
কণ্টক পঙ্ক হাম দুহুঁ উতরলুঁ
জলধর বরিখয়ে মাথে।
যত দুখ পায়লুঁ হিয়ে হাম জানলুঁ
কাহে কহব দুখ-বাতে ॥
লাভক লোভে দুতর তরি আয়লুঁ
জীব রহল পুণভাগি।
হেরইতে ও মুখ বিসরল সব দুখ
এ নেহ কাহে জনি লাগি ॥

৫৯৭—পদরসসার

[সম্ভোগ]

(১৬)

কেদার।

দুহু দোহাঁ নিরখয়ে নয়নের কোণে।
দুহুঁ হিয়া জরজর মনমথ-বাণে ॥
দুহুঁ-তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ-তনু মদন-সাগরে দেই ঝম্প ॥
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরিতি নাহি টুটে।
দরশনে পরশে কতহি সুখ উঠে ॥

৫৯৮—পদরসসার

(১৭)

মল্লার।

হরি-গলে লাগল চম্পক-মালা।
পুলকিত-বাহু বিহসি রহু বালা।
কানু রহল মুখ-কমল লগাই
তাহে কমল-মুখি মুখ পলটাই ॥
হরি হরি নখ দেই গেড়ুয়া বিদার।
ধনি কুচ চাপি রচই সিতকার ॥

৫৯৯—সা-প ২০১ পুথি

(১৮)

ভূপালী।

ক্রীড়তি কুঞ্জে কুঞ্জ বিহারি।
নওল কুসুম কিসলয় শেজ
বিহরে ভানু-দুলারি ॥ধ্রু॥
যমুনা-পুলিন নলিনগণ বিকসিত
ফুল-বেলি ঠামে ঠামে নিলেআরি(?)।
মন্দ-সুগন্ধ পবন বহে শীতল
মধুকর-ধনি অতি কহে শুক-সারি ॥
প্যারি পহিরেহি খেত সুখদকি
শোধে কনশুক সাড়ি।

শ্যাম সুভগ চন্দন চরচোত হি
শোহে মধু-যামিনি উজারি ॥
নওল-কিশোর নওল-নাগরিয়া।
আপন ভুজ ধরু শ্যামক উর পর
শ্যাম-ভুজ আপ-উরে ধরিয়া ॥
করত বিনোদ তরণি-তনয়া-তট
শ্যামা শ্যাম উমগি রস-ভরিয়া।
নওল-নিকুঞ্জ-ভবনে দুহুঁ আকুল
নওল মদন-শরে দুহুঁ চরিয়া ॥

৬০০—সা-প ২০১ পুথি

[আক্ষেপ-অনুরাগ]

(১৯)

তুর্ক।

ওরে বাঁশি কেমন কর‍্যা রে।
কেমন কর‍্যা বাজ তুমি।
দেখিব নয়নে আমি ॥
গোবিন্দ-অধরে থাক।
নাম লয়্যা সদা ডাক ॥
চারি-কড়ার বাঁশী নও।
প্রাণ নিবার কথা কও ॥

৬০১—পদরসসার

(২০)

কামোদ।

সজনী বাঁশী কেনে ডাকে নাম লৈয়া।
জাতি কুল শীল মোর লইল হরিয়া ॥ধ্রু॥
কিবা নিশি কিবা দিশি সদাই ডাকয়ে বাঁশী
বাঁশিয়া না মানে কারু কথা।
বাঁশিয়া সন্ধান করি মরমে হানিলে মোর
পরাণ-পুতলী আছে যথা ॥

৬০২—সা-প ২০১ পুথি

(২১)

পাহিড়া।

যে দেশে আছিল বাঁশী সে দেশে মানুষ নাই।
আমারে বধিতে বাঁশী আন্যাছে কানাই ॥
যে না ঝাড়ের বাঁশিয়া সেই ঝাড়ের লাগ পাই
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাই ॥
বাঁশি না বাজিহ আর।
তুমি বাঁশী কৈলে মোর কুলের খাঁখার ॥
বাঁশী হৈল প্রাণের বৈরী জীবনে কি আশা।
কাণের ভিতর কানাইর বাঁশী পাতিয়াছে বাসা ॥

৬০৩—সা-প ২০১ পুথি

(২২)

পাহিড়া।

হেদে ল বাঁশীর তান তিলেক না তেজে।
মরিতে জিয়াইতে নারে কি করিবে বেজে ॥
সেই ত মুরলীর গান কেবা নাহি শুনে।
এক কাণ দিয়া শুনে যায় আর কাণে ॥
আন রব কাণের নিকটে নাহি আইসে।
হরি হেরি করী যেন পলায় তরাসে ॥
সাধ করি শুন্যাছিলাম শ্যামের মুরলী।
কে জানে এমন হবে পরাণের বৈরী ॥

৬০৪—সা-প ২০১ পুথি

(২৩)

পাহিড়া।

একে ত করিলে বিধি কুলবতী বালা।
তাহার অধিক দুখ মদনের জ্বালা ॥
যদি বা জুড়াইতে চাহি কালো মেঘের কোলে।
কালিয়া পড়িলে মনে দ্বিগুণ উথলে ॥
নিষেধ করহ বাঁশি এমন কেনে করে।
অবলা বধিলে বধ লাগিব কাহারে ॥

৬০৫ - সা-প ২০১ পুথি

(২৪)

পাহিড়া।

অহে বিনোদ-রায় বাঁশী না বাজাইয়।
তোঁহারি কাহারি প্রেম গুপতে রাখিয়॥
একে নিরবধি লোকে করে অনুমান।
রাধা-কানু ভিন নহে একুই পরাণ ॥

তাহে সে তোমার বাঁশী বাজে উচ্চ-স্বরে।
না জানি কি ফল জানি ফলে বা আমারে॥

৬০৬—সা-প ২০১ পুথি

(২৫)

সুহই।

সুখে থাকিতে বিধি লাগল রে
ভুললুঁ কানুক আশোয়াসে।
আপন কুমতি পরিতাপে রহু রে
দারুণ মদন-হুতাশে॥
কি করল বল সখি সে।
কানুক সম্বাদ আর না বোলহ
নাহি মোর সুখ-অভিলাসে॥ ধ্রু॥
যদি মুঞি পাপিনি জানিতুঁ রে
ঐছে পিরিতি-পরিণাম।
সপনহুঁ সাধ কভু না করিতুঁ রে
শুনইতে পুরুখক নাম॥

৬০৭—সা-প ২০১ পুথি

[খণ্ডিতা]

(২৬)

সুহই।

"তোহারি সম্বাদে আওলুঁ মাধব
মোহন যমুনা-তীর।
এক কলাবতী লাগি পায়ল
ধরল মাধব-চীর॥
করে কর ধরি ভুজ-লতা বেড়ি
লৈ গেল আপন গেহ।
সহজে ভ্রমর মধুায় মাতল
ছোড়ল কমল-নেহ॥
সুন্দরী মন্দিরে কর অভিসর।
অনেক যতনে রতন মিলল
পথে ভেল বাটোয়ার॥ধ্রু॥
তোহারি বচন কহলু রে ধনি
পুন কি পায়ব কান।
পহু হেরি হেরি নিন্দ ন আওত
নিশি ভেয়ো অবসান॥
দুতিক বচন শুনইতে ধনী
মন পড়ি গেয়ো ধন্দ।
অধর মলিন তৈ গেল ঐছন
যৈছন দিবস-চন্দ॥

৬০৮—পদরসসার

শ্রীরাধার উক্তি :—

(২৭)

বিভাষ।

ওহে শ্যাম বুঝিলাম তোমার চরিত।
যত জিয়ে তত‍ই দেখিয়ে বিপরীত॥
সুরঙ্গ সিন্দুর-বিন্দু ভালে করে শোভা।
রঙ্গিম-অধরে কিবা কাজরের আভা॥
আর না কহিয় বন্ধু চাতুরীর কথা।
নারী হৈলে প্রাণ- বন্ধু আর কি করিতা॥
এ না বেশে কেমনে আইলা ব্রজ মাঝে।
ত্রিভুবনে নাহি শুনি যারে বলি লাজে॥

৬০৯—পদরসসার

(২৮)

বরাড়ী।

বন্ধু চল সেই থানে।
ভরসা যে হারাইয়া পায়াছি বিহানে॥ধ্রু॥
যামিনী জাগিয়া তোমার গদ গদ বাণী॥
কত না পিরিতি দিয়া বান্ধিল রমণী॥
তাহার শপতি লাগে নাহি বৈস কাছে।
সেই প্রিয় কলাবতী দেখে সিয়া পাছে॥
কবণ কহন মন তিন তব ভিন।
বাহির অন্তর তোমার সকল মলিন॥
মরুক মনের কথা কহে যেবা জনে।
তোমার পিরিতি যেন নিশির সপনে॥

৬১০—পদরসসার

(২৯)

সুহই।

রজনী বঞ্চিয়া তুমি যথা পাইলে সুখ।
তাহার লাবণ্য-জলে ধোও গিয়া মুখ॥
ছুয় না ছুয় না বন্ধু ওই খানে বৈস।
বিহানে পরের ঘরে কোন্ লাজে আইস॥
কোন্ রসবতী তোমায় পায়াছিল লাগ।
শ্যাম-অঙ্গে দিলে তোমার কঙ্কণের দাগ॥
অলক তিলক তোমার কে করিলে দূর।
ও চাঁদ-বদনে তোমার কে দিলে সিন্দুর॥
বন্ধু হে জানিয়ে তোমার বড় গুণ।
এখনে আইলে দিতে কাটা-ঘায়ে লুন॥
পরাণ দিয়ে তভু পর না হয় আপনা।
পিতল মাজিলে বন্ধু কভু নহে সোণা॥

৬১১—সা-প ২০১ পুথি

[ঝুলন-লীলা]

(৩০)

তুড়ী।

চল সখি ঝুলন যাই হিঁডোরে।
সরস হিঁডোরে মুঞি ঝুলন যাই রে॥ধ্রু॥
অখাড় শাঙন সুরঙ্গ শ্রীবন
গগনে গরজে ঘোর।
ভর সরবর রহু তরু পর
সঘনে বোলত মোর॥
চৌ-ওর কারি ঘটাওন মেঁ
মন যে আপন জোর।
যাহাঁ সেঁ কামিনি মন-আনন্দিনি
পিয়া দেওত ঝকোর॥
কোই পাণ-বিড়ি কর পর লেই
কপূর বিবিধ দেত।
কোই সচন্দন আগর ঘোরে
পিয়া সোঁ রস লেত॥
কোই সুচন্দন ঔর অরগজা
থোরি থোরি লেই অঙ্গে।
কো অতি সিয়ানি সুমধুর-বাণি
পড় আউলাই ঢঙ্গে॥
সব সখি মিলি রাগ গাওয়ে
সঘনে সিন্ধু মল্লার।
সুহই বরাড়ি ভৈরো আসোয়ারি
তুড়ি ভৈরবি কেদার॥
মালবি শ্রীরাগ কৌষিক বেহাগ
বেলোয়ার শুক্ল রাগ।
কানড়া হিণ্ডোল গৌরি হম্বির
তাল বহুবিধ লাগ॥
সব সখি মিলি ঝুলত বৈঠি
যৈছন তারা বৃন্দ।
মদন-মোহন তাহিঁ বিরাজই
যৈছে পূণিম-চন্দ॥

৬১২—পদরসসার

[মাথুর-বিরহ]

শ্রীরাধার উক্তি:—

(৩১)

সুহই ছুট।

কাহাঁ রে মোর পিয়া।
দুখের সময় প্রাণ বাঁচালি গো॥ধ্রু॥
আমি এই এখনি মৈরাছিলাম।
কৃষ্ণ-নাম শুনি প্রাণ পাইলাম॥
যে নামে প্রাণ-দান দিলি।
সে কৃষ্ণকে কোথায় থুলি॥
তোরা ব্রজের সহচরী।
ব্রজে আসিছে নাকি বংশীধারী॥

৬১৩—পদরসসার

(৩২)

ধানশী ছুট।

বৈল নিঠুরের আগে।
যে যাবা আপনার কাজে গো॥ধ্রু॥
যাহার লাগি যে-জন মরে।
সে বধ লাগে কাহারে॥

সুমেরু সমান ছিল।
তৃণ হৈতে অধিক হৈল॥
রাধা ছিল রূপের ডালি।
সে অঙ্গ হৈয়াছে কালি॥
হৈল হৈল আমার হৈয়া গো॥

৬১৪—পদরসসার

[মাথুর সখী-সংবাদ]

(৩৩)

ধানশী ছুট।

কুশলের কি কাজ ওহে নাথ॥ধ্রু॥
যে না শুইত সোনার খাটে।
সে লুটে যমুনার তটে॥
আধ-অঙ্গ ললিতার কোলে।
আধ-অঙ্গ যমুনার জলে॥
ব্রজ-গোপীর নয়ন-জলে।
যমুনা তরঙ্গ খেলে॥

৬১৫—পদরসসার

(৩৪)

কামোদ।

মুরলি বয়ান—সে বেশ তোমার কৈ কৈ হে॥ধ্রু॥
কদম্ব-মঞ্জরী কাণে।
রৈয়া রৈয়া পড়ে মনে॥
চূড়া কৈ ধড়া কৈ।
পায়ের বাধা তা কৈ॥
গোপ-বেশ বেণু-কর।
নব-কৈশোর নট-বর॥
আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা।
রাধা-মন্ত্রে উপাসনা॥
যুগল-প্রেমের অধিকারী।
যুগল ছাড়া রৈতে নারি॥
যাহে চূড়া দেখ্যা যাই।
তাই সুধাল্যে বল্‌তে চাই॥

কুব্জা হৈল পাটের রাণী।
রাধা ব্রজের কাঙ্গালিনী॥
তুমি যেমন তিরিভঙ্গ।
পায়্যাছ কুবুজার সঙ্গ॥

৬১৬—পদরসসার

(৩৫)

তুক।

একই কুবুজা লাগি হইয়াছ দেশ-ত্যাগী
ব্রজেতে কুবুজার নাই লেখা হে।
ক্ষিতি নখে লিখিতে লিখিতে
অধোমুখী থাকিতে থাকিতে
আমরা সভাই কুবুজা হৈয়াছি হে॥

৬১৭—পদরসসার

(৩৬)

ধানশী।

শুন মাধব হে
বুঝল মরমক ভাব।
পুর-নবপ্রেম ভূরি সুখ-সম্পদ
ছোড়ি বরজ নাহি যাব॥ধ্রু॥
সম্প্রতি পুরপতি ভূপতি মহামতি
তাঁহা কাঁহা পশুপতি ভান।
তাল-দল শৃঙ্গ বংশি-মুরলি রব
ইহঁা কত রাজ-নিশান॥
ইহঁা কত দাসহি চামর ঢুলায়ত
ভূষিত মুকুতা-প্রবালে।
তাহঁা নব-পল্লব বীজই দুল্লভ
দুল্লভ বন-ফুল-মালে॥
বংশী-বট-তট ছায়া নিকটে বসি
নিজ তনু নিরখত নীরে।
হেম-পরিষঙ্ক অটালিক উপরি
ভূষিত মুকুতা কত শূরে॥
আহিরিণি কুরূপিনি গুণহিনি ভাগিহিনি
সযতনে কাননে মেল।

ইহাঁ বরনারি সতন্তরি-পরধান
কুবুজা হৃদয়ে করি লেল ॥
৬১৮ - পদরসসার

(৩৭)

ছুট।

ব্রজে চল হে ব্রজেশ্বর।
ব্রজে চল দিন-দুইয়ের মত ॥ধ্রু॥
কুব্জা কিবা গৌরব করে।
ও সে পরাণ-ধন কি রাখ্‌তে পারে ॥
তোমার কৈরা বৈলা লৈয়া যাব।
আবার যমুনার পার কৈরা দিব ॥
তুমি আস্যাছ অক্রূরের রথে।
তোমার যাইতে হবে পদ ব্রতে ॥
৬১৯—পদরসসার

[মাথুর-বিরহান্তে মিলন]

(৩৮)

ধানশী।

দুতি-মুখে শুনইতে নাগর কান।
তেজি মথুরা-পুর কয়ল পয়াণ ॥
রাই রাই করি পথে চলি যায়।
রতন-মঞ্জীর বাজল রাঙ্গা-পায় ॥
পৈঠল রাইক মন্দিরে যাই।
কোরে অগোরল সুগড় কহ্নাই ॥
ধনি যব জানল মীলল কান।
মৃত-তনু পুন জনু পাওল পরাণ ॥
৬২০—পদরত্নাকর

(৩৯)

ধানশী।

দুহুঁ ভেল দরশন দূরে গেল সখীগণ
ফুল তুলিবার ছল করি।
রাই কোলে করি শ্যাম নেহারই মুখ-চাঁদ
চিবুক দক্ষিণ করে ধরি ॥
মুখ-পদুমিনি হেরি পুন পুন চুম্বই
করই অমিয়া-রস পান।
মুচকি হাসই রাই দেখি অনুমতি পাই
রস মাহা বুড়ল কান ॥
৬২১—পদরসসার

[শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন

(৪০)

ধানশী।

ওহে নাথ সেই তো আইলে
অনেক দিন পরে হে ॥ধ্রু॥
আসিবে যদি ছিল মনে।
এত দুখ দিলে কেনে ॥
ব্রজাঙ্গনার নয়ন-বারি।
রাখ্যাছি তা ঝারি পূরি ॥
আইস চরণ ধৌত করি হে ॥
৬২২—পদরসসার

(৪১)

আজু সফল ভেল আঁখি।
চিরদিন-সাধে বিহি আনি মিলাওল
নয়ন ভরিয়া রূপ দেখি ॥ধ্রু॥
ও-মুখ-ভরমে কত চাঁদ নেহারলুঁ
হেরলুঁ রতন-মকুরে।
পানিক পানে তৃপত নহি হোয়ত
অমিয়া-লুবধ চকোরে ॥
নব-জলধর কত সাধে নেহারলুঁ
শ্যাম-রূপ-অভিলাসে।
তৃষিত-হরিণি জনু মরু-ভূমে ধাবই
নিরমল-পানিক আশে ॥
৬২৩—পদরত্নাকর

শব্দ-সূচী

—:•:—

অ

অনুরাগ—চিরপরিচিত প্রিয়-জনকেও যে প্রেমে নিত্য নূতন-রূপে অনুভূত করায়—তাহাকে অনুরাগ কহে।

"চিরানুভূতমপি যৎ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
প্রেম ভবন্নবনবং সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥"
উজ্জ্বল-নীলমণি।

অনুসর—(১) অনুসরণ কর ; ১০৪।১২ ;
(২) অনুসরণ করে ; ১৫৮।৮ ;

অনোঅন—অন্যোন্য, পরস্পর ; ৪১৫।৫ ;

অন্তু—অন্তঃ, প্রাণ ; ১২৫।১৯ ;

অন্তর—(সং অন্ত) শেষ ; ২৫।২ ;

অন্তর—(১) অন্তঃকরণ, প্রাণ ; ২৪।৬
(২) ব্যবধান, দূর ; ৯২।৩ ; ২৪৩।৬ ;
(৩) ভিতর ; ২১।৩ ; ৫০।২ ; ২১১।৩ ;

অন্ধিয়ার—অন্ধকার, আঁধার ; ২।২ ; ১৯৯।২ ;

অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা—নায়িকা বিশেষ—

"প্রিয় সনে বুঝি' ভাবে অন্যের মিলন—"
অন্য-সম্ভোগ-দুঃখিতা হয় সে তখন ;"
রস-মঞ্জরী

অপন—আপন, নিজ ; ১৬।২ ; ৩৩।৭ ;
২৪৬।৮ ;

অপরস—অস্পর্শ, স্পর্শাভাব ; ১।১৩ ;

অপরূপ (ব)—অপূর্ব্ব, চমৎকার ; ৭।১৩ ;
৬৪।৩ ; ৪০৩।৫ ;

অব—এখন ; ২৫।৭ ; ৭৩।৭ ; ৮৪।১৪ ;

অবগাই—(১) অবগাহন করে ৮২।১১ ;
৮৮।১ ; ৫৬৮।১০ ;
(২) প্রণিধান করে ; ১৫৩।

অবগাত (হ)—অবগাহন করে ; ৬৭।৮ ;
১১৮।১ ; ৪৫০।৫ ;

অবগান (হ)—অবগাহন, স্নান ; ১১৭।১ ;
৪৩০।১৩ ;

অবতংস (সং)—কর্ণ-ভূষণ বিশেষ ; ২৫৮।১৯ ;

অবতংসয়ে—ভূষিত করে ; ১০৮।১০

অবধান—(১) মনোযোগ ৪।১ ; ২২।১ ; ৯২।৯ ;
(২) অবধানের যোগ্য বিষয় ; ২৮।১ ;

অবধি—(১) শেষ ; ১৯৬।১০ ;
(২) আগমনের প্রতিশ্রুত সময় ; ৮৫।৫ ;

অবলম্ব—অবলম্বন ; ১৭০।১৪ ;
২০৭।৪ ; ৫০২।১৬ ;

অবলম্বই—(১) অবলম্বন করে ; ১৯৯।৮ ;
৪২৪।১৩ ; ৫৫৯।১৫ ;
(২) অবলম্বন করিয়া ; ২৫৫।৮ ;

অবলোকই দর্শন করে ; ৫৬১।৯ ;

অবশি—অবশা, বিবশা ; ২৬৭।২ ,

অবসাদ (সং)—অবসন্নতা, ক্লান্তি ; ১৫৭।১০ ;
৪৭৫।৫ ; ১৬৫।৬ ;

অবহিঁ (হি)—এখনই ; ৮২।১৪ ; ২৪৭।১৩ ;

অবহুঁ (হ)—এখনও ; ৮৫।১০ ; ২৪৬।৭ ;
২৪৭।৭ ;

অবিচল (সং)—অচঞ্চল ; ৬৭।৬ ; ৪৭০।৫ ;

অবুধ (সং)—মূর্খ ; ২০৭।১২ ;

অবুধিনি, অবোধিনি—বুদ্ধিহীনা ২৪৬।৭ ;
২৪৭।১৫ ;

অবেশিত—আবেশিত, আবেশ-যুক্ত, উচ্ছ্বাস-যুক্ত ; ৩০৩।৮ ;

অবোলা—বাক্-শক্তি-হীনা ৫৩।৮ ; ৬৮।৬ ;

অভরণ—আভরণ, অলঙ্কার ; ৩১।৮ ; ৫৬।১ ;
৮৬।১২ ;

অভাগি—(১) অভাগা, দুর্ভাগ্য ; ২০৫।২৫ ;
(২) দুর্ভাগিণী ; ২৫৮।১৪ ;

অভিন—অভিন্ন ; ১৫৯।২ ;

অভিমানি—অভিমানিনী ; ২৫১।৬ ;

অভিসর—অভিসার কর ; ৬৯।৮ ;

অভিসরু—অভিসার করে ; ৩৭৩।৪ ;

অভিসারিকা—নায়িকা-বিশেষ ;

"যে যায় সঙ্কেত-কুঞ্জে কান্তে বা আনায়—
কহে কবিগণে অভিসারিকা তাহায় ;"
রস-মঞ্জরী

অমিঞা, অমিয় (য়া)—অমৃত ; ১৮।৩ ; ১৬২।১০ ; ৫৯১।১১ ;

আমোল—অমূল্য ; ৫৭৮।১৯ ;

অরগজা—সুগন্ধ-দ্রব্য বিশেষ ; ৬১২।১১ ;

অরাধল—আরাধনা করিল ; ৩০৯।৮ ;

অরু—(হিং-ঔর) আর ; ২০২।১২ ; ২০৮।১৩ ;

অরুণিম—লোহিতাভ ; ২৪০।১৪ ;

অলক (সং) চূর্ণ-কুন্তল ; ১২৯।১ ;

অলক—ললাটের চিত্র-বিশেষ ২৭৭।১১ ; ২২২।৬ ; ৪৮৫।৬ ;

অলখিত—অলক্ষিত, অজ্ঞাত ; ৯৭।১২ ; ১৪৫।[illegible] ;

অলঙ্করু—অলঙ্কৃত করে ; ১১৫।৮ ;

অলপ—অল্প ; ১৩০।৬ ;

অলস—আলস্য ; ১৯।১ ; ১১০।৬ ;

অলসল—অলস হইল ; ৭১০।৫ ;

অলসাত—আলস্য সূচক অঙ্গ-মোড়ামুড়ি দেয় ; ৮৭৫।১ ;

অলসান—আলস্য সূচক অঙ্গ মোড়ামুড়ি দিয়া ; ৪২৯।১ ;

অলাপত—আলাপ [illegible] ; ৬৩৬।১২ ;

অলাপন—আলাপ ; [illegible] ;

অসতি—অসতী, মিথ্যা ; [illegible] ;

অসম—বিষম, পঞ্চ-সংখ্যক ; ২০৮।১৪ ;

অসম্বীত—('সম্বিত দ্রষ্টব্য') [illegible] ; ৩৯৯।৭ ;

অসিত (সং)—কৃষ্ণবর্ণ, কালো ; ২১০।৬ ;

অহনিশি—অহর্নিশ, দিবারাত্র ; ২৮।১৫ [illegible] ;

অহিরিণি—আভীরী, গোপী ; ২৫১।৯ ;

অহীত—অহিত, অমঙ্গল ; ১৯৮।১১ ;

অহীর—('আহীর' দ্রষ্টব্য) গোয়ালা ; ১৫

আ

আঁচর—অঞ্চল, আঁচল ; ৭০।৩ ১৭৭।১ ;

আঁজল-মাপা—যাহা অঞ্জলি দ্বারা মাপা যায় অর্থাৎ প্রভূত ; ২১৬।[illegible] ;

আঁটনি—বন্ধন ; ৩০১।৫ ;

আঁটে—সমকক্ষ হয় ; ২১৪।৪ ;

আঁধার—আন্ধার অন্ধকার ; ১০৬।৮ ;

আই—মাতামহী ৩০০।৯ ;

আই—আসিল, ৫০।১ ; ৪৪৯।২ ;

আই—বিস্ময়ার্থক অব্যয় শব্দ ; ২১৮।১ ; ৩১৫।১১ ;

আইজ—অদ্য, আজি ; ৪৪।৯ ; ৪৫।১৩ ;

আইসে—আসে ; ২৩৩।৬ ;

আউল—আকুল, অস্থির ; ৫৯১।৬ ;

আউলাই—(১) আলুলায়িত করিয়া ; ৫০৯।৬ ;
(২) আলুলায়িত হইয়া ২১৩।২ ;

আউলাইল—আলুলায়িত হইল ; ৪৭১।১০ ;

আওত (হে)—আসে ; ১০০।৩ ; ১৯৭।৭ ; ২৫৩।১ ;

আওল, আয়ল—আসিল ; ৮৫।১৪ ;

আওলি—(১) আসিলি ; ১৭৯।৪ ;
(২) আসিল ; ২৪১।৪ ;

আওলুঁ—আসিলাম ; ৯০।১২ ; ১০৩।১[illegible] ;

আওব—আসিবে ; ৩৩।১ ; ১৯৫।১২, ২০৩।১৪ ;

আকুতি (সং-আকূত) অভিপ্রায় ; ৬১।৭ ;

আক্ষেপানুরাগ—পূর্বরাগের যে অবস্থায় নায়িকা আক্ষেপ-বশে নিজের, প্রিয়তমের বা সখী [illegible] অনুযোগ দেয়, তাহাকে আক্ষেপানুরাগ বলা যায়।

আখর—অক্ষর ; কথা ; ৩৮।১ ;

আগম (সং)—তন্ত্র শাস্ত্র ; ৪৭০।১৫ ;

আগরি—অগ্রণী, অগ্রগণ্যা ; ১৪৩।১ ;

আগরি—(১) পরিপূর্ণ ; ৪৭৪।২০ ; ৫৭১।৬ ;
(২) আকর, আলয় ; ৫৩০।১১ ;

আগর (রু)—সুগন্ধি অগুরু-কাষ্ঠ ; ২০১।১০ ; ৬১২।১৩ ;

আগলি—অগ্রগণ্য ; ১৭৩।১১ ;

আগি, আগী, আগুনি—অগ্নি ; ২৯।১৩ ; ২১৫।৮ ; ৫১৪।২২ ;

আগু—আগে ; [illegible] ১৪ , ৫৫৪।১১ ;

আগুসরি—অগ্রসর হইয়া ; ৪৭৪।৪২ ;
আগুসার—অগ্রে গমন ; ১৯৩।১০ ;
আগোরল—আগ্‌লাইল ; ২৭০।৩ ;
আচর—আচরণ কর ; ৫৭৪।১৪ ;
আছ (ছয়ে)—আছে ; ১২৬।৭ ; ১৫৫।৭ ;
আছইতে—থাকিতে ; ১৫২।৮ ;
আছল (লা)—ছিল ; ২৫।৩, ১৫৯।১ ;
আছিতে—থাকিতে ; ১৬৬।১৩ ;
আছিলুঁ—ছিলাম ; ২৪০।২ ;
আছিয়ে—আছি ; ১৬৬।১৩ ; ২০০।১২ ;
আজাড়িয়া—খুলিয়া ; ৫০৯।১ ;
আজু—আজ, অদ্য ; ৩।১ ; ৬১।৫ ; ৬৩।১ ;
আট কর—অষ্ট প্রহর ; ৪১২।১৩ ;
আটি—টানিয়া ; ৫৫৩।১০ ;
আড়—(১) বক্রিমা ; ১৪২।২ ; ৫৮৯।১ ;
(২) আড়াল ; ৯৪।৪ ; ২২২।৭;৫০৯।১১;
(৩) প্রস্থ (breadth) ; ৩৭০।১৩ ;
আড়ম্ব—আড়ম্বর, ঘটা ; ৪৮৫।১৬ ;
আতর—সুগন্ধি দ্রব্য-বিশেষ, ৪৩৬।১৮ ;
আত্মসাথ—(সং-আত্মসাৎ) অঙ্গীকার, গ্রহণ ; ৫৪৮।১৮ ;
আদিত—আদিত্য, সূর্য্য ; ৫৭৭।৬ ;
আধি (সং)—মানসিক পীড়া ; ৫৪৮।১৩ ;
আনঁদ—আনন্দ ; ৪৩৬।৯ ;
আন-আন—অন্যোন্য, পরস্পর, ৮৫।৪ ;
আন—(১) অন্য, অপর ; ২।১৮ ; ১৫৬।১২ ;
(২) অন্য বিষয় ; ৫।৫ ;
(৩) অন্যথা ; ১০।৮ ; ২২।২ ; ৪৯৯।২ ;
আনচান—ছট্‌-কট্‌ ; ৫৪।৮ ;
আনবি—আনিবি ; ১৩।১০ ;
আনব—আনিবে ; ৫০০।১৭ ;
আনল—অনল, অগ্নি ; ৩৬।৭ ;
আনলুঁ—আনিলাম, ২০।১৯ ;
আনসি—আনিস্‌ ; ২৬৬।৮ ;

আন্ধুয়া—অন্ধ ; ৫১২।২ ;
আপ—নিজ ; ৪৫০।৭ ; ৫৬৪।১২ ; ৬০০।১৪ ;
আপার—(সং-অপার) সঙ্কট; ৩৩৮।১৬ ;
আপি—অর্পণ করিয়া ; ৫৭৪।৮ ;
আবাল—বাল্য-কাল ; ৫০।৪ ;
আবেশ (সং)—ভাবোচ্ছ্বাস ; ২৭৮।৪ ;
আমায়ে—আমার পক্ষে ; ৫৭।৪ ;
আয়ব—আসিবে ; ৮৪।৬ ;
আয়ল—আসিল ; ৬।৪ ;
আয়লি—আসিলি ; ২০।১৭ ; ৯১।৪ ;
আয়ান (সং-অভিমন্যু, প্রা-অহিমন্ন, কৃঃ কীঃ-আইহন্)—শ্রীরাধার স্বামী গোপ-বিশেষ ; ২২৮।১ ;
আয়ে—আসে ; ৩০৩।১ ;
আরতি—(সং-আ+রতি) অনুরাগ; ১৫৭।২ ; ১৬৪।১১ ; ২৩৯।২০ ;
আরতি—(সং-আর্ত্তি) উৎকণ্ঠা ; ১৭।৩ ; ১০৫।৫ ; ৫৭৮।১২ ;
আরাধই—আরাধনা করে, পূজা করে ; ৪।৮ ;
আরে—অপর, অধিকন্তু ; ১৩৮।৯ ;
আল (লা) আলোকিত, ২৯২।৩ ; ৩৮২।৯ ; ৪৭৪।৭ ;
আলস, আলিস—আলস্য ; ৫৭০।১৩ ; ৫৭৬।৩ ;
আলাপ—রাগালাপ কর ; ৪৮৯।২ ;
আলিঙ্গই—আলিঙ্গন করে ; ১৭৫।৩ ;
আলি (লী) (সং)—সখী ; ৬৪।১ ; ১০৩।১, ৪৪৯।৭ ;
আলুয়ায়—আকুল হয়, এলাইয়া পড়ে ; ১৬৫।১৩ ;
আল্য—আসিল ; ২৯৩।১৩ ; ৫৪০।৫ ;
আল্যা—আসিলা ; ২৩০।১ ;
আব(বে)—আইসে,আগমন করে;১৩।৪;২০৮।৭,
আশোয়াস—আশ্বাস; ৮৮।১২; ১২৪।৭; ৬০৭।২;

আশোয়াসলি—(১) আশ্বাস দিল (স্ত্রী-লিঙ্গ কর্তৃপদ স্থলে); ৬৫।১৪;
(২) আশ্বাস দিলি; ৮৭।৬;
আহিরিণি—আভীরী, গোপী; ৬১৮।১৭;
আহিরী—গোপী; ২৭৪।১৮; ৪৮৯।৫;
আহীর—(সং-আভীর) গোয়াল; ২৩৭।৮;

ই

ইতি উতি—এথায় ওথায়; ৩১৪।৯;
ইথে-(১) ইহাতে; ১০।৮; ৬৯।৭; ১৭৪।৪;
(২) ইহা; ১৫।৮; ২০।১০; ৫৫১।৭;
ইন্দিবর—ইন্দীবর, নীলোৎপল; ২৩৮।৭;
ইবে—এবে, এখন; ৪০০।২; ৫১২।১; ৫১৪।৪;
ইসাদ (আঃ)—সাক্ষী; ২২৯।৮;
ইহ—(১) এই; ৪।১৫; ১৫।৪; ২০৩।১১;
(২) ইহা; ১০২।৯;

উ

উকটিয়া—তালাস করিয়া; ২৩৩।১৯; ২৩৩।২৫;
উগারই (য়ে)—উদ্গীরণ করে; ১৮১।৮; ৪৮২।৩;
উগারল—উদ্গীর্ণ করিল; ২০৩।৪;
উগারসি—উদ্গীর্ণ করিতেছিস্; ২৪৭।৭;
উঘারল—উৎঘাটিত করিল, খুলিল; ১৮৭।৬;
উঘারি—উদ্ঘাটিত করিয়া, খুলিয়া; ১৮৭।৭; ২০৮।১১; ৪৩৬।১৭;
উচ (চল)—উচ্চ, উন্নত; ৮।১৫; ৮৫।১০; ৩৭৬।১০;
উচাটন—(১) অস্থির; ৫৭৭।৯; ৪৭১।৩০;
(২) অস্থিরতা হেতু ছট্ ফট্; ৫।১৫;
উছলই(ত)—(১) উচ্ছলিত হয়; ৪৩১।৭;
(২) উত্থিত হয়; ২০৯।১৫;
উছলি—উচ্ছলিত হইয়া; ৫।৯;
উজাগর—(সং-উজ্জাগর) জাগরণ; ৫৫০।১;
উজারই—উজ্জ্বল করে; ২০১।১২;
উজারা (রি)—উজ্জ্বলা; ৪৩১।৯; ৬০০।১০;
উজারি—উজ্জ্বল করিয়া; ২৪২।২;
উজু-(সং-ঋজু) ঋজু, সরল; ৪২৬।৬;
উজোর(রা)—উজ্জ্বল; ২।৪; ২।১১; ৬৮।১০;
উজোরল—উজ্জ্বল হইল; ৩০।১০; ৮৭।১;
উজোরি—উজ্জ্বলা; ২।১৩;
উঠই—উঠিয়া; ৯৪।৩; ২৫৮।১২;
উঠত—(১) উঠে; ৭৩।১০; ৪২৮।৭;
(২) উঠিতে; ১৭৬।১২;
উঠহন—উত্থান, উঠা; ৪৪৯।৮;
উঠায়ত—উঠায়; ৪৪৯।৭;
উঠি—উঠে; ৪০৮।৫;
উডু (সং)—নক্ষত্র; ২।২; ১১৯।১৬;
উডুপ (সং)—নক্ষত্র পতি, চন্দ্র; ৫৭৫।১১;
উতপত—উত্তপ্ত, সন্তাপিত; ২৪।১৪;
উতপল—উৎপল; ৫৭০।১;
উতব—উত্তর, জবাব; ৭০।১৩; ১৪৮।২; ১৯৭।১০;
উতরল—(সং—উৎ+তরল) উৎকণ্ঠিত; ৫৭০।৮;
উতরলুঁ—উত্তীর্ণ হইলাম; ৫৯৭।৮;
উতরিল—উত্তরিল, উপস্থিত হইল; ৪৫।২;
উতরোল—(১) উৎকণ্ঠিত; ১৭৮।১; ৩৮৮।৯;
(২) উচ্চ শব্দ; ৭৭।৯; ১৯৭।১০; ৩৭৭।৯;
উতাপই—উত্তাপিত করে; ৬৫।২;
উতাপিত—উত্তাপিত; ১৫১।৯;
উতারি—খুলিয়া; ৩৩।৭;
উতোর—উত্তর; ২০৫।১১;
উৎকণ্ঠিতা—নায়িকা-বিশেষ;

"সঙ্কেতে প্রাণেশ নাহি আসে কি কারণ—
করে চিন্তা যেবা—উৎকণ্ঠিতা সেই জন"
'রস-মঞ্জরী'

উথলই—উছলিয়া উঠে ; ১২।১৯ ;

উথলল—উছলিয়া উঠিল ; ২৭।১, ৩১।৩ ; ৪১৭।১৪ ;

উদঘাটহ—উদ্‌ঘাটিত কর ; ৯।১৩ ;

উদবেগ—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ; ৬৫।৪ ;

উদাস—ঔদাস্য ; ১০১।১১ ;

উদাসি—উদাসীন, বীতস্পৃহ ; ৫।৪ ;

উদেশ—(১) উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ; ১৪।৯ ; ৫৯৩।৫ ;

(২) অনুসন্ধান ; ২১০।২ ;

উৎসি—(সং—উৎ+শ্বস্‌) অনুশায়িত ; ২০।১১ ;

উনক—উহাঁর ; ২০।১৪ ;

উনমত—উন্মত্ত, পাগল ; ২১।১০ ; ৩৮।১৫ ; ৫০৩।১৩ ;

উনমাদ—(১) উন্মত্ততা ; ১২।১২ ; ২৬৫।১ ; ২৮১।৩ ;

(২) উন্মত্ত, পাগল ; ১৬০।১১ ;

উনমীলই—উন্মীলিত করে, খোলে ; ১৮৪।১১ ;

উনমুখী—উন্মুখী, উৎসুকা ; ৩০২।১ ;

উনসেঁ—উহাঁর সহিত ; ৪৬।৫ ;

উনহিক—উহাঁরই ; ১৫৫।৮

উনিদ—(সং-উন্নিদ্রতা) উজাগর, জাগরণ ; ৪৪৯।১ ;

উপচার (সং)—উপকরণ ; ২০১।১১ ;

উপচারা—উপচার, ব্যবহার ; ২০।২৩ ;

উপজত, উপজয়ে, উপজায়—জন্মে ; ২৪৬।৯ ; ২১৭।৫ ; ৫৯৩।১৪ ;

উপজল, উপজায়ল—জন্মিল ; ১৫৩।৯ ; ৪০০।৬ ; ৫৩৪।২ ;

উপদেশল—উপদেশ করিল ; ৭০।১৪ ;

উপরাগ (সং)—চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ ; ৫৯৪।১১ ;

উপাঙ্গ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ; ৪৪৩।৩ ;

উপাম—উপমা ; ২৩৮।১ ;

উপেখবি—উপেক্ষা করিবি ; ৬৯।৫ ;

উপেখল—উপেক্ষা করিল ; ১০১।১ ;

উপেখলি—উপেক্ষা করিলি ; ৯৩।১২ ; ৯৬।৩ ;

উপেখসি—উপেক্ষা করিতেছিস্ ; ২৪৬।৬ ;

উপেখব—উপেক্ষা করিব ; ৯৭।১৩ ;

উপেখইতে—উপেক্ষা করিতে ; ৯৭।১৪ ; ১১৩।৬ ;

উভ (উর্দ্ধ)—উচ্চ, ২১৫।২ ; ৫১৭।২৯ ; ৫৪৫।১ ;

উভারি—(১) ঢালিল ; ১৩৬।৮ ; ৪৩৬।৭ ;

(২) উছলিয়া ; ৪১৮।৭ ;

উমা—উদ্বেগ ; ৬০৭।১৬ ;

উয়ল—উদিলে ৬৩০।১৬ ;

উর (স্ত্রী-উরতি) অস্থির ; ৫৭৭।১০ ; ৫৯০।২ ;

উরায়ল—অস্থির করিল ; ২৬১।১১ ;

উর—উরঃ, বক্ষঃ, ২০।১২ ; ৭৫।২ ;

উরজ—উরোজ, স্তন ; ১১০।১১ ;

উলটি—উল্‌টা, বিপরীত ; ১৭০।১১ ; ৫৬১।৩ ;

উলটি—ফিরিয়া ; ১৪৬।৭ ; ২৫৬।২১ ;

উলটি—ফিরিয়া আসে ; ৪৮৫।১৭ ;

উলপুল—হুলুস্থুল, উলট-পালট ; ২২২।১৫ ;

উলস—উল্লসিত ; ২৬৮।৬ ; ৩০৪।৮ ;

উলসিত—উল্লাসিত ; ৩০৫।৪ ; ৩৮৮।১ ; ৩৯৩।১৫ ;

উলাস—উল্লাস, আনন্দ ; ৯৫।১৭ ; ১৯৮।১১ ;

উষ—উষা, প্রভাত ; ২৫৮।১২ ; ২০১।১৪ ;

উসাস—(সং-উৎ+শ্বস ধাতু) উর্দ্ধশ্বাস লইয়া ২০।১৩ ;

উহ (হি)—(১) ঐ ; ৫।১১ ;

(২) উহা ; ১৩৪।৪ ; ১৮১।১১ ;

উহে—উহাকে ; ২৪৬।১২ ; ২৪৭।৫ ;

উহক—উহাঁর ; ৩৩৪।৪ ;

উ

ও

ঔ

এ

ঐ

ক

কন্ধ—স্কন্ধ, কাঁধ ; ৪৩৫।৩ ;
কন্ধর (সং)—গ্রীবা, গলা ; ২৯।১০ ; ৫১০।৫ ;
কপূর—কর্পূর ; ৮৯।৪ ;
কব—কথন ; ৭৮।১৪ ;
কবজ (আঃ)—বিক্রয়-পত্র ১৬৯।১০ ;
কবল (সং)—গ্রাস ; ৬৩।৫ ; ২৬২।১০ ;
কবহুঁ (হু) কখনও ; ৩২।১৪ ; ৭৪।৪ ; ৯১।৭
কবিলাস—বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ ; ৫৪৩।৩ ;
কমলিনি—(১) কমল, পদ্ম ; ৭১।২ ;
(২) পদ্মিনী-জাতীয়া ; ১৫১।৬ ;
কম্পই—কাঁপে , ৩৯৬।৮ ;
কমান (ফাঃ)—ধনু ; ১২৯।৯ ; ২০৬।২৪ ;
কম্বু (সং)—শঙ্খ ; ২৯।১৭ ;
কয়ল—করিল ; ২।৪ ; ৭৩।১৪ ;
কয়লি—(১) করিলি ; ১৭৭।৯ ; ২৪৮।১ ;
(২) করিলাম (স্ত্রী-লিঙ্গ কর্ত্তৃ-পদ স্থলে) ৯৫।১০ ;
কর—ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ৩।১৯ ; ২১।১ ;
করই—(১) করে ; ২১৪।১৩ ;
(২) করিয়া ; ১০৬।১৫ ;
করইতে—করিতে ; ৪।৯ ;
করইবি—করিবিই ; ৭৪।৭ ;
করকা (সং)—শিল ; ৩৯১।৯ ;
করকশ—কর্কশ ; কঠিন ; ৯৬।৯ ;
করত—করে , ৩০৪।৪ ;
করদম—কর্দ্দম, পঙ্ক ; ১৮৫।১২ ;
করপূর—কর্পূর ; ৪৬৬।৬ ;
করম—কর্ম্ম ; ২০৫।২৫ ,
করলি—করিল (স্ত্রী-লিঙ্গ কর্ত্তৃ-পদ স্থলে) ; ৩৮৭।১ ;
করলুঁ—করিলাম ; ৫৩৫।২ ;
করব—(১) করিবে ; ৩৩।৪ ; ১২২।৫ ;
(২) করিবা ; ১০৬।৩ ;
করসি—করিস্ ; ৬৫।৯ ;
করাওল—করাইল ; ১৯৫।৬ ; ২০২।৪ ;
করিয়ে—করি ; ৩৬।১৩ ; ৫৩৫।৪ ;
করিলুঁ—করিলাম ; ৩৭।২ ;
করু—(১) করে ; ১।৫ ; ৬৪।১ ;
(২) কর ; ৭৩।১ ; ৩৯৯।১২ ;
(৩) করুক ; ১০০।৫ ;
(৪) করি ; ৩৭৯।১ ;
করুণা—(১) দয়া ; ২৫০।১৩ ;
(২) করুণ-ভাব ; ২৪২।৫ ;
(৩) কাতর-উক্তি ; ১২।৪ ; ৪৯৩।৬ ;
করোঁ—করি ; ১৭২।৪ ; ৩৫৯।৯ ;
করো—করিও ; ২৩২।১৪ ;
কর্ম্ম-গত (সং)—কর্ম্ম ফলে জাত ; ২৫৯।৫ ;
কল—কলহ, বিবাদ ; ৩৭০।৩ ;
কলপ—(১) কল্প-পরিমিত কাল ; ৮৭।৯ ; ১৮১।৬ ; ৪৩২।৪ ; (২) কল্পতরু ; ৫৬৯।৩ ;
কল-পদ (সং)—সুমধুর বাক্য-যুক্ত ; ২০৬।৮ ;
কলপিত—কল্পিত, রচিত ; ৫৭৪।৫ ;
কলহান্তরিতা—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ ;

"অপমান করি' কান্তে অনুতপ্তা হয়
কলহান্তরিতা তারে কবিগণে কয় ,"
রস-মঞ্জরী

কলাবতি (তী)—কলাবতী, কামকলা-নিপুণা নায়িকা ; ৫।১১ , ১০৮।৫ ; ২০৩।১৩ ,
কলা-রস—শিল্প-সৌন্দর্য্য ; ৭৮।২০ ;
কলিজা (ফাঃ)—হৃদ্-যন্ত্র ; ৪১৪।৪ ;
কলোর—(সং-কল্লোল) কোলাহল ; ৪৬২।৭ ;
কষিল—কষ্টি-পাথর দ্বারা পরীক্ষিত অর্থাৎ নির্ম্মল ; ১৭০।১ ;
কহ, কহই—কহে ; ৩।২২ ; ১৭।৪ ;
কহই—কহিতে ; ২০।৬ ; ২৯।৭ ;
কহল—কহিল ; ১৪৪।৩ ;
কহলুঁ—কহিলাম ; ৯৬।১ ;

কহলি—বলিলি ; ৯৫ ৯ ;
কহব—কহিব ; ১০১।২১ ;
কহবি—বলিবি ; ৭।১২ ; ১০৬।৮ ; ১৪৪।৬ ;
কহসি—বলিতেছিস্ ; ৩৯৯।১ ;
কহায়সি—কহাও ; ৫৬৪।১২ ;
কহিছু—কহিতেছি ; ২৪০।২১ ;
কহিয়ে—কহি ; ৭৪।৫ ; ১৬৮।৫ ; ৪৬৪। ;
কহিল—কহিবার যোগ্য ; ১৩৮।৬ ; ৪১০।১০;
কহিল (লুঁ)—কহিলাম;৩৬।৫;২৪০।৬;৪১০।১৪;
কহু—কহে ; ৫।১০ ; ১৭৬।১৩ ; ২৮৩।১৬ ;
কহুঁ, কহোঁ—কহি ; ৩।১ ; ২৬৬।৯ ;
কহলার (সং)—পদ্ম ; ৪২৫।১৮ ;
কহ্নাই—কৃষ্ণ ; ৫৯৩।৬ ;
কাঁকালি—কটি ; ২৯১।১১ ;
কাঁচা—দাহন হেতু তরল অর্থাৎ নির্ম্মল;১৮৮।২;
২১৩।১ ; ৩৩৭।২ ;
কাঁঠি—কণ্ঠী, গলার অলংকার বিশেষ ;
১৩৬।১১
কাঁড়—(সং-কাণ্ড) বাণ ; ৩২০।১৬ ;
কাঁতি—কান্তি ; ৯।৬ ; ১০৮।৫ ;
কাঁপ(পই)—কাঁপে ; ১৮৫।১৫ ; ১৯২।২ ;
কা—ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ১২।৭ ; ১২।৮ ;
২৪৩।১৫ ;
কাই—কায়, শরীর ; ৫৭৩।২৪ ;
কাছনি—বন্ধন ; ১৭৩।১৯ ; ১৮৯।১২ ;২৫৩।৫,
কাজর (ল)—কজ্জল, কাজল ৬৮।৪ ; ২৪০।৩ ;
কাটব—কাটিব ; ১২২।৮ ;
কাঢ়ব—টানিয়া বাহির করিব ; ৩৯৩।৭ ;
কাণ্ডার—নৌকার হা'ল ; ৩৭১।৪ ;
কাতার—কর্ত্তরী কাটারি ; ১৩৭।১০ ;
কাতিক—কার্ত্তিক মাস ; ১৬০।২ ;
কান (হু)—কৃষ্ণ ; ৪।৩ ; ৭৬।১ ; ১৯২।২ ;
কানড় (ড়া)—(সং—'কন্দোট' শব্দ-জাত)
নীলোৎপল ; ১৪০।১১ ; ২৯০।১৯ ; ৫৮৫।৫ ;

কান্দ (ন্দই)—কান্দে; ৮৯।১৫;১৮৫ ৯;৩৮৫।৪২;
কামরঙ্গ—কামরাঙা-নামক ফলবিশেষ ;
৩০৫।১৯ ;
কারি—কালো, কৃষ্ণ-বর্ণ ; ৬১২।৭ ;
কালিঁদি—কালিন্দী, যমুনা ; ৪৩৫।২৩ ;
কালিম—কালো ; ১০৮।১ ; ১৩৫।১১ ;
কাহ—কাহার ; ৮৫।৬ ; ১৬০।৫ ;
কাহাঁ—কোথায় ; ৭১।১ ;
কাহুক—কাহারও ; ৫।১২ ;
কাহে—কাহাকে ; ১৯৪।২২ ;
কাহে—(সং-কথং) কেন ; ৮৪।১৩ ; ৮৭।৬ ;
কাহে লাগি—কি জন্যে ; ১।১ ;
কাহু—কানাই ; ৩০৮।৩ ;
কি, কী—ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ১১।২ ; ৬৪।২ ;
৪৬৪।৭ ;
কিধোঁ—(সং-কিম্বিধ ?) কি প্রকার ; ৪৬৪।২;
কিয়ে—কি ; ১।৫ ; ২।৪ ;
কিরিতি—কীর্ত্তি; খ্যাতি ; ৬৬।৬ ; ৩১৫।১৩ ;
কিশলয়, কিসলয় (সং)—পল্লব ; ২৯।১২ ;
১২৫।১০ ;
কিশোর—(১) কুমার ; ৪৩।৩ ;
(২) কুমারী ; ৬৩।১ ;
কিসেকে—কি জন্যে ; ৫৮৯।৬ ; ৫৮৯।৮ ;
কী—কি ; ৪।১১ ; ৭০।৬ , ২২৭।৮ ;
কীত—(সং কৃত ; অপ—করীত, কঈঅ)
কৃত ; ১৬।৮ ;
কীয়ে—কি ; ১৫৫।১২ ; ১৯২।১১ ;
কীর—টিয়া-পাখী ; ৪২৬।৩৭ ; ৪৮৩।৭ ;
কুঁজ—কুঞ্জ ; ৪৬২।২ ;
কুঁড়ি—কুট্মল, কলি ; ৪৪।২ ;
কুঙর—কুমার ; ৪৮৩।১ ;
কুঙারি—কুমারী ; ১০২।৬ ;
কুজবতি—কুব্জা ; ৩০।৫ ;
কুটি-নাটি—ছল-চাতুরী ; ২৪৭।১১; ৩১২।১৬ ;

কুন্দ (সং)— পুষ্প-বিশেষ ; ১২৬।৩ ;
কুন্দ—কাঠ-মিস্ত্রীদিগের যন্ত্র-বিশেষ ; ১৩৬।১৬;
কুন্দায়ল, কুন্দিল—কুন্দাইয়া গড়িল ; ১৩৬।১ ; ৫৫৩।৬ ;
কুবলয় (সং)—নীলোৎপল ; ২৩৮।১ ;
কুবুজা—কুব্জা, কংস রাজের দাসী ; ২ ১।৮ ;
কুলুপ—খিল, অর্গল ; ১২২।১০ ;
কুহরই (ও)—কুহরে, কুহু-ধ্বনি করে ; ২৫৭।৫ ; ৪৩৫।১০ ;
কুহুকত—কুহু-ধ্বনি করে ; ৬৬২।৬ ;
কুসুম-শর (সং)—কন্দর্প, মদন ; ২৮।১৫ ;
কূর—ক্রূর, নির্দ্দয় ; ২০৭।৭ ;
কে—(১) নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন ; ১৫৩।৪
(২) সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ৫৮৫।৮ ;
কেকি—(সং কেকিন্) ময়ূর ; ৫৭৩।১৮ ;
কেরয়াল, কেরোয়াল—নৌকার হাল; ১১৩।১১, ৩১৬।৭ ; ৪৫২।৬ ;
কেল—কেলি, ক্রীড়া ; ৫৯২।৫ ;
কেল—করিল ; ১৭৭।৫ ; ৫৫৭।৫ ;
কেলি—করিলি ; ২০১।৪ ;
কেলি-কদম্ব—এক-প্রকার কদম্ব-বৃক্ষ ; ৬১।৬ ;
কেশ—কেশ, চুল ; ২০।১১ ;
কেহু (ও) কেহ ; ২৭৩।৩ ; ৬৬০।১০ ;
কৈছন—কেমন, কিরূপ ; ৯৬।১১ ; ১২২।৬ ; ১১৮।৪
কৈছে—কিরূপে ; ২১।৪ ; ৬৮।১০ ; ৭০।৯ ;
কৈরব (সং)—শ্বেত-পদ্ম ; ৩৭৩।৯ ;
কৈল—করিল ; ১৯।৫ ;
কো—কে ; ২৮।১৩ ; ২৮৩।১২ ; ৫৬২।৪ ;
কো—(১) নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন ; ৪৬৬।১১ ;
(২) ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ৩০৮।২ ;

কোই—কেহ ৬৫।১৫ ; ৭০।১৩ ; ১৫৮।৭ ;
কোক (সং)—চক্রবাক পক্ষী ; ২৬।৯ ;
কোথাকাবে—কোথায় ; ৫৪০।৬ ;
কোয়েল, কোয়েলা (ভীয়া)—কোকিল ; ৪৩৫।১৯ ; ৪৬২।৬ ; ৪৮৩।৮ ;
কোর—(১) ক্রোড় ; ৩৩।৫ ; ৬০।৭ ;
(২) কোল, আলিঙ্গন ; ৪।১৭ ; ৭২।৫;
ক্যা—কি ; ৪৬৪।৫ ;
ক্রিমি (সং)—কীট ; ৪৫১।৬ ;
ক্রীড়তি (সং)—ক্রীড়া করে ; ৬০০।১ ;
ক্ষেমা—(১)ক্ষমা ; ৩০৯।১২ ;
(২) ক্ষান্ত ; ৪৮২।৭ ;

খ

খখেরা—কলঙ্ক ; ২০১।১ ;
খচিত (সং)—জড়িত ; ২০৭।২ ;
খণ—ক্ষণ ; ৬৬।৩ ; ৮৩।৬ ; ১৫৩।২ ;
খত—ক্ষত, আঘাত চিহ্ন ; ১০।৫ ;
খণ্ডন—দংশন-ক্ষত ; ২৬।১৮ ;
খণ্ড—(সং-খণ্ডিত) মাংস ; ৪৫৫।১৭ ;
খণ্ডিতা—নায়িকা-বিশেষ
"অন্যের সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ,
আসে প্রাতে প্রিয় যার—খণ্ডিতা সে জন;"
রস-মঞ্জরী
খণ্ডিল—ঘুচিল ; ৪০।১১ ;
খবার—বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ ; ৫৪৩।৩ ;
খম্ব—খাম্বা, স্তম্ভ ; ২০১।২ ;
খরশান—(সং-খর+শাণ ?) তীব্র ; ৪৪১।১৬ ;
খলত—স্খলিত হয় ; ৫১৭।২০ ;
খলন (সং)—স্খলন, পতন ; ১১।৬ ; ৪২৬।১৮ ;
খসল—খসিয়া পড়িল ; ১০।৩ ;
খাঁথার, খাথার (বি)—কলঙ্ক ; ৩৯।১২ ; ২২৫।৮ ; ৩৬১।১০ ;

গহন (সং)—(১) নিবিড় ; ১১২।৯ ; ১১৭।৬ ;
(২) অরণ্য ; ২৮।২ ; ৪০৬।১৮ ;
গহন—গ্রহণ ; ৮৬।২ ;
গহিন—গভীর ; ১৯২।৯ ;
গাঁথ—গাঁথিলাম ; ১৮৭।৯ ;
গাঁথল—গ্রথিত ; ১৮৭।৬ ;
গাঁথলুঁ—গাথিলাম ; ২০৩।৩ ;
গাঁথি—গাঁথিল ; ১৩৩।১২ ;
গা—গিয়া ; ২২১।১৬ ;
গাই, গাওই (ত)—গান করে ; ১০১২।৭ ;
২৮০।১১ ; ৪৮৩।১২ ;
গা, গাও (ত)—গাত্র ; ৬৭।৭ ; ১৪০।১১ ;
২১৩।২ ; ৫৬৩।৮ ;
গাগরি(রী)—কলসী ; ৪১।১২ ; ৫২২।৩ ; ৫৮১।৪
গাজল—গর্জ্জিত ('ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে 'ল') ;
৪০৬।১ ;
গায়ত—গান করে ; ১১৯।৯ ; ৪৮৪।১১ ; ৫৪৩।৫ ;
গাব (বই)—গান করে ; ২৩।২ ; ৫৯৩।১৩ ;
গারি—গালি ; ৯৭।৬ ; ১৬২।৩ ; ১৯৪।১৯ ;
গাহক—গ্রাহক ; ৮৪।৬ ; ২৪৬।৫ ;
গিম—('গীম' দ্রষ্টব্য) ৩০৮।৮ ; ১৫৯।৫ ;
গিরত, গীরত—পতিত হয় ; ৪২৫।২ ; ৫৭৩।৯ ;
গীম—গ্রীবা, গলা ; ৬।১ ; ১০৫।১১ ;
গুঞ্জ গুঞ্জ—গুন্-গুন্ শব্দ ; ৪৩১।২১ ;
গুঞ্জ, গুঞ্জর (তে)—গুঞ্জন করে ; ২৩।১
১৬৮।৮ ; ৪৩৫।২২ ;
গুঞ্জত—গুঞ্জন করে ; ৪৭৮।৮ ; ৪৬২।৬ ;
গুড়া—নৌকার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব
পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠ-দণ্ড ; ১১৩।১০ ;
৩২০।৭ ; ৩৭১।৩ ;
গুণ-গহ—গুণ-গ্রাহী ; ২১৩।১ ;
গুণয়ে—গণে ; ৫৩৮।২ ;
গুণল—গণিল ; ১৬২।৭ ;
গুণ-হিনি—গুণ-হীনা ; ৬১৮।১৭ ;
গুণি—গণনা করিয়া ; ১০০।৮ ;
গুপত—গুপ্ত ; ১৪৪।১০ ; ১৯৮।১২ ; ৪০৩।১৪ ;
গুরুয়া—গুরু, ভারী ; ১২।৩ ;
গুড়—গূঢ়, গুহ্য ; ৫২৩।২৩ ;
গুণিতে—গণিতে ; ৫১৫।১০ ;
গুমরি—শ্বাস-রোধ হইয়া ; ৪১২।১৬ ;
গুলাব—গোলাপ ; ৪৩৬।১৮ ;
গে—গিয়া ; ৩৫৬।৬ ;
গেও—গেল ; ১।৩ ; ২৪৬।৩ ;
গেড়ুয়া—(সং কন্দুক) (১) খেলার উপযোগী
ক্ষুদ্র গোলাকার দ্রব্য বিশেষ ; 'ফুলের
গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে' চণ্ডীদাস।
(২) (লাক্ষণিক অর্থে) স্তন ; ৫৯৯।৫ ;
গেয়ান—জ্ঞান, চৈতন্য ; ৭২১০ ; ১২৫।৩ ;
গেলা—গেল ; ২০।৬ ; ৬৩।৬ ;
গেলি—(১) গেল ; ৪৫০।১১ ;
(২) গেলাম ; ২০।১৮ ;
গেলুঁ—গেলাম ; ৩১৫।১ ;
গোই (য়)—গোপন করিয়া ; ৮।৪ ; ১৭৭।১ ;
গোঙাই—যাপন করিয়া ; ৯১।৪ ;
গোঙায়ই—যাপন করে ; ১৭৫।৯ ; ১৮৩।৩ ;
গোঙায়ব—যাপন করিব ; ১৬১।১২ ;
গোঙায়লি—কাটাইলি, যাপন করিলি ; ১৮।৬ ;
গোঙার (স্ত্রী গোঙারি)—গ্রামীণ, অজ্ঞ ;
৭৩।৬ ; ৫৬৪।৬ ;
গোয়ালুঁ—যাপন করিলাম ; ৩৮।৪ ; ৩১৫।১৪ ;
গোটা—একটা ; ৫১৯।৫ ;
গোঠ—গোষ্ঠ, গোচারণ স্থল ; ১১০।১ ;
গোবিন্দাই—গোবিন্দ ('কানাই' 'বলাই'
ইত্যাদি তুলনীয়) ; ২৬৯।১০ ;
গোর (রি)—গৌরী, সুন্দরী ; ২।৭ ;
৪২।২২ ; ৭২।৩ ;
গোরা—গৌর-বর্ণ ; ২৩ ; ৪১৪।১৬ ;
গোরচন (না)—উজ্জ্বল পীত-বর্ণ দ্রব্য-বিশেষ ;
১৭৬।৮ ; ৩৩৭।৩ ;

ঘ

ঘটা (সং) —সমূহ ; ৪৭৪।৫ ; ৪৮৫।৮ ;

ঘটাওন—মেঘ-সমূহ ('ওন'প্রাঃ-হিন্দী বহু-বচনের চিহ্ন) ৬১২।৭ ;

ঘনসার (সং)—চন্দন ; ২০১।৯ ;

ঘরমাইত—ঘর্ম্মাক্ত ; ৫৭৪।১১ ;

ঘাইট—ঘাটি, ত্রুটী ; ২২৯।১৩ ;

ঘাঘর—অলঙ্কার বিশেষ ; ২৯৮।২ ; ৫১৭।১৪ ;

ঘুঁঘুট—ঘোমটা ; ১০০।৩ ;

ঘুরণি (ণী)—জলের ঘুর্ণী ; ২৯৩।৩ ; ৩৭২।২ ;

ঘুমাওল—ঘুমাইল ; ৭।৪ ;

ঘুমই—ঘুমায় ; ১১৬।৩ ;

ঘুমল—ঘুমাইল ; ৩২৯।১১ ; ৫৭১।১ ; ৫৭৪।৪ ;

ঘেবাঘেরি—জড়াজড়ি ; ৭৬।৭ ;

ঘেরি—জড়াইয়া ; ১৮৬।৮ ;

ঘোব—ঘোলা, আবিল ; ১৯৬।৭ ;

ঘোরে—ঘষে ; ৬১২।১৩ ;

ঘোষই—ঘোষণা করে ; ৮৩।১ ;

চ

চঁদন—চন্দন ; ৩৪১।৫ ;

চকিত—(১) চমকিত ; ১৪৪।১ ;
(২) চঞ্চল-ভাবে ; ৬৪।১০ ;

চকোরা (স্ত্রী-চকোরি)—চকোর-পক্ষী ; ১৮।৪ ; ৪৩৬।৫ ;

চঙ্গ—বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ ৪৪৩।৩ ;

চঢ়ল—চড়িল, আরোহণ করিল , ২৩।১১ ;

চঢ়ায়লুঁ—আরোহণ করাইলাম ; ৮৯।৩ ;

চতুরি—চতুরা ; ১০২।১৭ ;

চতুরাই—চতুরতা, চাতুরি ; ১৪৮।৩ ;

চতুরিম—চাতুর্য্যময়, চতুরতাপূর্ণ ; ১৩।২ ;

চন্দ (ন্দা)—চন্দ্র ; ২।১২ ; ১৯।৮ ; ৬৬।১৮

চন্দন-পঙ্ক (সং)—পঙ্কবৎ ঘষা চন্দন ; ৮১।৬ ;

চন্দ্রক (সং)—(১) শিখি-পুচ্ছ; ১২৯।৩; ১৩০।৮;
(২) পুচ্ছ ; ২৬৩।১২ ;

চমকই—চমকিত হয় ; ১৯২।১ ;

চরচা—চর্চ্চা, আলোচনা ; ৫১।১১ ;

চরচোত—চর্চ্চিত অর্থাৎ লিপ্ত করে ; ৬০০।১০

চরত—চরে ; ১২৬।৫ ;

চরীত—চরিত্র ; ২০।১৭ ; ৪৬৮।৪ ; ৫২২।৭ ;

চলইতে—চলিতে ; ১০০।১২ ; ৪৭৭।২ ;

চলত—চলে ; ৪১৫।৪ ;

চলনা—চলন, গমন ; ১২।৫ ;

চলল (লা)—চলিল ; ৭৪।১ ; ২৪৭।৮ ;

চলব—চলিবে ; ১১২।১ ;

চললি—চলিল (স্ত্রী-লিঙ্গ কর্ত্তৃ পদ স্থলে) ; ৭৪।১ ; ৮০।১ ; ৫২২।১ ;

চলু—চলে ; ৭৩।১২ ; ৯৮।২ ; ১২৪।৮ ;

চাঁছি—ক্ষীরের ভাণ্ড হইতে চাঁছা ক্ষীর ; ২৭৫।৯

চাঁদনি—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না ; ১৫৯।১২ ;

চাই—(১) চাহিয়া ; ১৯।২ ; ৯৫।৭ , ১৫৩।২;
(২) চাহে ; ৯৮।১০ ; ১০২।৪ ;

চাউটা-নাচটি—অল্প-বয়স্কা স্ত্রীলোক ; ২১৯।৯ ;
তুঃ—চেটো-নেটো যায় জলে"—চণ্ডীদাস

চাখই—আস্বাদন করে ; ২৫৯।৯ ;

চাচর—কুঞ্চিত ; ২।১ ; ১৮৯।১২ ; ৪৭৬।১ ;

চাঞা (য়্যা)—চাহিয়া ; ১৩৭।৬ ; ২৯।৭০ ;

চাতক—পক্ষি-বিশেষ ; পাপিয়া ; ২৪।৯ ;

চাতুর—চতুর ; ২০৫।১২ ; ৫৬৪।১২ ;

চাতুরি—(১) চাতুর্য্য,কৌশল ; ৯।১ ; ২৫৫।১৩ ;
(২) চতুরা ; ২৫০।১০ ;

চান্দনি—চন্দ্রযুক্তা, জ্যোৎস্নাময়ী ; ২১২।১৪ ;

চামীকর (সং)—স্বর্ণ ; ৫৫৮।১ ;

চায়—চাহিয়া ; ৪৯৯।৮ ;

চার—(১) (ফাঃ—চারাহ্) উপায় ; ২২২৭ ;
(২) শীকারের জন্য মৎস্যাদিকে আকৃষ্ট করার উপযোগী লোভনীয় দ্রব্য ; ৩১০।৪ ;

ছোড়য়ে—ছাড়ে, ৫।৭ ;
ছোড়লুঁ—ছাড়িলাম ; ২৪।১ ;
ছোড় বি—(১) ছাড়িবি ; ১০১।১০ ;
(২) ছাড়িবে (স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তৃপদ স্থলে) ; ১২৫।১৫ ;
ছোড়ি—(১) ছাড়িল ; ৫০২।১৩ ;
(২) ছাড়িয়া ; ৫২২।৩ ;
ছোয়—(১) ছুই ; স্পর্শ করি ; ১১।৬

জগ—জগৎ ; ২২।১৪ ; ৭২।৮ ; ২৮৬।১২ ;
জড়ায়ল—মিশ্রিত হইল ; ৫৭১।৪ ;
জড়ি—জড়াইয়া ; ২৭০।২ ;
জনায়বি—জানাইবি ; ৩৭৯।২ ;
জনি—(১) যেন ; ৭১।১৪ ; ৮২।১২ ; ১৪৮।৯ ;
(২) যেন না ; ১৩।৮ ; ৬৫।৮ ; ৮৩।১২ ;
(৩) না ; ৭০।১১ ; ৭৪।৭ ; ৯৯।১ ;
জনাহ—জানাও ; জানাইতেছ ; ২০২।১০ ;
জনু—যেন ; ২।২ ; ৭৫।৯ ; ২৬৫।৮ ;
জপই—জপে ; ৫৫১।১৫ ;
জপইতে—জপিতে ; ১৭৬।২ ;
জপত—জপিতে জপিতে ; ৯৫।১৪ ;
জর—জ্বর ; ১০৬।২ ;
জরজর—জর্জ্জরিত, জীর্ণ ; ৩১৯।১ ;
জরতী (সং)—বৃদ্ধা ; ৪৭০।৮ ;
জরি—জ্বলিয়া ; ৩১১।৯ ; ৪০৭।১৫ ; ৫৩৫।১৫ ;
জলপসি—(সং-'জল্প' ধাতু) কহিতেছ ; ৪০০।৯ ;
জম্ভাত—(সং জৃম্ভ ধাতু) হাই তোলে ; ৪৮৪।১,
জাগ—(১) জাগে ; ৩৭৩।২ ;
(২) জাগিয়া ; ২৮৭।১৩ ;
জাগরি—জাগরিতা ; ৮৫।১ ; ৫৫২।৮ ;
জাগহুঁ—জাগ ; ৩০৭।১ ;
জাগাওন—জাগান ; ৪৪৯।২ ;
জাগি—(১) জাগে ; ৮৬।৪ ;
(২) জাগিল ; ৬৪।৪ ;
(৩) জাগিয়া ; ৯১।৫ ; ১১৬।১ ;
জাগু—জাগুক ; ৫৭৪।১৫ ;
জাদ—(১) বেণীর আগায় ঝুলাইবার জন্য থোপা ; ৬৪।৯ ; ১৪৯।২১ ; ৪৩৩।২ ;
(২) মালা ; ১৭০৭ ;
জান—(১) জানে ; ৫।১৪ ; ৬৫।১১ ; ৭১।১৩ ;
(২) জানি ; ৫৬৩।১ ;
(৩) জান, জ্ঞাত আছ ; ২৭৮।১১ ;
(৪) জানিয়া ; ৩৭৬।৭ ;
জানত—জানে ; ৩২১২ ; ৩১৩।১ ;
জানলুঁ—জানিলাম ; ৪।৬ ৩২।২ ; ১০৯।১০ ;
জানসি—জানিতেছ ; ৮৬।৬ ; ২৪৬।১৪ ;
জানায়বি—জানাইবি ; ১৩.৪ ;
জানি—সন্দেহ-অর্থে অব্যয় ; ১২২।৫, ৩৭৭।৩
জানি—জানে ; ৫৭৪।১২ ;
জানিয়ে—জানি ; ১।৫ ; ৭৩।২ ;
জানিল—জানিলাম ; ২৮৯।২ ;
জাম্বুনদ—জাম্বুনদ, স্বর্ণ ; ২৬২।৩ ;
জারই (ত)—জ্বালায় ; ৮৪।৩ ; ১৮১।১০ ;
জারল—জ্বালাইল ; ১৮৪।৫ ; ২১৫।৮ ;
জারিব—জ্বালাইল ; ৩৩৩।১০ ;
জারিল—জ্বালাইব ; ২৬৭।৪ ;
জাল (সং)—গবাক্ষের ছিদ্র ; ৫৬৯।১৬ ;
জি—(সং জীব ধাতু) বাঁচি ; ৩৭০।৪ ;
জিউ, জীউ (ব)—জীবন ; প্রাণ ; ১।২ ; ২৮।২ ; ২৪২।৭ ; ২৮৭।৯ ;
জিতল—জয় করিল ; ১১৯।১৭ ; ৪৩৭।১৭ ;
জিতি—জিনিয়া, জয় করিয়া ; ১৯৮।১ ;
জিবই—বাঁচে ; ১২৮।১৫ ; ৪৯৫।১ ;
জিবইতে—বাঁচিতে ; ৬৮।৬; ১২৮।১৫; ৫০২।১২;
জিবন্তি—জীবন্তী বৃক্ষ ; ৩০।৪ ,
জিবে—বাঁচিবে ; ৩৯৮।৬ ;
জিয়ব—বাঁচিবে ; ৮৩।৪ ;

জিয়বি—বাঁচিবি ; ২৫১।২ ;
জিয়াইতে—বাঁচাইতে ; ১২৪।৭ ;
জিয়ে—বাঁচি ; ৮০৯।২ ;
জিহ্মত—('জম্ভাত' দ্রষ্টব্য) হাই তোলে ;
১১৬।১২ ;
জীতল—জিতিল ; ১১৯।২৫ ;
জীয়ে—বাঁচে ; ১৮।৪ ;
জীব (এই)—বাঁচে ; ৬৮।৯ ; ১৮৫।৮ ; ২৮৭।১ ;
জীমূত (সং)—মেঘ ; ৪২৬।৫ ;
জুঝিতে—যুদ্ধ করিতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ;
৩৮৭।১০ ;
জুড়ায়ই (ত)—জুড়ায় ; ৬৮।৩ ; ৭০।১১ ; ১৯৪।৬ ;
জোখা—ওজন, পরিমাণ ; ২২০। ৪ ;
জোড়ব—যোজিত করিব ; ৬৯।১৪ ;
জোতি—জ্যোতি, কান্তি ; ১৬।১ ; ৬৪।৭ ;
জোর (ফা:)—(১) বল ; ৫৯।১৫ ; ২২৯।৩ ;
(২) জোরে ; বলপূর্বক ; ৪২৮।৯ ; ৪৮৪।১৩ ;
জোর (হি)—যুগল, যোড়া ; ১৪।২ ; ৬৩।২ ;
২৩৮।৪ ;
জোরত—যুক্ত করে ; ৭৮।৩ ;
জোরা—জড়িত ; ৫৯৪।৮ ;
জ্বলত—জ্বলিতেছে ; ৬৫।১০ ;

ঝ

ঝকট (ড়)—(সং-ঝঙ্কটক ?) ঝঞ্ঝাট ; ২১৪।৬ ;
৫১০।১ ;
ঝকোর—ঝাঁকি, দোলন ; ৪৬২।৯ ; ৬১২।১০ ;
ঝকোরি—ঝাঁকাইয়া ; ৪৪৯।৬ ;
ঝগড়—('ঝকট' দ্রষ্টব্য) ঝঞ্ঝাট ; ১৫৭।৪ ;
ঝঙ্ক—ঝঙ্কার, গুঞ্জন-শব্দ ; ২০২।২ ;
ঝঙ্কক, ঝঙ্কে—ঝঙ্কার করে ; ৪৩৫।১৮ ; ৪৪৫।৬
ঝটা—ঝটিতি, শীঘ্র ; ৪৮৫।১৭ ;
ঝনঝন—ঝঞ্ঝনা, গোলমাল ; ৪২৭।৩ ;
ঝনকত—ঝম্ ঝম্ শব্দ করে ; ২০৮।২ ; ৪৪৬।৪ ;
ঝম্পে (ম্পই)—ঝাঁপে ; ৩৯৬।৮ ; ৪৮২।১৫ ;
ঝরু, ঝরত (এ)—ঝরে ; বিগলিত হয় ;
৩।১৬ ; ২৯।২ ; ৪৩৫।১৫ ;
ঝলকত, ঝলকে—দীপ্তি পায় ; ৪৮৫।৬ ; ৫৮১।২ ;
ঝলমল—উজ্জ্বল ; ২২৩।১১ ; ২৩৫।৩ ;
ঝাঁঝিয়া—ক্ষুদ্রঝাঁঝ অর্থাৎ করতাল ২০৮।২০ ;
ঝাঁপ—আচ্ছাদিত কর ; ২১১।৫ ;
ঝাঁপই—আচ্ছাদন করে ; ১৮৬।৯ ;
ঝাঁপল—ঢাকিল ; ৮৫।১০ ; ৪০১।১৪ ;
ঝাঁপলি—(১) ঢাকিলি ; ১৮।১২ ;
(২) ঢাকিল (স্ত্রীলিঙ্গ কর্তৃপদ
স্থলে) ১৮৭।৪ ;
ঝাঁপা—খোপা ; ৫৮৬।১৩ ; ৫৯৪।৭ ;
ঝাঁপি (পিয়া)—ঢাকিয়া ; ৭০।৩ , ২০৭।১০ ;
ঝাকত—কম্পিত করে ; ২০৮।১১ ;
ঝাট—(সং-ঝটিতি) শীঘ্র ; ১৭৮।৭ ;
ঝাট—আবর্জনা অর্থাৎ জঘন্য ; ৫৫৪।১ ;
ঝাট—মার্জন, ঝাড়ন ; ৯৩।১০ ;
ঝাড়া—ধৌত ; নির্মলীকৃত ; ২১৮।৫ ;
ঝামর (স্ত্রী—ঝামরি)—কৃষ্ণবর্ণ ; মলিন ;
২৮।১৮ ; ৮৮।৬ ; ২৫৫।৫ ;
ঝারা—ঝালর ; ৩৮৬।১৩ ;
ঝারি—জল-পাত্র বিশেষ ; ৬২২।৬ ;
ঝি (ঝী)—কন্যা ; ৩২।১১ ; ৫৪।১৩ ; ২২৭।৬ ;
ঝিকি-মিকি—অল্প উজ্জ্বল ; ২১৩।২ ;
ঝিয়ারি (রী)—ঝি, কন্যা ; ৪৫৩।৫ ;
ঝিঙ্কি, ঝীঁঝি—ঝিঁঝি পোকা ; ২০৮।২ ;
৪৪৫।৬ ;
ঝুক—দোলাইয়া ; ৪৬২।৯ ;
ঝুকত, ঝুকায়ত—দোলায় ; ৪৩৫।৫ ; ৪৮৮।২৪ ;
ঝুকাই—দোলাইয়া ; ৪৩৭।২১ ;
ঝুণ্ড—পুঞ্জ ; ৪৬২।৮ ;
ঝুমত—ঝিমায় ; ৫৭৩।১০ ;
ঝুমরি—গান-বিশেষ ; ৫২৫।৪ ;

ট

ঠ

ড

ডোর (রি)—দড়ি ; রজ্জু ; ৪০।৭ ; ৪৪৮।৯ ;

ডোল—বংশাদি-নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র-বিশেষ ; ২৩৩।২৩ ;

ডোলে—দোলে ; ৮৯।১০ ;

ঢ

ঢঙ্গ—ভঙ্গী ; ৩১২।১৮ ;

ঢরকই (এ)—প্রবাহিত হয় ; ১৬।৫ ; ২০৯।১ ;

ঢরকি—প্রবাহিত হইয়া ; ৫৭৬।১৬ ;

ঢরঢর—(১) ঢল-ঢল ; উচ্ছলিত ; ১৪।৭ ;

(২) ঢল-ঢল রূপে ; ১৬।৫ ;

ঢরঢরি—ডগ-মগ, উচ্ছসিত ; ৩৪৯।৭ ;

ঢরত—ঢলিয়া পড়ে ; ৫৭৩।৯ ;

ঢরিয়া—উচ্ছলিত ; ৬০০।১৮ ;

ঢলিয়া—উচ্ছলিত হইয়া ; ২৮১।৬ ;

ঢাক—'টাক' 'ঢাক' ইত্যাদি আকস্মিকতা-সূচক ধ্বনি-বাচক অব্যয় ; ২২৪।৭ ;

ঢাক্যা—ঢাকিয়া ; ২২৪।১২ ;

ঢারি—ঢালিয়া ; ৫৫৭।১২ ;

ঢীট—ধৃষ্ট ; শঠ ; ২০৫।৮ ; ৩৯১।১ ;

ঢুঁড়ইতে—তালাস করিতে ; ২৫৬।১২ ;

ঢুঁড়ত—তালাস করে ; ১৫০।৫ ; ৪৬৬।১১ ;

ঢুঁড়ি—ভ্রমণ করিয়া ; ৪৯৩।২ ;

ঢুকাঞ্যাছিলে—প্রবেশ করাইয়াছিলে ; ২২৬।১৬

ঢুক্যাছি—প্রবেশ করিয়াছি ; ২২৯।৭ ;

ঢুলাওনি—আন্দোলন ; ১৮১।২ ;

ঢুলায়ত—আন্দোলিত করে ; ৭২।১০ ; ৭৯।৭ ;

ত

তছু—তাহার ; ২।৫ ; ১০০।৬ ; ১০৪।৭ ;

তটস্থা (সং)—উদাসীনা ; মধ্যস্থা ; ২৫।১৩ ;

তনসুক—'তন্‌সুক্' নামক অতি সূক্ষ্মবস্ত্র ('আইন্-ই-আক্‌বরী' দেখুন) ৬০০।৯ ;

ততহিঁ—তাহাতে ; ২০।১১ ;

ততহিঁ—তাহাতেই ; ২০।৭ ;

তনি—(১) তনয়া ; ১৫০।১ , ৫৬৯।৯ ;

(২) তনু ; দেহ ; ৫৭৮।৭ ;

তথি—তাহার ; ২২।৪ ; ৬৩।৪ ;

তপত—তপ্ত ; সন্তপ্ত ; ৬৮।৬ ; ৭৯।৩ ;

তব (বে)—তখন ; ৭৫।৩ ; ৮৩।৪ ; ৫২০।৪ ;

তবকি—পক্ষি-বিশেষ ; ৪৪৩।১৫ ;

তবহুঁ (হু)—তবু ; ৪১।৩ ; ৯৭।৯ ;

তভু—(হিং-তব্‌হু) ; তবু, তথাপি ; ৩১।১০ ; ১৮২।১৯ ;

তর—(সং-স্তর) আস্তরণ শয্যা ; ১৮৫।৩ ;

তরজ—তর্জ্জন ; ৫১৫।৬ ;

তরণি—তরণি-তনয়া, যমুনা ; ১৩৩।৭ ;

তরমুস্থ—তরমুজ ; ৩০৫।২৪ ;

তরল—এক-জাতি বাঁশ (তরলা বা তল্লা বাঁশ) ৪৩৪।১১ ;

তরসি—ত্রাস-যুক্ত হইয়া ; ৯৯।৩ ; ১০৩।২

তরাস—ত্রাস,ভয় ; ১২৪।৬ ; ১৪৭।৭ ; ১৬২।৭ ;

তরাসিত—ত্রাসিত, ত্রাসযুক্ত ; ৫৭৯।৩ ;

তরুয়া—তরু ; ৫৬৬।৬ ;

তরে—(সং-অন্তরম্ ; কৃ-কী—আন্তরে) জন্যে ; ৪৫।৪ ; ৫৪০।৯

তল (সং)—(১) নিম্ন ভাগ ; ৩০।২ ; ৬১।৬ ;

(২) তেলো ; ১৫।৬ ; ৬৬।১৪ ;

তলপ—তল্প, শয্যা ; ৫৬৯।৩ ;

তহি (হিঁ)—(১) তাহাতে ; সেখানে ; ২।১১ ; ৩।৮ ; ৮৫।১৫ ;

(২) সেই ; ১৮।১১ ;

তাই—(১) সে জন্য ; ৯৫।৮ ; ৯৬।৬ ;

(২) সেখানে ; ১৬৮।৭ ;

তাক (কর)—তাহার ; ৩।১৯; ৬৬।৮; ৯৯।১৫ ;

তাড়—বাহুর অলঙ্কার বিশেষ; ২১।৯; ৩২০।১৬

তাড়ি—তাড়না করে ; ১৯৪।১৭ ;

তাটঙ্ক (সং)—কর্ণের অলঙ্কার-বিশেষ; ১০৮।১০

তাতল—উত্তপ্ত ; ২৫৬।৩ ;

থ

থকিত—স্থগিত ; ১৩৭।১ ;

থমকি—স্তম্ভিত হইয়া, থামিয়া , ২৫০।৯ ;

থর্‌থরাইতে— থর্‌-থর্‌ করিতে করিতে; ২৩৩।৭;

থল—স্থল ; ৫৫৪।১৯ ;

থাড়ি—দাঁড়াইয়া ; ৩।৫ ; ৩৩৪।৭ ;

থাপলি—স্থাপন করিল (স্ত্রী-লিঙ্গ বর্ত্তা্দ-স্থলে) ১৮৭৮ ;

থায়—থই, তল ; ২১৩।৪ ;

থির, থীর—স্থির ; ২৮ ১০; ৬৯।১২; ১০১।১৯;

থুবড়া—(সং স্থবিরা) বুড়ী ; ২১৭।১৬ ;

থেহ (গ)—থই; তল; ২৮।১০; ১৯৯।৭; ২০৩৮;

থোপা (পনা)—গুচ্ছ, থোপনা ; ৩২০।১৩ ; ৫৮৬।১৩ ; ৫৯৮।৭ ;

থোর (রি)—(সং স্তোক শব্দ-জাত ?) অল্প ; ৬৩।১২ ; ১৭৪।৩ ; ১৮৭ ৪ , ৪৭৩।১৩ ,

দ

দংশব—দংশন করিবে ; ১১।৭ ; ২২।৮ ;

দংশল—দংশন করিল ; ৬৮।১ ; ৪৯৫।৪ ;

দংশি—দংশিল ; ২১৫।৪ ;

দংশিলে—দংশন করিল ; ৩৪।৬ ;

দই - দ্বারা ; ১৬।৬ ;

দউ—দুইটি ; ২।১২ ; ৯৮।৪ ; ৯১৮।৫ ;

দখিণ—দক্ষিণ ; ৬।১ ; ৩৭৭।১ ; ৫৯১।১০ ;

দগধ—দগ্ধ ; পোড়া ; ৯১।৮ ;

দগধ—দগ্ধ কর ; ৯১।৮ ;

দগধই—দগ্ধ করে ; ১২৮।১৪ ;

দগধল—দগ্ধ করিলাম ; ১০৬।২ ;

দগধবি—দগ্ধ করিবি ; ১০০।১১ ; ১০২।১২ ;

দগধসি—দগ্ধ করিতেছিস্‌ ; ৯৭।৭ ;

দগধি—দগ্ধ করিয়া ; ৩১৩।৩ ;

দগধে—দগ্ধ করে ; ২৫।৭ , ৪৭।৫ ;

দড়—(১) দৃঢ় ; ২২১।১৬ ; ৫৭৫।১৯ ;
(২) নিশ্চিত ; ২৭৫।১৯ ; ২৮৫।৬ ;

দড়াইলে—দৃঢ় করিলে ; ১০৭।১০ ;

দড়াইলুঁ—দৃঢ় করিলাম ; ১৯০।১৪ ;

দড়াঞা—দৃঢ় করিয়া ; ৩৭০।৩ ;

দড়ায়্যাছি—দৃঢ় করিয়াছি ; ৪০৫।৫ ;

দন্দ—দ্বন্দ্ব, বিবাদ ; ৮।১০ ; ১৯।৩ ; ১০১।২২ ;

দণ্ডবত—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ; ২৩৬।৭ ;

দমক—দীপ্তি, জ্যোতিঃ ; ২৯২।৫ ;

দমকই—চমকে, দীপ্তি পায় ; ২৪।৭ ; ৪৮২।৪ ৪৮৬৮ ;

দবখি—দেখাইয়া ; ২০। ০ ;

দরদর—অবিশ্রান্ত-ধারায় বিগলিত ; ২৪।৪ ;

দংবিত—দ্রবীভূত , ৩১৩।৭ ;

দবশ— দর্শন ; ১২০।১১ ; ২৬৭।৭ ;

দরশই— দেখায় ; ৫০০।২৪ ;

দরশন—দর্শন, সাক্ষাৎ ; ১।১; ৭১।৩; ৫২৬।২ ;

দরশাই—দেখাইয়া ; ১।৩ ;

দরশাওবি—দেখাইবি ; ৪২৯।১৩;

দরশাব—দেখাইব ; ৬৯।১ ;

দরশাওত, দরশায় (য়ই)—দেখায় ; ৭১।৬ ; ২০১।১৪ ; ২০৬।১৩ ;

দরশাওল—দেখাইল ; ২০৭।১০ ;

দরশায়ব—দেখাইব ; ৯৭।১০ ;

দরশি—(১) দেখাইয়া ; ১৮।৮ ;
(২) দেখিয়া , ৭৮।১ ;

দরিয়া—(ফাঃ—দরিয়া) নদী ; ৩২১।৩ ;

দর্দ্দুর (সং)—ভেক ; ৪২৬।৩৫ ;

দশমি -দশমী দশা ; ৩৭৯।৮ ;

দশমি দশা—বিরহের শেষ দশা ; মৃত্যু ; ২৯।১৯

দহ—(সং—হ্রদ ; প্রা-হদ ; অপ-দহ) বৃহৎ অকৃত্রিম জলাশয় ৪০৬।৩ ;

দহন (সং)—অগ্নি ; ৭৯।৪ ; ১৭৯।৩ ;

দহনা - দাহন ; ২৫৭।৪ ;

দাখ—(সং—দ্রাক্ষা, অঙ্গুর ; ৩০৫।১০ ;
দাগ—চিহ্ন ; ৩৮৯।৪ ; ৮০১।৬ ;
দাগা—ফাঁকি ; ৪৯১।২ ;
দাদুর (স্ত্রী—দাদুরি)—দর্দুর, ভেক ;
২৪।১১ ; ৪২৮।১১ ; ৪৬২।৭ ;
দান (সং)—(১) শুল্ক ; ১৭০।২ ; ৫৫৪।৪ ;
(২) পাশা ইত্যাদি খেলার দান ;
১১৯।১৮ ;
দানী—শুল্ক গ্রহণকারী ; ২৯৭।৮ ;
দাম (সং)—মালা ; ২৬২।৯ ; ৪৭৭।৩ ;
দামিনি (নী)—দামিনী ; বিদ্যুৎ ; ১৪।১ ;
১৪৯।১২ ;
দায়—দোহাই ; ৩৪৪।৭ ;
দারিদ—দরিদ্র ; ১৮০।৭ ; ৪৯৭।১৪
দাহ'বি—পোড়াইবি ; ২৫২।৭ ;
দাহা—(সং-দাত্যূহ) ডাহুক ; ৪২৬।৪৩ ;
দিগুণ—দ্বিগুণ ; ৬৫।১ ;
দিজ-রাজ—(১) দ্বিজ-রাজ, ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ,
(২) দ্বিজ-রাজ, চন্দ্র ; ৬।৪ ;
দিঠি—(১) দৃষ্টি , ১।৫ ; ১৫২।৩ ,
(২) নয়ন ; ১৫।২ , ৬৭।২ , ৬৮।৩
দিঠি-দার—সর্প দংশনে মৃত্যু-নিবেশ ; ৪৯৫।১১
দিনুয়া—দিন , ৫৯৭।৮
দিব—দিবে , ৩১৭।৩ ,
দিয়ে—দেই ; ২১।৮ , ২৪৬।১৬
দিলুঁ—দিলাম ; ৫৪৪
দিলে—দিল ; ২২০।৮ .
দিশি—দিবসে ; ৬০২।৩ ,
দিহ—দিও ; ১৭৩।২ ; ৩৩৫।১৬ ;
দীগ—দিক ; ১৪৭।১০ ; ২৫৯।১২ ; ৫০০।১৬
দীঘ—দীর্ঘ ; ২০৪।২১ ;
দী জে—দিয়া যাউন, দিউন ; ৩৬২।১৬ ;
দীঠ (ঠি)—(১) দৃষ্টি ; ৬৪।১০ ; ৩৮৩।২ ;
(২) নেত্র, নয়ন ;

দীন (ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ) দিন, দিবস
১৬২।৮ ; ২৪৩।৭ ;
দীশ—দিক্ ; ২।৮ ;
দুতর—দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য ; ৫৯৭।১২ ;
দুতি—দূতী ; ১৩।৭ ;
দুতিয়া—দ্বিতীয়া ; ১৫।১১ ;
দুয়—দুই ; ৩১।৪ ;
দুর—দূর ; ৩৩।৯ ; ১৬২।১৪ ;
দুর-অবগাহ (হন)—দুরবগাহ, দুষ্প্রবেশ্য ;
৭৮।১ ; ১৯৬।১ ;
দুরগহ—(সং দুর্গ্রহ) (১) দুর্গ্রাহ্য, দুর্বোধ্য ;
৫৭৬।১৮ ;
(২) শ্রুতি-কটু ; ২০৮।৫ ;
দুরজন—দুর্জ্জন ; ৩০।৯ ;
দুরতর—দুস্তর, দুর্গম ; ৭৩।৫ ;
দুরদশা—দুর্দ্দশা ; ১২৩।১৬ ;
দুরদিন—দুর্দ্দিন, মেঘলা দিন ; ১৫৫।১২ ;
১৫৯।৭ ; ১৭৩।১০ ;
দুরদুর, দুরুদুরু—থর্-থর্ ; ২২৩।৭ ; ২৬।৪৭ ;
দুরবল—দুর্ব্বল ; ৫৫১।৬ ;
দুরভান—বিপরীত ধারণা ; ৩৩২।১ ; ৪০০।১৩
দুরা'হি—দুর্লভা ; ৫৩৯।৬ ;
দুলহ—দুর্লভ , ৭৫।১ ; ৩৩১।১২ ;
দুলারি—('দুলাল' দ্রষ্টব্য) দুলালি ; আবদা-
রিয়া কন্যা , ৬০০।৩ ,
দুলাল—(সং দুর্ল্লালিত) আবদারিয়া পুত্র ; ৬১০।৩
দুহাকার—উভয়ের ; ৫৪০।৯ ;
দুহুঁ (হু)—উভয় ; ২০।১০ ;
দুহুঁকর—দুই জনের ; ১১৯।২৮ ; ৪৯১।২২ ;
৫৭৪।১৯ ;
দুখ—দুঃখ ; ৬।২১ ; ৪০৭।১ ; ৫৫১।১ ;
দুবরি—দুর্ব্বল ; ৪৭২।৭ ;
দৃগঞ্চল(সং)—নেত্র-প্রান্ত ; ৩৯২।১২ ;
দে—দেহ ; ৩৫৯।৬ ;

দে—(১) (সং-দেব, অপ-দেও) দেবতা ; ৫৫৯।৮
(২) পর্জ্জন্য-দেবতা অর্থাৎ মেঘ ; ৩৬১।৩ ;
দেই—(১) দেয় ; ৪।১৩ ; ৪৫।১ ; ৫৯৩।২ ;
(২) দিয়া ; ৮৫।৭ ; ৮৫।১১ ; ৯৭।৩ ;
(৩) দ্বারা ; ২০।৪ ;
দেওই—দেয় ; ৭০।১৩ ; ১৯৪।১৯ ; ৪৩২।২ ;
দেওবি—দিবে ; ১৯৪।২৭ ;
দেওসি—দিতেছ ; ২৭।১ ;
দেখই (ত)—দেখে ; ২০৪।১২ ; ২৭৭।২ ;
দেখল—দেখিল ; ৯৪।২ ;
দেখলি—দেখিলাম ; ২।৫ ;
দেখলুঁ, দেখিলুঁ—দেখিলাম ; ২।৯ ; ৩৪৩ ;
দেখ্য—দেখিও ; ২।৫৫।৩ ;
দেখয়বি—দেখায়িবি ; ১৫।৩ ;
দেখিতুঁ—দেখিতাম ; ৩৩৮।৬ ;
দেখিয়ে—দেখি ; ৬০৯।২ ;
দেখোঁ—দেখি ; ২৭২।৭ ;
দেঙ—দেই ; ১১।৫ ; ৬৫।১ ;
দেত—দেয় ; ৬১২।১২ ;
দেব—দিবে ; ৬৪।১৬ ;
দেবা—প্রদান করিবা ; ১৪৮।১ ;
দেবা—দেব, দেবতা ; ৫৫৯।১৯ ;
দেবি—দেবী ; ২৩।১৯ ;
দেয়ত—(১) দেয় ; ৯।২ ; ৪৮৫।১২ ; ৪৮৭।৫ ;
(২) দিতে ; ১০০।৩ ;
দেয়ব—দিবে ; ২৬০।১১ ;
দেয়বি—দিবি ; ৭৪।৮ ; ৭৫।২ ;
দেয়লি—দিলি ; ৯৭।৬ ;
দেয়া—('দে'—দ্রষ্টব্য) . মেঘ ; ৩৭০।১০ ; ৪৪৪।৫ ;
দেল—(১) দিল ; ৮৯।৭ ; ৯৫।৩ ; ৯৬।৭ ;
(২) দিলাম ; ১।২ ;
দেলি—দিল (স্ত্রী-লিঙ্গ কর্তৃ-পদ স্থলে) ; ৭।১৪ ;
দেহি (সং)—দাও ; ১৮।৫ ;

দোঁহ—উভয় ; ১৯।২ ; ৪০৮।৩ ; ৪৯৪।১৮ ;
দো—দুই ; ২৮২।৪ ; ৬২৭।১১ ;
দোই—দুই ; ৬৩।৯ ;
দোখ—দোষ ; ১১।১ ; ২৬।১৫ ; ১০০।৮ ;
দোখই—দোষ দেয় ; ৫৬২।১২ ;
দোখব—দোষ দিব ; ৬৮।৫ ; ২১০।৫ ;
দো-চারিণী—দ্বিচারিণী, অসতী ; ২১৮।৬ ;
দোতি (তী)—দূতী ; ৯৮।৩ ;
দোন—দুইটী ; ৩।১৯ ২৫৮।৯ ;
দোলত—দোলে ; ৬২।১৩ ; ৪৩৩।২ ;
দোলনা—দোলা ; ৪৪৭।১০ ;
দোলায়নি—দোলন ; ১৪১।৮ ; ৪৭৯।১১ ;
দোসর—দ্বিতীয় ; ১৫।৩ ; ২০৩।৯ ; ৩৮৩।১৭ ;
দোসরি—অধিকন্তু ; ৯৬।৯ ;
দোহঁ (হেঁ)—উভয় ; ৮০।১৫ ; ২৭৯।৬ ;
দোহাঁ—উভয়কে ; ৮০।১৫ ;
দৌ—দুই ; ৪০৬।৫ ;
দৌরথ—দ্বৈরথ ; দুইজন রথীর পরস্পর যুদ্ধ ; ১১৮।৫ ;
দ্যূত(সং)—বাজি রাখিয়া খেলা, জুয়া; ১১৯।১১

ধকধক—ধড়ফড় ; ২০।১২ ;
ধটি (টী)—ধটী, উত্তরীয় বস্ত্র; ৪২।১৯; ২৫৩।৫; ৩০০।৮ ;
ধড়—দেহ ; ২৩৬।২ , ৩৮৩।১২ ;
ধড়ফড়িয়া—ধড়ফড় করিয়া ; ২৩৩।১৫ ;
ধড়া—উড়ানী, উত্তরীয় বস্ত্র ; ৪৫।৩; ২৯২।৮;
ধনি—ধনবান্ ; ১১২।৫ ;
ধনি—ধন্য ; ৪।৫ ; ২৮৭।১৪ ; ৫২২।১৫ ;
ধনি—ধ্বনি ; শব্দ ; ৭৭।৯ ;
ধনি (নী)—সুন্দরী নারী, নায়িকা ; ৩।১৭ ; ২৮।৬ ; ৪২।১ ;
ধনুআ—ধনুঃ ; ২৪০।১০ ;

ধন্দ—(১) ধাঁধা, সন্দেহ ; ১০৮।৩ ; ৫১১।১৪ ;
(২) আশ্চর্য্যান্বিত ; ৮।৯ ; ৩০।১২ ; ১১৭।৮ ;
ধব (সং)—স্বামী ; প্রভু ; ৬৯।১০ ;
ধয়ল—ধরিল ; ২০৭।৩ ; ৫৯১।১ ;
ধয়লি—ধরিলি ; ১২।৩ ;
ধয়—ধয়ে : ১৩২।৬ ;
ধরই—ধরিয়া ; ২৪৮।১১ ;
ধরই, ধরইতে—ধরিতে ; ২৯।১০ ; ১১৯।২৭ ;
ধরণি (ণী)—ধরা ; পৃথিবী ; ১৬।৬ ; ২৯।৩ ;
ধরত—(১) ধরে ; ১৮।৩ ; (২) ধরি ; ৯৮।৬ ;
ধরম—ধর্ম্ম ; ১৬৩।২ ; ২৪৭।৭ ;
ধরম-গণ্ডা—ধর্ম্ম চাহিয়া যে মূল্য দেওয়া হয় ; ৪৫৫।১৯ ;
ধরম-ছাড়া—যাহা ধর্ম্মকে ছাড়ায় অর্থাৎ বিদূরিত করে ; ২।১৩।১৫ ;
ধরল—('ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে কৃদন্ত 'ল' প্রত্যয়) ধৃত ; ১৯৪।২৬ ;
ধরলি—ধরিলি ; ১২।২ ;
ধরাধর (সং)—পর্ব্বত ; ৬৮।৮ ;
ধরি—(১) ধরিয়া ; ২৯।৩ ;
(২) ধরে ; ৩১।৮ ; ৭৮।১১ ;
(৩) হইতে ; ১১৯।১৭ ;
ধরু—(১) ধরিল ; ১৭।৮ ; ৮৬।৯ ;
(২) ধরে ; ১৩৩।৯ ; ৩০৪।৬ ;
(৩) ধর ; ২০২।১০ ;
ধাই—ধাবিত হইয়া ; ১০১।৬ ; ১২৪।২ ;
ধাওত (য়ে)—ধাবিত হয় ; ৬৩।৭ ;
ধাওয়া-ধাই—দৌড়া দৌড়ি ; ৫০২।১ ;
ধাব (বই)—ধাবিত হয় ; ৬৯।১১ ; ৭০।১ ;
ধাবে—ধায় ; ৫৮৪।৬ ;
ধাম—(১) গৃহ, আলয় ; ৪৬৮।৪০ ;
(২) কিরণ ; জ্যোতি ; ১০৪।৮ ;
ধামালী—(হিং-ধামার (ল)—হোরি-লীলার উপযোগী গান) মাতামাতি ৪৫৫।২৩ ;

ধামিনি—ধাম-বিশিষ্টা, অবস্থিতা ; ২৮।৫ ;
ধায়—ধাবিত হয় ; ৬৮।৬ ;
ধার—ঋণ ; কর্জ্জ ; ৪১৪।২ ;
ধার—(১) ধারা, প্রবাহ ; ১৬২।১১ ; ১৮৬।১১
(২) প্রান্ত ; ২০৮।১১ ;
ধারণ—(সং)—ধারণ-কারী ; ৭৮।২২ ;
ধারবি—ধারণ করিবি ; ২৫৮।১৯ ;
ধারা (সং)—প্রণালী, রীতি ; ৪৬।৮ ;
ধির—ধীর ; ৪২৯।১২ ;
ধীরসমীর—বৃন্দাবনের অন্তর্গত স্থল-বিশেষ ; ৪০৩।৮ ;
ধুঁড়ন—ভ্রমণ ; খোঁজা ; ৩।৭ ;
ধুনায়ই (ত)—কম্পিত করিতেছে ; ২০৬।১৪ ;
ধুমেলা—ধূমল ; ধূম্র বর্ণ ; ২০।৫ ;
ধুতর—ধুতুরা ; ২৫৯।১৩ ;
ধুসর (সং)—মলিন ; ২০৯।১১ ;
ধেয়াই—ধ্যান করি ; ১৫৭।৬ ;
ধেয়ান—ধ্যান ; ৪।৫ ; ১৩৯।১৪ ; ১৪৫।১৯ ;
ধেয়ায়—ধ্যান করে ; ৫৯৪।৭ ;
ধৈরজ—ধৈর্য্য ; ৪০।১৫ ; ৯৯।১৪ ; ১০০।৬ ;
ধোয়ল—ধৌত করিল ; ১০৯।১০ ;

ন—(১) না ; ২।৯ ; ৭৪।৩ ; ২৭৮।৯ ;
(২) প্রাচীন হিন্দী বহু-বচনের বিভক্তি ; ২০৮।৯ ; ৪৩৬।১৬ ; ৪৮৫।১৮ ; ৪৪৯।৮ ;
নওল—নবীন, নূতন ; ৪৮৬।১ ;
নখতর—নক্ষত্র ; ২৬২।৯ ;
নট (সং)—নর্ত্তক ; ২৬৩।৯ ;
নটই (ত)—নাচে ;
নটন (সং)—নৃত্য ; ৪৭৩।১১ ;
নটন ঘটন—নট্ট ঘট্ট ; আসক্তি (বাঃ শ-কোঃ) ২০০।৫ ;
নটবর—নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ; ৪২।১ ;

নট্টো (ঠ)—(১) (সং নষ্ট) দুষ্ট ; ৫৫৭।১১ ;
(২) বিনষ্ট ; ২১৬.৫ ; ৩১৪।৭ ;
ননদী- ননদ ; পতির ভগিনী ; ৩৪।১০ ;
ননি—(হিং-নন্‌হি=ক্ষুদ্র, কৃশ) কৃশাঙ্গী
(শ্রীরাধা) ; ৪৬৩।১৬ ;
ননী—নবনীত, মাখন ; ৫৫।৩ ; ২১।৯ ;
নন্দিনি—নন্দিনী, কন্যা ; ৬৬।৫ ;
নবোঢ়া (সং)—নায়িকা-বিশেষ :—
"ক্রমে লজ্জা ভয় সনে সম্ভোগ ঘটিলে—
নবোঢ়া বলিয়া তারে কবিগণে বলে" ;
রস-মঞ্জরী
নমস্তিয়া—প্রণাম করে ; ২০৮।১৬ ;
নয়না—(হিং-নৈনা) নয়ন ; ৩০৬।৭ ;
নয়ান—নয়ন ; চক্ষু ; ২৯।২ ; ৫৩৭।৮ ;
নলিনি (নী)—পদ্ম ; ২।১২ ;
নহ—(১) নহে ; ৩।৩ ; ২৭।৪ ; ১০২।২ ;
(২) নহি ; ২৭।২ ;
(৩) না ; ২০২।১০ ;
নহব—হইবে না ; ৯৭।৯ ; ৯৭।১১ ;
নহত—নহে, ১০২।৯ ; ২০৩।২ ; ২০৭।৫ ;
নহি—না ; ২।৮ ; ৭৩।৩ ; ২০৯।১ ;
নহিয়—না হইও ; ১৭৩।১ ;
নহিল—না হইল ; ১৬৭।১০ ;
নহে—যদি না হয়, নতুবা ; ৪৮।২ ; ৬৫।১৭ ;
না, নাও—নৌকা ; ৩২১।৪ ;
৩৭০।১১ ; ৪৪৪।৬ ;
না—(১) নিষেধার্থক অব্যয় ;
১৮০।৭ ; ২২৮।১ ; ২৭৯।২ ;
(২) পদ-পূরণে অব্যয় ;
২৮৫।৪ ; ৩২০।১৯ ;
নাই—(১) না আছে ; ২২৪।৩ ; ২২৯।১৩ ;
(২) না, (রাঢ়-দেশের প্রয়োগ) ;
৪৭।১০ ;
নাই—নামাইয়া ; ৯৯।২ ; ১৮৭।১১ ;

নাগর—(সং) নায়ক ; ৩৭।১৪ ;
নাগরি (রিয়া)—নায়িকা ; ৪।৮ ; ১১৮.৪ ;
৬০০।১২ ;
নাগবালি—নাগবন্ধ ; নাগরপনা ; ২৪৫।৫২ ;
৩৬৯।১১ ;
নাগেশর—নাগেশ্বর পুষ্প ; ২৬।৬ ;
নাচই (ত)—নাচে ; ২৪।১০ ; ২৯৮।১ ;
৫৪৩।৭ ;
নাচন—নর্ত্তন, নাচ ; ২৭৬।৫ ;
নাছ—গাটীর বহির্ভাগ ; ৫০।৯ ; ২২০।৮ ;
২৩২।১০ ;
নাট—নাট্য ; অভিনয় ; ১৪৬।১০ ; ৩৩০।১০ ;
নাটক—(সং) নর্ত্তক ; ২০৮।৪ ;
নাটিয়া—নাড়ী ; ২৫৭।১৪ ;
নামা—নিম্ন, নীচ ; ২৭৫।১২ ;
নায়ক (সং)—হারের মধ্য-মণি ; ১৮৭।৭ ;
নায়র (স্ত্রী-নায়রী)—নাগর ; ৪।৩ ; ৩৫।৭ ;
নায়েক—নায়ক ; নাগর ; ৬।১২ ;
নায়্যা—নাবিক ; ৩১৬।৩ ; ৩১৭।১ ;
নারি—নারী ; ২।৮ ; ৩৩।৩ ; ১১৬।১ ;
নারি—পারি না ; ৪০।৬ ; ৫৪।১৩ ; ১৯০।২ ;
নারিবা—পারিবা না ; ৪১।১৪ ; ১৬১।১১ ;
নারিলুঁ—পারিলাম না ; ৪১০।৯৩ ;
নারে—পারে না ; ৫৮।৯ ; ১৯১।৪ ;
নাশক—নাশকারী ; ২০৩।১২ ;
নাসিক—নাসিকা ; নাক ; ৬৪।৮ ;
নাহ—নাথ, প্রিয়তম ; ৮।৩ ; ৬৭।১ ; ৯৪।৯ ;
নাহিতে—স্নান করিতে ; ১৮৩।১ ; ৪৯৭।৩ ;
নিঁদ—নিদ্রা ; ৫৯।৪ ;
নি—পাদ পূরণার্থে অব্যয় ; ৪৭৯।২০ ;
নিকরুণ—নির্দ্দয় ; ১৬২।১ ;
নিকলঙ্ক—নিষ্কলঙ্ক, কালিমা-চিহ্ন-হীন ;
১৭০।৩
নিকসই (ত)—বাহির হয় ; ১৮৩।১৪ ; ২৯৮।৯

নিরীখসি—নিরীক্ষণ করিস্ ; ২৭৮।২ ;
নির্ব্বন্ধ (সং)—বিধান ; ৩৯।৮ ;
নিলজ—নির্ল্লজ্জ ; লজ্জাহীন ; ১০১।৩ ; ৪৩৪।৯ ; ৫৮৯।৫ ;
নিলাজ—নির্ল্লজ্জ ; ৯৩।২ ;
নিলাম্বর—নীলাম্বর, নীলবস্ত্র ; ৩১।৫ ; ৫০০।২৩ ;
নিলে—লইল ; ২২৯।১২ ;
নিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, শঙ্কাহীন ; ২৪১।৪ ;
নিশবদ—নিঃশব্দ ; ১৯৭।৮ ;
নিশসই—নিশ্বাস ছাড়ে ; ২৮।১১ ;
নিশসি—নিশ্বাস ছাড়িয়া ; ১৫৫।১০ ; ১৮৬।১২ ;
নিশান (ফাঃ)—চিহ্ন ; ২১।৯ ; ৬১৮।৮ ;
নিশাস—নিশ্বাস ; ৫।৭ ; ১২৪।৫ ; ১৮৭।২ ;
নিশিদিশি—রাত্রিদিন ; ২৪।১১ ; ৬৭।১২ ;
নিশোয়াস—নিশ্বাস ; ৮৮।১৩ ;
নিসান—নিস্বন, নিনাদ ; ৬৭।১০ ; ৮৪।১৫ ; ১১০।২
নিহানে—(সম্ভবতঃ 'নিছানে' পাঠ হইবে) উৎসর্গ করে ; ২৭৮।৫ ;
নিহারা—দৃষ্টি ; ৪৩১।১১ ;
নীক—মঙ্গল ; ৩০৮।৩ ;
নীকট—নিকট ; ৯৭।১৪ ; ৪০৬।৭ ;
নীচল—নিশ্চল ; স্থির ; ৮।৪ ; ৩৩২।৯ ;
নীছনি—'নিছনি' দ্রষ্টব্য ; ৭৭।১৫, ১৩৩।২২ ;
নীঠুর—নিঠুর ; ১৯৪।৯ ;
নীত—গৃহীত ; হৃত ; ৫৬১।৪ ;
নীত—নীতি ; ১০৪।৯ ; ৩১৩।১৫ ;
নীত—নিত্য ; প্রত্যহ ; ৫১৫।৭ ;
নীমিখ—নিমিষ, চক্ষুর পলক ; ১২৫।৮ ;
নীল কণ্ঠ—পক্ষি-বিশেষ ; ৪৩৫।১৮ ;
নীলিম—নীলবর্ণ-বিশিষ্ট ; ১৯৮।৯ ;
নীহলি—নেহারিলাম ; দেখিলাম ; ২।৬ ;
নেউটই—(সং-নি-বৃত্ ধাতু) নিবৃত্ত হয়, ফিরে ; ১৩৫।১ ;
নেত—রেসমী বস্ত্র ; ২৭।৬ ;
নেয়ো—'নায়া' দ্রষ্টব্য ; ৪৫৩।৯
নেল—লইল ; ৯৫।৪ ; ১০৪।২ , ১৮৫।১০ ;
নেহ—স্নেহ ; ৭৩।১ ; ১৮৫।৭ ; ৬০৮।৮ ;
নেহারই (ত)—নিরীক্ষণ করে ; ৮৪।১ ; ৯৪।৪ ; ২৭৮।৬ ;
নেহারল—নিরীক্ষণ করিল ; ১৪৪।২ ;
নেহারি—দেখিয়া ; ৯৭।৬ ;
নোত (সং-লোপত্র) (১) চুরি করা জিনিস ; (২) অসৎ-কর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; ২১৯।১৮ ;
নোথ—('নোত' দ্রষ্টব্য) চুরি করা জিনিস ; ২১৭।১৯ ;
ন্যারি—নিকট ; ৪৮৭।৯ ;

পওন—পবন, বায়ু ; ৪৪৯।৬ ; ৪৫০।১৪ ;
পক্ষ—পক্ষী ; ৩০৬।৮ ;
পক্ষ্ম—পক্ষ, পাখ ; ১৩১।১ ;
পঞ্চম (সং)—পঞ্চম স্বর ; ২৩।২ ;
পঞ্জর (সং)—পাঁজর ; ২৯।১১ ;
পঠইতে—পড়িতে ; ১৫৩।৬ ;
পঠাইলি—পাঠাইলাম (স্ত্রী-লিঙ্গ কর্ত্তৃপদ স্থলে) ৮৫।১২ ;
পঠাওল (লুঁ)—পাঠাইলাম ; ২০।৩ ; ১০৯।৬ ;
পড়ই—পতিত হইয়া ; ১৯৪।২১ ;
পড়ইতে—পতিত হইতে ; ২০।১০ ; ৯৯।১২ ;
পড়য়ে—পড়ে, পতিত হয় ; ২৯।১৪ ;
পড়ল—পড়িল, পতিত হইল ; ২৮।২০ ; ৬৮।৮ ;
পড়ি—পড়ে, পতিত হয় ; ৪০৮।৫ ;
পড়ু—পড়ে, পতিত হয় ; ৫।৯ ; ২৮।২, ১৪৬।১০ ;
পঢ়ত—পাঠ করিতে ; ৩০৮।১৩ ;
পঢ়াওল—পড়াইল ; ৭।৭ ;
পঢ়ায়বি—পড়াইবি ; ৬৯।৬ ;
পণ (সং)—প্রতিজ্ঞা ; ৬৫।১৬ ;
পতনি—উত্তরীয়, উড়নী ; ১২৯।১২ ;

পতিআশ—প্রত্যাশা ; ১৪৮।১১ ;
পথিকিনি—প্রবাসিনী নারী ; ২৬০।৮ ;
পদ (সং)—'চহ্ন'; ৪৭৭।১৩;
পদুমা—(প্রা-পদুম) পদ্ম ; ২৫১।১৩ ;
পদুমিনি (নী)—(১) পদ্ম ; ৬২১।৫ ;
(২) পদ্ম-লতা ; ২০২।৩ ;
(৩) পদ্মিনী-জাতীয়া; ১০৬।২ ;
পন—পনা (স্বভাব-অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়) ;
১০১।১০ ; ১৭৯।. ;
পন্থ—পথ ; ৩২।৫ ; ৮৩।২ ; ৮৪।১ ;
পন্থিক—পথিক ; ৪।২ , ৩৭৯।১ ;
পয় (সং)—পর্য্যায় ; ৬৮।১০; ১০৯।৮; ৩৯১।১১;
পয়ধর—পয়োধর ; স্তন ; ১১।৮ ;
পয়ব্রত—সুব্রাহ্মণকে ক্ষীরান্ন দান-রূপ ব্রত ;
১২১।১২ ;
পয়াণ—প্রয়াণ, গমন ; ৬।৫ ; ৭২।৭ ; ৮৩।১ ;
পর (রি)—উপর ; ৩২।১০ ৬৩।৩ ; ১২০।১৪ ;
পর—পরে ; ১৫১।৪ ;
পর—(সং-প্রহর) প্রহর ; ৪।৪।৭ ;
পরকাশ—প্রকাশ ; ১২৩।১৭ ; ২৩৮।১০ ,
পরকাশে—প্রকাশ করে ; ২৯।.৯ ;
পরকাশব—প্রকাশ করিব ; ৫৮২।৬ ,
পরকাশল—প্রকাশ করিল; ৩০৭।৯ , ৪২৯।১১;
পরকাস—প্রকাশ , ৫।৮ ;
পরখ—পরোক্ষ, অগোচর ; ১৪৬।১৩ ;
পরখত—পরীক্ষা করে ; ৫০২।৭ ;
পরচুর—প্রচুর, পর্য্যাপ্ত ; ৪৪১।২৪ ;
পরণত—প্রণত ; ২৪৬।১১ ;
পরণাম (মা)—প্রণাম, নমস্কার ; ৬।১১ ;
পরতিত—(১) প্রতীতি, বিশ্বাস ; ৯২।২ ;
(২) প্রমাণিত ; ১৩৭।৪ ; ৩৮৯।২ ;
পরতীত—প্রতীতি, বিশ্বাস ; ২০১।৯ ; ৩৪।৯;
পরতেক—(১) প্রত্যেক ; ৫৭১।১১ ;
(২) প্রত্যক্ষ ; ১০।২ ; ২৬৯।৪
পরতেখ—প্রত্যক্ষ ; ৯।৪ ; ২১৩।৭ ; ৩৮৯।৩ ;
পরথাব—প্রস্তাব, প্রসঙ্গ ; ৭৮।৭ ;
পরপঞ্চক—প্রবঞ্চক ; ২৪৫।১ ; ২৫৪।১ ;
পরবন্ধ—প্রবন্ধ, কৌশল ; ৯৯।১৫ ; ২০২।২ ;
পরবশ (সং)—পরাধীন ; ৫।১৬ ; ৭৮।৬ ;
পরবাস—প্রবাস, বিদেশ ; ২০৭।১৪ ;
পরবীণ—প্রবীণ, প্রবল ; ৫৭৭।১৩ ;
পরবেশ—প্রবেশ ; ৪৯৬।৭ ;
পরবেশল—প্রবেশ করিল ; ২৫৯।১৪ ;
পরবোধ—প্রবোধ, সান্ত্বনা; ১৭৬।৪; ২১০।১৫;
পরবোধব—(১) প্রবোধ দিবে ; ৫৬২।৫ ;
(২) প্রবোধ দিব ; ৮৮।৫ ;
পরবোধল—প্রবোধ দিলাম ; ১৫৫।৮ ;
পরবোধ—প্রবোধিয়া ; ২৪৯।১ ; ৫২২।১ ;
পরমাদ—প্রমাদ, বিপদ ; ৩৫১।৮ ;
পরশ—(১) স্পর্শ ; ৭৫।২ ; ৭৮।১৬ ; ১৬৯।১৪ ;
(২) পরশ-পাথর ; ৯৬।৭ ; ১৫৮।৩ ;
পরশ—স্পর্শ কর ; ১৫১।৩ ;
পরশই—স্পর্শ করে ; ৭৮।৮ ;
পরশন—স্পর্শ ; ৭১।৩ ; ৫২৩।৯ ;
পরশল—স্পর্শ করিল ; ১৫৮।৩ ;
পরশব—স্পর্শ করিব ; ৩৯১।৮ ;
পরশবি—স্পর্শ করিবি ; ৫৬৪।৬ ;
পরশায়ই—স্পর্শ করাইয়া ; ৫৬৭।৯ ;
পরশি—স্পর্শ করি , ৭৮।১৩ ;
পরশি (শিয়া)—স্পর্শ করিয়া ; ৪৫২।৯ ;
পরশিতে—স্পর্শ করিতে ; ১৯৫।৫ ;
পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ, কাহিনী ; ১৬৫।৯ ; ১৮৭।৩ ;
পরসন্ন—প্রসন্ন ; ১৭৩।৬ ; ১৯০।৬ ;
পরসাদ—প্রসাদ, অনুগ্রহ ; ১৪৪।১৩ ;
পরাই—পরায়, পরিধান করায় ; ৩৭৬।৪ ;
পরাগ—(সং) ধূলা ; ১৭৬।৬ ;
পরাচীত—প্রায়শ্চিত্ত, দণ্ড ; ১৯৪।১১ ;
পরাণ (ণি)—প্রাণ , ৫।৬ ; ১৫৭।১১ ; ৪০৯।১;

পরাণ-কাড়া— প্রাণ আকর্ষণ-কারী ; ২১৩।১৩;
পরাত—প্রাতঃ ; ৩৮।১২ ;
পরামৃত (সং)—পরম-অমৃত ; ৫৬৯।১০ ;
পরায়ব—পরাইবে ; ৩৩।৮ ;
পরিথন—পরীক্ষা ; ১৯৯।১২ ;
পরিথত—পরীক্ষা করিতে ; ১৮৭।৫ ;
পরিখসি—পরীক্ষা করিস্ ; ১১৪।৫ ;
পরিচয় (সং)—জানা-শুনা ; ২৫।৫ ;
পরিণাহ (সং)—আড়ম্বর ; ৮৫।৬ ;
পরিতোষব—পরিতোষ করিবে ; ৩১১।১৩ ;
পরিধেহ—পরিধেয় ; ২৬২।৫ ;
পরিপাটী (সং)—শৃঙ্খলা ; ৫৫৩।১০; ৫৬৪।১৩ ;
পরিপূরল—পরিপূর্ণ হইল ; ১৪৫।১৬ ;
পরিপোষলি—পোষণ করিলি ; ৩১১।১২ ;
পরিবন্ধ—প্রবন্ধ, কৌশল ; ৭।১ ;
পরিবাদল—কুৎসা করিল ; ৫৮২।২ ;
পরিবাদ—কলঙ্ক, কুৎসা , ৭১।৪ ; ৯২।৭ ;
পরিবাদী—কুৎসা-কারী ; ৫৭।১২ ;
পরিযঙ্ক—পর্য্যঙ্ক, খট্টা ; ৬৭।৩ ; ৬১৮।১৫ ;
পরিরম্ভণ (সং)—আলিঙ্গন ; ৪০১।১৬ ;
পরিলেপব—লেপন করিবে, ৮৪।৮ ;
পরিসর—১। (সং প্রসর) বিস্তৃত ২১৩।৮ ;
২। প্রশস্ত, প্রশংসনীয় ; ২০৬।৬ ;
পরিহর—পরিত্যাগ কর ; ৯।১ ;
পরিহরি—পরিত্যাগ করিয়া ; ৭।১১ ;
পরীথণ—পরীক্ষণ, পরীক্ষা ; ৫৪৮।১৩ ;
পলক—(১) পল-মাত্র কাল ; ১২৫।৯ ; ২০৮।৯;
(২) চক্ষুর নিমিষ ; ১৩৪।১২ ;
পলটাই—ফিরাইল ; ৫৯৯।৪ ;
পলটি, পালটি—ফিরিয়া ; ১৮।৫ ; ১০০।৩ ;
পলব—পল্লব , ১১৯।৫ ;
পলাওল—পলায়ন করিল ; ২৩।১০ ;
পশি—প্রবেশ করিয়া ; ৬০।৪ ;
পষাণ—পাষাণ ; পাথর ; ১০০।৭ ;

পসরা—পসার, পণ্য-দ্রব্য; ১১০।১২ ; ২৯০।১৪;
পসার—(১) পণ্য-দ্রব্য ; ৮২।৫ ; ২৩৮।২ ;
(২) প্রসার, বিস্তার ; ২৩৯।১৩ ;
পসারল— প্রসারিত করিল ; ২১।১২ ; ১৫২।৭;
পসারলুঁ—প্রসারিত করিলাম ; ১৬২।১০ ;
পসারি—(১) প্রসারিত করি ; ১০৭।১ ;
(২) প্রসারিত করিল ; ২৩৯।২ ;
পহরি—প্রহরী ; ১২২।৭ ;
পহিরই—পরিধান করে ; ২০১।৩ ;
পহিরব—পরিধান করিবে ; ৩।১৮ ;
পহিরলি—(১) পরিধান করিল ; ১৮৬।৮ ;
(২) পরিধান করিলি; ২৫৬।১৩ ;
পহিরহ—পরিধান কর ; ১৯৮।৯ ; ২১২।১৩ ;
পহিরায়ব—পরাইব ; ১৯৮।১৪ ;
পহিরে—পরিধান করে ; ৬০০।৮ ;
পহিল—প্রথম ; ৬৫।৪ ; ৭৪।৯ ; ১৪৮।১ ;
পহুঁ (হু)—প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ ; ১৪।৩ ; ৮৫।১৪ ;
পাঁচবাণ—মদনের পুষ্প-শর ; ৬২।৯ ;
পাঁজর—পঞ্জর; বুকের হাড় ; ১৮২।৯১ ;
পাঁতর—প্রান্তর, মাঠ ; ২৪৯।৭ ;
পাঁতি—পঙ্ক্তি, শ্রেণী ; ২৪।৭ ; ৬২।৩ ;
পাঁতি—পত্রিকা, পত্র ; ৮৫।১২ ;
পাঁতিয়া—(১) পংক্তি ; ২০৮।১০ ;
(২) পংক্তি-বিশিষ্ট ; ১৩৮।১০ ;
পাই (ইয়)—পাইয়া ; ৩।৯ ; ৯৮।৯ ; ৪৪৭।১২;
পাই, পাওই (ত)—১৭৬।৪ ; ৩০৮।৫; ৪৮৪।১৫;
পাউথ—(সং—প্রাবৃষ্) বর্ষা ; ১৬২।৬ ;
পাও—(সং—পাদ) পা, চরণ ; ২০।১০ ;
৫৬০।৮ ;
পাওব—পাইব ; ৯৪।১৫ ; ২৫১।৪ ;
পাওলুঁ—পাইলাম ; ২০৩।৬ ;
পাওসি—পাইতেছে ; ১৭৭।১১ ;
পাক (সং)—পরিণাম ; ৩৭০।৯ ;
পাগলি—পাগল, অস্থির ; ৪১।১০ ;

পীব—পান করে ; ৬৮।১১ , ২৮৭।২ ;
পীবই—পান করিতে ; ১৯৯,১৩ ;
পীয়ে—পান করে ; ১৩৪।৯ ;
পুছই (ত)—জিজ্ঞাসা করে ; ১৫৮।৭ ;
পুছইতে—জিজ্ঞাসা করিতে ; ৯৯।৮ ; ১৪৮।১ ;
পুছল—জিজ্ঞাসা করিল ; ১২৬।৩ ; ৩০৮।৩ ;
পুছিয়ে—জিজ্ঞাসা করি ; ১৯৭।৯ ;
পুছে—জিজ্ঞাসা করে ; ৩৮৩।১৯ ;
পুটাঞ্জলি (সং)—কর-যোড় ; ১০২।২৫ ;
পুণবতি—পুণ্যবতী ; ৫৫০।১৩ ;
পুণভাগি—পুণ্য-ভাগ্য ; সুকৃতি ; ১৮৬।৫ ;
পুণিম—পূর্ণিমা ; ১৩৭।৫ ; ১৫১।২ ;
পুতলি—পুত্তলী, পুতুল ; ৬,১৩ ;
পুন (পুনি)—(১) পুনরায় ; ২।১০ ; ৭৫।১৩ ;
(২) কিন্তু ; ২।১৬ ; ১৩৬,৬ ;
পুনমিক—পূর্ণিমার ; ২।৪ ;
পুরব—পূর্ণ হইবে ; ৮৩,১০ ; ৯৫।৭ ;
পুরত—পূর্ণ করে ; ১২৬।৬ ;
পুরল—পূর্ণ হইল ; ১৪।৮ ;
পুরাওব—পূর্ণ করিব ; ১২৬।১২ ;
পুরুখ—পুরুষ ; ৭০।৪ ;
পুরুব—(১) পূর্ব্ব-দিক্ ; ৩১৯ ;
(২) পূর্ব্ব-কাল ; ২৮৫।২ ;
পুলক (সং)—রোমাঞ্চ ; ১৪৮ ;
পুলকই—রোমাঞ্চিত হয় ; ৮৮ ১৪ ;
পুলকল—রোমাঞ্চিত হইল ; ১৮৮।৬ ;
পুলকিত (সং)—রোমাঞ্চিত ; ৭৭।৪ ;
পুহুপ—পুষ্প ; ৪৬৫।৮ ;
পুছই(ত)—জিজ্ঞাসা করে ; ৩২.৬ ; ৭৪।৩ ;
পুছউ(ত)—জিজ্ঞাসা করি ; ৭০,৩ ; ৭০।.৫
পুছল—('পুছল' দ্রষ্টব্য) ৩০১।৭ ;
পুছলুঁ—জিজ্ঞাসা করিলাম ; ১৪৭।৩ ;
পূজব—পূজা করিব ; ১৫।৪ ;
পূজবি—পূজা করিবি ; ৯৯।১৩ ;
পূর (সং) - প্রবাহ ; ৩০২।৫ ;
পূব— পূর্ণ ; ৭১।৪ ; ৪৬৮।১০ ;
পূর, পূরই (ত)—পূর্ণ করে ; ৬।৬ ; ৩ ৬।৯ ;
৪৩৫।৩০ ;
পূরব—পূর্ণ হইবে ; ৮৩৮ ;
পূরল —(১) পূর্ণ হইল ; ১৪।৯ ;
(২) পূর্ণ করিল ; ৮৬.৮ ; ১০৫।৪ ;
পূরি—পূর্ণ করিল ; ৩৭৩।১৬ ;
পূরিব—বায়ুপূর্ণ করিয়া বাজাইব ; ১৬১।১৪ ;
পূরে—পূর্ণ হয় ; ২৬১।২ ;
পেখব—(১) দেখিবে ; ৩।২১ ;
(২) দেখিব ; ৫০০,৩ ;
পেখলি—দেখিল (স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তৃ-পদ স্থলে)
১৬।২ ; ১৯৭।৩ ;
পেখলুঁ—দেখিলাম ; ১।৮ ; ২৯।৫ ; ৬১।৫ ;
পেখি—(১) দেখি ; ৬৪।১১ ;
(২) দেখিয়া ; ২৯।১ ;
পেলিনু—ফেলিলাম ; ১৯০।১১ ;
পৈঠল—প্রবেশ করিল ; ১১৭।৩ ; ১৮১।১৪ ;
পৈঠলি—প্রবেশ করিল ; (স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তৃপদ
স্থলে) ৫২২।২ ;
পৈঠলুঁ—প্রবেশ করিলাম ; ৮৯।১ ;
পৈঠব—প্রবেশ করিব ; ৯৭।৮ ; ২০৫।১৫ ;
পৈল—পতিত হইল ; ২৬৪।১২ ;
পো—পুত্র ; ২১৭।৪ ; ৪৫৭৬ ;
পোহায়লুঁ—পোহাইলাম ; ৯৩।৬ ,
প্যারা—প্রণয়ী ; ৪২৬।৭ ;
প্যারি—(১) প্রণয়িনী ; ৩০৩।১ ; ৪৮৭,৪ ;
(২) রাধা ; ৬০০।৮ ;
পণালি—নরদামা, ড্রেন্ ; ৩১৫.৪ ;
প্রতিআশ—প্রত্যাশা ; ৮৯।২ ; ৪৬৮।৪২ ;
প্রতি-উত্তর—প্রত্যুত্তর ; ২৫৬।১৯ ;
প্রতি পদ—প্রত্যেক পদ-ক্ষেপে ; ১৯৮।৩ ;
প্রতিবিম্ব—প্রতিবিম্ব ; ২০৪।১২ ;

বতাস—বাতাস, বায়ু ; ১২৪।৪ ; ৫০২।৮ ;
বদতি (সং)—বদে ; ২৫২।১৩ ;
বদল—পরিবর্ত্তন ; ৬৬৯।৮ ; ৫৭০।৭ ; ৫৭৪।৭;
বধুয়ন—বধূ-গণ ('ন' ও 'য়ন' প্রাঃ হিন্দী বহু-বচনের বিভক্তি) ৪০২।১২ ;
বনয়ারি—বনমালী ; কৃষ্ণ ; ১৭।১১ ;
বনাওত—নির্ম্মাণ করে ; ১৯২।১০ ;
বনাওনি—নির্ম্মাণ ; ১৪০।১ ;
বনাওল—নির্ম্মাণ করিল ; ১৮১।১৬ ;
বনান—নির্ম্মাণ ; ১৩৯।২ ; ১৯২।৪ ;
বনায়ই—নির্ম্মাণ করে ; ৩৭৬।১০ ;
বনায়ল—নির্ম্মাণ করিল ; ৫০৯।৭ ;
বনায়্যা—নির্ম্মাণ করিয়া ; ৫৪৫।১ ;
বনাঅল—নির্ম্মাণ করিল ; ২৮৪।১ ; ৩৬২।১
বনি—(১) সাজিয়াছে ; ২৮৩।৫ ; ৩১১।৫ ;
(২) সাজিয়া ; ১৫০।১ ;
বন্দী (সং)—বন্দনা-কারী, স্তুতি-পাঠক ; ৪২৬।৪৫ ;
বন্ধ (সং)—(১) বন্ধন ; ২৯।১১ ; ১০১।২২ ;
(২) অঙ্গ-ভঙ্গী ; ৪৩৫।৪ ;
বন্ধু (সং)—(১) প্রিয়তম ; ২২৭।১ ; ২২১।১০ ;
(২) সদৃশ ; ৩৮৬।৮ ;
বন্ধুক (সং)—বাঁধুলি-ফুল ; ৩০৬।৮ ;
বয়ন (না)—বদন, মুখ ; ২।১১ ; ১৪৯।১ ; ৩৮৬।৫ ;
বয়ান—বদন, মুখ ; ৮।৬ ; ১১০।৪ ; ১৪৪।২ ;
বর (সং)—(১) শ্রেষ্ঠ ; ৪।৪ ; ৯।৮ ; ৬৮।১০ ;
(২) বরং ; ১।২ ;
বর কি—(হিং বল্ কি) বরং কি না ; ১।২ ;
বরখত, বরখে, বরিখত—বর্ষণ করে ; ৭৮।২ ; ৪৩৭।৮ ; ৪৮৩।৪ ;
বরখন্তি (স্ত্রিয়)— বর্ষণ করে ; ২০৮।১৪ ;
বরখল—বর্ষণ করিল ; ১৭।১৪ ;
বরজ—ব্রজ, বৃন্দাবন ; ৬২।৫ ; ১৮৩।৭ ;
বরজল—বর্জ্জন করিল ; ১৮৩।২ ;
বরজে—বর্জ্জন করে ; ৪২৭।৭ ;
বরণ—বর্ণ ; ৪২৫।৩ ;
বরণি—বর্ণিত, বর্ণনা ; ৪৪৩।১৮ ;
বরত—ব্রত ; ১০৭।২ ;
বর-নার—বর-নারী, রমণী রত্ন ; ২৮।১৬ ;
বরিখ—বর্ষ, বৎসর ; ১৮৩।১০ ;
বরিখন বরিষণ—বর্ষণ ; ১৮৩।৬ ; ২৬৯।১২ ;
বরিখা—বর্ষা ; ২৪।২ ;
বরিখে (খয়ে)—বর্ষণ করে ; ২৮।৭ ; ১৫১।৮ ;
বরিষয়—বর্ষণ করে ; ৪২৫।১২ ;
বরহা—বর্হ ; ময়ূর-পুচ্ছ ; ১৭২।১ ; ৪১৬।২
বলনি—গঠন ; ১৭৭।৭ ;
বলি—নিছনি ; ৪৭৯।২০ ;
বলিমু—বলিব ; ২২৭।৯ ;
বলিয়ে—বলিতে ; ১৫১।৫ ;
বলিলুঁ—বলিলাম ; ৫৮।১৩ ;
বলিহারি—উৎসর্গ, নিছনি ; ২৬।৫ ; ১২০।১৫;
বলু—বলুক ; ৩৯৮।৪ ;
বসই—বাস করে ; ২৪৮।৯ ; ৪৬৫।১০ ;
বসনা—বস্ত্র ; ২৭।৬ ;
বসাঙ—বসাই ; ২৩৩।১৮ ;
বহ, বহই (ত)—প্রবাহিত হয় ; ১৯৪।২২ ; ৪৩৫।২৪ ; ৪৮৩।৩ ;
বহনা—প্রবহণ, সঞ্চারণ ; ২৫৭।২ ;
বহল—বহিল, ধারণ করিল ; ৩৯৯।৬ ;
বহি—(সং-বহিঃ) অতিরিক্ত; ২৪০।৫; ৩৪৮।১৭;
বহি—বহিয়া ; ভাসিয়া ; ৭৯।২ ;
বহুত—অনেক ; ৪৬৭।২ ; ৫০৯।৭ ;
বাঁটল—বণ্টন করিল, বিভাগ করিল ; ১৯।৭;
বাঁটি—বণ্টন করিয়া, বিভাগ করিয়া, ১৯।৬;
বাঁধবি—বদ্ধ করিবি ; ২৫৮।৯ ;
বাঁধে—আবদ্ধ হয় ; ৩৮।১৩ ;
বাঁশিয়া—বাঁশী ; ৬০৩।৩ ;